১৮৫৩ বর্ষের

উপদেশকপত্রিকা।

THE

INSTRUCTOR;

CHRISTIAN PERIODICAL IN BENGALI.

FOR 1853.

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS.

1853.

নির্ঘণ্টপত্র।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

ইহার মাসিক খণ্ড, ১, ২৫, ৪৯, ৮৪, ৯৭, ১১১, ১৪৫, ১৬৯, ১৯৩, ২১৭, ২৪১, ২৬৫,
১ অধ্যায়ের আরম্ভ, ... ১
২ অধ্যায়ের আরম্ভ, ... ৫১
৩ অধ্যায়ের আরম্ভ, ... ১২১
৪ অধ্যায়ের আরম্ভ, ... ১৪৯
৫ অধ্যায়ের আরম্ভ, ... ২০০
৬ অধ্যায়ের আরম্ভ, ... ২৪৭

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৫৬, স্বকৃত পাপের মীমাংসা, ... ১৫
৫৭, পাপের মোচন সম্ভব হয় কি না, ইহার মীমাংসা, ... ৩৩
৫৮, যে পাপের ক্ষমা হইবে না, সেই পাপের নির্ণয়, ... ৩৫
৫৯, পাপের প্রতীকারার্থে অতি পূর্ব্বকালাবধি পরমেশ্বরের যত্ন, .. ৫৭
৬০, পাপের প্রতীকারার্থে পরমেশ্বরের পুরাতন ধর্ম্ম নিয়ম স্থাপন, .. ৮৮

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

ইহার এক ২ খণ্ড, ... ১০, ৩৮, ৬১, ১০৮, ১২৯, ১৫৩, ১৭৭,

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহুদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

ইহার এক ২ খণ্ড, ... ২২, ২০২, ২২৫, ২৪৯, ২৭৩

উপদেশাদি।

বঙ্গদেশস্থ অবগাহিত মণ্ডলীগণের প্রতি বার্ষিক পত্র—প্রর্থনার বিষয়,.. .. .. ৭৩
ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রতি পরামর্শ, ... ১৪০
খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি নিবেদনপত্র,.. .. .. ১৮৭
ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রতি নিবেদনপত্র,.. .. .. ২০৭
আমি কি সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটি? . .. .২৩৫, ২৫৪, ২৭৬

ইতিহাস।

দরিদ্রদের প্রতি দয়া, ... ১৮
আশ্চর্য্য প্রাণরক্ষা, ... ৪৭
বনিয়ন সাহেব ও কারারক্ষক, ... ৪৮
নাপোলিয়ন বোনাপার্তির চরিত্র,.. .. .. ৯০
মাদাগাস্কার উপদ্বীপ,.. .. .. ১১৩

সমাচার।

বঙ্গদেশস্থ অবগাহিত মণ্ডলীগণের বার্ষিক সভা, ... ৪৫
মণ্ডলীগণের সমাচার সঙ্গ্রহ,.. .. .. ৪৬
বাঙ্গাল নেটিব বাপ্তিস্ট মিশনরি সোসাইটীর তৃতীয় বার্ষিক সভা, .. ৭২
শ্রীযুক্ত পাদ্রি কেরি সাহেবের মৃত্যু,.. .. .. ৭২
খাড়ি গ্রামের সমাচার, ... ১১৭
খাড়ি গ্রামে ওলাউঠা রোগের সংক্ষেপ বিবরণ, ... ১৬১
শ্রীযুক্ত পাদ্রি মণ্ডি ও পাদ্রি রাবিন্সন সাহেব ও অন্য ২ লোকের মৃত্যু,.. ২৪০

শিশুবোধক নিদর্শন।

৩৯ নিদর্শন, ... ১৪৩
৪০ নিদর্শন, ... ১৬৮
৪১ নিদর্শন, ... ১৯১
৪২ নিদর্শন, ... ১৯২
৪৩ নিদর্শন, ... ২১৪
৪৪ নিদর্শন, ... ২১৫

লেখালেখি।

জ্ঞানপ্রদায়িকা সভা, ... ৬৭
খ্রীষ্টীয়ানি লোকদের সদাচরণ করা ২১২
অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ করণ বিষয়ক জিজ্ঞাসা,.. .. .. .. ২১৪
সেই জিজ্ঞাসার উত্তর, ১ পত্র, ... ২২৯
ঐ ঐ ঐ , ২ পত্র, ... ২৩১
ঐ ঐ ঐ , ৩ পত্র, ... ২৩২
ঐ ঐ ঐ , সম্পাদকের শেষকথা, ... ২৩৪
সুসমাচারপ্রচারকদের প্রতি পত্র, ... ২৫৯
যিহূদি লোকদের তাম্বু ও গৃহ বিষয়ক পত্র, ... ২৬২
আদিপুস্তক ৪৯; ১০, এই পদ বিষয়ক জিজ্ঞাসা, ... ২৮২

গীত ও কবিতা।

গীত, ... ৪৪
দায়ূদের ১ ও ২ গীত, ... ৬৯
দেবপূজকদের প্রতি নিবেদন, ... ৭০
পতিত দূতগণের সভায় উপবেশন ও মন্ত্রণারম্ভ, ... ২৮

উপদেশক।

জানুয়ারি ১৮৫৩ (৭৩) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

১ অধ্যায়।

আভাষ। ১—৪।

১-৪। লূক এক চিকিৎসক ছিলেন। অনুমান হয় তিনি আন্তিয়খিয়া নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দেবপূজক ছিলেন, পরে যিহূদীয় মতাবলম্বী হইলেন, শেষে খ্রীস্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, (কল ৪,১১,১৪) এবং পৌল প্রেরিতের শিষ্য হইয়া সুসমাচার প্রচার করিলেন। যৎকালে পৌল প্রচারার্থে দ্বিতীয় যাত্রা করিলেন, তৎকালে লূক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (প্রে ১৬,১০) পৌল প্রথম বার রোমানগরে বদ্ধ হইলে লূকও তাঁহার নিকটে ছিলেন। (কল ৪,১৪। ফি ২৪) উক্ত নগরে পৌল দ্বিতীয় বার বদ্ধ হইলে লূকও তাঁহার নিকটবর্ত্তী ছিলেন। (২ তী ৪, ১১) ইহার পর লূকের বিষয়ে অন্য ২ বিবরণ জ্ঞাত নয়। লূক যে সুসমাচার লিখিলেন তাহা এক পত্র। তিনি খ্রীস্টের প্রেমেতে আকর্ষিত হইয়া মহামহিম থিয়ফিল বন্ধুকে এই দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। তাহার দ্বিতীয় ভাগ প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ। (১, ১) অনুমান হয় থিয়ফিল ইটালি দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কেননা কিনান এবং ছোট আশিয়া ও গ্রীসদেশের গ্রামের বিষয়ে লূক এমন স্পষ্ট করিয়া লিখেন, যে আমরা বুঝিতে পারি, থিয়ফিল তদ্দেশবাসী নহেন। থিয়ফিল (অর্থাৎ ঈশ্বরের বন্ধু) খ্রীস্টীয়ান ছিলেন, কারণ তিনি খ্রীস্টধর্ম্মের বিষয়ে যে সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহার দৃঢ় প্রমাণ এই পত্রদ্বারা লূক তাঁহাকে দিলেন। লূক প্রথমাবধি খ্রীস্টের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে আনুপূর্ব্বিক ভাবৎ বিবরণ লিখিলেন। যাহারা প্রথমাবধি সাক্ষী এবং বাক্যের সেবক, তাহাদের শিক্ষানুসারে খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে সপ্রমাণরূপে প্রচলিত সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত দিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কারণ মথি ও মার্ক ভিন্ন অন্য ২ অনেকে পবিত্র আত্মার আদেশ না পাইয়া এই বৃত্তান্ত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যীশুর মাতা মরিয়ম, সিখরিয় ও ইলীশেবা, মাথা ও মরিয়ম এবং মগ্দলীনী মরিয়ম এবং যীশুর শিষ্যগণ প্রথমাবধি সাক্ষী ছিলেন। প্রভু সুস-

মাচার প্রচার করিতে আমাকে ডাকিয়াছেন, (প্র ১৩, ১০) ইহা নিশ্চয় জানিয়া লূক আপনিও বাক্যের প্রচারক ছিলেন। অতএব তিনি উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়া পবিত্র আত্মার সাহায্যে আনুপূর্ব্বিক খ্রীষ্টের বিবরণ লিখিতে পারক ছিলেন। তিনি কোথায় পত্র লিখিলেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু পৌল প্রেরিত নেরো রাজকর্তৃক (খ্রী, পর ৬২-৬৪ শকে) এই দুই বৎসর রোমানগরে বদ্ধ থাকিলে লূক তাঁহার সহিত সেই নগরে থাকিয়া এই পত্র লিখিলেন, এমন বোধ হয়। প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ ৬৪ বৎসরে লূক লিখিয়াছেন, (প্রে ২৮, ৩০) সুতরাং জানা যায় যে লূক ইহার পূর্ব্বে সুসমাচার লিখিয়াছিলেন। খ্রী, পর ৭০ শকে যিরূশালম নগর নষ্ট হইল। এই নগরের বিনাশের বিষয়ে যীশু যে ২ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, ইহা লূক লিখিয়াও বলেন না যে এই ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে, সুতরাং যিরূশালম নগরের বিনাশের অগ্রে এই সুসমাচার লিখিত ছিল। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রথম অধ্যক্ষগণ বলিয়াছেন যেমন পিতর প্রেরিত মার্কলিখিত সুসমাচারে সম্মতি দিলেন, তেমনি পৌল প্রেরিত লূকলিখিত সুসমাচারে সম্মতি দিয়াছেন। এই নিমিত্তে সমস্ত মণ্ডলী এই সুসমাচার গ্রাহ্য করিয়াছে। অন্যদেশীয় লোকদের প্রতি সুসমাচার প্রচার করিলেন যে পৌল, তাঁহার শিষ্য হইয়া লূক সুসমাচারে প্রমাণ দেন যে যীশু তাবৎ লোকদের ত্রাণকর্ত্তা।

যাহারা প্রকৃত থিয়ফিল অর্থাৎ ঈশ্বরের বন্ধু তাহাদের নিমিত্তেও এই সুসমাচাররূপ পত্র লিখিত আছে। তোমরা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ে যে সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছ, তাহার দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার চেষ্টাতে প্রার্থনা করিতে২ এই সুসমাচারের কথা আলোচনা কর, তাহাতে যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া তোমরা তাঁহার ক্রুশের প্রসঙ্গ প্রচার করিতে পারিবা।

ইলীশেবার গর্ব্ভধারণের বিবরণ। ৫-২৫।

লূক আনুপূর্ব্বিক আপন সুসমাচার লিখিলেন বটে, কেননা খ্রীষ্টের অগ্রগামি যোহনের বিষয় প্রথমে লিখিলেন। এই যোহনের বিষয়ে যিশায়িয় ও মালাখি ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছিল। খ্রী, ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে পুরাতন নিয়মের শেষ ভবিষ্যদ্বক্তা মালাখি বলিল, (৪, ৫. ৬) "পরমেশ্বরের ভয়ঙ্কর মহাদিনের পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রেরণ করিব।" এই কথানুসারে অভিষিক্ত ত্রাতার অগ্রে এলিয় আসিবেন, যিহূদীয় লোকেরা এমন বিশ্বাস করিয়া এলিয়ের পুনরাগমনের অপেক্ষাতে থাকিত। (যো ১, ২১। ম ১৭, ১০। মা ৬, ১৫)

৫। আন্তিপাতেরের পুত্র মহান্ বিখ্যাত ইদোমীয় হেরোদ খ্রী, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রোমীয় লোকদের সহায়তাদ্বারা সমস্ত যিহূদা বা পিলেষ্টিয়া দেশের রাজা হইয়াছিল। (আ ২৭, ৪০; তোমার প্রভুত্ব হইবে এবং গ্রীবাহইতে ভ্রাতার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবা, এই যে কথা ইস্‌হাক এষৌকে কহিয়াছিল তাহা

সিদ্ধ হইল।) হেরোদ জ্ঞানবান্ ও বলবান্, কিন্তু অধার্ম্মিক ও নির্দ্দয় ব্যক্তি ছিল। তাহার অধিকার সময়ে আবিয়ার পালার মধ্যে সিখরিয় (অর্থাৎ ঈশ্বরের স্মরণীয়) নামে এক জন যাজক ছিল। দায়ূদ রাজা যাজকদের চব্বিশ পালা নিরূপণ করিয়াছিল। (১ বং ২৫, ১০। ২ বং ৩১, ২। নি ১০, ৭। ১২, ৪। আবিয়ার পালা অষ্টম পালা। এক ২ পালার অংশিরা এক২ সপ্তাহ মন্দিরের কর্ম্ম করিত। সিখরিয়ের স্ত্রী ইলীশেবা কিম্বা এলীশাবেৎ, এই নামের মর্ম্ম ঈশ্বরের বাসস্থান। সে হারোণের বংশহইতে উৎপন্না ছিল। তাহার পিতাও যাজক। অতএব পিতা ও মাতাদ্বারা যাজকের বংশহইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাদের পুত্র বড় সুখ্যাতি পাইল। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যিশয়রূপ মূড়াহইতে নির্গত এক পল্লব হইলেন। যেমন শুষ্ক ভূমিতে চারার মূল, তদ্রূপ তিনি বৃদ্ধি পাইলেন। (যিশ ১১, ১০। ৫৩, ২)

৬। ঈশ্বরের মনোনীত পাত্রের পিতা মাতা প্রায় সর্ব্বদা ধার্ম্মিক লোক ছিল। সিখরিয় এবং ইলীশেবা "পরমেশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা ও ধর্ম্মবিধি নির্দ্দোষরূপে পালন করিত।" ব্যবস্থা পালনে কোন প্রাণী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পুণ্যবান্ গণিত হইতে পারে না। (রো ৩, ২০) যাহারা ব্যবস্থার কর্ম্মাবলম্বী তাহারা শাপগ্রস্ত। (গল ৩, ১০) কিন্তু সিখরিয় ও তাহার স্ত্রী দীনহীন পাপী হইয়াও ইব্রাহীমের ন্যায় বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত ছিল। হে পরমেশ্বর, তোমার বাসস্থান কেমন প্রিয়, এমন কথা দায়ূদের ন্যায় তাহারা বলিত। প্রতি বৎসর নিরূপিত দিনে যখন মহাযাজক ইস্রায়েলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিত, তখন ইহারা বিশ্বাস পূর্ব্বক ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার অবলম্বন করিত, যে "তাহাতে তোমরা পরমেশ্বরের সম্মুখে আপনাদের সকল পাপহইতে পরিষ্কৃত হইবা।" (লে ১৬, ৩০) কারণ এই বলিদান যীশুর প্রতিচ্ছায়া, (কল ১, ২২) তিনি আমাদিগকে আপনার সাক্ষাতে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক-রূপে স্থাপন করিবার জন্যে মরিলেন। এই অঙ্গীকৃত ত্রাতার অপেক্ষাতে থাকিয়া ইহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক ছিল।

৭। ইসহাকের মাতা সারা এবং শিমূয়েলের মাতা হান্নার ন্যায় যোহ-নের মাতাও বন্ধ্যা ছিল। "সন্তানেরা পরমেশ্বরের দত্ত এক অধিকার, ও গর্ব্ভের ফল এক পুরস্কারস্বরূপ।" (গী ১২৭, ৩) ইলীশেবার গর্ব্ভ ঈশ্বর বন্ধ করিয়াছিলেন যেন সে স্বামির সহিত স্বীকার করে যে আমাদের পুত্র ঈশ্বরের বিশেষ দান। তাহারা দুই জন বৃদ্ধ ছিল। কিন্তু সিখ-রিয়ের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন। (গ ৮, ২৫।)

৮-১০। সিখরিয় নিজ পালানুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কর্ম্ম করি-বার জন্যে যিরূশালমে গেল। যাজকেরা মন্দিরের কর্ম্মের নিমিত্তে রীতিক্রমে গুলিবাঁট করিবার জন্যে প্রতিদিন চারি বার মন্দিরের এক স্থানে একত্র হইত। তৃতীয় বার একত্র হইলে তাহারা ধূপ জ্বালাইবার নিমিত্তে গুলিবাঁট করিত। গুলিবাঁটদ্বারা সিখরিয়কে ধূপ জ্বালাইতে হইল। "গুলিবাঁট পাত্রে

ফেলা যায় বটে, কিন্তু তাহার নিরূপণ করা কেবল পরমেশ্বরের কর্ম্ম।" (হি ১৬, ৩৩) দিনে২ তাহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইত। (যা ৩০, ১-৯) যখন যাজকেরা মন্দিরের পবিত্র স্থানে ধূপ বেদীর উপরে ধূপ জ্বালাইত, এবং সমস্ত লোকের নিমিত্তে প্রার্থনা করিত, তখন লোকদের সভা পবিত্র স্থানের বাহিরে বারাণ্ডাতে প্রার্থনা করিত। (১ রা ৬, ৩-৩৬) ধূপের ধূম যেমন আকাশে উঠে, তেমনি ধার্ম্মিক লোকদের প্রার্থনা স্বর্গ পর্য্যন্ত উঠে। (প্র ৮, ৩-৪) "ঈশ্বরের সম্মুখে পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত ধূনার ধূম উঠিল।" দায়ূদ (গী ১৪১, ২) বলে, যথা, তোমার সম্মুখে আমার নিবেদন সুগন্ধি ধূপের ন্যায় হউক। যীশু কর্তৃক তুমি যাজকপদে নিযুক্ত আছ। (প্র ১, ৬) প্রার্থনারূপ ধূপ দিবানিশি জ্বালাও। (১ থি ৫,১৭) "পবিত্র লোকদের প্রার্থনারূপ সুগন্ধি ধূপের পরিপূর্ণ স্বর্ণময় পাত্র।" (প্র ৫, ৮) প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপ উৎসৃষ্ট হইবে, (মাল ১,১১) এই অঙ্গীকার যেন সফল হয়, প্রার্থনা কর। যাহারা অসার প্রতিমার উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়, (যির ১৮, ১৬, ১৫) তাহাদের যাতনার ধূম নিত্য২ উঠিবে (প্র ১৪, ১১-১৯।)

১১-১২। লূথের বলে, যেখানে প্রার্থনা তথায় দূত। সেই ধূপ জ্বালাওনের সময়ে সিখরিয় ধূপবেদীর দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান এক দূতের দর্শন পাইয়া উদ্বিগ্ন হইল। ধার্ম্মিক সিখরিয় যদি আপনাকে দীনহীন পাপী জ্ঞান না করিত, তবে ভয়গ্রস্ত হইত না। ভয় পাপের ফল। পাপ করিবার অগ্রে আদম যিহোবার সম্মুখে আপনাকে লুকাইত না। পবিত্র লোক যিহোবার বা দূতগণের সাক্ষাৎ পাইয়া ভয় ও কম্প করে। যাকুব। আ ২৮, ১৬ ১৭) গিদিয়োন, (বি ৬,২২) মানোহ, (বি ১৩,৬-২২) যিশায়িয়, (৬,৫) দানিয়েল, (১০, ১৬-১৭) ও পৌল প্রেরিত (প্রে ৯, ৪ ৯) ইহার প্রমাণ। এবং যীশুর বক্ষঃস্থলে হেলান দিয়াছিল যে যোহন সে প্রভুকে দেখিয়া মৃতকল্প হইয়া তাঁহারি চরণে পড়িল। (প্র ১, ১৭) তথাপি পরমেশ্বর বিষয়ক যে ভয় সে জ্ঞানের উপদেশক, (হি ১৫,৩৩) এবং পবিত্র আত্মার ফল আছে। (যিশ ১১, ২) ধার্ম্মিক লোক যদি ভয় করে, তবে অধার্ম্মিক লোক শেষদিনে যীশুর শ্রীমুখ দেখিয়া কেমন ভয় ও কম্প করিবে।

১৩-১৪। ভয়গ্রস্ত সিখরিয়কে সান্ত্বনা দিয়া দূত কহিল, হে সিখরিয়, ভয় করিও না, কেননা তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, এবং তোমার স্ত্রী ইলীশেবা পুত্র প্রসব করিবে। সিখরিয় এপর্য্যন্ত সন্তানের অপেক্ষাতে থাকিল। বোধ হয়, সিখরিয় ধূপ জ্বালাওনের সময়ে কেবল সমস্ত ইস্রায়েলের জন্যে প্রার্থনা করিল না, কিন্তু আপনার মনোবাঞ্ছাও ঈশ্বরকে জ্ঞাত করিল। পরমেশ্বর বিলম্ব করিলেও তাহার প্রার্থনা শুনিয়া পুত্র দিতে অঙ্গীকার করেন, এবং তিনি স্বয়ং তাহার নাম করণ করেন। যোহন, এই নামের মর্ম্ম ঈশ্বরের অনুগৃহীত। এই যোহন অনেক ধার্ম্মিক লোকদের

আনন্দ জন্মাইল, কেননা ত্রাণকর্ত্তার আগমনের বিষয় তাহারা জ্ঞাত হইল।

১৫। পরমেশ্বরের গোচরে এই যোহন মহান্। ভবিষ্যদ্বক্তাহইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্ত্রীলোকের গর্ভ্জাত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও (ম ১১, ৯-১১) যোহন যীশুর পাদুকার বন্ধন খুলিতে আপনাকে অযোগ্য জ্ঞান করিল। (মা ১, ৭) সে নম্রভাবে বলিল, যথা, যীশুকে উত্তর২ বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হয়। (যো ৩, ৩০) এই প্রকারে আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া যোহন ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে মহান্ হইল। কিন্তু কুজগৎ তাহার মহিমা দেখিতে পারিল না। জগতের সহিত তাহার কোন অংশ নাই, কারণ ঈশ্বরের নিরূপণানুসারে যোহন এক মানতকারি নাসরীয় (নাসীর) হইল। নাসরীয় ব্রতের বৃত্তান্ত গণনাপুস্তকে (৬, ১-২২) পাঠ কর। যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ব্যতিরেকে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিবার কারণ ইস্রায়েলের মধ্যে নাসরীয় লোককে অনুগ্রহ পূর্ব্বক উৎপন্ন করিতেন। (আম ২, ১১) এই নাসরীয় লোক ইস্রায়েলের ভূষণ। (বিল ৪, ৭) "তোমরা আমার নিমিত্তে যাজকদের এক বংশ হইবা," (যা ১৯, ৬) এই কথাদ্বারা ঈশ্বর অনুমতি দিলেন যে এক ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে বা পিতা মাতার ইচ্ছানুসারে যাবজ্জীবন কিম্বা কিছু কালের নিমিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃথক হইবার জন্যে এক মানতকারী হয়। শিমশোন ও শিমূয়েল এমত নাসরীয় লোক ছিল। যাহারা নাসরীয় ব্রত করিয়াছিল, তাহারা দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিত না, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সম্মুখে সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া তাঁহার সেবা করিত। পবিত্রতার ও অপবিত্রতার বিশেষ জ্ঞান যেন হয়, এই জন্যে ঈশ্বর যাজকদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যে সময়ে তোমরা মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ কর, তৎকালে দ্রাক্ষারস ও মদ্যপান করিও না। ইহা এক নিত্য বিধি। (লে ১০, ৮-১১। যিহি ৪৪, ২১। ১ তী ৩, ৩। ইফ ৫, ১৮।)

১৬-১৭। যোহন গর্ভস্থাবস্থাতে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া কোন্২ পদে নিযুক্ত হইবে, তাহা এই দূত প্রকাশ করিল। যোহন কেবল ইস্রায়েল বংশের নিকটে প্রেরিত হইয়া তাহাদের অনেককে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরাইবে। কিন্তু ইস্রায়েল বংশের অধিকাংশ লোক প্রবোধ পাইলেও মনোনিবেশ করিল না। যোহন ত্রাতার অগ্রগামী হইয়া সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের মন ফিরাইবে। (কেবল ঈশ্বর মনুষ্যের মন ফিরাইতে পারেন, কিন্তু তিনি প্রচারকদিগকে মনোনীত করেন, এবং তাহাদের কর্ম্ম মণ্ডলীর মধ্যে পবিত্র আত্মাদ্বারা সফল করেন। নূতন নিয়মের সেবক হইবার ক্ষমতা যেন পাও, এই নিমিত্তে অনবরত প্রার্থনা কর। তাহাতে প্রভু তোমাদ্বারা তোমার ভ্রাতৃগণের মন ফিরাইবেন। পবিত্র আত্মাকে না পাইলে তুমি প্রভুর কর্ম্ম করিতে পার না।) মালাখির ভবিষ্যদ্বাক্য এই, (৪, ৬) "সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের মন, ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের মন ফিরাইবে।" ইব্রাহীম প্রভৃতি পিতৃগণ পূর্ব্বকালে ঈশ্বরের সম্মুখে গমনাগমন করিয়া পরিত্রাণকর্ত্তার

আগমনের অপেক্ষা করিত। কিন্তু তাহাদের সন্তানেরা, অর্থাৎ যোহনের সময়ে যে অবিশ্বাসি যিহূদীয় লোক, তাহারা ইব্রাহীমের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগণের ধর্ম্মপথে চলিত না। ঈশ্বরের সহিত এবং পরস্পরের সহিত ইহাদের মিলন করা যোহনের কর্ম্ম। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে দলাদলি ছিল। বিশেষতঃ সিদূকিবর্গ ও তাহাদের সপক্ষগণ পাপজনক মিথ্যাজ্ঞানে মগ্ন ছিল। যোহন অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্ম্মিকদের মতি দিয়া প্রভু পরমেশ্বরের নিমিত্তে সুসজ্জিত এক প্রজাবর্গকে প্রস্তুত করিবে। ত্রাতার অপেক্ষা করা এবং তাঁহাতে বিশ্বাস করা পিতৃগণের ধর্ম্মজ্ঞান। মন ফিরাও, স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল, ইহা প্রচার করিয়া যোহন এক জাতিকে প্রস্তুত করিল; তাহার সুসজ্জা পাপের বিষয়ে খেদ। সে এলিয়ের আত্মা ও শক্তি বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তার অগ্রে গমন করিবে। ইস্রায়েল বংশের প্রভু পরমেশ্বর যীশু খ্রীষ্টেতে সপ্রকাশ হইলেন। এলিয়ের আত্মা ও শক্তি যাহার আছে, সে দ্বিতীয় এলিয়। মালাখির ভবিষ্যদ্বাক্য (৩, ১-৪, ৫) সফল হইল। যেমন ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ ইস্রায়েলকে পাপের বিষয়ে চেতনা দিতে এলিয় অনবরত শ্রম করিত, তদ্রূপ যোহনও করিত।

১৮। দূতের কথা শুনিয়াও সিখরিয় বিশ্বাস করিল না। আমরা কেমন অবিশ্বাসী, ইহা স্বীকার করিয়া আয়ূব বলিল, (৯, ১৬) "আমি নিবেদন করিলে তিনি যদি উত্তর দেন, তথাপি তিনি যে আমার কথায় মনোযোগ করেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।" সিখরিয় সন্দেহ করিয়া এবং ইব্রাহীমকে স্মরণ না করিয়া দূতকে কহিল, ইহা কি প্রকারে জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। কিন্তু ইব্রাহীম বিশ্বাসে বলবান্ হইয়া শত বৎসর বয়স্ প্রযুক্ত আপন শরীরের জরা এবং আপন সারা নাম্নী স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি মানিল না। (রো ৪.১৯)

১৯। তাহাতে দূত উত্তর করিয়া কহিল, আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান গাব্রিয়েল নামে দূত। তোমার সহিত কথোপকথন করিতে ও তোমাকে এই সুসমাচার দিতে প্রেরিত হইলাম। গাব্রিয়েল অর্থাৎ ঈশ্বরের লোক বা বীর। ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান সপ্ত দূতের মধ্যে ইনি এক জন। (দা ৮, ১৬-৯, ২ প্র ৮, ২) যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, তাহাদের সেবার্থে দূতগণ প্রেরিত হয়। (ইব্র ১,১৪)

২০। সিখরিয় বুঝিল, ইনি এক দূত, তথাপি সে অবিশ্বাস প্রযুক্ত এক লক্ষণ চাহিল, এই হেতু দূতহইতে শাস্তিদায়ক এক লক্ষণ পাইল। বাক্যে সে পাপ করিয়াছিল, এই নিমিত্তে ঈশ্বর বাক্য উচ্চারণের শক্তি তাহাহইতে লইলেন। দূত তাহাকে বলিল, দেখ, এই সকল যে দিনে ঘটিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত তুমি বোবা হইয়া বাক্‌শক্তিহীন থাকিবা, যেহেতুক আমার এই যে বাক্য উপযুক্ত সময়ে সফল হইবে, তাহাতে তুমি প্রত্যয় করিলা না। বোবা

হওন সিখরিয়ের পক্ষে ভাল ঔষধ হইল, পাছে সে মহান্ পুত্রের নিমিত্তে অহঙ্কার করে। যাকুব যিহোবার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলে পর উরুতে খঞ্জ হইল। (আ ৩২, ২৪। ৩২) পৌল যীশুদ্বারা পরাজিত হইলে তিন দিন পর্য্যন্ত অন্ধ হইল। (প্রে ৯; ৯) পৌলের অপরিমিত অভিমান না হইবার জন্যে প্রহারকারি শয়তানের দূতস্বরূপ এক কণ্টক তাহার শরীরে বিদ্ধ হইল। (২ কর ১৭; ৭)

২১-২২ যাজকেরা মন্দিরে ধূপ জ্বালাইয়া বাহিরে গিয়া লোক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিত। লোক সকল সিখরিয়ের অপেক্ষাতে ছিল, এবং পবিত্র স্থানের মধ্যে তাহার বিলম্ব করাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পরে সে বাহিরে আসিয়া তাহাদের প্রতি কথা বলিতে এবং আশীর্ব্বাদ করিতে পারিল না, কিন্তু তাহাদের নিকটে নানা সঙ্কেত করাতে মন্দিরের মধ্যে সে যিহোবার বা এক দূতের দর্শন পাইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিল, কেননা তাহারা তাহার বিবর্ণতা ও কম্প দেখিল। তাহার বোবা হওন যে ঈশ্বরের দণ্ড তাহা লোকেরা বুঝিল না। ঈশ্বর অনেক বার আপন সন্তানদের সঙ্গে নির্জনে গিয়া গোপনীয় রূপে প্রেমপূর্ব্বক তাহাদিগকে দণ্ড দেন। যাজকের বোবা হওন লোকদের নিকটে এক মহৎ উপদেশ ছিল। তদবধি সিখরিয় বোবা হইয়া রহিল। অবিশ্বাস যেন তোমার মুখ বন্ধ না করে। অবিশ্বাসি লোক প্রার্থনাও প্রচার করে না।

২৩। পরে তাহার উপাসনা করণের সময় সম্পূর্ণ হইলে (অর্থাৎ আবিয়ার পালার যাজকেরা এক সপ্তাহ মন্দিরের কর্ম্ম করিলে পর. ২ বং ২৩,৮) সে নিজ গৃহে (বোধ হয় হিব্রোণ নগরে) গমন করিল।

২৪ ২৫। পরে তাহার স্ত্রী ইলীশেবা গর্ব্ভিণী হইল। “পরমেশ্বরের বাক্য যথার্থ।” তাহাতে সে পাঁচ মাস সংগোপনে থাকিল। লোকেরা যেন বৃথা গল্প না করে. এই তাহার বাঞ্ছা। সিখরিয় মৌনা হইয়া থাকিল. কিন্তু তাহার স্ত্রী আনন্দপূর্ব্বক স্তব করিয়া বলিল, লোকদের নিকটে আমার অপমান খণ্ডাইবার নিমিত্তে এই সময় নিশ্চয় করিয়া পরমেশ্বর আমার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন। বন্ধ্যা স্ত্রীকে যিহূদীয় লোক হেয়জ্ঞান করিত। আ ৩০, ২। ১ শি ১, ৬-১১। যিশ ৪,১। হো ৯, ১১-১২। অদ্যাবধি বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের নিঃসন্তানতা শোকের বিষয় বটে, তথাপি তদ্বিষয়ে যীশুর এবং পৌলের কথায় মনোযোগ কর। (ম ১৯, ১২। ১ ক ৭)

মরিয়মের গর্ব্ভধারণের বিবরণ। ২৬-৩৮।

২৬-২৭। অপর ষষ্ঠ মাসে (ইলীশেবার প্রায় ছয় মাস গর্ব্ভ হইলে পর) গাব্রিয়েল দূত পরমেশ্বর কর্তৃক নাসরৎ নগরে মরিয়মের নিকটে প্রেরিত হইল। গালীল দেশের মধ্যে কফরনাহূম নগরের ও টাবোর পর্ব্বতের নিকটে সিবূলূন গোষ্ঠীর দেশে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে নাসরৎ নগর ছিল।

আদিভাগে এই নগরের উল্লেখ নাই। সে অতি ক্ষুদ্র ও তাহার কোন সৌন্দর্য্য নাই। তাহার চতুর্দ্দিকস্থিত পর্ব্বতে চূণের পাথর এবং মরু-ভূমির নিমিত্তে অল্প ক্ষুদ্র গাছ উৎপন্ন হইত। তদনুসারে গ্রামের এই নাম নাসরৎ অর্থাৎ হেয়। গালীলের মধ্যে নাসরৎ এমন হেয় গ্রাম ছিল যে যিহূদীয়েরা বলিত, নাসরৎ গ্রামহইতে কোন উত্তম বিষয় কি উৎপন্ন হইবে? (যো ১,৪৬। ৭,৫২) যীশুকে অবহেলা করিয়া যিহূদীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিন্ নেসের বা নাসরীণ করিয়া বলিত। নাসরতে যূষ-ফের প্রতি বাগ্দত্তা মরিয়ম নাম্নী এক দরিদ্র কন্যা বাস করিত। (ম ১,১৮) যূষফ এক দরিদ্র সূত্রধর ছিল। তাহারা উভয়েই দায়ূদের বংশহইতে উৎ-পন্ন। দায়ূদের বংশের মহিমা ও ধন ক্ষীণ হইয়াছিল। দায়ূদের রাজ-বংশ এক মূড়ার তুল্য। "যিশয়রূপ মূড়াহইতে এক পল্লব নির্গত হইবে, ও তাহার মূলহইতে নির্গত পল্লব ফলবান্ হইবে," (যিশ ১১,১) এই ভবিষ্যদ্বাক্যের সিদ্ধি হওনের সময় তখন উপস্থিত হইল।

২৮। ঐ দূত ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে নম্র মরিয়মের কাছে আসিয়া কহিল, ওগো মহানুগৃহীতে, তোমার কল্যাণ হউক। পরমেশ্বর তোমার সহায়; নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা। আপন পুত্রের মাতা হইবার নিমিত্তে ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক মরিয়মকে মনোনীত করিয়া অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। (ইফ ১,৬) মরিয়ম অনুগ্রহের আকর, রোমান্ কাথলিক লোকদের এই যে কথা তাহা মিথ্যা। তখন সে তাহাকে দেখিয়া তাহার কথাতে উদ্বিগ্না হইয়া, এ কেমন মহৎ সম্ভাষণ? ইহা মনে ভাবিতে লাগিল। মরিয়ম পাপিয়সী না হইলে দূতের কথায় উদ্বিগ্না হইত না। মরিয়ম ভাবিল, এ কেমন কথা? আমার কোন যোগ্যতা নাই। নম্র লোকদিগকে ঈশ্বর অনুগ্রহ প্রদান করেন।

৩০। দূত কহিল, ওগো মরিয়ম, ভয় করিও না; তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। সে মরিয়মের যোগ্যতার বিষয় কিছু না বলিয়া কেবল পর-মেশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় বলিল। (আ ৬, ৮-১৮। যা ৩৩, ১২-১৩। বি ৬, ১৭। ১ শি ১৫, ২৫)

৩১-৩৩। "দেখ, তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া পুত্র প্রসব করিবা।" "দেখ, কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল রাখিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাক্য (যিশ ৭, ১৪) সফল হইল। সেই কন্যা মরিয়ম। ইম্মানুয়েল তাহার পুত্র। "তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবা" কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন। (ম১,২১) যীশু নাম যিহূদীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। য়িহোশূয় বা যেশূয় এই ইব্রীয় নামের উচ্চারণ গ্রীক ভাষাতে যীশু হইল, নূনের পুত্র য়িহোশূয় কিনান দেশ পরাস্ত করিল। এবং যিহোশূয় মহাযাজক (ইষ্র ৩, ২) যিহূদীয়দিগকে বাবিল দেশহইতে কিনান দেশে ফিরিয়া আনিল। এই দুই জন যীশুর প্রতিচ্ছায়া; যে যিহূদীয়েরা

গ্রীক ভাষা ব্যবহার করিত, তাহারা এই দুই জনকেও যীশু করিয়া বলিত। সিরাখের পুত্র যীশু নামক এক যিহূদীয় ব্যক্তি খ্রী, ২০০ বৎসর পূ, এক হিতোপদেশ রচনা করিল। যুষ্ট নামে বিখ্যাত যীশু পৌলের সঙ্গী ছিল। (কল ৪,১১) এইরূপে চলিত নাম গ্রহণ করাতে যীশু আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন। "তিনি মহান্ হইবেন।" সর্ব্বপ্রধান ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র হওয়াতে তিনি অনাদিকালাবধি মহান্ ছিলেন বটে, কিন্তু এই মহত্ত্বের বিষয় গাব্রিয়েল কিছু বলে না। যিনি জগৎকর্ত্তা হইলেও বৈথলেহম গ্রামস্থ গোশালাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এবং স্বমস্তক রাখিবার জন্যে স্থান পান নাই, সেই যীশু আপন দরিদ্রতা ও নম্রতাদ্বারা মহান্। যিনি তাবৎ লোকের বিচারকর্ত্তা হইলেও বদ্ধ ও প্রতারিত ও নিন্দিত ও ঘৃণিত ও বিচারিত হইলেন, সেই যীশু নিজ ধৈর্য্যদ্বারা মহান্। পুনরুত্থান ও জীবনস্বরূপ হইলেও যিনি অভিশপ্ত ক্রুশে টাঙ্গান হইয়া প্রাণ দিলেন, সেই যীশু প্রেমদ্বারা মহান্। যিহোবা যীশুর এক গুপ্ত মহত্ত্ব আছে। জগৎ অবর্ত্তমানে পিতার সহিত বাস করণ সময়ে তিনি পিতার অদ্বিতীয় পুত্রের উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত ছিলেন। পিতা মনুষ্যপুত্রকে উচ্চপদস্থ করিলেন। (ফিল ২, ৯-১১) "তিনি সর্ব্বোপরিস্থের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন।" দূত মরিয়মকে এই পুত্রের ঈশ্বরত্ব স্পষ্টরূপে জ্ঞাত করে না, করিলে মরিয়ম ও যূষফ বালককে উপদেশ ও আজ্ঞা দিতে পারিত না। কিন্তু দূতের কথা স্মরণ করিয়া মরিয়ম বালককে সমাদর করিল। যীশুর ঈশ্বরত্বের বিষয় তাঁহার ক্রিয়াদ্বারা লোকেরা ক্রমে২ জ্ঞাত হইল। "প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন।" (২ শি ৭,১২-১৭) "আমি তোমার ঔরসজাত বংশকে স্থাপিত করিব, ও তাঁহার রাজ্য স্থির করিব, আমি তাঁহার রাজসিংহাসন চিরকাল স্থির করিব," দায়ূদের প্রতি দত্ত এই প্রতিজ্ঞা সফল হইল। (গী ৮৯,৩-৪। যির ৩৩,১৫-২৬। যিহি ২১,২৭। মী ৪,৭) "যীশুর স্কন্ধের উপরে তাবৎ কর্ত্তৃত্বভার সমর্পিত।" যিশ ৯,৬) কিন্তু তাঁহার রাজ্য এই জগৎসম্বন্ধীয় নহে। (যো ১৮,৩৬) যে যিরূশালম ঊর্দ্ধে আছে তথায় তিনি সিংহাসনের উপরে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন। "তিনি যাকুবের বংশের উপরে অনন্তকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন।" যিহূদীয় লোকদের মধ্যহইতে পরিত্রাণ হয়। (যো ৪,২২) অন্যদেশীয় লোকদিগকেও যীশু আপন মেষ করিয়া বলেন। (যো ১০,১৬) আমি তোমার অধিকারের নিমিত্তে অন্যদেশীয়দিগকে, ও তোমার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে দিব, ইহা (গী ২,৮) পিতা পুত্রকে বলিয়াছিলেন। যাহারা যাকুবের ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে তাহারা যাকুবের বংশ। (আ ৯,২৭। রো ১১,২৪) "তাঁহার রাজত্বের শেষ হইবে না।" (যিশ ৯,৭) পৃথিবীতে যে২ রাজ্য ছিল, সে বিনষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে যে২ রাজ্য আছে, সে বিনষ্ট হইবে। কিন্তু যীশুর কর্ত্তৃত্ব অক্ষয়ণীয় ও নিত্যস্থায়ী, ও তাঁহার রাজত্ব অবিনাশ্য। (দা ৭, ১৪)

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

"এ দেশে বিদেশীয় অধ্যক্ষবর্গ ও তাঁহাদের সেনাগণের কিছুকাল অবস্থিতির পরে বোর্ডমন নামক গৌরাঙ্গ বিদেশীয় এক জন শিক্ষক উপনীত হইয়া বনমধ্যে আসিয়া ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন। আমরা তাঁহার বাক্যে বিশেষ মনোযোগ করিলাম, যেহেতু আমাদের স্মরণ হইল, আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়াছিলেন, 'গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা ঈশ্বরের বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও তাঁহারা আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, এবং তাঁহারা ধার্ম্মিক বটেন।' প্রাচীনেরা আরো কহিয়াছিলেন, যথা,

কে সৃজিলেন আদিকালে এ বিশ্ব অপার।
ঈশ্বর সৃজিলেন্ বিশ্ব আদ্যেতে সভার॥
তেঁহ নিরূপিলেন সব সৃষ্টি বস্তু যত।
তিনি বটেন্ সকলের বুদ্ধির অতীত॥

হে পুত্র পৌত্রগণ, পরমেশ্বরই গগনস্থ ও পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে কদাপি বিস্মৃত হইও না, দিবা নিশি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। আর গৌরাঙ্গ বিদেশীয়দের আগমনের পূর্ব্বে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা গান করত এই রূপ কহিতেন,

বড় মাতা আসিছেন রত্নাকর পথে।
শুচিকর বারি সুধা আনিছেন সাথে॥
আসিছেন সাধু গুরু পৃথ্বীসীমাহৈতে।
বনবাসি শিশুগণে উপদেশ দিতে॥

"এই ভবিষ্যদ্বাক্য প্রযুক্ত কারেণদের অনেকে উপদেশকের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তৎপরে আমরা শুনিতে পাইলাম, মৌলমিনেতে ওএড্ সাহেব কারেণ ভাষাতে আশ্চর্য্য পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে যেমন গুরু তৎশিক্ষা করণার্থে কালাপৌকে ও আমাকে জাহাজে করিয়া তথায় আনাইলেন, এবং তৎকালে নানা স্থানস্থ কারেণ লোক আপনাদের ভাষায় পুস্তক পড়িতে শিখে। তাহাতে আমাদের স্মরণ হইল, যে আমাদের প্রাচীনেরা এই কথা সত্যই কহিয়াছিলেন বটে। 'হে পুত্র পৌত্রগণ, ইহার পর কারেণ ভাষাতে পুস্তক উপস্থিত হইবে, যখন তাহা আসিবে তখন কারেণ লোকেরা কিঞ্চিৎ মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।' হে অধ্যক্ষ মহাশয়, পরমে-

শ্বর আপনকার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে আমরা পরমসুখী হইলাম। এখন কারেণদের যুবতী বা সন্তানবতী স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ নগরে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস এবং ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র পরিধান ও ভূষণ ধারণ করিতে পারে। কিন্তু বর্ম্মাদের সময়ে এরূপ কদাচ হইতে পারিত না। তখন আমরা এরূপ কোন ক্রমে করিতে পারিতাম না। ঈশ্বরেচ্ছাতে আপনকার গুণ গান করণের বিস্তর কারণ আছে। পরমেশ্বর আপনকার গ্রাম ও নগর ও দেশ ও রাজ্য সদা স্থির রাখুন। হে মহাশয়, বনবাসি দারিদ্র্যের সন্তান যে আমরা, আমরা এক্ষণে আপনকার মহৎ কার্য্যদ্বারা সুখে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে অবকাশ পাইয়াছি। যে পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থ দারিদ্র্যের সমস্ত সন্তান মহাশয়ের শাসনাধীন না হয়, পরমেশ্বর তাবৎ আপনকার বল বীর্য্যাদি বৃদ্ধি করুন। এবং আপন সেবিত ঈশ্বর মহাশয়কে ও মহাশয়ের পুত্র পৌত্রদিগকে মঙ্গল দান করুন।

"প্রাচীনেরা আরো কহিয়াছিলেন, হে পুত্র পৌত্রগণ, শুন, যখন শ্বেতাঙ্গ বিদেশীয়েরা ও কারেণেরা যুদ্ধ করিবে, তখন মঙ্গল উপস্থিত হইবে। তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিবে? গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা জাহাজারোহণে আসিয়া কারেণদের প্রতি গোলা গুলি নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলা গুলি সুগন্ধি রম্ভা ও সুমিষ্ট ইক্ষু হইয়া যাইবে, এবং কারেণেরা তাহা ভক্ষণ করিবে। অন্য পক্ষে কারেণেরা ত্রিশূল ধারণ পূর্ব্বক গৌরাঙ্গদের জাহাজে ছিদ্র করিবে। তখন কারেণেরা ও বিদেশীয় গৌরাঙ্গেরা পরস্পর ভ্রাতৃগণ জানিয়া এক দলস্থেরা কহিবে, হে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতঃ, অন্য দলস্থেরা বলিবে, হে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ, তাহাতে পরস্পর প্রকৃত ভ্রাতা বোধ হইলে তাহাদের শান্তি ও সুখোৎপত্তি হইবে। দেখ এখন ঈশ্বরের পুত্রের প্রসঙ্গ প্রচারকারি গৌরাঙ্গ বিদেশীয় শিক্ষকগণ পোতারোহণে আসিয়াছেন। লোকেরা তাঁহাদের প্রচারিত কথা অবধারণ না করিতে২ বাদানুবাদ করিল বটে, কিন্তু শিক্ষকেরা তাহাদের বোধগম্য হওন পর্য্যন্ত ঈশ্বরীয় কথা প্রচার করিলেন, তাহাতে তাহারা বুঝিতে পারিল যে উপদেশকদের প্রচারিত ঈশ্বর অদ্বিতীয় বটেন। আর তাঁহারা আমাদের নিমিত্তে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেওনে কৃতকার্য্য হইলেন। হে মহাশয়, পূর্ব্বে কারেণ লোকদের কোন পুস্তক ছিল না। যখন তাঁহারা

অধ্যয়ন করিতে মানস করিত. তখন তাহাদিগকে বর্ম্মা কিম্বা শ্যাম-দেশীয় অথবা তালীং উদাসীনদের আশ্রমে যাইতে হইত। ঐ শিক্ষকেরা তাহাদিগকে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ তৃণোৎপাটন ও নূতন মন্দির নির্ম্মাণার্থে ইষ্টক বহন এবং নগরেং ও গ্রামেং ভিক্ষা করাই-তেন। হাঁ, তাঁহারা তাহাদের ভিক্ষাদ্বারা আনীত অন্ন ভোজন করিয়া আর বার তাহাদিগকে কশাঘাত করিতেন, পরন্তু তাহাদি-গকে বিলক্ষণরূপে অধ্যয়ন করাইতেন না।

"হে অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনকার অনুগ্রহে ও সাহায্যে আমার জাতীয় লোক এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন করিতেছে, এবং যাঁহার বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কহিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ সম্যক্রূপে শ্রবণ করিতে পাইয়াছে। হে মহাশয়, আমরা যদ্যপি পূর্ব্বপুরুষদের দ্বারা পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম. তথাপি বর্ম্মাদের ও তালীং লোকদের তাড়নাতে আমা-দিগকে কখনং প্রতিমা পূজা করিতে হইত। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে অবশ্য রক্ষা করিবেন, এই প্রত্যাশা করিয়া আমরা আমাদের বালিসের উপরে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতাম। হে অধ্যক্ষ মহাশয়, এখন আপনকার অনুগ্রহে আমরা ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে সুযোগ পাইয়াছি। পরমেশ্বর আপনকার নগর ও বংশ চিরস্থায়ী করুন।

"হে মহামহিম শাসনকর্ত্তা, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কহিয়াছি-লেন, গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ; তাহারা পূর্ব্ব-কালে ঈশ্বরের পথে গমনাগমন করাতে পুস্তক ও জাহাজ প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহারা অন্যান্য জাতীয় লোকাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমন্ত, ও তাহারা নানা দেশে উপস্থিত ও মহাসাগর পার হওনে পারক। প্রাচীনেরা আরো কহিয়াছিলেন, যখন তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপস্থিত হইবে, তখন কারেণ লোক সুখী হইবে। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বরের প্রীতি রাখিতে পারক। এক্ষণে আপনকাকে তদ্রূপে দেখিতেছি। আমরা অকর্ম্মণ্য জাতি, আমরা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র বংশ, আমরা বন্যজাতি, আমরা সর্ব্বজাতীয়দের দাস, আমরা মূর্খদের মধ্যে অতিশয় মূঢ়। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপাতে এক্ষণে গৌরাঙ্গ বিদেশীয় শিক্ষকগণ আমাদিগকে অধ্যয়ন করিতে শিখাইয়াছে, তা-হাতে আমি মহাশয়ের নিকটে এই পত্র লিখিতে সক্ষম হইয়াছি।

"হে মহামহিম অধ্যক্ষ মহাশয়, কারেণ জাতির প্রতি আপনকার যে অনুগ্রহ ও দাতৃত্ব তাহা আমরা পুত্র পৌত্রক্রমে কদাপি বিস্মৃত হইব না। হে মহাশয়, আমাদের প্রার্থনা এই, আপনি আমাদিগকে কদাপি ভুলিবেন না, এবং অন্যজাতীয়দের হস্তে কদাচ নিঃক্ষেপ করিবেন না। আমরা আপনকার দ্বারা পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। আমাদের প্রাচীনেরা পূর্ব্বকালে যাঁহার বিষয়ে এই রূপ গান করিতেন, আপনি সেই ব্যক্তি, যথা,

মহান অধ্যক্ষ তাঁর বাক্যে সুখ বড়।
বৃহৎ বটবৃক্ষচ্ছায়া যেমত নিবিড়॥

পূর্ব্বে যে২ জাতীয়েরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিল, তাহাদের সকলহইতে বহুগুণে আমরা আপনকার দ্বারা অধিক সুখভোগ করিতেছি। কিন্তু গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা পাছে পুনঃ প্রস্থান করেন, এবং তাহাতে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশীয়েরা আসিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে দারুণ যন্ত্রণা দেয়, কেবল এই ভয় আমাদের পুনঃ পুনঃ হইতেছে। হে অধ্যক্ষ মহাশয়, কারেণ জাতীয়দের নগর ও উপনগর এবং গ্রাম ও পল্লী কিছুই নাই। আমরা এক্ষণে আপনকার ছায়াতে বাস করিতেছি, তাহাতে আমাদের পরম সুখানুভব হইতেছে। আমরা এক্ষণে অনায়াসে খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছি, কারণ আপনি আমাদের প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। পরমেশ্বর আপনকার বংশ পরম্পরার প্রতি করুণা করুন। আপনি যদি আমাদিগকে পুনরায় বর্ম্মাদের হস্তে সমর্পণ করেন, তবে আমাদের জাতীয় সমস্ত লোক নিতান্ত নিঃশেষে ধ্বংস হইবে। পূর্ব্বে আমরা যেন কণ্টকবনে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনকার অনুগ্রহে আমরা যেন শয়নার্থে বিস্তারিত সপের উপরে বসতি করিতেছি। পরমেশ্বর আপনকাকে পুরুষানুক্রমে পরমসুখী ও আনন্দিত করুন।

"গৌরাঙ্গ বিদেশীয় শিক্ষকগণ ঈশ্বরীয় বাক্য প্রচার করিলে আমাদের কতক লোক তদ্ধর্ম্মাশ্রিত হইল। ইহাও আপনকার সাধুতা ও বদান্যতাহইতে হইল। হে মহাশয়, অরণ্যের পুত্র ও দাসজাতি ও অতি দারিদ্র্যের সন্তান যে আমরা, আমাদিগকে আপনি করদানের দায়হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আনন্দ করিতেছি, তাহা বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারি না। আপনকার জাতীয়

যে গৌরাঙ্গ বিদেশিগণের মধ্যে কেহ২ নগরাধ্যক্ষ ও কেহ২ প্রদেশাধ্যক্ষ ও সেনাপতি ও সেনা ও বৈদ্য ও শিক্ষকরূপে আমাদের দেশে প্রবাস করিতেছে, সে সমস্তই উত্তম লোক। হে অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনকার কার্য্য দেখিয়া আমাদের প্রাচীনোক্ত কথাতে আমার বিশ্বাস জন্মিতেছে, ফলতঃ প্রাচীনেরা কহিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ বিদেশীয়েরা ধার্ম্মিক, তাঁহারা অনুপযুক্ত কোন কর্ম্ম করিবেন না, তাঁহারা তালীং ও বর্ম্মাদের ন্যায় অনবধানতা পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করেন না, তাঁহারা কাহারো প্রতি বলপূর্ব্বক কোন ব্যবহার করেন না। তাঁহারা সত্যাচারে কালযাপন করেন। যখন তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তখন কারেণেরা পরমসুখী হইবে। এই সকল বাক্যেতে আমার প্রত্যয় হইতেছে। কারেণ লোকেরা পুরুষানুক্রমে দাস্য কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ তাহারা আমাদের নিকটে যখন যে সামগ্রী চাহিল, আমাদের সঙ্গতি থাকিল কি না থাকিল, তাহা আমাদিগকে দিতে হইল; এবং তাহারা আমাদিগকে কোন স্থানে যাইতে ডাকিলে, রাত্রি বা দিন হউক, আমাদিগকে যাইতে হইল। তাহারা আমাদিগকে পীড়িত ও তাড়না এবং বধও করিত। হে অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমাদিগকে এমন মন্দ লোকদের হস্তহইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। সত্যই, আপনি আমাদিগকে ক্রয় করিয়া বিনা অর্থে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। যথার্থ, আপনি ধার্ম্মিক, আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি সত্যাচরণ পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। আপনি যে প্রেমী ও দয়াবান্, অত্র সন্দেহ নাস্তি। আমাদের প্রতি আপনকার যে ভদ্রতা ও বদান্যতা, তাহা আমাদের বোধের অগম্য। পরমেশ্বর আপনকার সহিত নিরন্তর থাকুন। আমাদিগকে মুক্ত ও সুখী করণে আপনকার যে ভদ্রতা ও দাতৃত্ব, তাহা আমরা কখন বিস্মৃত হইব না। পরন্তু পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদিগকে যে রূপ গৌরাঙ্গ বিদেশীয়দের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরা আমাদের পুত্র পৌত্রদিগকে তাহা কহিব। হে অধ্যক্ষ মহাশয়, পরমেশ্বর আপনকার রক্ষণাবেক্ষণ করত মঙ্গল করুন এবং পুরুষানুক্রমে আপনকার রাজ্য বৃদ্ধি করুন।”

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৫৬।—স্বকৃত পাপের মীমাংসা।

বৃক্ষহইতে যেমন ফল উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের সহজাত পাপাবস্থা-হইতে নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই সকল দুষ্কর্ম্মকে তাহার স্বকৃত পাপ বলা যায়, যেহেতুক সে আপনি তাহা করে ও তদ্দ্বারা দণ্ডনীয় হয়।

ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘনই পাপ, এই হেতুক পাপের মীমাংসা করিতে গেলে ঈশ্বরীয় আজ্ঞা বিষয়ক বিবেচনা করিতে হয়।

ঈশ্বরের যে সকল আজ্ঞা, তদ্বিষয়ক জ্ঞান দুই প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ সত্য শাস্ত্রদ্বারা এবং বিবেচনাদ্বারা। যাহারা সত্য শাস্ত্র জানে, তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারে। এবং যাহাদের নিকটে সত্য শাস্ত্র নাই, তাহারাও ঈশ্বরের আজ্ঞা বিষয়ক অনেক জ্ঞান পাইতে পারে। সকলের ভাল আচরণ করা কর্ত্তব্য, ও মন্দ আচরণ করা অকর্ত্তব্য; এবং সদাচরণের ফল মঙ্গল, ও কদাচরণের ফল অমঙ্গল, ইহার প্রমাণ প্রত্যেক মনুষ্যের মন দেয়। অতএব সে যদি ভাল আচরণ না করে, তবে দণ্ডের যোগ্য পাত্র হয়, ইহা জানিতে পারে। এবং ভাল কি, ও মন্দ বা কি, এই বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ ও বিবেচনা করিলে সকলের অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে; ইহার কএকটি প্রমাণ দিতে হয়।

(১) এক বাটীর পরিবারের মধ্যে অবিশ্বস্ততা ও প্রবঞ্চনা ও অন্যায় ও লম্পটতা ও অপব্যয় ও অপরিমিত ভোজন পান ও অনৈক্য ইত্যাদি দোষ প্রচলিত হইলে সেই বাটীর লোকদের অমঙ্গল জন্মে, কিন্তু বিশ্বস্ততা ও সত্যতা ও সৌজন্য ও শুচিতা ও পরিমিত ব্যয় ও পরিমিত ভোগ ও ঐক্য ইত্যাদি সদ্গুণ প্রচলিত হইলে তাহাদের মঙ্গল জন্মে, ইহা প্রায় তাবৎ মনুষ্য বাল্যকালাবধি জানিতে পারে, যেহেতুক আপন২ পরিবারের মঙ্গলার্থে পিতা মাতা সকল আপন২ বালকদিগকে এই২ বিষয়ে নানা প্রকার শিক্ষা দিয়া থাকে। পরে বালক কিঞ্চিৎ বড় হইলে উক্ত সকল দোষহইতে জগৎসংসারের অমঙ্গল, এবং উক্ত সকল সদ্গুণহইতে জগৎসংসারের মঙ্গল জন্মে, ইহা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব এই সকলের মধ্যে কি ভাল, এবং কি বা মন্দ, তাহা সকলে জানিতে পারে।

(২) যে রূপ কর্ম্ম সকলের মধ্যে প্রচলিত হইলে সকলের অমঙ্গল জন্মে, তাহা মন্দ, এবং যে রূপ কর্ম্ম সকলের মধ্যে প্রচলিত হইলে সকলের মঙ্গল জন্মে, তাহা ভাল, ইহা সকলে জানিতে পারে।

(৩) কোন দেশের ব্যবস্থাদ্বারা যে২ কর্ম্ম দণ্ডনীয় হয়, তাহা মন্দ, ইহা প্রায় সকল লোক বুঝে।

(৪) মন্দ ফল যে বৃক্ষে জন্মে, সে বৃক্ষও মন্দ, ইহা যেমন সকল মনুষ্য

জানে, তদ্রূপ মন্দ আচরণ যে ভাবহইতে জন্মে, মনের সেই ভাবও মন্দ, ইহা সকলে জানিতে পারে।

(৫) ভাল মন্দ বিষয়ে অনেক জ্ঞান যে শাস্ত্র বিনা মনুষ্যকর্তৃক পাওয়া যাইতে পারে, ইহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ দেবপূজকদের মধ্যে নানা বিদ্বান লোকের লিখিত নীতিশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ।

অতএব যাবৎ মনুষ্য যদি ঈশ্বরের অনেক আজ্ঞা জানিতে পারে, তবে তাঁহার সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন না করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হয়। যে কোন আজ্ঞা তাহারা চেষ্টা করিলে জ্ঞাত হইতে পারে, সেই আজ্ঞা জানিবার চেষ্টা না করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হয়। যে আজ্ঞা তাহারা চেষ্টা করিলেও কোন মতে জ্ঞাত হইতে পারে না, সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হয় না।

স্বকৃত পাপের নির্ণয়।

ঈশ্বরের যে কোন আজ্ঞা মনুষ্য জানে, কিম্বা চেষ্টা করিলে জানিতে পারে, তাহা যদি সে স্ববশ হইয়া লঙ্ঘন করে, তবে সেই আজ্ঞালঙ্ঘন তাহার স্বকৃত পাপ।

ইহাতে স্বকৃত পাপের এই তিন লক্ষণ দেখা যায়।

(১) তদ্দ্বারা কোন ঈশ্বরীয় আজ্ঞার লঙ্ঘন হয়। যে ক্রিয়াদ্বারা কোন ঈশ্বরীয় আজ্ঞার লঙ্ঘন না হয়, সেই ক্রিয়া পাপ নহে। ইহার উদাহরণ, দেবপূজা কিম্বা শ্রাদ্ধ কিম্বা উপবাসাদি বিষয়ক যে সকল আদেশ কেবল মনুষ্যকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, তাহার লঙ্ঘনে পাপ হয় না।

(২) যে আজ্ঞালঙ্ঘনে পাপ হয়, সেই আজ্ঞা পাপি মনুষ্য জানে কিম্বা চেষ্টা করিলে জানিতে পারে। যদি সেই আজ্ঞা জ্ঞাত হওয়া তাহার নিতান্ত অসাধ্য হয়, তবে তাহা লঙ্ঘন করিলেও তাহার পাপ হয় না।

(৩) মনুষ্য যদি স্ববশ হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তবে পাপ করে, কিন্তু স্ববশ না হইলে সেই কর্ম্ম পাপ নহে। এই স্থলে স্ববশ এই শব্দের অর্থ কি, তাহা প্রকাশ করিতে হয়। যে ব্যক্তি স্ববশ, সে জ্ঞানপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করে কিম্বা করিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি স্ববশ নহে, সে জ্ঞানপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না।

ইহার উদাহরণ। কেহ নারিকেল ফল পাড়িবার নিমিত্তে গাছে উঠিলে যদি হঠাৎ এক ফল নীচে পড়িয়া তাহার পুত্রের প্রাণ নষ্ট করে, তবে পুত্রের মৃত্যু হইলেও পিতার পাপ হয় না। কিম্বা কোন বলবান লোক যদি বলেতে কোন দুর্ব্বল ব্যক্তির হস্ত ধরিয়া মিথ্যা পত্রেতে তাহাকে স্বাক্ষর করায়, তবে সেই দুর্ব্বল ব্যক্তির পাপ হয় না। কিম্বা হতবুদ্ধি মনুষ্য (অর্থাৎ পাগল) আপন বালককে না চিনিয়া যদি তাহাকে বধ করে, তবে সেই পাগলের পাপ হয় না।

স্বকৃত পাপের নানা প্রকার বিভাগ।

স্বকৃত পাপ সকল নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে।

(১) বিবেচনার সম্বন্ধে যে বিভাগ সে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। যত স্বকৃত পাপ আছে, সে সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যায়, কিন্তু সে সকল যে বিবেচনা পূর্ব্বক করা যায়, তাহা নয়। যে২ পাপ বিবেচনা ব্যতিরেকে করা যায়, তদপেক্ষা বিবেচনা পূর্ব্বক কৃত পাপ ঘৃণার্হ ও দণ্ডনীয়। বিবেচনা ব্যতিরেকে যে পাপ করা যায়, তাহার মধ্যে অজ্ঞানতাজন্য পাপ, এবং দুর্ব্বলতাজন্য পাপ, এবং অকস্মাৎ কৃত পাপ গণনীয়।

অজ্ঞানতাজন্য পাপদ্বারা যে ঈশ্বরীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়, সেই আজ্ঞা পাপি মনুষ্য যদ্যপি পাপ করণের সময়ে না জানে, তথাপি চেষ্টা করিলে পূর্ব্বে জানিতে পারিত। এমত পাপের যে দণ্ড, তদপেক্ষা জ্ঞান পূর্ব্বক কৃত পাপের দণ্ড গুরুতর। লূক ১২; ৪৭।

অকস্মাৎ কৃত যে পাপ, তাহা ক্রোধ প্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এমত শীঘ্র করা যায়, যে বিবেচনা করিবার অবকাশ থাকে না।

দুর্ব্বলতাজন্য যে পাপ, তাহা করিবার সময়ে মনুষ্য ভয়ের কিম্বা কুইচ্ছার প্রবলতা প্রযুক্ত পাপের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হয়।

বিবেচনা পূর্ব্বক যে পাপ, তাহা করিবার অগ্রে মনুষ্য বিবেচনা করিয়া পাপ করিতে মনস্থ করে। এমত পাপ যদি পুনর্জ্জাত লোক কর্ত্তৃক করা যায়, তবে তাহা বড় ভয়ানক হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যদি পবিত্র আত্মার আন্তরিক শিক্ষার বিপরীতে সেই প্রকার পাপ করা যায়, তবে তাহার জন্যে তৎক্ষণাৎ অনুতাপ না করিলে পরমেশ্বর সেই পাপিকে ত্যাগ করিয়া কঠিনমনা হইতে দিবেন, এমত আশঙ্কা জন্মে।

বিবেচনা পূর্ব্বক যে পাপ করা যায়, তাহাকে দুঃসাহসজন্য পাপ বলা যাইতে পারে। গীত ১৯; ১৩। এবং মৃত্যুজনক পাপ তাহার মধ্যে গণনীয় (১ যোহন ৫; ১৬), এবং পবিত্র আত্মার নিন্দা নামক যে পাপের ক্ষমা কখনো হইবে না, তাহাও তাহার মধ্যে গণনীয়।

দুর্ব্বলতাজন্য যে পাপ এবং দুঃসাহসজন্য যে পাপ, তাহার মধ্যে এই বিশেষ আছে, যে দুর্ব্বলতাজন্য পাপ করণের সময়েও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস মনেতে বর্ত্তমান আছে, এবং তাহা করিলে পরে মনুষ্য চেতনা পাইয়া নম্র ও শোকার্ত্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে পাপের ক্ষমা চাহে; কিন্তু দুঃসাহসজন্য পাপ করণের অগ্রে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস মনহইতে বহিষ্কৃত হয়, এবং তাহা করিলে পরে মন চেতনা পাইলেও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ও কঠিন থাকে, কিম্বা নৈরাশ্যযুক্ত হয়। পিতর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু যিহূদা দুঃসাহসযুক্ত বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল।

(২) যন্ত্রের সম্বন্ধে স্বকৃত পাপ সকল তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ মনদ্বারা, কিম্বা বাক্যদ্বারা, কিম্বা ক্রিয়াদ্বারা পাপ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে কায়মনোবাক্যে কৃত পাপের কথা এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

(৩) আদেশ কিম্বা নিষেধ সম্বলিত আজ্ঞানুসারে পাপ দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ নিষিদ্ধ ক্রিয়া করাই এক প্রকার পাপ, এবং আদিষ্ট ক্রিয়া না করা অন্য প্রকার পাপ। "যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানিয়া তাহা না করে, তাহার পাপ হয়।" যাকুব ৪; ১৭।

(৪) সকল পাপ ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন হওয়াতে পাপদ্বারা ঈশ্বরবিরুদ্ধ ক্রিয়া করা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের কোন২ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে মনুষ্য পরের বিরুদ্ধেও দোষ করে, কিম্বা আপনার বিরুদ্ধেও দোষ করে।

(৫) পরপাপের সঙ্গী হইলে স্বকৃত পাপ হয়। পরের যে পাপ আমি নিবারণ করিতে পারি, তাহা নিবারণ না করিলে আমিও পাপী হই। কিম্বা পরের যে পাপে আমার অসম্মতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ না করিলে আমিও পাপী হই। কিম্বা পরের পাপে সাহায্য করিলে আমিও পাপী হই।

দরিদ্রের প্রতি দয়া।

সম্পাদক মহাশয় গো, দরিদ্রের প্রতি দয়া করা সকলেরি উচিত, বিশেষতঃ যাহারা দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান, তাহাদের প্রতি মনোযোগ করা খ্রীষ্টীয়ানদের অতি কর্ত্তব্য। ফলতঃ ধনী ধনির সহিত প্রণয় রাখে, মানী মানির সহিত আলাপ করে, সভ্য সভ্যের সহিত হৃদ্যতা রাখে, প্রায় তদ্রূপ দেখা যায়। যাহারা পূর্ব্বে উত্তম কুলজাত, তাহারা উত্তম কুলজাতদিগের সহিত প্রণয় রাখে; কিন্তু দরিদ্রের সহিত হৃদ্যতা রাখে বা তাহাদের বিষয়ে মনোযোগ করে, এমন অতি অল্প লোক দেখা যায়। কিন্তু খ্রীষ্টের এরূপ ভাব ছিল না। তিনি দরিদ্র ও নীচ জাতীয়দিগকে আপন শিষ্য করিলেন, এবং তিনি অন্যদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আপনি শিষ্যদিগের পাদপ্রক্ষালন করিলেন, এবং আপন উপদেশে ইহা ব্যক্ত করিলেন, যে কেহ এই ক্ষুদ্র লোকদের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য জ্ঞানে এক বাটি শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, সে কোন প্রকারে আপন ফলে বঞ্চিত হইবে

না। কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে দুঃখ জানাইতে তোমাদের বাটী আইলে, আমি বড় ব্যস্ত আছি, আমাকে দিক্ করিও না, (তখন বাবু বসিয়া তামাক খাইতেছেন) এই রূপ বল; কিন্তু তিনি এমন কথা কখন কহিলেন না। কেহ খ্রীষ্টের অনুরোধে দরিদ্রদের প্রতি দয়া করিলে পরলোকে কোন প্রকারে আপন ফলে বঞ্চিত হইবে না, তাহা সত্য; ফলতঃ ইহকালে কখন২ ফলপ্রাপ্ত হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্তে নীচে এক উদাহরণ লিখিলাম; আপনকার পত্রিকায় স্থানদানে বাধিত করিবেন।

ফ্লোরেন্স নামক নগরে ইটালিদেশস্থ কুলীন বংশজ ফ্রান্শিস ফ্রেশকোবল নামক এক মহাজন ছিলেন, তাঁহার অনেক বিষয় ছিল, এবং তিনি দরিদ্রদিগকে সর্ব্বদা দান করিতেন। যদ্যপি তিনি আপনার দানশীলতা গোপন করিতেন, তথাপি অন্যেরা তাহা জানিত। এক দিবস কোন এক বিদেশী যুবা তাঁহার নিকট উপকার চাহিলে ফ্রেশকোবল যাচকের কোন বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া ও তাহার জীর্ণ বস্ত্র অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? ও কোন্ দেশের লোক? বিদেশী উত্তর করিল, মহাশয়, আমি ইংলণ্ডবাসী; আমার নাম টামস ক্রমওএল, আমি এক জন লোমচ্ছেদকের জামাতা। আমি নিজ ভাগ্য পরিবর্ত্তন করণের নিমিত্তে ফ্রান্স সৈন্যদলের সহিত আইলাম, তাহারা গেটিলিয়ন নামক স্থানে পরাস্ত হইলে আমি সে স্থানে দাসানুদাস হইয়া টুপিবাহক হইলাম। ফ্রেশকোবল ইংলণ্ডীয়দিগকে বিশেষ সমাদর করণ হেতু তাহার প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়া উত্তমরূপে তাহাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া সামর্থ্যবন্ত হওনাবধি আপন আলয়ে রাখিলেন; পরে যে সময়ে ক্রমওএল তাঁহার নিকটে বিদায় চাহিল, ফ্রেশকোবল তাহাকে উত্তম এক অশ্বারোহণ করাইয়া ও তাহার হস্তে ষোলটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন। ক্রমওএল অতিশয় কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বদেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে কার্দিনল উলশী নামক ব্যক্তির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর তিনি অষ্টম হেনেরি রাজার এমন প্রিয়পাত্র হইলেন, যে তিনি তাঁহাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন, তৎপশ্চাতে বিষ্কাওণ্ট পদাভিষিক্ত করিলেন। ক্রমওএল এই প্রকার অনেক উচ্চ২ ও বিশ্বস্ত পদাভিষিক্ত হইয়া শেষে

ইংলণ্ডীয় লর্ড হাই চেন্সেলর (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান বিচারকর্ত্তা) হইলেন।

ক্রমওএল অতি শীঘ্র আপনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ফ্রেশকোবল আপনার বিষয়াদি জলপথে এবং স্থলপথে হারাইয়া দরিদ্র হইলেন। তিনি ক্রমওএলের বিষয় কিছু চিন্তা না করিয়া এই মাত্র স্মরণ করিলেন, যে কতক ইংলণ্ডীয় মহাজন আমার পোনেরো হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধারে; অতএব তাহা প্রাপণেচ্ছায় লণ্ডন নগরে যাত্রা করিলেন। পরে তথায় পৌঁহুছিয়া খাতকদিগের অনুসন্ধান করিতে২ সৌভাগ্যক্রমে মহামহিম চেন্সেলরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই সময়ে রাজগৃহে গমন হেতু সওয়ার হইতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে আপনার পূর্ব্বকালের উপকারক জানিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন, ও অতিশয় আনন্দের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কি ফ্রান্শিস ফ্রেশ-কোবল নামক ফ্লোরেন্স নগরীয় এক মহাজন? তিনি উত্তর করিলেন, আপনকার সেবক আমি সেই ব্যক্তি। আমার সেবক! না, তুমি আমার বিশেষ বন্ধু ও উপকারক ও আমার মহত্ত্বের মূল। আমি তোমাকে প্রিয় বন্ধুর এবং উপকারকের ন্যায় গ্রাহ্য করি। আমার বিস্তর কর্ম্ম প্রযুক্ত আপনকার সহিত সম্প্রতি অনেক ক্ষণ ইষ্টালাপ করিতে পারিলাম না, কিন্তু হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি অবশ্য অদ্য আমার সহিত ভোজন করিতে আমার বাটী আসিবা, এখন আপনকার নিকট বিদায় হই।

ফ্রেশ্কোবল চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই যে মহৎ ব্যক্তি এত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, এবং এমত অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে গ্রাহ্য করিলেন ইনি কে? শেষে তাঁহার স্বরেতে এবং আকারেতে জানিলেন যে ফোরেন্স নগরে আমি যাহার উপকার করিয়াছিলাম ইনি অবশ্য সেই ক্রমওএল। পরে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার বাটী গেলেন। মহামহিম কিঞ্চিৎ পরেই উপস্থিত হইলেন, এবং গাড়িহইতে নামিবামাত্র আপনার পুর্ব্বের উপকারককে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহার হস্ত ধরিয়া তথায় উপস্থিত লর্ড হাই আডমিরেলকে কহিলেন, আমি এই ব্যক্তিকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত আছি, ইহাতে আপনি কি আশ্চর্য্যা-

ন্বিত হইতেছেন? পরে তিনি আপনার সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে শুনাইয়া ফ্রেশ্‌কোবলকে ভোজনাগারে লইয়া আপনি মেজের যে স্থানে বসিলেন, তাহার নিকট তাঁহাকে বসাইলেন। ভোজন সাঙ্গে নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে তিনি ফ্রেশ্‌কোবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আপনি কি নিমিত্তে ইংলণ্ডে আসিয়াছেন? ফ্রেশ্‌কোবল অতি সংক্ষেপে আপন বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিলে ক্রমওএল তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমার বিপত্তি হেতু অতিশয় দুঃখিত আছি, এবং তোমার এক সত্য বন্ধুর মত তোমার দুঃখের প্রতিকার করিব, ও তোমার বিষয়ে মনোযোগ করিব। আর দানশীল হওনের পূর্ব্বে ন্যায়কারী হওয়া মনুষ্যের উচিত। আমার কর্ত্তব্য যে আমি প্রথমতঃ তোমার ঋণ পরিশোধ করি। ইহা কহত হাত ধরিয়া ছোট এক কুঠরীতে লইয়া গিয়া টাকার ইস্কাতর খুলিয়া কতক স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাঁহাকে দিলেন, এবং কহিলেন, হে আমার বন্ধু, তুমি যে টাকা আমাকে ফ্লোরেন্‌স নগরে কর্জ্জ দিয়াছিলা ও যে দশ স্বর্ণমুদ্রা আমাকে আমার পোসাকের নিমিত্তে দিয়াছিলা, এবং আর যে দশ স্বর্ণমুদ্রা আমার ঘোড়ার নিমিত্তে দিয়াছিলা তাহা এই লও। আর আমি জানি যে তুমি যদি ঐ সমস্ত মুদ্রাতে ব্যবসা করিতা, তবে কত লাভ পাইতা; অতএব বিনতি করি যে এই চারি২ শতের চারি তোড়া গ্রহণ কর, এবং আপন কৃতজ্ঞ বন্ধুর দান জানিয়া ভোগ কর। ফ্রেশকোবল এই বড় দান লইতে অসম্মত হইলেন, ফলতঃ বহু উপরোধে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে ঐ চেন্‌সেলর ফ্রেশকোবলের খাতকদের নাম ও হিসাব লইয়া আপনার এক সেবককে দিয়া কহিলেন, খাতকদিগকে অন্বেষণ করিয়া পোনের দিনের মধ্যে কর্জ্জ পরিশোধ করিতে বল; যদি না করে, তবে দণ্ড পাইবে। ঐ সেবক এমন উত্তমরূপে আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিল, যে অতি অল্প দিনের মধ্যে সমুদয় মুদ্রা আদায় হইল। ফ্রেশ্‌কোবল যত দিন ইংলণ্ডে ছিলেন, তাবৎ কাল মহামহিম চেন্‌সেলরের গৃহে রহিলেন। সে স্থানে আপন যোগ্যতানুসারে আমোদ করিলেন। তাঁহাকে ইংলণ্ডে থাকিতে শ্রীযুত চেন্‌সেলর অনেক উপরোধ করিলেন, এবং ষাটি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঐ স্থানে বাণিজ্যের নিমিত্তে দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি ফ্লোরেন্‌সে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। শ্রীযুত চেন্‌সেলরের নিকটহইতে বহুদান প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে

প্রস্থান করিলেন। ফ্লেশকোবল পুনর্জীবিত সৌভাগ্য অতি অল্প কাল ভোগ করিলেন, কারণ ইটালি দেশেতে পুনর্গমনের কএক মাস পরে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ইতি।

শ্রীলালচাঁদ নাথ।

বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

৬। হেরোদ আপন স্ত্রী মরিয়ম্নীকে অতিশয় প্রেম করিতেন বটে; কিন্তু সে প্রেম অতি আশ্চর্য্য মতে প্রকাশ পাইত, ফলতঃ যে কালে তাঁহাকে যিহূদা দেশহইতে যাত্রা করিতে হইত, তৎকালে "আমি যদি ফিরিয়া না আইসি, তবে মরিয়ম্নীকে সংহার কর," এই রূপ গুপ্ত আজ্ঞা দিয়া যাইতেন। রাজা এমত আজ্ঞা নিত্য দিয়া যান, ইহা কোন ক্রমে স্ত্রীর কর্ণগোচর হইলে সে সতী ও তদ্ভিন্ন অতি সাহসিক হওয়াতে সুতরাং অত্যন্ত কুপিত হইল। হেরোদ ইহা দেখিয়া তাহাকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার অত্যন্ত খেদ হইল বটে; ফলতঃ আর্ত্তনাদে ও ক্রন্দনেতে মৃতা স্ত্রী পুনর্জীবিত হয় না। এই ঘটনার অল্প দিন পরে মরিয়ম্নীর মাতা সিকন্দ্রারও মৃত্যু হইল। অধিকন্তু মরিয়ম্নীদ্বারা হেরোদের যে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা আসমোনীয় বংশে জাত প্রযুক্ত যিহূদীয়দিগকে আপনাদের পক্ষে আনাইতে চেষ্টা করাতে হেরোদ ঈর্ষ্যাতে ও ঘৃণাতে পূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহা খ্রীষ্টের আগমনের ৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিল। রাজার মনে এমত সন্দেহজাত ক্রূরতা নিত্য বর্ত্তমান ছিল, যে স্বপরিবারের লোক হউক বা মিত্র হউক বা ভদ্র বা বলবান বা অতি পরাক্রান্ত লোক হউক, তিনি কাহাকেও ছাড়িলেন না। অতএব ইহা দেখিয়া যিহূদীয় লোক তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করত তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে নানা কল্পনা করিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ফিরূশিগণ সেই কল্পনাতে সহকারী ছিল, তথাপি তাহারা কৃতার্থ হইল না। রাজা

তাহাদের কল্পনার বিষয় শুনিয়া আপন প্রজাদিগকে অধিক ঘৃণা করিতে লাগিলেন; এবং দোষি ব্যক্তি যেন কোন ক্রমে উদ্ধার না পায়, এই কারণ তিনি ভয়েতে অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও বিস্তর যন্ত্রণা দিলেন।

৭। যিহূদীয়গণ আমাকে অতিশয় ঘৃণা করে, ইহা জানিয়া হেরোদ রাজা তাহাদের প্রিয় কিম্বা সমাদরণীয় হইবার চেষ্টা তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহার শত্রু বলহীন হওয়াতে যখন তাঁহার পরাক্রম স্থাপিত হইল, তৎকালে তিনি যিহূদীয় ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা প্রকাশমতে তুচ্ছ করিয়া রোমীয় লোকদের রীতি ব্যবহার ভাল বাসিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি প্রকাশ হইল বটে, কারণ তাঁহার সর্ব্ব পরাক্রম রোমীয়দের দান, এবং তাহাদের অনুগ্রহ তাঁহার বল। তিনি জন্মেতে লেবীয় নহেন, এবং যিহূদীয়ও নহেন, অতএব আপনি মহাযাজকত্ব পদ প্রাপ্ত হইতে উদ্যোগ করিলেন না; কিন্তু তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সেই পদের অপমান করণাভিপ্রায়ে আপনাদের মনোনীত লোককে মহাযাজকের পদে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। যে রীত্যনুসারে পিতার পরে পুত্র মহাযাজকের পদ প্রাপ্ত হইত, সেই রীতি হেরোদ রাজার অধিকারের আরম্ভাবধি মন্দিরের বিনাশ হওন পর্য্যন্ত ত্যক্ত হইল; রাজগণের ইচ্ছামতে মহাযাজক পদপ্রাপ্ত ও পদচ্যুত হইত। যিহূদীয়দের যে প্রধান সভার সভাস্থ লোকদের সম্মুখে হেরোদকে এক বার দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তিনি তাহা ভগ্ন করিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি ইস্রায়েল বংশীয় নহেন, ইহার কোন প্রমাণ যেন না থাকে, এই জন্যে লোকদের বংশাবলি সম্বলিত গ্রন্থি সকল অগ্নিতে নষ্ট করিলেন। যিহূদাদেশ ছাড়া আর সকল দেশে হেরোদ গ্রীক লোকদের ধারানুসারে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পূজার্থে নানা মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, এবং নাট্যশালাও নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আগস্ত রাজার প্রশংসার্থে নানা ক্রীড়া নিরূপণ করিলেন; পরন্তু যে ব্যক্তির প্রশংসার্থে ক্রীড়া নিরূপিত হয় সে ব্যক্তি দেবরূপে মান্য হইয়া পূজ্য হয়, ইহা পাঠকদের স্মরণে থাকিবে। হেরোদের আচার ব্যবহার রোমীয়দের রীতি ব্যবহারের তুল্য; অধিকন্তু তাহাদের সুখাভিলাষজন্য অপবিত্র ব্যবহার দেখিয়া তিনিও তদ্রূপ করিতেন।

৮। হেরোদ যে২ অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার প্রকাশ পায়। তিনি যিহূদীয়দের মন্দির অতি সুন্দররূপে পুনঃ স্থাপন করিতে স্থির করিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধার্ম্মিকতার বা ভদ্রতার প্রমাণ হয় তাহা নয়, বরং সুলেমানের তুল্য গৌরব কোন ক্রমে প্রাপ্ত হন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায়। তদ্ভিন্ন আমি যিহূদীয়দিগকে অতিশয় রুষ্ট করিয়াছি, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে মন্দির পুনর্নির্ম্মাণদ্বারা তাহাদিগকে শান্ত ও তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। অতএব যিহূদীয়দের সম্মতি পাইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অবশেষে আপন অধিকারের বিংশতিতম বৎসরে পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া নূতন মন্দির স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্দির সমাপ্ত করিতে আঠার সহস্র জন কারিগরকে প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্মেতে লাগাইয়া রাখিতে হইল। মন্দিরের "ধর্ম্মধাম" নামক স্থান ডেড় বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইল; কিন্তু প্রাঙ্গণ ও বারাণ্ডা ও অন্যান্য বাহিরের ঘর নির্ম্মাণ করিতে আর আট বৎসর লাগিল। এই পর্য্যন্ত সাঙ্গ হইলে পর লোকেরা মন্দিরে ঈশ্বরের সেবা করিতে পুনরারম্ভ করিল বটে; তথাপি হেরোদের মৃত্যুর পরেতে মন্দির সম্পূর্ণমতে সমাপ্ত হয়। খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণের সহিত যে মন্দিরে যাতায়াত করিতেন, তাহা এই। এতদ্বিষয় যোষীফসও বিশেষমতে লিখিয়াছেন। হেরোদদ্বারা নির্ম্মিত মন্দির সুলেমানের মন্দিরাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, কিন্তু সুলেমানের মন্দিরে যত স্বর্ণের ব্যবহার হইয়াছিল, এই মন্দিরে তত স্বর্ণের ব্যবহার হইল না। এই মন্দির শুক্লবর্ণ প্রস্তরেতে নির্ম্মিত ও পর্ব্বতের উপর স্থাপিত ছিল, তাহাতে তাহা যিরূশালম নগরের সর্ব্বপ্রধান বিষয় হওয়াতে সকল লোকের অতি প্রশংসনীয় হইল। মন্দিরের বহির্ভাগ স্বর্ণেতে প্রায় সম্পূর্ণমতে আচ্ছাদিত, এবং শৃঙ্গ সকল স্বর্ণে মণ্ডিত, তাহাতে সূর্য্যের উজ্জ্বল সময়ে মন্দিরের প্রতি দর্শন করিলে চক্ষুতে বেদনা হইত। মন্দিরের নির্ম্মাণেতে অপরিমেয় টাকা ব্যয় হইয়াছিল, পরন্তু তাহা পরম সুন্দর ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।

উপদেশক।

ফিব্রুয়ারি ১৮৫৩ (৭৪) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

১ অধ্যায়।

২৬—৩৮।

৩৪। তখন মরিয়ম ঐ দূতকে কহিল, আমি পুরুষকে জানি না, তবে কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইবে? (ম ১,১৮) মরিয়ম যূষফের প্রতি বাগ্দত্তা হইলে তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে এই দূত তাহাকে দর্শন দিল। তাহার এই কথা একেবারে সফল হইবে, ইহা বুঝিয়া মরিয়ম আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া এই কথা কহিল। সিখরিয় সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু মরিয়ম দূতের কথায় বিশ্বাস করিল।

৩৫। তাহাতে দূত উত্তর করিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন। "ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি সদাত্মাদ্বারা মরিয়ম কুমারীহইতে জন্মিলেন, তাঁহাতে আমি বিশ্বাস করি," ইহা আমরা স্বীকার করি। পবিত্র আত্মা মরিয়মেতে আশ্রয় করিয়া তাহাকে সর্ব্বো-পরিস্থের শক্তি গ্রহণ করিবার যোগ্য পাত্র করিলেন। পবিত্র আত্মার ক্ষমতাতে মরিয়মের গর্ব্ভেতে এই পবিত্র বালক উৎপন্ন হইল। স্বর্গস্থ পিতা আপন অদ্বিতীয় পুত্রদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এবং পবিত্র আত্মাদ্বারা ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হন। (যো ১৬, ১৪। ৩,৫,৮। আ ১,২) "সর্ব্বোপরিস্থের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে।" প্রভু "শব্দকারি ক্ষুদ্র এক স্বরে" (১ রা ১৯,১২) আসিয়া মরিয়মের গর্ব্ভে অধিষ্ঠান করিলেন। (যে মেঘ মণ্ডলীর তাম্বু আচ্ছাদন করিত, (যা ৪০,৩৪) এবং যে মেঘ থাবর পর্ব্বতে শিষ্যদের উপর ছায়া করিল, (মা ৯,৭) তাহা স্মরণ করি) "এই কারণ তোমার সেই পবিত্র গর্ব্ভফলের নাম ঈশ্বরের পুত্র হইবে।" যীশুর উৎপাদন রক্তহইতে বা শারীরিক অভিলাষহইতে

কি মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে হইল এমন নয়। পাপেতে তাঁহার উৎপত্তি হইল না, এবং অপরাধে তাঁহার মাতা তাঁহাকে গর্ব্ভে ধারণ করিল না। সুতরাং যীশু পবিত্র। যদি যীশু অন্য মনুষ্যদের ন্যায় পিতামাতাহইতে উৎপন্ন হইতেন, তবে তিনি পাপিষ্ঠ হইয়া পাপিদিগকে ত্রাণ করিতে পারিতেন না। কারাগারে যে বন্দী, সে বন্দিদিগকে মুক্ত করিতে পারে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আপন ভ্রাতৃগণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তি অন্ধদের পথদর্শক হইতে পারে না। প্রকৃত মনুষ্য হইবার জন্যে প্রভু মরিয়মহইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। যদি তিনি প্রকৃত মনুষ্য এবং আমাদের ভ্রাতা না হইতেন, এবং আমাদের দুর্ব্বলতা ধারণ না করিতেন, তবে তিনি দুঃখভোগ করিতে ও মরিতে অপারক হওয়াতে আমাদের মধ্যস্থ ও ত্রাতা হইতে পারিতেন না। (এক বাগ্দত্তা কুমারী-হইতে যীশু জন্মিলেন, যেন আপনার ও মাতার নিন্দা কেহ না করিতে পারে। যিহূদীয়েরা অনেক বার যীশুকে যূষফের পুত্র বলিয়া জানিত।) মরিয়ম পুরুষ ব্যতিরেকে যীশুকে গর্ব্ভে ধারণ করিতে পারিল না, এই রূপ যাহারা বলে, তাহাদিগের প্রতি এই উত্তর, যে যেমন ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে আদমকে এবং স্ত্রী বিনা হবাকে সৃষ্টি করিলেন, তদ্রূপই পুরুষ ব্যতিরেকে মরিয়ম কুমারীহইতে যীশুর জন্ম ঈশ্বরের ক্ষমতাদ্বারা হইল। মরিয়মের এই পবিত্র বালক ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত হইবেন। তিনি ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র। কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর। আমরা যীশুতে বিশ্বাস করিলে পোষ্যপুত্রতা পাই, এবং ঈশ্বরের সন্তান হই। যীশুদ্বারা প্রভু পরমেশ্বর আমাদের পিতা হন। মরিয়মের প্রতি দূতের কথা বিবেচনা করিয়া আমরা দায়ূদের ন্যায় বলি, যথা, "এই প্রকার জ্ঞান আমার নিকটে আশ্চর্য্য, এবং উচ্চতাপ্রযুক্ত আমার বোধের অগম্য হয়।" (গী ১৩৯,৬)।

৩৬,৩৭। মরিয়মের নম্র অন্তঃকরণে কিছু সন্দেহ নাই। কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইবে? এমত জিজ্ঞাসা সে আর করে না। সিখরিয়ের ন্যায় সে কোন চিহ্ন চাহে না। কিন্তু তাহার বিশ্বাস বাড়াইয়া দিবার নিমিত্তে গাব্রিয়েল তাহাকে এই কথা কহিল, "আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে ইলিশেবা, সেও বৃদ্ধাকালে গর্ব্ভে সন্তান ধারণ করিয়াছে। সকলে তাহাকে বন্ধ্যা বলিত, কিন্তু এই তাহার গর্ব্ভের ষষ্ঠ মাস।" দূতের কথা যে সত্য, ইলীশেবার গর্ব্ভধারণ ইহার চিহ্নস্বরূপ। যেমন যিহোবা সারাকে বলিলেন, পরমেশ্বরের অসাধ্য কোন্ কর্ম্ম? (আ ১৮,১৪) তেমনি গাব্রিয়েল মরিয়মকে কহিল, ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। (যির ৩২,১৭। ম ১৯,২৬)

৩৮। হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি সত্য ঈশ্বর, ও তোমার কথা সত্য, যেমন দায়ূদ রাজা এক অনন্ত রাজত্বের বিষয়ে ঈশ্বরহইতে অঙ্গীকার পাইয়া এই কথা বলিল, (২ শি ৭,২৮) তেমনি দায়ূদের বংশোদ্ভবা মরিয়ম

নম্র ভাবে বিশ্বাসপূর্ব্বক বলিল, "দেখ, আমি পরমেশ্বরের দাসী, আমার প্রতি তোমার বাক্যানুসারে ঘটুক।" মরিয়ম এই কথা গাব্রিয়েলের প্রতি কহিবামাত্র পবিত্র আত্মা মরিয়মেতে আশ্রয় করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রধানের শক্তি তাহার উপরে ছায়া করিল। হবার অবিশ্বাসদ্বারা পৃথিবীর উপরে পাপ ও মৃত্যু উপস্থিত হইল। (১ তী ৩,১৪) কিন্তু মরিয়ম বিশ্বাস করিয়া আমাদের ত্রাণকর্ত্তার মাতা হইল। যীশু বলিয়াছেন, যথা, যাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া পালন করে, এবং তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করে, তাহারাই আমার মাতা। (ম ১২, ৫০। লূ ৮, ২১। ১১, ২৮) মরিয়মের ন্যায় তোমার অন্তঃকরণ প্রভুর প্রতি সমর্পণ কর।

৩৯-৫৬। মরিয়মের এবং ইলীশেবার সাক্ষাৎ করণ।

৩৯। মরিয়ম সকল ঘটনার বিষয় যূষফকে কিম্বা অন্য কাহাকেও বলিতে সাহস পাইল না। (ম ১,১৮-২৪) সে মৌনী হইয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। মরিয়ম আপন জ্ঞাতি ইলীশেবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে নাসরৎ গ্রামহইতে পর্ব্বতময় প্রদেশীয় যিহূদার এক নগরেতে, বোধ হয় হিব্রোণ নগরে, কিম্বা যিহূদা বা যূত্তা নগরে, (যি ১৫,৫৫-২১,১৬) গেল। প্রেমেতে আকর্ষিত হইয়া সে ত্বরায় আপন জ্ঞাতির নিকটে গমন করিল। নারীগণের মধ্যে ধন্যা যে মরিয়ম সে চল্লিশ ক্রোশ হাঁটিয়া গেল।

৪০। সিখরিয়ের গৃহে প্রবিষ্টা হইয়া সে ইলীশেবাকে সম্বোধন করিল। পবিত্র লোকের সম্বোধন এবং আশীর্ব্বাদ ফলবান্। কেননা বিশ্বাসদ্বারা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সহিত যে পবিত্র লোকদের সম্মিলন হইয়াছে, তাহাদের কথানুসারে কল্যাণ এবং আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে। (ম ১০,১২-১৩। যো ১৪,২৭। ২০,২১) পৌলের পত্রেতে অনেক নমস্কার পাওয়া যায়, তাহার ভাব এই, আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করি। "মঙ্গল হউক" এমন কথা প্রবঞ্চকের প্রতি বলিতে যোহনের নিষেধ। (যো ১০-১১) সেলাম কিম্বা নমস্কার করণ সময়ে তুমি কি আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া প্রার্থনা করিতেছ? না তোমার সেলাম কি কেবল শব্দমাত্র?

৪১। তাহাতে মরিয়মের সম্বোধন বাক্য ইলীশেবার শ্রবণ মাত্রে তাহার উদরমধ্যে বালক নাচিয়া উঠিল। দূতের কথা সফল হইল। (লূ ১,১৫) ত্রাণকর্ত্তার উপস্থিত হওন প্রযুক্ত গর্ভস্থ যোহন আনন্দ করিল। যেমন হন্না আপন পুত্রকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ ইলীশেবাও করিল। মাতার এবং পুত্রের আনন্দ হইল। বর আইলেন, এই জন্যে বরের মিত্র উল্লাস করিল।

৪২-৪৪। ইলীশেবা পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভস্থ ফল।

আর আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে আইসে, আমার এমন সৌভাগ্য কি প্রকারে হইল? দেখ, তোমার সম্বোধন বাক্যের শব্দ আমার কর্ণকুহরে আসিবামাত্র শিশু আমার উদরমধ্যে আনন্দে নাচিয়া উঠিল।" ইলীশেবার কথাদ্বারা ঈশ্বর পরীক্ষিতা মরিয়মের বিশ্বাস বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন। নাসরৎ নগরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ধর্ম্মময় আত্মা ইলীশেবাকে জানাইয়াছিলেন। অতএব ইলীশেবা এবং মরিয়ম পবিত্র আত্মাদ্বারা ঈশ্বরের স্তব করিল তেমনি মুসা ও তাহার ভগিনী (যা ১৫) ও দিবোরা (বি ৫,) ও হন্না (১ শি ২) ও দায়ূদ (২ শি ২২) এবং যিশায়িয় (১২) ঈশ্বরের স্তবার্থে গান করিল। ইলীশেবা ও মরিয়ম যে এমত মিষ্ট ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কেননা তাহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধাচার করিয়া এবং ত্রাণকর্ত্তার অপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বাক্য আলোচনা করিত। ইলীশেবা মরিয়মকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার গর্ব্ভস্থ শিশুকে আপন প্রভু করিয়া বলিল। ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের ন্যায় ইলীশেবা পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে অভিষিক্ত ত্রাতার ঈশ্বরত্বের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল এই কি সৌভাগ্য! এমন সম্ভ্রমের যোগ্য পাত্র আমি নহি, যে ইস্রায়েলের রাজা আমার প্রভু আমার নিকটে আইসেন। আশীর্ব্বাদ করণ সময়েও ইলীশেবা আপনাকে ক্ষুদ্র করিল।

৪৫। ইলীশেবা এই মান্য অতিথির কাছে আপনাকে ক্ষুদ্র করিলে পর মরিয়মের প্রতি বলিল, "আর ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা, যেহেতুক তোমার প্রতি কথিত পরমেশ্বরের বাক্য সিদ্ধ হইবে।" হবা শয়তানের কথা বিশ্বাস করিলে তাবৎ মনুষ্য পাপিষ্ঠ হইল। দূতের কথায় মরিয়মের বিশ্বাস করাতে তাহার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের মন্দির হইল। অতএব তাহার গর্ব্ভেতে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। বিশ্বাসদ্বারা মরিয়ম যীশুর মাতা হইয়াছে। বিশ্বাস কর, তবে তোমার প্রতিও ঈশ্বরের বাক্য সিদ্ধ হইবে।

মরিয়মও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণা হইয়া ইলীশেবাকে উত্তর করিল। সে ভবিষ্যদ্বক্ত্রী হইয়া ঈশ্বরের মহৎ ক্রিয়ার প্রশংসার্থে এক সুন্দর গীত গান করিল। এই দরিদ্র কন্যা যে এমন গীত গাইল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেননা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রতিজ্ঞা তাহার পায়ের প্রদীপস্বরূপ ছিল। অন্তঃকরণের পূর্ণ ভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য নির্গত হইল। মরিয়মের গীতের অনেক কথা হন্নার গীতহইতে উদ্ধৃত। (১ শি ২,১-১০) পূর্ব্বকালীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা করিবার সময়ে একত্র হইয়া এই বহুমূল্য গীত গান করিত।

৪৬-৪৭। ইলীশেবা মরিয়মের বিশ্বাসের প্রশংসা করিয়াছিল, কিন্তু মরিয়ম নম্রতা পূর্ব্বক আপন প্রভুর প্রশংসা করিয়া বলিল, আমার মন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে, এবং আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরেতে উল্লাসিত হইতেছে। তোমার আত্মাও ত্রাণকর্ত্তাতে উল্লাসিত হয়

কি না? যদি তুমি সম্ভ্রম ও ধন এবং মহিমাতে উল্লাস কর, তবে তোমার উল্লাস থাকিবে না। ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দ ও উল্লাস কর।

৪৮। "কারণ তিনি নিজ দাসীর দুঃখাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।" (গী ১১৩, ৬-৭) দায়ূদের বংশ এক পতিত তাম্বুর ন্যায় ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাহা পুনরায় উঠাইলেন। (আম ৯, ১১) দায়ূদের বংশোদ্ভবা মরিয়ম ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র লোক, কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এই জন্যে সে ধন্যা। আমার পুত্র চিরস্থায়ী রাজা হইবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই। "কেননা দেখ, অদ্যাবধি পুরুষ পরম্পরা সকলেই আমাকে ধন্যা বলিবে।"

৪৯-৫০। "যিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং যাঁহার নাম পবিত্র, তিনি আমার জন্যে মহৎ কর্ম্ম করিলেন; (গী ১২৬,৩) এবং যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাহাদের পুরুষ পরম্পরার প্রতি তাঁহার করুণা আছে।" (যা ২০,৬। গীত ১০৩, ১৭) মরিয়ম ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ও পবিত্র এবং করুণাময় করিয়া বলে। সে জানে যে ঈশ্বরের অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। আত্মাতে সে দেখে যে খ্রীষ্টের রাজ্যের মধ্যে ঈশ্বরের নাম পবিত্ররূপে মান্য হইবে, এবং সকল পাপি লোক অনন্ত মুক্তি পাইবে।

৫১। ত্রাতার জন্মদ্বারা নম্র লোকের উপরে আশীর্ব্বাদ এবং অহঙ্কারিদের উপরে অভিশাপ বর্ত্তিবে। ঈশ্বরের আত্মা মরিয়মকে তাহা জ্ঞাত করেন। যাহারা ঈশ্বরের নাম পবিত্ররূপে মানে না, তিনি পবিত্র হওন প্রযুক্ত তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। "তিনি আপন বাহুদ্বারা বলবানের কর্ম্ম করেন।" (গীত ৮৯, ১৩ যিশ ৫২,১০) "অহঙ্কারিদিগকে তাহাদের মনের কুমন্ত্রণাতে ছিন্নভিন্ন করেন।" (গী ১,৪। ১৮,২৭। ১ পি ৫, ৫)

৫২। "কর্ত্তাদিগকে তিনি সিংহাসনহইতে নামান, ও নম্রদিগকে উন্নত করেন।" (দা ৪, ১৪-৩০)

৫৩। "ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগকে তিনি উত্তম সামগ্রীদ্বারা তৃপ্ত করেন, ও ধনবান্‌দিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন।" যাহারা ধনের ও বলের উপরে ভরসা রাখে, তাহারা মুখে প্রার্থনা করিলেও কিছু পায় না। যাহারা ক্ষুদ্র ও ক্ষুধার্ত্ত হয়, তাহারা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করে, এবং আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। (ম ৫, ৩। লূ ৬, ২০-২৬। যা ১০, ২৪। গী ৩৪,১০। ১০৭, ৯) মরিয়ম আত্মাতে দীনহীন হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ছিল।

৫৪-৫৫। "তিনি আমাদের পিতৃলোকদের কাছে যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে ইব্রাহীমের ও তাহার বংশের প্রতি অনন্তকাল পর্য্যন্ত দয়ার কথা স্মরণ করণার্থে নিজ সেবক ইস্রায়েলের উপকার করেন।" মরিয়ম ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রশংসা করে। "যে কথাতে নিজ দাসকে প্রত্যাশান্বিত করিয়াছ তাহা স্মরণ কর," (গী ১১৯,৪৯) এই প্রার্থনা ঈশ্বর শুনিলেন। ইস্রায়েল ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেও সত্যবাদি ঈশ্বর আপন অঙ্গী-

ক্যরানুসারে ইস্রায়েলকে আপন সেবক ও পুত্র জ্ঞান করিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, ইস্রায়েল বংশ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। (যা ৪,২২) "আমরা যদ্যপি অবিশ্বাস করি, তথাপি তিনি অবিশ্বস্ত হইবেন না।" (২ তী ২,১৩) ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলে ইস্রায়েল ভরসা করিত। (মী ৭,১৮-২০)

৫৬। পরে মরিয়ম প্রায় তিন মাস ইলীশেবার সহিত বাস করিয়া নিজ গৃহে (নাসরৎ গ্রামে) ফিরিয়া গেল। সেই তিন মাস মঙ্গলের সময়। মরিয়ম ও ইলিশেবা সমস্ত অন্তঃকরণে আপন পরমেশ্বরের স্তব করিত। তাহারা পারমার্থিক কাহনে পরস্পর আলাপ করিয়া প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত বাদ ও গান করিল। মরিয়ম পুনঃ২ বলিল, আমি পরমেশ্বরের দাসী; আমার প্রতি তাঁহার বাক্যানুসারে ঘটুক।

পরে যাহা ঘটিল তাহা মথি (১, ১৮-২৪) লিখিয়াছে।

৫৭-৬৬। যোহনের জন্মের বিবরণ।

৫৭। তদনন্তর, অর্থাৎ মরিয়মের প্রস্থান করণের অল্পকাল পরে, ইলীশেবার প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে সে পুত্র প্রসব করিল। জুন মাসের ২৪ দিনে পূর্ব্বকালীয় খ্রীস্টীয়ান লোকেরা যোহনের জন্মদিন স্মরণ করিত, ঐ দিবসাবধি রাত্রির বৃদ্ধি এবং দিবসের ক্ষয়। এবং অতি পূর্ব্বকালাবধি অনেকে ডিসেম্বর মাসের ২৫ দিনকে খ্রীস্টের জন্মদিন বলিয়া মানে, সেই দিনাবধি রাত্রির হ্রাস এবং দিবসের বৃদ্ধি। যোহনের কথা এই যে যীশুকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে। (যো ৩,৩০) কিন্তু যোহনের জন্ম এবং খ্রীস্টের জন্ম কোন্ ২ দিনে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করা কাহারো সাধ্য নহে।

৫৮। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রতি মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া প্রতিবাসী ও কুটুম্ব লোকেরা তাহার সহিত আমোদ করিল। তোমার পুত্রের জন্মেতে অনেকে আনন্দিত হইবে, গাব্রিয়েলের এই কথা সফল হইল। অধার্ম্মিক ইস্রায়েলের মধ্যে নানা স্থানে এমত মনোনীত কএক লোক ছিল, যাহারা পরস্পর প্রেম করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্তব করিল।

৫৯। পরে অষ্টম দিনে (লে ১২,৩) বালকের ত্বক্‌ছেদ করিতে আসিয়া তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম সিখরিয় রাখিতে চাহিল। কারণ তাহারা বলিল, ঈশ্বর ইলীশেবার ও সিখরিয়ের প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তোমার শিশুকে খ্রীস্টীয়ান লোকের উপযুক্ত নাম দেও; দেব দেবীর কিম্বা পশুর নাম বা অন্য নিরর্থক নাম তাহাকে দিও না।

৬০। কিন্তু তাহার মাতা কহিল, তাহা নয়, উহার নাম যোহন হইবে। যাহা মনুষ্যের তাহাতে নয়, কিন্তু যাহা ঈশ্বরের তাহাতে তাহার রুচি ছিল। বোধ হয় ইলীশেবাও আপন পুত্রের নাম যোহন রাখিতে ঈশ্বর হইতে আজ্ঞা পাইয়াছিল, নতুবা সে স্বামির লিখিত আজ্ঞা দেখাইয়া দিত।

৬১,৬২। তখন তাহারা কহিল, তোমার বংশের মধ্যে সেই নাম বিশিষ্ট কেহ নাই। পরে তাহার পিতা সিখরিয়কে সঙ্কেত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ইচ্ছাতে বালকের কি নাম রাখা যাইবে? বোবা সিখরিয়ের কণ বন্ধ ছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। যদ্রূপ বধিরের সহিত, তদ্রূপ বোবার সহিতও লোকেরা সঙ্কেতদ্বারা আলাপ করে।

৬৩। তাহাতে সে এক লিপির পত্র চাহিয়া লইয়া লিখিল, উহার নাম যোহন হইবে। তাহাতে সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কেননা নামের বিষয়ে পিতামাতার বাক্যের ঐক্য ছিল।

৬৪। তৎক্ষণাৎ সিখরিয়ের জিহ্বার জড়তা ঘুচিলে মুখ খুলিয়া যাওয়াতে সে বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল। (লূ ১, ২০) অবিশ্বাস তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছিল, বিশ্বাস তাহার মুখ খুলিয়া দিল। যে ঈশ্বর আপন প্রতিজ্ঞা সফল করেন, তাঁহার স্তব সে করিল। দণ্ডের কারণ দূর হইলে দণ্ডও দূর হয়। দুঃখদ্বারা যাহা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহা সিদ্ধ করিলে পরে তিনি রক্ষাকর্ত্তা হন। তোমার পাপের ফল যে দুঃখ, তাহা একেবারে দূর না হইলেও তুমি তাহা আর দণ্ড জ্ঞান না করিয়া অনুগ্রহের দান জ্ঞান কর। তাহা করিলে দুঃখ আর তিক্ত না হইয়া মিষ্ট হইবা যাইবে।

৬৫-৬৬। তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রতিবাসি সকলে ভয় পাইল, কেননা তাহারা ঈশ্বরের মহৎ ক্রিয়া দেখিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমরা যেন বৃথা না পাই, এই ভয় তাহাদের ছিল। (প্রে ২,৩১) আর যিহুদার পর্ব্বতময় প্রদেশের সর্ব্বত্র লোকেরা এই সকল কথা বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু যিরূশালম নগরস্থ যাজক ও ফিরূশিগণ তদ্বিষয়ে কিছু শুনিল না। কারণ ধনবানদিগকে ঈশ্বর রিক্ত হস্তে বিদায় করেন। আর যত লোক তাহা শুনিল, সকলে মনে ২ বিবেচনা করিয়া কহিল, এ কেমন বালক হইবে? কেননা তাহার জন্যে ঈশ্বর আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ত্রাণকর্ত্তা শীঘ্র উপস্থিত হইবেন, এমন নিশ্চয় ভরসা তাহাদের হইল। আর পরমেশ্বর তাহার সহায় হইলেন।

৬৭-৮০। সিখরিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

৬৭। তখন, অর্থাৎ যোহনের ত্বকচ্ছেদনের দিনে বা কিয়ৎকাল পরে, তাহার পিতা সিখরিয় পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল। গাব্রিয়েলের কথার বিষয়ে তাহার সুন্দর জ্ঞান হইয়াছিল। তাহার অন্তরে আর কোন সন্দেহ উঠিল না। সে দূতের দর্শন পাইলেও নম্রভাবে এই গীতে আপন পুত্রের বিষয়ে অনেক কথা না বলিয়া কেবল যীশু ও তৎকর্তৃক দত্ত পারত্রাণের প্রশংসা করে। অবশ্য পবিত্র আত্মাহইতে প্রবৃত্তি পাইয়া এই গীত গাইল। যদি আপনার ইচ্ছাহইতে ভবি-

ষ্যদ্বাক্য বলিত, তবে সে আপন পুত্রের স্তব করিত। খ্রীষ্টের জন্মের অগ্রে তাঁহার বিষয়ে শেষ ভবিষ্যদ্বাক্য সিখরিয় কহিল।

৬৮। সিখরিয় আত্মাদ্বারা যীশু কর্তৃক দত্ত পরিত্রাণ সিদ্ধ দেখিয়া এমত ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, কেননা তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আপন প্রজাদিগকে মুক্ত করিলেন। যাহারা ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ ছিল, তাহাদের প্রতি তিনি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। যাহারা পাপেতে বদ্ধ ছিল, তাহাদের মুক্তিদাতা তিনি হইলেন। যোহনের জন্ম সিখরিয়কে দৃঢ় প্রমাণ দিল যে ত্রাণের বিষয়ে সকল প্রতিজ্ঞা সফল হইবে।

৬৯। এবং আপন দাস দায়ূদের বংশে আমাদের জন্যে এক শক্তিমান ত্রাণকর্তাকে উৎপন্ন করিলেন " সিখরিয় ত্রাণকর্তাকে "পরিত্রাণের শৃঙ্গ" করিয়া বলে। তাঁহার নাম ১৩২ গীতে "দায়ূদের শৃঙ্গ" আছে। দায়ূদের শৃঙ্গ ধার্ম্মিকদের রক্ষা করে, এবং অধার্ম্মিকদিগকে বিনষ্ট করে। (বৃষভের বল শৃঙ্গেতে আছে।) আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু যীশুদ্বারা বলবান্ হই।

৭০-৭২। "তিনি পূর্ব্বকালাবধি আপন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মুখদ্বারা তাহাই কহিয়া শত্রুগণহইতে ও ঘৃণাকারি সকলের হস্তহইতে আমাদের উদ্ধার করিতে এবং আমাদের পিতৃগণের প্রতি কৃপা করিতে ও আপনার পবিত্র নিয়ম স্মরণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।" যে দিনাবধি জগতের মধ্যে পাপ ছিল, সেই দিনাবধি পরিত্রাণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলা গেল, এবং সুসমাচার প্রচার করা গেল। হনোক এবং নোহ ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল। (২ পি ২. ৫। যিহূ ১৪) এবং পিতর প্রেরিত এমত প্রচার করিল, "যে শিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা অবধি যত২ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছে, সে সকলে এই সময়ের কথা কহিয়া গিয়াছে।" কিন্তু সকলের অপেক্ষা যোহন স্পষ্টরূপে ত্রাতার বিষয় বলিল। এই ত্রাতাদ্বারা যে শত্রুগণহইতে উদ্ধার হইবে, তাহারা কে? কেবল রোমীয় লোক এবং হেরোদ ও সিদূকীয় যাজক এবং অধ্যাপকগণ তাহা নয়। শয়তান ও পাপ এবং মৃত্যু ও নরক এবং যাহা খ্রীষ্টের রাজ্যে আসিতে বাধা জন্মায় এই সকল শত্রুগণহইতে ত্রাতা আমাদিগকে উদ্ধার করেন। যে কুজগৎ খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাহইতেও আমাদের মুক্তি হইবে। যাহা সিখরিয় আত্মাতে দেখিল, তাহা নূতনীকৃত পৃথিবীর উপরে প্রকাশ পাইবে। খ্রীষ্টের রাজ্য কৃপার রাজ্য। খ্রীষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের কৃপাদ্বারা ইব্রাহীমের এবং সকল পিতৃগণের রক্ষা হয়। কেননা "এই সকলে প্রত্যয়দ্বারা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু প্রতিজ্ঞাত ফল প্রাপ্ত হইল না।" (ইব্রী ১১, ৩৯। যে খ্রীষ্টের উপরে তাহারা ভরসা রাখিল, তাঁহার সময় দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইল। (যো ৮,৫৬) আপনার পবিত্র নিয়ম ঈশ্বর স্মরণ করেন। (আ ১১, ১৬-১৮) ঐ নিয়ম কি? পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি ইব্রাহীমের বংশদ্বারা অর্থাৎ খ্রীষ্টদ্বারা আশীর্ব্বাদ পাইবে।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৫৭।—পাপের মোচন সম্ভব হয় কি না, ইহার মীমাংসা।

ঈশ্বর জগতের শাসনকর্ত্তা, এই হেতুক পাপের দণ্ড দেন, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছি; এবং পাপের যে দণ্ড হয়, তাহারও বর্ণনা ও মীমাংসা করিয়াছি। পাপি মনুষ্যের অবস্থা অতি ভয়ানক, কেননা সে দণ্ডের যোগ্য, এবং তাহার দণ্ড অতি ঘোরতর। সেই ভয়ানক অবস্থাহইতে কি তাহার রক্ষা হইতে পারে?

১। পাপ ঈশ্বরীয় আজ্ঞার লংঘন, অতএব ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারে না। যে যাহার নিকটে অপরাধী হয়, সে কেবল তাহার নিকটে ক্ষমা পাইতে পারে, ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং কেবল ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করিতে পারেন।

২। ঈশ্বর জগতের শাসনকর্ত্তা, এই হেতুক পাপকে অদণ্ডিত রাখিতে পারেন না। পাপের দণ্ড না দিলে কেহ পাপহইতে ভীত হইবে না, তাহাতে সকলের অমঙ্গল হইবে। বিশেষতঃ যদি পাপের দণ্ড না হয়, তবে দুষ্ট ও ধার্ম্মিক সমানরূপে সুখী হওয়াতে ধার্ম্মিকদের প্রতি অন্যায় করা যাইবে। ঈশ্বর যদি পাপের দণ্ড না দেন, তবে পাপের প্রতি তাঁহার ঘৃণা নাই, এবং ধর্ম্মেতে তাঁহার সন্তোষ নাই, কিম্বা পাপ অনুসন্ধান করণে তিনি অপারক, কিম্বা দণ্ড দিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই, এমত বোধ হইবে, সুতরাং তাঁহার অপমান হইবে।

৩। পাপ ক্ষমা করিতে ঈশ্বরের আবশ্যক নহে। যদি তিনি পাপিকে সম্পূর্ণ দণ্ড দেন, তবে তাহার প্রতি অন্যায় করেন, এমত নহে। পাপের দণ্ড দিলে ঈশ্বরের ক্ষতি হয় না, এবং তাহা ক্ষমা করিলে ঈশ্বরের লাভ হয় না।

৪। যদি পরমেশ্বর পাপ ক্ষমা করেন, তবে তিন বিষয়ে মনোযোগ করা তাঁহার আবশ্যক। ফলতঃ প্রথমে, পাপি ব্যক্তিকে ক্ষমা করণদ্বারা যেন কাহারও প্রতি অন্যায় না হয়; দ্বিতীয়তঃ, পাপি ব্যক্তিকে ক্ষমা করণদ্বারা যেন ঈশ্বরের আজ্ঞা তুচ্ছনীয় না হয়; এবং তৃতীয়তঃ, পাপি ব্যক্তিকে ক্ষমা করণের পরে যেন সে আর পাপে আসক্ত এবং ঈশ্বরের শত্রু না থাকে, এই তিন বিষয়ে মনোযোগ করা ঈশ্বরের আবশ্যক।

যে পবিত্র দূতগণ স্বর্গীয় সুখ ভোগ করে, পাপি মনুষ্য যদি অমনি তাহাদের ন্যায় স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়, তবে ধার্ম্মিকদিগকে পাপিদের সমান করাতে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি অন্যায় করেন। এবং যে পতিত দূতগণ পাপপ্রযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতেছে, পরমেশ্বর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা না করিয়া কেবল মনুষ্যদিগের পাপ ক্ষমা করেন, তবে সেই দূতগণের প্রতি অন্যায় করেন। এবং পাপি মনুষ্য সকলের স্বভাব ও অবস্থা

সর্ব্বতোভাবে সমান হইলে যদি পরমেশ্বর এক জনকে ক্ষমা করিয়া অন্য জনকে ক্ষমা না করেন, তবে অন্যায় করেন। কিন্তু পরমেশ্বর অন্যায়কারী হইতে পারেন না।

যদি পরমেশ্বর পাপের দণ্ড না দিয়া অমনি পাপি মনুষ্যকে ক্ষমা করেন, তবে তাঁহার আজ্ঞা লংঘন করিলে কোন ক্ষতি জন্মে না, ইহা লোকেরা বুঝিবে, এবং পাপের দণ্ড বিষয়ে তিনি যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহা গল্পমাত্র জ্ঞান করিবে। এই রূপে পরমেশ্বরের আজ্ঞা ও তাঁহার স্বভাব তুচ্ছনীয় হইবে। অতএব পাপের দণ্ড না দিয়া পাপিকে ক্ষমা করা পর-মেশ্বরের অকর্ত্তব্য। এবং পাপের দণ্ড দিতে হইলে তিনি কি প্রকারে পাপিকে ক্ষমা করিতে পারেন, তাহা আমরা কোন মতে নিশ্চয় করিতে পারিতাম না, কিন্তু তিনি আপনি ইহার উপায় নিশ্চয় করিয়া আমাদি-গকে জানাইয়াছেন।

এবং ক্ষমা পাইলেও মনুষ্য যদি পূর্ব্ববৎ পাপে রত ও ঈশ্বরের বিপক্ষ থাকে, তবে পাপের ক্ষমাদ্বারা নিতান্ত ঈশ্বরের অপমান জন্মিবে। কিন্তু আপনার অপমানের উৎপাদক হওয়া তাঁহার অনুচিত। এই কারণ পবিত্র আত্মার নিন্দা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ ইত্যাদি যে মৃত্যুজনক পাপ, তাহার ক্ষমা হয় না।

৫। মনুষ্য পাপের নিমিত্তে অনুতাপ না করিলে পাপের ক্ষমা পাইতে পারে না, ইহা সুস্পষ্ট, কিন্তু অনুতাপ করিলে যে সেই অনুতাপের গুণে ক্ষমা পাইবে, তাহাও নহে। অনুতাপদ্বারা পাপ নষ্ট হয় না। নরহত্যা-কারী কিম্বা চোর ধরা পড়িয়া বিচারকর্ত্তার নিকটে শোক প্রকাশ করিলে যদি বিচারকর্ত্তা তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে তাঁহার দয়াতে অন্য লোকদের প্রতি অন্যায় করা যায়, এবং ব্যবস্থা তুচ্ছনীয় হয়।

৬। পূর্ব্বে কৃত পাপ যে পরে কৃত সৎকর্ম্মদ্বারা নষ্ট হয়, তাহাও নহে। কোন প্রজা গত বৎসরের কর রাজাকে না দিয়া যদি এই বৎসরের কর দেয়, তবে এই বৎসরের করদ্বারা ঐ বাকি করের পরিশোধ হয় না। যে মনুষ্য পূর্ব্বে সৎকর্ম্ম না করিয়া সম্প্রতি সৎকর্ম্ম করে, সেও বর্ত্তমান সদা-চরণদ্বারা পূর্ব্বকালের ত্রুটি পূর্ণ করে না। তাহার পূর্ব্বকৃত পাপরূপ ঋণ যদ্যপি বৃদ্ধি না পায়, তথাপি লুপ্ত হয় না। আর যাহার পাপরূপ ঋণ দিনে২ না বাড়ে, এমত ধার্ম্মিক লোক কোথায়?

৭। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন মনুষ্যের দাতব্য করস্বরূপ। সেই কর না দিলে সে অপরাধী হয়। এবং তদতিরিক্ত আর কি ঈশ্বরকে দিতে পারে? ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনাতিরিক্ত সৎকর্ম্ম নাই। তপস্যাদি নানা প্রকার পুণ্যের যে সকল কথা মনুষ্যেরা কহে সে কেমন? রাজাকে কর না দিয়া লালবর্ণ বীজদ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা যেমন নিরর্থক, ঐ তপ-স্যাদি পুণ্যদ্বারা পাপক্ষমা পাইবার চেষ্টা তদ্রূপ নিরর্থক। রাজা যেমন

বাকি করের শোধার্থে লালবর্ণ বীজ গ্রাহ্য করেন না, তদ্রূপ পরমেশ্বর পাপরূপ ঋণের পরিশোধার্থে ঐ তপস্যাদি ক্রীড়াকে গ্রাহ্য করিবেন না।

৮। পরমেশ্বর আপনি পাপের ক্ষমা করিতে সম্মত না হইলে এবং আপনি পাপক্ষমার উপায় নিশ্চয় না করিলে পাপমোচন কখনো হইতে পারিত না। কিন্তু তিনি নিজ দয়া প্রযুক্ত পাপমোচনের এক উত্তম উপায় নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

৫৮।—যে পাপের ক্ষমা হইবে না, সেই পাপের নির্ণয়।

যে পাপের ক্ষমা পরমেশ্বর কখনো করিবেন না, এমত কোন২ পাপ আছে, ইহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। যোহনের প্রথম পত্রে (৫; ১৬) যে মৃত্যুজনক পাপের উল্লেখ করা যায়, তাহা সেই প্রকার পাপ। এবং ধর্ম্মপুস্তকের অন্যান্য স্থানেও সেই প্রকার পাপের কথা লিখিত আছে। ইহার প্রমাণ নিম্নস্থানে প্রকাশ করিতে হইবে।

(১) খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝিয়া সত্য জ্ঞান করিয়া স্বীকার করিলে পরে আর বার বিবেচনা পূর্ব্বক সেই ধর্ম্ম অস্বীকার করা কিম্বা পাপাচারী হওয়া মৃত্যুজনক পাপ।

"যাহারা এক বার দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ও স্বর্গীয় দানের আস্বাদ লইয়াছে, ও পবিত্র আত্মার অংশী হইয়াছে, ও ঈশ্বরের উত্তম বাক্যের এবং ভাবিকালের রসাস্বাদন করিয়াছে, তাহারা যদি ভ্রষ্ট হইয়া ঈশ্বরের পুত্রকে মনে২ পুনর্ব্বার ক্রুশে বধ করিয়া লজ্জাস্পদ করে, তবে পুনর্ব্বার মনঃপরিবর্ত্তনার্থে তাহাদিগকে নূতন করিতে পারা যায় না।" ইব্রীয় ৬; ৪ ৬।

"সত্য মতের জ্ঞান পাইলে পরে যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপাচরণ করি, তবে পাপের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত অবশিষ্ট থাকে না; কেবল বিচারের ভয়ানক প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির উত্তাপ থাকে।" ইব্রীয় ১০; ২৬,২৭।

"তাহারা ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা এক বার সংসারের মালিন্য এড়াইলে পরে যদি পুনর্ব্বার তাহাতে লিপ্ত হইয়া পরাস্ত হয়, তবে তাহাদের প্রথম দশা অপেক্ষা শেষদশা আরও মন্দ। কেননা ধর্ম্মপথ জানিয়া আর বার আপনাদের কাছে সমর্পিত পবিত্র আজ্ঞাহইতে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা বরং সেই ধর্ম্মপথ অজ্ঞাত থাকা তাহাদের মঙ্গল হইত।" ২ পিতর ২; ২০। ২১।

এই ভয়ানক পাপ যাহারা করে,তাহাদের লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিতে হয়।

সেই পাপ করণের পূর্ব্বে তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা বুঝিয়া সত্য জ্ঞান করিয়া স্বীকার করে, এবং কিছু কাল পর্য্যন্ত তাহাতে আনন্দিত হইয়া কথাতে ও আচার ব্যবহারে আপনাদিগকে ধার্ম্মিক লোক দেখায়। যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা কখনো বুঝে নাই, এবং মনে২ তাহার উত্তম-

তার প্রমাণ পায় নাই, এবং সেই ধর্ম্ম স্বীকার করে নাই, ও আপনাদিগকে ধার্ম্মিক লোক দেখায় নাই, তাহারা যদ্যপি খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করে, তথাপি এই ভয়ানক দোষে দোষগ্রস্ত হয় না।

যাহারা সেই ভয়ানক পাপ করে, তাহারা কেবল দুই এক বার ভয় কিম্বা অজ্ঞানতা কিম্বা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পাপ করে তাহা নয়; কিন্তু বিবেচনা ও দুঃসাহস পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে দুরাচারী কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্মত্যাগী হয়।

বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞানবান ও চেতনবান হইলে পরে স্পষ্টরূপে কঠিনমনা ও অহঙ্কারী ও নিন্দক ও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপক্ষ ও ধার্ম্মিক লোকদের শত্রু হইয়া উঠে, কিম্বা নিতান্ত নিরাশ হইয়া প্রার্থনা ত্যাগ করে।

(১) যাহারা পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, তাহারাও কখনো ক্ষমা পাইবে না।

"আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যদের সকল প্রকার পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইতে পারে, কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহার সেই দোষের ক্ষমা ইহলোকে কি পরলোকে কখনো হইবে না।" মথি ১২; ৩১, ৩২। মার্ক ৩; ২৮ ৩০। লূক ১২; ১০।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যাহাদের উদ্দেশে এই ভয়ানক কথা কহিয়াছিলেন, সেই অধ্যাপক ও ফিরুশি লোকেরা তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দেখিয়া বলিয়াছিল, "তাঁহার অপবিত্র ভূত আছে; ভূতরাজের সাহায্যদ্বারা সে এই সকল ক্রিয়া করিতেছে।" মার্ক ৩; ৩০।

প্রভু কহেন, পবিত্র আত্মার নিন্দা ব্যতিরেকে আর যত প্রকার পাপ হয়, সকলের ক্ষমা হইতে পারে, কেবল সেই এক পাপের ক্ষমা হইতে পারে না। অতএব খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করণে যে পাপ হয়, তাহাও পবিত্র আত্মার নিন্দা, ইহা স্পষ্ট। আর ইহা মনে করিলে যে কর্ম্মদ্বারা পবিত্র আত্মার নিন্দা হয়, সেই কর্ম্মের বিবেচনা কিঞ্চিৎ সহজ হইবে।

পবিত্র আত্মা নানা উপায়দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ে মনুষ্যকে শিক্ষা দেন। সেই সকল উপায়দ্বারা আমি ঈশ্বরীয় শিক্ষা পাইতেছি, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি দুঃসাহসপূর্ব্বক ঐ শিক্ষাদাতার নিন্দা কিম্বা পরিহাস করে, সে পবিত্র আত্মার নিন্দা করে। ইহার উদাহরণ লিখিতেছি।

খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল ঈশ্বরীয় শক্তির প্রমাণ, এবং তাঁহাতে বিশ্বাস করা আমাদের উচিত, এমত ঈশ্বরীয় শিক্ষা আমরা সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা পাইতেছি, ইহা ঐ অধ্যাপক ও ফিরুশি লোকেরা মনে২ জ্ঞাত ছিল; এই হেতুক যিনি সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা ও চেতনা দিলেন, সেই পবিত্র আত্মাকে ভূত বলিয়া নিন্দা করাতে তাহারা ঐ ভয়ানক দোষে দোষগ্রস্ত হইল।

পরকাল আছে, এবং পরকালে ভাল মন্দ কর্ম্মের প্রতিফল হইবে, ইহা মনে২ নিশ্চয় জানিয়া যে ব্যক্তি দুঃসাহস পূর্ব্বক বলে, পরকালের কথা গল্পমাত্র, সে পবিত্র আত্মার নিন্দা করে। যিশায়িয় ২২; ১৪ দেখিবা।

আমার পাপ প্রযুক্ত ঈশ্বর আমাকে দণ্ড দিতেছেন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া যে ব্যক্তি দুঃসাহস পূর্ব্বক বলে, আমার বিপদ সামান্য ঘটনামাত্র, সে পবিত্র আত্মার নিন্দা করে। যিশায়িয় ৯; ৯।

ঈশ্বর এই কর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন, কিম্বা ঐ কর্ম্ম আদেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া যে ব্যক্তি দুঃসাহস পূর্ব্বক বলে, সেই নিষেধ কিম্বা সেই আজ্ঞা মনুষ্যের কল্পনামাত্র, সেও ঐ ভয়ানক পাপ করে।

এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত ও উত্তম, ইহা নিশ্চয় জানিয়া যে ব্যক্তি তাহার নিন্দা করে কিম্বা তাহা ত্যাগ করে, সেও ঐ দোষে দোষী হয়।

এই সকল কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যে ২ পাপের ক্ষমা হইতে পারে না, সে সকল দুঃসাহস পূর্ব্বক কৃত পাপ। অজ্ঞানতা কিম্বা অবিবেচনা কিম্বা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে পাপক্রিয়া করা যায়, তাহার ক্ষমা হইতে পারে। এবং দুঃসাহস পূর্ব্বক কৃত অনেক পাপেরও ক্ষমা হইতে পারে।

ঐ ভয়ানক পাপকে মৃত্যুজনক পাপ বলা যায়, ইহার কারণ এই যে সেই পাপে লিপ্ত লোকেরা দ্বিতীয় মৃত্যু অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা এড়াইবে না। কোন২ জ্ঞানি লোক বলে, সেই পাপদ্বারা মনুষ্যের পারমার্থিক জীবন অর্থাৎ পবিত্র আত্মার দত্ত নূতন স্বভাব নষ্ট হয়, এই হেতুক তাহাকে মৃত্যুজনক পাপ বলা যায়, ইহাও সত্য হইতে পারে।

কিন্তু যে পাপ প্রযুক্ত পরমেশ্বর মনুষ্যের শারীরিক জীবন নষ্ট করেন, কিম্বা যে পাপ প্রযুক্ত মূসার ব্যবস্থানুসারে মনুষ্যের প্রাণদণ্ড হইত, তাহাকে ধর্ম্মপুস্তকে মৃত্যুজনক পাপ বলে, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

পরদার গমনাদি যে সকল পাপক্রিয়া প্রযুক্ত মূসার ব্যবস্থানুসারে মনুষ্যের প্রাণদণ্ড হইত, রোমাণ কাথলিক লোকেরা সেই সকল পাপক্রিয়াকে মৃত্যুজনক পাপ বলিয়া কহে, সেই সকল পাপের ক্ষমা ইহলোকে হইতে পারে না, কিন্তু পরলোকে হইতে পারে। আর যে সকল প্রকার পাপের ক্ষমা ইহলোকে হইতে পারে, নানা প্রকার ধর্ম্মরীতি পালন করিলে তাহার ক্ষমা পাওয়া যায়, ইহাও বলে। কিন্তু এই সকল কথা তাহাদের কল্পিত জানিবা। ধর্ম্মপুস্তকে এমন [illegible] পাওয়া যায় না।

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

৩ অধ্যায়।

কো-থা-বিয়ু অবগাহিত হইবামাত্র পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতের ওপারে টেনাসেরিম উপত্যকানিবাসি কারেণ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে দুই জন স্বদেশীয় লোককে সঙ্গে করিয়া টাবয়- হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু আরব্ধ বৃষ্টি অবিশ্রান্তে বর্ষিবাতে ও নদী সকল পরিপূর্ণ হওয়াতে তাঁহাকে নিজ মানস পরিত্যাগ করিতে হইল। পরন্তু প্রত্যাগমন কালে তাঁহার গন্তব্য পথের পার্শ্বদিগে কএক ক্রোশ দূরে খাট নামিকা স্রোতস্বতী তীরে কারেণ- দের কোন গ্রামে যাওনার্থে পূর্ব্বের পথ ছাড়িয়া তদভিমুখে চলিলেন। আমার পরিচিত তৎপল্লীবাসি কোন কারেণ লোক লেখে যে তৎকালে রোপণের সময় হওয়াতে আমরা পর্ব্বতপার্শ্বে রোপণ করিতে গিয়াছিলাম, ইতোমধ্যে আমাদের গৃহরক্ষক এক জন আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিল, দেখ, উত্তরদেশহইতে এক ব্যক্তি আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তিনি আমাদের বংশীয় লোক, তোমরা আসিয়া তাঁহার কথা শুন। ইহা শুনিয়া আমরা অবিলম্বে গিয়া দেখি যে কো-থা-বিয়ু বসিয়া আছেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রচার ও শিক্ষাপুস্তকের ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে সকলে তাঁহার উপদেশে মনোযোগ করিল, বিশেষতঃ মোং খোয়া নামক এক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান্ হইতে তখনি মনঃস্থির করিল। এবং গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে কো-থা-বিয়ুর নগরে প্রত্যাগমন সময়ে তাঁহার সহিত চলিল। এই ব্যক্তি কো-থা-বিয়ুর পরিশ্রমের প্রথম ফল- স্বরূপ ও সেই স্থানস্থ সরদারের ভ্রাতা। ইনি ক্রমে২ মণ্ডলীর অতি কর্ম্মণ্য অংশী হইয়া উঠিলেন, যেহেতু তিনি নিজ গ্রামে সুসমাচার ব্যাপ্ত করণে সম্যক প্রকারে সহায়তা করিলেন, ফলতঃ অল্প দিনের মধ্যে সেই গ্রামস্থ প্রায় সকল লোক খ্রীস্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তাঁহার অবগাহন সময়ে মেং বোর্ডম্যান্ তাঁহার বিষয়ে এই রূপ লেখেন, 'শিক্ষা করণের সুযোগ না থাকিলেও মোং খোয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম জ্ঞানে ও অনুষ্ঠানে অতি নিপুণ হইয়া উঠি-

য়াছে। তাঁহার নৈপুণ্য সাত্ত্বিকভাব দেখিলে অনেক সাংসারিক খ্রীষ্টীয়ানকে লজ্জাস্পদ হইতে হয়।'

মেং বোর্ডম্যান্ কো-থা-বিয়ুর ভ্রমণের সমাচার অবগত হইয়া এই প্রকার লেখেন, কো-থা-বিয়ু অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ ও নদী সকল পরিপূর্ণ দেখিয়া কারেণদের গরুর গ্রামে যাওনের মনস্থ ত্যাগ করেন। তিনি কল্য সন্ধ্যাসময়ে বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পর্য্যটন কালে তিনি যত লোকের দেখা পাইলেন, সে সমস্ত লোকের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিলে তাহারা মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিল, অধিকন্তু তাহাদের দুই জন অধিক শিক্ষা পাইবার আশয়ে তাঁহার সমভিব্যাহারে এস্থান পর্য্যন্ত আসিযাছে। তাহারা খ্রীস্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে, ইহা স্বীকার করে, ও বর্যার শেষে আমি যেন তাহাদের গ্রামে যাই এমন বাঞ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

গত বারের ভ্রমণ সময়ে কো-থা-বিয়ু যাহাদিগকে দেখিয়াছিল, এমন দুই জন সরদার বিলক্ষণরূপে শিক্ষা পাইবার আশাতে আসিয়াছে। তাহারা টাবয়হইতে এক দিনের পথ দূরে বাস করে। সুসমাচারের সত্য কথাতে তাহাদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহা তাহারা স্বীকার করিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস সত্যই হউক।

জুলাই মাসে কো-থা-বিয়ু থালু নামক কারেণদের আর এক গ্রামে গিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই স্থানে এই জীবন চরিত্রের লেখক কিছু দিন পরে কতকগুলি খ্রীষ্টীয় লোকের দেখা পাইয়াছিলেন। মেং বোর্ডম্যান কো-থা-বিয়ুর পর্য্যটনের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া এই রূপ লেখেন, কো-থা-বিয়ু নামক কারেণ খ্রীষ্টীয়ান পাঁচ দিবস হইল কারেণদের কোন গ্রামে সুসমাচার প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, অদ্য তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, ঐ গ্রামস্থ সমস্ত লোক আমার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছে। কো-থা-বিয়ু যাবৎ নগরে থাকেন, নানা কার্য্যানুরোধে তত্রাগত স্বজাতীয় লোকদের সহিত ধর্ম্মালাপে তাবৎ ব্যস্ত হয়েন।

আগষ্ট মাসে মেং বোর্ডম্যান্ এই বিবরণ লেখেন, প্রায় এক মাস হইল কো-থা-বিয়ু এক মন্দিরের মূর্ত্তি রাখিবার গহ্বরে

দুই দিবস পর্য্যন্ত উপবাসি এক যুব লোকের দেখা পাইলেন। বর্ম্মাদের নিকটে গোতমের ধর্ম্মের কথা শুনিয়া সেই যুবা তাহা গ্রহণ করাতে পরকালে মঙ্গলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তথাবিধ কঠোর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কো-থা-বিয়ু বর্ম্মাদের ব্যবহৃত উপবাসের দোষ বুঝাইয়া তাহাকে আমাদের বাটীতে আসিতে আহ্বান করিলেন, তাহাতে সে আমাদের নিকটে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা করণে অতিশয় মনোনিবেশ করিল। প্রভুর পথ বিষয়ে অধিক শিক্ষিত হইলে পর সে একখানি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক লইয়া নিজ বাসস্থান বনে প্রস্থান করে। তাহার গমন সময়ে আমরা তাহার বিশেষ সাত্ত্বিকভাব দেখিয়া তাহার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিলাম। এবং সে যেন খ্রীষ্টীয়ান হইয়া উত্তরকালে সুসমাচার প্রচারক হয়, এই প্রত্যাশায় তাহাকে আমাদের নিকটে রাখিতে আমি অনেক বার বাঞ্ছা করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, সেই যুব লোক আরো শিক্ষা পাইবার আশয়ে তিন জন আত্মীয় লোককে সঙ্গে করিয়া কল্য আমাদের বাটীতে পুনর্ব্বার আসিয়াছে। কিছুক্ষণ আমাদের সহিত কথোপকথন ও ঈশ্বরারাধনা করণানন্তর সে কো-থা-বিয়ুর বাটীতে গেল। তথায় সুসমাচারের কথা লইয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা করে, এবং প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইল। অদ্য বৈকালে সত্যেশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ে আরো শিক্ষা গ্রহণ করণাভিপ্রায়ে আমাদের বাটীতে বাস করণের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার এই অভীষ্ট সিদ্ধ করণার্থে কত দিন এখানে থাকিবা? সে উত্তর করিল, দশ বা বার বৎসর, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি পরমেশ্বরের ও খ্রীষ্টের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত না হই। মহাশয়, কারেণদের আর ২ অনেকেই আসিবে। এই যুব ব্যক্তির বুদ্ধি ও ধারণশক্তি উত্তম এবং স্বভাবও ভাল। সে বলে, আমি আর ইষ্টকরাশির পূজা করিতে ইচ্ছা করি না, পরন্তু অনন্তজীবি সত্যেশ্বরকে জানিতে ও তাঁহার সেবা করিতে বাঞ্ছা করি।

সুসমাচার প্রচার কার্য্য যে অতি ভারী ও এদেশে তৎসাধনের উপায় যে প্রচুর নাই ইহা কো-থা-বিয়ু জানিতে পারিলেন। যেহেতু মেং বোর্ডম্যান্ নিজ দৈনিক বিবরণ পুস্তকে তদ্বিষয়ে

এই রূপ লেখেন যে সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরারাধনা করণানন্তর কো-থা-বিয়ু আপন দিবসিক কার্য্য বিবরণ অবগত করিলে পর কহিল, মহাশয়, আমি একটী বিষয় মনস্থ করিয়াছি, তাহাতে আপনকার বিবেচনার অপেক্ষা আছে, ফলতঃ এ দেশে আরো শিক্ষকদিগকে প্রেরণ করিতে আপনি যেন আমেরিকাতে পত্র লেখেন, এমন ইচ্ছা করিতেছি।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় শেষে বর্ষার শেষ না হইতেই কো-থা-বিয়ু পূর্ব্ব অঞ্চলস্থ কারেণ লোকদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি সেই অঞ্চলস্থ চিক্কু নামক গ্রামে গেলেন। মেং বোর্ডম্যানের নিকটে যে ভবিষ্যদ্বক্তা ধর্ম্মশাস্ত্র আনিয়াছিলেন, তিনি শিষ্যের সহিত সেই গ্রামে বাস করিতেন।

মৌং সেক্কী নামক যে কারেণ লোক কো-থা-বিয়ুর সঙ্গী ও পর্ব্বতোপরি পথদর্শক হন, তিনি ইহা লেখেন, বোর্ডম্যান্ গুরু আমার নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রচার করিলে আমি কিছু২ বুঝিতে পারিলাম বটে, কিন্তু তাহা সম্যক্রূপে নহে, পরন্তু কো-থা বিয়ু কারেণ ভাষাতে আমাকে এমন উত্তমরূপে শিক্ষা দিলেন, যে তাহাতে আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম। এবং তাঁহার সঙ্গে২ চিক্কু স্থানে গেলাম, তত্রস্থ লোকেরা ঈশ্বরের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া শিক্ষকের নিমিত্তে এক খানা ঘর প্রস্তুত করিয়া দেয়। অল্প দিনের মধ্যে উপদেশক তথায় উপস্থিত হইলে মৌং লো ও মৌং কিয়া এই দুই জন অবগাহিত হইতে চাহিলেন। ইহারা তৎপরে সুসমাচার প্রচার কার্য্যে বহু বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তর উপকার করিলেন। মৌং কিয়া লেখেন, আমি যখন শুনিতে পাইলাম যে এক গুরু এক জন কারেণ লোককে ও তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া মৌলমীনহইতে আসিয়াছেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই ব্যক্তির নাম কি? কেহ বলিল যে তাঁহার নাম কো-থা-বিয়ু। পরে আমি জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কি নিমিত্তে আসিয়াছেন? উত্তর দিল, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃজনকারি পরমেশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে আসিয়াছেন। ইহাতে তৎশ্রবণ করণার্থে আমি টাবয় স্থানে গেলাম। তথায় কো-থা-বিয়ু আমার নিকটে ঘোষণা করিলে পর আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে ভ্রাতঃ, সত্যই, এই কথা ঈশ্বরের বটে, তুমি ত্বরায় আসিয়া চিক্কু গ্রামে এই কথা প্রচার কর। তথায়

আগমন বিষয়ে গুরু বোর্ডম্যানের নিকটে অনুমতি চাহিলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ দিলেন। তাহাতে কো-থা-বিয়ু আসিয়া বুখ্‌খুর বাটীতে বাস করেন, তথাহইতে আসিয়া আমার সহিত ও অন্যান্য লোকের সহিত কথোপকথন করিয়া সেই স্থানে গিয়া থাকেন। এক দিবস বুখ্‌খু আপন স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া ঈশ্বরের কথা মানিতে অসম্মত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি কো-থা-বিয়ুর নিকটে গিয়া বলিলাম, ভ্রাতঃ, আপনি আমার বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করুন, তাহাতে তিনি আমার বাটীতে আইলেন।

কো-থা-বিয়ু তথাহইতে নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে মেং বোর্ডম্যান্ তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এই কথা লেখেন, কো-থা-বিয়ু নানা গ্রামে গিয়া সুসমাচার প্রচার করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং গত দৈনিক পুস্তকে যে মায়াবির কথা উল্লেখ করিয়াছি সে ব্যক্তি তাঁহার সহিত আসিয়াছে। তাহাকে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সভ্য ভব্য ও কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্ত দেখিতেছি, যেহেতু সে বলিতেছে, আমি আর মায়াবির কার্য্য করিব না, পরন্তু অন্তঃকরণের সহিত অনন্ত ঈশ্বরের ও তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সেবা করিব।

কিছু দিন পরে কো-থা-বিয়ু দ্বিতীয় বার গিয়া দশ জন লোককে সঙ্গে করিয়া নবেম্বর মাসে ফিরিয়া আইলেন। তদ্বিষয়ে মেং বোর্ডম্যান এই কথা বলেন, কো-থা-বিয়ু আর দশ জন লোককে সঙ্গে করিয়া বাটীতে আসিয়াছেন, তাহাদের কএক জন আপনাদিগকে খ্রীষ্টের শিষ্যরূপে স্বীকার করিতেছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সরদারের কথা মনোযোগ যোগ্য বটে।

প্রায় এক মাস পরে কো-থা-বিয়ু সেই স্থানে পুনর্ব্বার যান, এবং মেং বোর্ডম্যানকে বনমধ্যে লইয়া যাওনার্থে তথাহইতে ১৮২৯ সালে নগরে পুনরাগমন করেন। তৎকালে মেং বোর্ডম্যান এই কথা লেখেন, তিন দিবস হইল দুই জন কারেণ আমাদের নিকটে আসিয়াছে, তাহারা কারেণদের বসতিস্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করণের প্রত্যাশায় তিন দিনের পথ চলিয়া আইল, কিন্তু তথায় আমার দেখা না পাওয়াতে আর তিন দিবস পথ চলিয়া আসিয়া আমার বাটীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মজ্ঞান প্রাপনে অতিশয় আকাঙ্খী দেখায়। এবং কো-থা-বিয়ু তাহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদানে অবিশ্রামে পরিশ্রম করিতেছেন। তাহাদের এক জন মর্গুই প্রদেশহইতে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি বলে যে টাবয় ও মর্গুই ও টেনাসেরিম ইত্যাদি প্রদেশস্থ সমস্ত কারেণ লোক আপনকাদের বিষয় অবগত হইয়া মহাশয়দের উপদেশ শ্রবণার্থে অতিশয় আকাঙ্খী হইয়াছে।

কএক দিবস পরে মেং বোর্ডম্যান কো-থা-বিয়ুর সমভিব্যাহারে কারেণদের অঞ্চলে শেষ বার গেলেন। তথায় তিনি ব্রহ্মভাষাতে ঘোষণা করেন, এবং কো-থা-বিয়ু তদুপদেশ যত স্মরণে রাখিতে পারেন, তাহা লোকদিগকে কারেণ ভাষাতে বুঝাইয়া দেন, এবং অবকাশানুসারে ঘোষণা করেন। মেং বোর্ডম্যান লেখেন, এক দিন প্রাতঃকালে ভোজনের পর কো-থা-বিয়ু তাহাদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণাদি বিষয়ে এক বা দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত কারেণ ভাষাতে উপদেশ দিলেন। আর এক স্থানে এক লোক অবগাহিত হওনার্থে আমাদের নিকটে নিবেদন করিল; সে ব্যক্তি কো-থা-বিয়ুর নিকটে পূর্ব্বে অনেক বার সুসমাচারের কথা শ্রবণ করিয়াছিল।

কো-থা-বিয়ু মেং বোর্ডম্যানের সহিত নগরে ফিরিয়া আসিয়া নানা কার্য্যানুরোধে তত্রাগত কারেণ লোকদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করিতে অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। মার্চ মাসে মেং বোর্ডম্যান লেখেন, কো-থা-বিয়ু এক জন বৃদ্ধ কারেণকে আনিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন, ইহাকে দেখিয়া বোধ হয় তিনি অতি সম্ভ্রান্ত লোক। লোকে বলে মর্গুই প্রদেশস্থ কারেণ লোকদের সরদার। তিনি বলিলেন, মর্গুই ও টেনাসেরিম প্রদেশের তাবৎ কারেণ লোক আপনকাদের কথা শুনিতে পাইয়াছে, এবং মহাশয়দিগকে দেখিবার মানসে এত দূর আসিয়াছি। এই বৃদ্ধ সুসমাচারের কথা কিছু ক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করণানন্তর বিদায় সময়ে বলিলেন, আমি সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার আসিব।

১ গীত।

ওহে প্রভু মোরা সবে, করি তোমায় এই নিবেদন,
এ মহীমণ্ডল মাঝে, স্বরাজ্য কর প্রসারণ।

১ বর্ত্তমান মহোৎসবে, সমাগত হইয়া সবে,
একি চিত্তে একি ভাবে, করি হে তোমায় আবেদন।

২ নিজ মহাশক্তির গুণে, ধ্বংস করি দেবগণে,
বসি স্ব সিংহাসনে, কর তুমি সুশাসন।

৩ তব রাজ্যাকাঙ্ক্ষি জনে, কিম্বা তব যোদ্ধৃগণে,
সতত উৎসাহ দানে, স্বকার্য্যে করাও প্রবর্ত্তন।

৪ তুমি হে শান্তির রাজা, তুলি দেহ তব ধ্বজা,
দেখিয়া সকল প্রজা, হউক আনন্দিত মন।

৫ ভূতলবাসী সর্ব্বদেশী, সবে হইয়া তবদেশী,
তব গৃহে ত্বরায় আসি, করে যেন তব আরাধন।

৬ প্রত্যেক জানু স্বসম্মানে, পাতা যাউক তব নামে,
সর্ব্ব জিহ্বা স্ববচনে, করুক তব সংকীর্ত্তন।

৭ স্বর্গবাসি অমরবৃন্দে, অহরহ প্রেমানন্দে,
যেমন তব গুণবৃন্দে, তেমনি করুক জগজ্জন।

---

২ গীত।

কি তোরে বলিব মন রে, নরকে বুঝি আমায় ডুবালি,
বিষয়মদে মত্ত হয়্যা, কেন ত্রাণকর্ত্তাকে ভুলে গেলি।

১ মানবজন্ম পাইয়া মন রে, ত্রাণকর্ত্তাকে সাধন করিলি না রে,
এখন ছাড়২ পাপের সঙ্গ, বিনয় করি তোরে বলি।

২ কাম ক্রোধ লোভ মন রে, সদাই মত্ত করে অহংকারে,
তাহারা অন্ধ করে লোভ দেখাইয়া, দুঃখে শেষে দেয় হে ফেলি।

৩ দেখ যীশু খ্রীষ্ট মন তোমার লাগি, স্বর্গের বৈভব হইলেন ত্যাগী,
কি কব তাঁর গুণ প্রসঙ্গ, মোদের পাপ হেতু হইলেন কালি।

৩ গীত।

প্রভু দয়া করি কর্ণ দেহ মম নিবেদনে,
যেন জয়ী হই আমি, দুরন্ত শয়তানের সনে।

১ আইলাম আমি এই স্থানে, অকিঞ্চন হইয়া মনে,
সুসজ্জিত হইব আমি, যীশু খ্রীষ্টরূপ বসনে।

২ যেমন প্রভু দয়া করি, রাখিলেন পৌলকে হতে বারি,
আরও সান্ত্বনা করিলেন প্রভু, সতত থাকিয়া তাহার সনে।

৩ তেমনি সহায় হও প্রভু, না ত্যজিও আমায় কভু।
পবিত্র করহ মোরে, ধর্ম্ম আত্মা বারি দানে।

শ্রীশিবচন্দ্র সিংহ।

বঙ্গদেশস্থ অবগাহিত মণ্ডলীগণের বার্ষিক সভা।

উক্ত সভা গত জানুয়ারি মাসের ১৯ ও ২০ তারিখে লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রামে বসিয়াছিল। কলিকাতাহইতে শ্রীযুক্ত লেস্‌লি সাহেব ও লুইস সাহেব ও ডিমণ্টি সাহেব ও ওয়েঙ্গর সাহেব, এবং বালকশুদ্ধ ন্যূনাধিক ত্রিশ জন এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক তথায় গিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরহইতে শ্রীযুক্ত সুপর সাহেব ও এতদ্দেশীয় দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক গিয়াছিলেন। তদ্ব্যতিরেকে নূরসীকদার চক ও মলয়াপুর ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামহইতে কএক জন, এবং খাড়িহইতে অনেক লোক তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে লক্ষ্মীকান্তপুর ও তন্নিকটবর্ত্তি সমস্ত গ্রামের লোকশুদ্ধ ন্যূনাধিক ৪৫০ জন খ্রীষ্টীয়ান লোক একত্র হইল। তাহাদের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করণার্থে এবং শয়নাদির স্থান প্রস্তুত করণার্থে তথাকার খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা চাঁদা করিয়া ন্যূনাধিক নব্বই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং খাড়ি প্রভৃতি অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও দান করিয়াছিলেন। প্রভুর অনুগ্রহেতে রোগের কিম্বা বিবাদের প্রাদুর্ভাব হইল না, বরঞ্চ সমাগত লোকদের বিশেষ আনন্দ ও পরস্পর প্রেম প্রকাশ পাইল। এবং যে ২ মান্য ভ্রাতৃগণ অতিথিদের সেবা করিতেন, তাঁহাদের প্রেম ও নম্রতা ও পরিশ্রম অতি প্রশংসনীয়।

পূর্ব্বোক্ত দুই দিনে প্রাতঃকালে প্রার্থনাথক সভা এবং সন্ধ্যার পরে পারমার্থিক মন্ত্রণার্থক সভা হইয়াছিল। প্রথম দিনে অর্থাৎ বুধবারে দুই প্রহর সময়ে শ্রীযুক্ত যাকুব মণ্ডল, "প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন কর," এই শাস্ত্রীয়

বচন বিষয়ে উপদেশ দিলেন, পরে মণ্ডলীগণহইতে প্রেরিত পত্র ও মণ্ডলী-ভুক্ত লোকদের তালিকা পাঠ হইল, তাহাতে দেখা গেল যে গত বৎসরে যশোহর জেলা ব্যতিরেকে বঙ্গ ও উড়িষ্যা দেশে ১১৪ জন অবগাহিত হইয়াছিল। বৃহস্পতিবারে প্রাতঃকালীয় সভার পরে দুই জন অবগাহিত হইল। পরে দুই প্রহরে শ্রীযুক্ত লুইস সাহেবের রচিত সাধারণ পত্রের পাঠ হইল। বোধ করি আগামি মাসের উপদেশক পত্রিকাতে তাহা প্রকাশ করিব। সেই পত্রের পাঠ সমাপ্ত হইলে সভা সম্বন্ধীয় নানা কর্ম্মের বিবেচনা করা গেল। ভজনালয়ে এবং আহার করিবার স্থানে বার২ নানা ধর্ম্মগীতের গান হইল। এই সভা নিরর্থক না হইয়া প্রভুর গৌরবার্থে প্রচুর ফলে ফলবতী হইবে, এমত প্রত্যাশা করিতেছি।

মণ্ডলীগণের সমাচার সংগ্রহ।

১৮৫২ সালের আরম্ভে সমুদয় ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে মিশনরিবর্গ ও মণ্ডলীগণ ইত্যাদির সংখ্যা এই২, যথা,

২২ মিশনরি সোসাইটির সংক্রান্ত
৪৪৩ মিশনরিবর্গ আছেন, তন্মধ্যে
৪৮ জন এতদ্দেশীয় লোক। ইহাঁদের সহাযকারী
৬৯৮ প্রচারক। উক্ত মিশনরি ও প্রচারক সকল
৩১৩ মিশন স্থানে বাস করেন।
৩৩১ মণ্ডলীগণ আছে; তাহাতে
১৮,৪১০ মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ
১,১২,১৯১ এতদ্দেশীয় খ্রীস্টীয়ান।
১,৩৪৭ দৈনিক পাঠশালাতে
৪৭,৫০৪ বালকেরা পাঠ করে।
৯৩ বোর্ডিং স্কুলে
২,৪১৪ খ্রীস্টীয়ান বালকেরা পড়ে।
১২৬ উত্তম ইংরাজি স্কুলে
১৪,৫৬২ বালক ও যুবলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করে।
৩৪৭ দৈনিক পাঠশালায়
১১,৫১৯ বালিকা শিক্ষা পায়। এবং
১০২ বোর্ডিং স্কুলে
২,৭৭৯ খ্রীস্টীয়ান বালিকা পড়ে।

আশ্চর্য্য প্রাণরক্ষা।

ইহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ড দেশে রাল্‌ফ এর্স্কিন নামক এক ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, তাঁহার উপদেশাদিদ্বারা অনেক পাপি লোক পরিত্রাণের পথে আনীত হইয়াছিল। উক্ত সাহেবের জন্মের কএক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতার প্রাণ অতি আশ্চর্য্য রূপে রক্ষিত হইযাছিল। তিনি কিছু কাল পর্য্যন্ত পীড়িতা হইয়া শেষে এমন মূর্চ্ছাপন্না হইলেন যে সকলে তাঁহাকে মৃতা জ্ঞান করাতে তাঁহার কবর দেওয়া গেল। সেই সময়ে তাঁহার অঙ্গুলিতে এক স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক ছিল। সেই অঙ্গুরীয়ক কোন স্মরণীয় ঘটনার চিহ্ন হওয়াতে তাঁহার স্বামী তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কবর দেওনের অগ্রে অঙ্গুলিহইতে তাহা নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অঙ্গুলি রোগে স্ফীত হওয়াতে অঙ্গুরীয়ক বাহির করা তাঁহার অসাধ্য হইল। কবরস্থানের রক্ষক ঐই সকল ঘটনা অবগত হইয়া লোভ-প্রযুক্ত সেই অঙ্গুরীয়ক হরণ করিতে স্থির করিল। অতএব তাঁহার কবর হইলে পরে সে রাত্রিকালে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া কবর-স্থানে গিয়া কবর ও শবাধার খুলিয়া মৃতা স্ত্রীর হস্ত তুলিয়া তাঁহার অঙ্গুলি কাটিতে লাগিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ রক্ত বাহির হইল, এবং সেই স্ত্রী শবাধারের মধ্যে উঠিয়া বসিলেন। এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া সেই দুরাত্মা ত্রাসযুক্ত হইয়া পলাইয়া গেল, পরে ঐ স্ত্রী চেতনা পাইয়া যত্ন পূর্ব্বক কবরহইতে বহির্গত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন। তখন তাঁহার স্বামী কোন বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বহির্দ্বারে কোন লোকের আঘাত প্রথম বার শুনিলে তিনি বিশেষ মনোযোগ করিলেন না, কিন্তু দ্বিতীয় বার আঘাত হইলে তিনি কহিলেন, আমার স্ত্রী মরিয়াছেন, ইহা যদি না জানিতাম, তবে বলিতাম, এ তাঁহারই আঘাত। পরে তিনি দ্বার খুলিয়া ভার্য্যার দর্শনে অতি চমৎকৃত হইয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন, তুমি কি আমার মার্গরেট? ভার্য্যা উত্তর করিলেন, সেই বটি, ভয় নাই। এই রূপে প্রাণরক্ষা পাইয়া তিনি আরও সাত কিম্বা আট বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিয়া কতিপয় পুত্র কন্যাকে জন্ম দিলেন।

বন্যান সাহেব ও কারারক্ষক।

বন্যান নামক যে সাহেব যাত্রির বিরবণ রচনা করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্মপ্রযুক্ত অতিশয় তাড়িত হওয়াতে বারো বৎসর পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ ছিলেন। কারাবদ্ধ হওন সময়ে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অবশেষে কারারক্ষক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ধার্ম্মিক স্বভাব দেখিয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন, এবং নানাপ্রকার দয়া প্রকাশ করিয়া কখন২ তাঁহাকে গুপ্তরূপে বাটীতে গিয়া পরিবারের কিম্বা বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেন। তাহাতে বন্যান সাহেবের শত্রুরা ইহার সমাচার পাইয়া অতি অসন্তুষ্ট হওযাতে কারারক্ষকের ভয়ের নিমিত্তে লণ্ডন রাজধানীহইতে এক জন রাজপুরুসকে প্রেরণ করিলেন, এবং বিদায়কালে তাঁহাকে বলিলেন, ঐ কারারক্ষকের অবিশ্বস্ততার অনুসন্ধানার্থে অকস্মাৎ অর্দ্ধরাত্র সময়ে তোমাকে কারাগারে উপস্থিত হইতে হইবে।

সেই রাত্রিতে বন্যান সাহেব ঘরে যাইবার অনুমতি পাইযা বাটীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন অস্থির হওয়াতে কোন মতে বিশ্রাম পাইতে পারিলেন না। অতএব তিনি আপন ভার্য্যাকে বলিলেন, আমার মন এমত অস্থির যে সমস্ত রাত্রি থাকিবার অনুমতি পাইলেও আমি এই স্থানে থাকিতে পারিব না, একেবারে কারাগারে ফিরিয়া যাইব। ইহা বলিয়া তিনি কারাগারে গমন করিলেন। কারারক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া অসন্তুস্ট হইযা বলিলেন, এমন সময়ে কেন আইলা? অপর দুই প্রহর রাত্রি সময়ে হঠাৎ ঐ রাজপুরুস উপস্থিত হইয়া কারারক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন, কারাবদ্ধ লোক সকলেই কি এই স্থানে আছে? হা, আছে। জান্ বন্যান কি আছে? হাঁ। আমি তাহাকে দেখিতে চাহি। অনন্তর কারারক্ষক তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি আইলেন, অতএব কারারক্ষকের প্রতি দোষারোপ হইল না। পরে সেই রাজপুরুস প্রস্থান করিলে কারারক্ষক বন্যান সাহেবকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি নিজ ইচ্ছামত বাহিরে যাইতে ও ফিরিয়া আসিতে পার, কেননা ফিরিয়া আসিবার উপযুক্ত সময় তুমি যেমন জানিতে পার, আমি তেমনি জানিতে পারি না।

উপদেশক।

মার্চ ১৮৫৩ (৭৫) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

১ অধ্যায়।

৭৩—৮০।

৭৩-৭৫। "তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের প্রতি এমত দিব্য করিয়াছিলেন যাহাদ্বারা আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বিপক্ষগণের হস্তহইতে নিস্তার পাইয়া নির্ভয়ে তাঁহার সেবা করিতে২ পবিত্রতা ও ধর্ম্মাচরণে তাঁহার সাক্ষাতে আপন২ জীবনের সমস্ত দিন যাপন করিতে পারিব।" সত্যময় ঈশ্বর দিব্য পূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সফল হইবে। সিখরিয় যাজক দেখিল যে ঈশ্বরের মুক্ত লোক যাজকদের এক বংশ হইয়া (যা ১৯,৬। ১ পি ২,৯। প্র ১,৬) ঈশ্বরের সেবা করিবে। ঈশ্বরের সত্য আরাধনা ত্রাতার দান। ঈশ্বরের লোক ঈশ্বরকে ভয় করিয়া, কিন্তু তাঁহার শত্রুগণকে ও আপন২ শত্রুগণকে ভয় আর না করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে এবং মনুষ্যদের সাক্ষাতে আপন২ জীবনের সমস্ত দিন যাপন করে, কেননা তাহাদের পবিত্রতা ও ধর্ম্মাচরণ হয়। তাহারা আত্মা দিয়া সত্যরূপে পিতার ভজনা করে, কেননা তাহাদের পুণ্যরূপ যাজকীয় ভূষণ আছে, এবং তাঁহার প্রেমেতে আকর্ষিত হইয়া তাহারা পবিত্রতার চেষ্টা করে।

৭৬-৭৭। এ পর্য্যন্ত ত্রাণকর্ত্তার স্তব করিলে পর সিখরিয় আপন বালকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার বিষয়ে এই কথা বলিল, "আর হে বালক, তুমি সর্ব্বোপরিস্থের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হইবা, কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করিতে তাঁহার অগ্রগামী হইয়া তাঁহার প্রজাদিগকে তাহাদের পাপক্ষমাতে পরিত্রাণের জ্ঞান দিবা।" ত্রাণকর্ত্তা যীশু পরিত্রাণ দেন। পরিত্রাণের জ্ঞান যোহন দিল। যে যোহন সর্ব্বোপরিস্থের ভবিষ্যদ্বক্তা বরং ভবিষ্যদ্বক্তাহইতেও শ্রেষ্ঠ, সে সর্ব্বোপরিস্থের পুত্রের অগ্রগামী হইয়া

এমন প্রচার করিল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক যে জগতের পাপভার লইয়া যায়। পুরাতন নিয়মের সময়ে সকল হোম বলিদান প্রকৃত পাপমোচন দিতে পারিল না। কিন্তু নূতন নিয়মের সময়ে প্রকৃত পাপমোচন পাওয়া যায়। পাপিষ্ঠ জগৎ ব্যবস্থার কোন ক্রিয়াদ্বারা ত্রাণ পাইতে পারে না, কেবল পাপক্ষমাতে পরিত্রাণ হয়।

৭৮-৭৯। "ইহার মুল আমাদের ঈশ্বরের সেই মহাকৃপা, যাহাদ্বারা ঊর্দ্ধ স্থানের দিবাকর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া শান্তির পথে আমাদের চরণ চালাইবার নিমিত্তে অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়াতে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি উদিত হইলেন।" পাপক্ষমার মুল আমাদের ঈশ্বরের মহাকৃপা। ঈশ্বর জগতের প্রতি এমত প্রেম করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে দান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়। ঐ অদ্বিতীয় পুত্রকে সিখরিয় ঊর্দ্ধ স্থানের দিবাকর করিয়া বলে। যে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে আমাদের জন্যে আইলেন, তিনি প্রভাতি নক্ষত্র (২ পি ১, ১৯) এবং যাকুবহইতে নিগত তারা। (গ ২৪, ১৭) ত্রাতা কিরণবিশিষ্ট ধর্ম্মরূপ সূর্য্য, (মল ৪, ২) এবং জগতের জ্যোতি (যো ৮, ১২) হইয়া আমাদের চরণ শান্তির পথে চালান। "যে লোক অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিবে; এবং যাহারা মৃত্যুচ্ছায়া-রূপ দেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো প্রকাশ হইবে," (যি ৯,২) এই প্রতিজ্ঞা সফল হইল। যেখানে খ্রীষ্ট সেখানে দীপ্তি ও জীবন, কিন্তু যেখানে খ্রীষ্ট নাই, সেখানে অন্ধকার ও মৃত্যু। যাহারা পূর্ব্বে অন্ধকারময় ছিল, তাহারা প্রভুদ্বারা দীপ্তিময় হইয়া জ্যোতিতে গমন করে, ইহা দেখিতে সিখরিয়ের চক্ষু দীপ্তিময় হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় লোকদের নিকটে যেন সূর্য্যরূপ ত্রাণকর্ত্তার উদয় হয়, ইহা আমাদের প্রার্থনা।

৮০। "পরে সেই বালক শরীরে ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর সে ইস্রায়েল বংশীয় লোকদের নিকটে যাবৎ প্রকাশিত না হইল, তাবৎ প্রান্তরে বাস করিল।" যোহনের বিষয়ে আমরা এই মাত্র উপদেশ পাই, ইন্দ্রিয় বশীভূত করিবার নিমিত্তে তিনি প্রান্তরে বাস করিলেন। "কাষ্ঠের অ-ভাবে অগ্নি নির্ব্বাণ পায়" (হি ২৬,২০) প্রান্তরে সে নানা পরীক্ষাহইতে মুক্ত রহিল। ঈশ্বর যেমন আপন মনোনীত মূসাকে ও অন্যান্য লোককে আশ্চর্য্য কর্ম্ম সিদ্ধ করিবার জন্যে প্রান্তরে প্রস্তুত করিলেন, তদ্রূপ যোহনকেও যীশুর অগ্রগামী হইবার জন্যে প্রান্তরে প্রস্তুত করিলেন। আপন মহৎকর্ম্ম করণার্থে যোহন অভ্যাসদ্বারা ভদ্রাভদ্র নির্ণয় করিতে সুশিক্ষিত হইল। (ইব্রি ৫, ১৪) প্রান্তর যোহনের বিদ্যালয়, এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহার উপদেশক। যে পর্য্যন্ত যোহন লোকদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ না করিল, সে পর্য্যন্ত মৌনী থাকিল। মহান্ যোহনের কেমন নম্রতা।

তুমি যদি সুসমাচার প্রচার করিতে বাঞ্ছা কর, তবে যোহনের ন্যায়

অগ্রে কুজগৎকে ত্যাগ কর; এবং অন্তরাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পিতার নিকটে এই প্রার্থনা কর, "তোমার ইষ্ট কর্ম্ম করিতে আমাকে শিক্ষা দেও, কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর।" (গী ১৪৩, ১০) পবিত্র আত্মার উপদেশ না পাইলে তোমার সকল উপদেশ মিথ্যা ও বৃথা। অগ্রে ঈশ্বরহইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, তৎপরে অন্যদিগকে দেও। যে জন না পাইয়া দেয়, সে চোর। তুমি যদি যোহনের ন্যায় মৌনী হইয়া থাক, এবং বিশ্বাস করিয়া সত্যময় আত্মাকে পাইয়া থাক, তবে তুমি যোহনের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এবং ঈশ্বরহইতে আজ্ঞা পাইয়া সত্যতার প্রসঙ্গ সাহস পূর্ব্বক প্রচার করিতে পারিবা।

---

২ অধ্যায়।

১-২০। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বিবরণ।

১। "সেই সময়ে যোহন বাপটাইজক জন্মিলে কএক মাস পরে রাজ্যস্থ লোকদের নাম লিখিয়া দিবার আজ্ঞা আগস্ত কৈসর মহারাজকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।" অক্তাবিয়ান আগস্ত মহারাজ রোমীয় রাজ্যের সমুদায় লোকদের নাম লিখিয়া দিতে এবং কাহার কত ভূমির অধিকার, ইহা নির্ণয় করিতে আজ্ঞা দিল। কারণ তাহার ইচ্ছা ছিল যে সমস্ত রোমীয় রাজ্যের এক রূপ কর স্থির হয়। এই অহঙ্কারি রাজা ঐ আজ্ঞা দিয়া মনের মধ্যে জানিল না, যে আমি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের সেবা করি। "রাজার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের হস্তগত, তিনি জলধারার ন্যায় আপন ইচ্ছানুসারে তাহা ফিরান।" (হি ২১, ১) ঈশ্বরের অঙ্গীকার যেন সফল হয়, এই নিমিত্তে রাজার মুখহইতে এই আজ্ঞা নির্গত হইয়াছিল। কারণ ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে (মীখা ৫,২) এই ভবিষ্যদ্বাক্য হইয়াছিল, যথা; "হে বৈৎলেহম এফ্রাথা, যদ্যপি তুমি যিহূদাদেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি আমার ইস্রায়েল লোকদের প্রতিপালন করিবেন, এমত জগদাদি অনাদি মন্ত্রিরূপিত রাজা তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন।"

২-৩। "সেই নাম লিখিয়া দেওয়া সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা কুরীণিয়ের সময়ের পূর্ব্বে হইয়াছিল।" সুরিয়া দেশের সাতুর্নিন নামে শাসনকর্ত্তার সময়ে সুল্পিকিয় কুরীণিয় ঐ দেশে সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল। যিহূদীয়েরা হেরোদের অধীন হইয়া রোমীয় মহারাজের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ছিল না। এই নিমিত্তে কুরীণিয় যিহূদীয়দের মতানুসারে লোকদের নাম লিখিয়া দিল। "নাম লিখিবার নিমিত্তে লোক সকল আপন ২ নগরে গমন করিল।" যিহূদাদেশের আর্খিলায় নামক রাজা পদচ্যুত ও দেশহইতে বহিষ্কৃত হইলে পর, সেই দেশ রোমীয় রাজার অধীন হইল। তাহাতে কুরীণিয়

মহারাজহইতে সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া রোমীয় লোকদের মতানুসারে যিহূদীয়দের নাম আর বার লিখিয়া লইল। তৎকালে গালীলীয় যিহূদার মন্ত্রণাতে ফিরূশিরা রাজদ্রোহী হইল। (প্রে ৫,৩৭)

৪-৫। "তাহাতে ঐ যূষফও আপনার বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্যে গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরহইতে যিহূদা প্রদেশের বৈৎলেহম নামক দায়ূদের নগরে গেল। যেহেতুক সে দায়ূদের কুলজ ও বংশজাত ছিল। তৎকালে মরিয়ম গর্ব্ভবতী ছিল।" (১ শি ১৬, ১) মরিয়মও আপন নাম লিখিয়া দিল, ইহাতে এমন বোধ হয় যে সে ভ্রাতার অভাব প্রযুক্ত বৈৎলেহমে পিতার কএক বিঘা ভূমির অধিকার পাইয়াছিল। (গ ২৭, ৮, ৩৬, ৮-৯) যীশুর জন্ম বৈৎলেহমে হইবে, এমত যূষফ ও মরিয়ম বোধ করিল না। যিহূদার রাজদণ্ডধারি যীশু যেন বৈৎলেহমে জন্মেন, এই কারণ ঈশ্বর মহারাজের আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে বৈৎলেহমে গমন করাইলেন (আ ৪৯, ১০) মহারাজের এই আজ্ঞা না হইলে মরিয়ম নাসরতে থাকিত, এবং বৈৎলেহম পর্য্যন্ত এমত ক্লেশদায়ক যাত্রা করিত না।

৬-৭। "অপর তাহারা সেই স্থানে (বৈৎলেহমে) থাকিতে২ মরিয়মের প্রসব সময় সম্পূর্ণ হইলে সে আপনার প্রথমজাত সন্তানকে প্রসব করিল।" যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য (৭, ১৪) সফল হইল, "দেখ কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে।"

প্রভু পরমেশ্বর তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকদের নাম লিখিয়া দেখিয়াছিলেন, মনুষ্য সকল পাপরূপ ঋণে ঋণগ্রস্ত হইয়া কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্তে আপন প্রিয় পুত্রকে বলিলেন, তুমি মনুষ্যদের ত্রাণ করণার্থে আমাহইতে গিয়া পৃথিবীতে নরাবতার হও। অতএব ঈশ্বরের পুত্র আপন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈৎলেহমে জন্মিলেন। যে যীশু অন্ধকারময় এক গোশালাতে জন্মিলেন, তিনি জগতের দীপ্তি। বৈৎলেহম গ্রামস্থ লোকেরা দরিদ্র মরিয়মকে স্থান দিল না। "শৃগালের গর্ত্ত আছে, ও পক্ষিদের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই," যিনি এই কথা বলিলেন, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও আপন জন্মদিনে কেবল এক গুহার মধ্যে স্থান পাইলেন। ঐ গোশালা এক গুহা ছিল, যাহাতে বৃষ্টির সময়ে গোপালকেরা গরুপাল রাখিত; এই রূপ পরম্পরাগত কথা আছে। "আর ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত বালককে বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া যাবপাত্রে রাখিল।" যাবপাত্রে শুষ্ক তৃণোপরি শিশু যীশু শয়ন করিলেন। সিয়োনের কন্যার নিকটে তাহার রাজা দরিদ্র হইয়া আসিতেছে। (সিখ ৯, ৯) যে শিশু যাবপাত্রে শয়ন করেন, তাঁহার স্কন্ধের উপরে তাবৎ কর্ত্তৃত্বের ভার সমর্পিত হয়। (যিশ ৯, ৬) মরিয়ম বিশ্বাস করিল, এই আমার শিশু দায়ূদের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এক অনন্ত রাজত্ব স্থাপন করিবেন। বৈৎ-

লেহম গ্রামের এবং তাবৎ যিহূদাদেশের লোক সকল নিদ্রাগত ছিল। ইস্রা-য়েলের রাজা জন্মিয়াছেন, তাহা কেহ জানিল না। কেবল মরিয়ম ও যূষফ শিশু যীশুর সেবা করিল; ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহারা ধন্য ছিল। সেই রাত্রিতে ভূমিকম্প হইল না, এবং আকাশও কম্পবান্ হইল না। ঈষৎ শব্দকারি ক্ষুদ্র এক স্বরে ত্রাণকর্ত্তা উপস্থিত হইলেন। (১ রা ১৯.১২)

আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং সেই বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর। ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইলেন। ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র মনুষ্যপুত্র হইলেন। ঈশ্বরের এই পুত্র আপন স্বর্গীয় মহিমা সকল বিসর্জন করিয়া প্রকৃত মনুষ্য হইলেন। যদ্যপি ঈশ্বরের তাবৎ পূর্ণতা দৈহিক-রূপে খ্রীষ্টে বাস করিল, (কল ২.৯) তথাপি ঈশ্বর পাপ বলিদানার্থে আপন পুত্রকে পাপি লোকের সদৃশ মূর্ত্তিতে প্রেরণ করিলেন (রো ৮, ৩) ঈশ্বর হওন প্রযুক্ত নিষ্পাপ হওয়াতে যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারক হইলেন। মনুষ্য হওন প্রযুক্ত যীশু খ্রীষ্ট আমাদের দুর্ব্বলতা ধারণ করাতে আমাদের পরিবর্ত্তে পাপের দণ্ড ভোগ করিতে পারক হইলেন।

তোমার প্রভু ঈশ্বর বৈৎলেহম গ্রামস্থ গোশালাতে শয়ন করিয়াছেন, তুমি ইহা বিশ্বাস কর কি না? তোমার নিমিত্তে ঈশ্বরের পুত্র আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া মনুষ্যবেশ ধারণপূর্ব্বক দাসরূপী হইলেন। (ফিল ২,৬-৭) তিনি ধনবান্ হইলেও তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা তুমি যেন ধনবান্ হও, এই নিমিত্তে তিনি নির্দ্ধন হইলেন। (২ ক ৮, ৯) যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুমি যদি বুঝ, তবে তাঁহার জন্মের প্রসঙ্গও বুঝিবা। গুলগল্‌টা পর্ব্বতে আপন প্রাণ দিবার জন্যে তিনি বৈৎলেহম গ্রামস্থ গোশালাতে প্রবেশ করি-লেন। মনুষ্য সকল শয়তানের প্রবঞ্চনাতে ঈশ্বরের তুল্য হইতে চাহিয়া পাপেতে আপনাদিগকে বিনাশ করে, এই নিমিত্তে ঈশ্বর আপনি স্বর্গহইতে নামিয়া নরকহইতে আমাদিগকে মুক্ত করণার্থে মনুষ্যের তুল্য হইলেন। যিনি তোমার জন্যে যাবপাত্রে শয়ন করিলেন, তিনি তোমার জন্যে ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রভু যেমন যিরূশালম নগরে রাজধানীতে জন্মিলেন না, তেমনি অহঙ্কারি অন্তঃকরণে বাস করেন না। যিনি যাবপাত্রে শয়ন করিলেন, তিনি তোমার ঈশ্বর ও ত্রাতা। পিতার কেমন প্রেম, এবং ত্রাতার কেমন প্রেম আছে। অধোমুখে আরাধনা করিয়া নম্রভাবে প্রার্থনা কর; হে প্রভো, আমার অন্ধকারময় অন্তঃকরণে আইসুন। তাহাতে তিনি দয়াপূর্ব্বক তোমার অন্তঃকরণে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

৮-৯। "তৎকালে ঐ প্রদেশের কতক জন মেষপালক রাত্রিকালে প্রান্তরে থাকিয়া আপন২ পালরক্ষার্থে প্রহরি কর্ম্ম করিতেছিল।" যেখানে পূর্ব্বে দায়ূদ রাজা আপন পিতার মেষপালকে চরাইত, এবং গীত গাইত, সে-খানে তাহারাও আপন মেষপালকে চরাইল। পিতৃগণের প্রতি মন ফিরা-ইয়া তাহারা ত্রাণকর্ত্তার অপেক্ষাতে থাকিত, এই নিমিত্তে "তাহাদের

নিকটে পরমেশ্বরের এক দূত আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশিত হইল।" ক্ষুদ্র লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার হইতেছে। (লূ ৭,২২) মহাযাজকের ও হেরোদের নিকটে বা অন্য বড় লোকদের নিকটে কোন দূত উপস্থিত হইল না; তাহারা সেই রাত্রিতে ঘুমাইল। তাহাদের নিকটে ঈশ্বরের তেজ প্রকাশিত হইল না, কেননা তাহাদের অন্তঃকরণে কোন দীপ্তি নাই। "ঈশ্বর ক্ষুধার্ত্ত লোককে উত্তম সামগ্রীদ্বারা তৃপ্ত করিয়া ধনবান্ লোককে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন।" ঈশ্বর মূর্খ ও দুর্ব্বল ও হেয় লোকদিগকে মনোনীত করিলেন। (১ ক ১,২৭) যখন আমাদের প্রভু আপনাকে অতি ক্ষুদ্র করিলেন, তখন তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিলেন। যীশুর জন্ম গোশালাতে, কিন্তু দূতগণ তাহার সাক্ষী।

ত্বকচ্ছেদনের সময়ে দূতের দত্ত নামে যীশুর নামকরণ হইল। যীশুকে পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত করণার্থে মরিয়ম মন্দিরে গেলে শিমিয়োন্ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিল। যীশু বাপ্তাইজিত হইলে মেঘদ্বার মুক্ত এবং আকাশবাণী হইল। টাবোর পর্ব্বতে যীশু আপন দুঃখভোগের কথা শুনিয়া অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। গেৎশিমানী উদ্যানে মহাযাজকের দাসগণ তাঁহার বাক্য শুনিয়া ভূমিতে পড়িল। যীশু ক্রুশে প্রাণ দিলে ভূমিকম্প এবং ঘোর অন্ধকার হইল ইত্যাদি।

১০-১১। "তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। তখন সে দূত কহিল, ভয় করিও না।" যে আদম পাপ করিয়াছিল, তাহার প্রথম কথা এই, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভয় করিলাম। (আ ৩, ১০) কিন্তু ত্রাতা জন্মিলে দূতের প্রথম বাক্য এই, ভয় করিও না। মেষপালকেরা পুরাতন নিয়ম ত্যাগ করিয়া নূতন নিয়মের অধিকারী হইল। ব্যবস্থার ও ভয়ের পরিবর্ত্তে তাহারা সুসমাচার এবং আনন্দ পাইল। তুমি যদি পাপের বিষয়ে খেদ করিয়া এই স্বীকার কর, যে খ্রীষ্টকে না পাইলে আমি ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র আছি, এবং এই ক্রোধের জন্যে তোমার ক্রন্দন ও ভয় যদি হয়, তবে তোমাকেও সান্ত্বনাকারি ঈশ্বর বলেন, ভয় করিও না। যীশুকে পাইলে তোমার বিষণ্ণ বদন হইবে না, বরং মহানন্দ হইবে। আমাদের ভয়ের মূল যে পাপ, তাহা যিনি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম হইয়াছে। ইস্রায়েল লোকেরা অঙ্গীকৃত ত্রাতার বিষয়ে আনন্দ করিবে, এবং অন্যদেশীয় লোক সকলও তাঁহাদ্বারা পুণ্য ও শান্তি ও আনন্দ পাইবে। "কেননা দেখ, আমি তাবৎ লোকের মহানন্দজনক সুসমাচার তোমাদিগকে জানাইতেছি, ফলতঃ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা জন্মিলেন। তিনি প্রভু খ্রীষ্ট।" যীশুর জন্ম আমাদের আনন্দের মূল। যীশু পাপ ও কুজগৎ এবং মৃত্যু ও শয়তানহইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন। যীশু যিনি তিনি প্রভু খ্রীষ্ট। খ্রীষ্ট শব্দের অর্থ অভিষিক্ত। পিতা পবিত্র আত্মার অভিষেক তাঁহাকে দিয়া-

ছেন। ইস্রায়েলের রাজা ও মহাযাজক (লে ৪,৩,৫,১৬) ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ (গী ১০৫,১৫) তৈলেতে অভিষিক্ত হইয়া যীশুর প্রতিচ্ছায়া ছিল। "খ্রীষ্ট রক্ত-মাংস বিশিষ্ট হইলেন, এবং এক জন দয়ালু মহাযাজক হইবার জন্যে তিনি সর্ব্বতোভাবে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হইলেন।" (ইব্রি ২, ১৪, ১৭) দূত যীশুকে প্রভু করিয়া বলে, কেননা সে জানে যে তিনি অনন্তকালাবধি প্রভু ঈশ্বর। যিহোবা অবতীর্ণ ও দাসরূপী হইয়াও প্রভু থাকেন। "তোমাদের নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা জন্মিলেন," এই কথাতে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হয়। দূতগণের জন্যে তিনি জন্মিলেন, তাহা ঐ দূত বলিল না। কারণ পবিত্র দূতগণের জন্যে কোন ত্রাতা আবশ্যক নাই। মেষপালকদের নিমিত্তে এবং যত মনুষ্য তাহাদের ন্যায় ত্রাণ পাইতে চায়, তাহাদের নিমিত্তে যীশু জন্মিলেন। তোমাকে এই বিশ্বাস করিতে হয়, যে যদ্যপি জগতের সমস্ত লোক সাধু হইত, তথাপি মহাপাপী যে আমি আমার নিমিত্তে যীশু জন্মগ্রহণ করিতেন, এবং তিনি অসীম প্রেমেতে আমার নিমিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোন ক্রিয়াদ্বারা আমাদের ত্রাণ হয় না, কেবল প্রভু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তা আছেন, এই মহানন্দজনক সুসমাচার দূতগণের ন্যায় আনন্দ পূর্ব্বক প্রচার কর। বঙ্গদেশীয় লোকদের নিমিত্তেও তিনি জন্মিলেন।

১২। "আর ইহার এই চিহ্ন তোমাদিগকে দত্ত হইবে, তোমরা বস্ত্রবেষ্টিত এক বালককে যাবপাত্রে শয়ান দেখিতে পাইবা।" ঐ দূত মেষপালকদিগকে আশ্চর্য্য চিহ্ন দিল। মেষপালকেরা বিশ্বাস করিল। "যাহার প্রতি আমি বিঘ্নস্বরূপ না হই, সে ব্যক্তি ধন্য।" (লূ ৭, ২৩) এমত চিহ্ন যদি ফিরুশি লোককে দূত দিত, তবে তাহারা মনে করিত যে এমন ত্রাতাকে আমরা চাহি না। যে যীশু তোমার নিমিত্তে জন্মিলেন, তিনি সুসমাচার রূপ বস্ত্রে বেষ্টিত আছেন। ঈশ্বরের বাক্যের আলোচনা করিলে তুমি যীশুকে দেখিতে পাইবা।

১৩-১৪। যাবপাত্র ও বস্ত্র মেষপালকদের বাধা জন্মাইল না, এই নিমিত্তে তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করণার্থে এক বড় স্বর্গবাহিনী তাহাদের নিকটে আইল। "অনন্তর অকস্মাৎ এক বড় স্বর্গবাহিনী ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে২ এই কথা কহিতে লাগিল, সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা এবং পৃথিবীতে শান্তিভোগ হউক। মনুষ্যদিগেতে সন্তোষ হয়।"

স্বর্গীয় দূতগণ ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকটে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করে। যে সময়ে যিহোবা জগৎকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "সকল উত্তম." সেই সময়ে দিব্য দূতগণ এই গীত গাইল, "সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের মহিমা এবং পৃথিবীতে শান্তি হউক, কেননা মনুষ্যদিগেতে ঈশ্বরের সন্তোষ হয়।" কিন্তু মনুষ্য পাপ করিল, এই জন্যে তেজোময় খড়্গধারি স্বর্গীয় কিরূবগণ এদন্ উদ্যানের দ্বার বন্ধ করিল। পৃথিবী শয়তানের বাসস্থান হইল, এবং মনুষ্য সকল আপন২ পাপদ্বারা আপনাদিগকে বিনাশ করিল, ইহা দূতগণ দেখিয়া কাতর হইল। যীশুর জন্মদ্বারা ঈশ্বরের অসীম অনু-

গ্রহ ও দয়া তাঁহাদের প্রতি প্রকাশিত হইল। এই২ বিষয়ের প্রতি দিব্য দূতগণ নিরীক্ষণ করিতে প্রয়াস করিয়া (১ পি ১,১২) স্বর্গহইতে নামিল। চতুঃসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা মৌনী থাকিয়া খ্রীষ্টের জন্মদিনে পুনরায় পৃথিবীতে আপন গীত গাইয়া ঈশ্বরের স্তব করিল। যখন যীশু খ্রীষ্ট এক মনুষ্যের অন্তঃকরণে জন্মগ্রহণ করেন, তখন দূতগণ মহানন্দ পূর্ব্বক এই গীত গায়; কেননা এক জন পাপী মন ফিরাইলে তাহাদের মধ্যে আনন্দ হয়। শেষ দিনের পর স্বর্গবাসিনী সাধু লোকদের সঙ্গে নূতনীকৃত পৃথিবীতে সর্ব্বদা এই গীত গান করিবে। দূতগণ ঈশ্বরের স্তব করিল, কিন্তু তুমি কি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার স্তব কর? তোমার জন্যে ঈশ্বর আপন প্রিয়তম পুত্রকে প্রদান করিলেন।

"সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা হউক।" ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশার্থে আমাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সাংসারিক মনুষ্য ধর্ম্মব্যবস্থাকে অমান্য করণ পূর্ব্বক আপন ক্রিয়ার উপরে ভরসা রাখিয়া ঈশ্বরের অসম্মান করিয়া থাকে। ঈশ্বর বলিলেন, "আমি আপন মহিমা অন্য কাহাকেও দিব না।" (যিশ ৪৮, ১১) পিতাকর্তৃক প্রেরিত যীশু ব্যবস্থাকে পালন করিয়া এবং শয়তানকে পরাজয় করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিলেন। "ঈশ্বরের মহিমাতে তাবৎ জগৎ পরিপূর্ণ হইবে।" (গী ৭২, ১৯) যাহারা এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বাসদ্বারা যীশুর পুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সকলে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে, এবং স্বর্গেতে এই গীত গান করিবে, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, ও সর্ব্বশক্তিমান ও বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ পরমেশ্বর, তুমি মহিমা ও গৌরব গ্রহণের সর্ব্বদাই যোগ্য।" "পৃথিবীতে শান্তিভোগ হউক।" পাপের ফল বিরোধ। পাপির অন্তঃকরণে শান্তি নাই, কারণ তাহার নানা বিতর্ক তাহাকে দোষী কিম্বা নির্দ্দোষ করে। যদ্যপি পৃথিবীর তাবৎ জাতি এক রক্তহইতে নির্গত, তথাপি ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ হয়, কারণ আপন২ বিষয়ে মনোযোগ করে। ঈশ্বরের সহিতও কোন পাপির মিলন নাই, কারণ পাপি মনুষ্য ঈশ্বরের শত্রু হয়। কিন্তু যীশু "শান্তিরাজ" হইয়া (যিশ ৯, ৬,৭) শান্তি প্রদান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যীশু যে বৎসরে জন্মিলেন, সেই বৎসরে সমস্ত রোমীয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ ছিল না। এই জন্যে যানস নামক দেবতার যে মন্দির রোম নগরে ছিল, তাহার দ্বার সেই বৎসরে বন্ধ, কেননা যানস যুদ্ধের ও শান্তির দেবতা হওয়াতে রোমীয় লোকেরা শান্তির সময়ে যুদ্ধের দেবতাকে বন্ধ করিত। আমাদের সন্ধি স্থির করিয়া যীশু বৈরিতারূপ বিচ্ছেদ প্রাচীর ভগ্ন করিয়াছেন। (ইফ ২,১৬) "তাঁহার ক্রুশীয় রক্তদ্বারা সন্ধি করিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক আপনার সহিত স্বর্গ মর্ত্ত্য স্থিত সমুদায়ের মিলন করেন, পিতার এই অভিমত।" (কল ১, ২০) "আমাদের শান্তিজনক শাস্তি যীশুর উপরে বর্ত্তিল।" (যিশ ৫৩, ৫) যীশুতে বিশ্বাস করিলে আমরা পাপক্ষমা পাইয়া সকল

বুদ্ধির অতীত যে ঈশ্বরের ও যীশুর শান্তি (ফিল ৪,৭ যো ১৪,২৭) তাহা আপনাদের অন্তঃকরণে পাই। প্রভুর শিষ্যগণ তাঁহার প্রেমেতে আকর্ষিত হইয়া পরস্পর প্রেম করিয়া প্রেমেতে এক হয়। (যো ১৩,৩৫। ১৭' ২১) ইহকালে শয়তান ও পাপ ও কুজগতের সহিত মণ্ডলীর নিত্য যুদ্ধ হয়, কিন্তু নূতনীকৃত পৃথিবীতে সম্পূর্ণ শান্তি হইবে। (যিশ ২.৪,১১.৬,৯, ৬৫,২৫) তাহাতে আমাদের এই কথা হইবে, "দেখ, ভ্রাতাদের ঐক্যেতে বসতি করা কেমন উত্তম ও মনোহর হয়।" (গী ১৩৩, ১) পৃথিবীতে শান্তি হউক, কেননা "মনুষ্যদিগেতে ঈশ্বরের সন্তোষ আছে।" "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতে আমার পরম সন্তোষ," তিন বার ঈশ্বর এই কথা বলিয়া সাক্ষ্য দেন। সেই প্রিয় যীশুর অনুরোধে ঈশ্বর আমাদিগকেও অনুগ্রহের পাত্র করিয়াছেন। (ইফ ১,৭) যীশু আমাদের পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা পালন করিয়াছেন। তাহাতে পিতার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন, তেমনি পৃথিবীতে পালিত হয়।

ধৰ্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৫৯। পাপের প্রতীকারার্থে অতি পূর্ব্বকালাবধি পরমেশ্বরের যত্ন।

আমাদের আদি পিতামাতা পাপে ভ্রষ্ট হইলে পরে যদি পরমেশ্বর আপনি মনুষ্যদিগকে পাপ ও পরিত্রাণ বিষয়ে শিক্ষা ও চেতনা না দিতেন, তবে সকল মনুষ্য পাপে নিমগ্ন হইয়া নরকগামী হওয়াতে মনুষ্যজাতির সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের যে অভিপ্রায় ছিল, তাহা বিফল হইত এবং শয়তান জয়ী হইত। কিন্তু জগতের সৃষ্টিকালের পূর্ব্বাবধি পরমেশ্বর বহুসংখ্যক মনুষ্যদিগকে অনন্তকালস্থায়ি সুখের অধিকারী করিতে স্থির করিয়াছিলেন, অতএব আপনার এই মনস্থ সফল করণার্থে তিনি পাপের উৎপত্তি হইলে পরে অবিলম্বে তাহার প্রতীকার করণের উপায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই উপায় দুই প্রকার, অর্থাৎ পাপ নিবারণের উপায়, এবং পাপক্ষমার উপায়।

(১) পাপ নিবারণের উপায়মধ্যে পাপের দণ্ড এবং পাপবিষয়ক শিক্ষা গণনীয়। পরমেশ্বর প্রথম পাপের দণ্ড তৎক্ষণাৎ দিলেন, ফলতঃ আদমকে ও হবাকে মৃত্যুর ও ক্লেশভোগের অধীন করিয়া এদনদেশস্থ উদ্যানহইতে বাহির করিলেন। পরে তাহাদের পুত্র কাবিল নিজ ভ্রাতাকে বধ করিলে তাহাকে অভিশাপ ও দণ্ড দিলেন। অপর পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্য পাপে ভ্রষ্ট হইলে তিনি তাৎকালিক মনুষ্যদিগকে জলপ্লাবনে নষ্ট করণদ্বারা দণ্ড দিলেন।

অতএব পরমেশ্বর পাপের দণ্ডদাতা আছেন, ইহা মনুষ্যদের ক্লেশ ও মৃত্যু এবং জলপ্লাবনাদি দণ্ডদ্বারা প্রকাশ পাইল। বিশেষতঃ বাবিলীয় দুর্গ নির্ম্মাণ করণের সময়ে এবং সিদোম প্রভৃতি নগরের বিনষ্ট হওন সময়ে পাপের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পাইল। তাহাতে মনুষ্যেরা চেতনা পাইলে পাইতে পারিত, এবং বোধ হয় অনেকে চেতনা পাইয়াছিল।

পাপবিষয়ক ঈশ্বরীয় যে শিক্ষা, তাহার মধ্যে যদ্যপি মনুষ্যের বিবেচনা-শক্তি এবং সদসদ্বোধ গণনীয় বটে, তথাপি এই স্থলে তদ্বিষয়ে কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। আদম ও হবা যৎকালে নিষ্পাপ ছিল, তৎকালে পরমেশ্বরের সহিত আলাপ করণদ্বারা যে ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়াছিল, এবং পাপে পতিত হওনের পরে তিনি তাহাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহারা পাপ এবং ঈশ্বরীয় আজ্ঞা বিষয়ক অধিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র পৌত্রাদিগণকে জানাইতে পারক হইল। অপর পরমেশ্বর তাহাদের বংশোৎপন্ন কোন ২ লোককে ধার্ম্মিক স্বভাব প্রদান করিয়া তাহাদের দ্বারা অন্য সকল মনুষ্যকে শিক্ষা দিলেন। বিশেষতঃ আদমের পৌত্র যে শেৎ, তাহার সময়ে লোকেরা পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিতে লাগিল, অর্থাৎ কেবল গুপ্তরূপে তাহা নয়, প্রকাশরূপেও পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিল। এবং হনোক ঈশ্বরের সহগামী ও তুষ্টিজনক ছিল, কেবল তাহা নয়, কিন্তু আগামি বিচার বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্যও কহিল। (ইব্রীয় ১১; ৩। যিহূদা ১৪) পরে নোহের সদাচরণ ও তাহার ফলদ্বারা মনুষ্যেরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ক্রিয়া বিষয়ে সুন্দর শিক্ষা পাইতে পারিল। পরে পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে মনোনীত করিয়া নানা প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া তাহাদ্বারা ও তাহার বংশদ্বারা পাপ ও ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করণার্থে এক সুন্দর উপায় স্থির করিলেন। অবশেষে তিনি সেই অভিপ্রায়ে মূসাদ্বারা ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে অতি স্পষ্টরূপে পাপের ও সৎক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া মনুষ্যদিগকে জানাইলেন।

ইহাতে মনোযোগের বিষয় এই, যে বাবিলীয় দুর্গনির্ম্মাণের পূর্ব্বে মনুষ্যেরা সকলে একভাষাবাদী এবং অতিদীর্ঘজীবী হওয়াতে পুরুষপরম্পরাগত বাক্যদ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান রক্ষা করা তাহাদের সহজ ছিল। আদমের মরণকালে নোহের পিতা যে লেমক তাহার পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইয়াছিল। সেই লেমকের মরণকালে নোহের পুত্র যে শাম তাহার পচানব্বই বৎসর বয়স হইয়াছিল; এবং শামের মরণকালে ইব্রাহীমের প্রায় দেড় শত বৎসর বয়স হইয়াছিল। সেই পূর্ব্বকালাবধি পুরুষপরম্পরাগত শিক্ষার ফলস্বরূপ জ্যোতির্বিদ্যা এবং কৃষিকর্ম্মে ও শিল্পকর্ম্মে নিপুণতা যেমন অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মিসর ও নিনিবী ও চীন দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় লোকদের মধ্যে রক্ষিত হইল, কিম্বা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরীয় আজ্ঞা বিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করা মনুষ্যদের অসাধ্য ছিল না। ইহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই

যে প্রতিমাপূজা জলপ্লাবনের পরে একেবারে প্রচলিত না হইয়া কালক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হিন্দু লোকেরা যে চারি বেদ ধর্ম্মের মূল বলিয়া অতি মান্য জ্ঞান করে, তাহার মধ্যে প্রতিমাপূজার একটি কথাও পাওয়া যায় না, এবং রাম কৃষ্ণ রাধা দুর্গা কালী প্রভৃতি আধুনিক নানা দেব দেবীর উল্লেখও হয় না; কারণ তাবৎ হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে সেই চারি বেদ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন; বোধ হয় জলপ্লাবনের নয় শত বৎসর পরে, অর্থাৎ যিহোশূয়ের কিম্বা বিচারকর্তৃগণের সময়ে তাহা লিখিত কিম্বা সংগৃহীত হইয়াছিল। বেদের পরে লিখিত হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিমাপূজার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।*

(২) পাপক্ষমার যে উপায় পরমেশ্বর পাপের উৎপত্তিকালাবধি প্রকাশ করিলেন, তাহার মধ্যে বলিদানের নিরূপণ এবং আগামি ত্রাণকর্তৃবিষয়ক প্রতিজ্ঞা এবং পরিত্রাণের ছায়ারূপ ঘটনা গণনীয়।

পরমেশ্বর আপনি আদমকে ও হবাকে বলিদান বিষয়ক আদেশ দিয়াছিলেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ যদ্যপি ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, তথাপি অনুমানদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। নির্দ্দোষ বলির হত্যাদ্বারা দোষি মনুষ্যহইতে ঈশ্বরের ক্রোধ কোন মতে নিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা মনুষ্য আপনি জানিতে পারিত না। আদমের পুত্র হাবিল আপন পালের প্রথমজাত হৃষ্ট পুষ্ট পশুকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিলে পরমেশ্বর তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতা কাবিল কেবল ভূম্যুৎপন্ন শস্য ফলাদি নিবেদন করিলে পরমেশ্বর তাহাকে অগ্রাহ্য করিলেন। (আদিপু° ৪; ৩-৫) ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই; পশুর বলিদানদ্বারা হাবিল ঈশ্বরের যে আজ্ঞা পালন করিল, কাবিল ফলদানদ্বারা সেই আজ্ঞা লংঘন করিল। পরমেশ্বর যদি অগ্রে তদ্বিষয়ক কোন আজ্ঞা না দিতেন, কিম্বা কাবিল যদি সেই আজ্ঞা জানিতে না পারিত, তবে পরমেশ্বর তাহাকে অগ্রাহ্য করিতেন না, বরং তাহার সেই দান গ্রাহ্য করিয়া বলিদান বিষয়ক আপনার অভিমত তাহাকে জানাইতেন। ফলদানদ্বারা কাবিল যে ঈশ্বরীয় আজ্ঞা অবহেলা

* অন্য তিন বেদাপেক্ষা ঋগ্বেদ পুরাতন, ইহার প্রমাণ এই যে যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের অধিকাংশ ঋগ্বেদহইতে উদ্ধৃত। বোধ হয় ঋগ্বেদ যিহোশূয়ের সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত তিন বেদের দীর্ঘকাল পরে অথর্ব্ববেদ লিখিত হইল, ইহার অনেক প্রমাণ আছে, বিশেষতঃ এক প্রমাণ এই যে অতি পূর্ব্বকালে লিখিত অনেক গ্রন্থে কেবল তিন বেদের উল্লেখ করা যায়। যে সময়ে অথর্ব্ববেদ রচিত হয়, বোধ হয় প্রায় সেই সময়ে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ নামক গ্রন্থ সকল লিখিত হইয়াছিল। অপর প্রায় সুলেমান রাজার সময়ে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল। পরে দুই তিন শত বৎসর গত হইলে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হইল। তৎপরে প্রায় এক সহস্র বৎসর গত হইলে পুরাণ সকল ক্রমে ২ লিখিত হইতে লাগিল।

করিল, তাহা পরমেশ্বর অগ্রে কাহাকে জানাইয়াছিলেন? বোধ হয়, অগ্রে আদমকে জানাইয়া থাকিবেন। নোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে পশু ও পক্ষী বলিদান করিলে পরমেশ্বর তাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। (আদিপুং ৮; ২০, ২১) এবং নোহের পরে ইব্রাহীম ও ইস্হাক ও যাকুব বলিদানদ্বারা ঈশ্বরভক্তি প্রকাশ করিত। সেই পূর্ব্বকালাবধি পৃথিবীস্থ নানা দেশীয় লোকেরা বলিদান করিতে লাগিল।

বলিদানের তাৎপর্য্য কি? পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে নির্দ্দোষ প্রাণিকে বধ করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা, ইহাই বলিদান। আর বলিদানের তাৎপর্য্য এই যে পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে এক নির্দ্দোষ প্রাণিকে (অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীস্টকে) বলিরূপে উৎসৃষ্ট হইতে হইবে। ইহা ঈশ্বর বলিদান নিরূপণ করিয়া মনুষ্যদিগকে বুঝাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। এবং প্রভু যীশু খ্রীস্টের রক্তপাতদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, এই কারণ তিনি নোহের সময়াবধি রক্ত পান করা কিম্বা কোন প্রকারে রক্ত পাক করিয়া ভোজন করা নিষেধ করিলেন। আদিপুং ৯; ৪। লেবীয় ১৭; ১১, ১২। অতএব পাপের ক্ষমা কি প্রকারে হইবে, তাহা পরমেশ্বর বলিদান নিরূপণ করাতে আদিকালাবধি প্রকাশ করিলেন।

আর তিনি আগামি ত্রাণকর্ত্তৃবিষয়ক নানা প্রতিজ্ঞাও আদিকালাবধি মনুষ্যদিগকে দিলেন। সেই প্রতিজ্ঞার অর্থ অন্য স্থানে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইবে, সম্প্রতি তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র লিখিব। ঈশ্বর আদমের ও হবার সাক্ষাতে তাহাদের পরীক্ষক সর্পকে কহিলেন, যথা, "আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও নারীর বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবা।" আদিপুং ৩; ১৫। ইহাতে সর্পবংশেতে ও মনুষ্যজাতিতে পরস্পর যে স্বাভাবিক বৈরিতা আছে, কেবল তাহার বর্ণনা হয়, তাহা নহে। ঐ সর্প শয়তানকে বুঝায়, এবং ঐ নারীর বংশ প্রভু যীশু খ্রীস্টকে বুঝায়। শয়তানহইতে প্রভু যীশু খ্রীস্টের যে দুঃখভোগ জন্মিবে, তদ্দ্বারা শয়তান পরাজিত হইবে, ইহা কহা যায়। এবং নোহের বংশ ও তাহার পুত্র শামের বংশ এবং শামবংশীয় ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকুবের ও যিহূদার বংশহইতে পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতীয় লোকেরা আশীর্ব্বাদ (অর্থাৎ পরিত্রাণ) প্রাপ্ত হইবে, এই কথা পরমেশ্বর উক্ত সকল লোকদিগকে জ্ঞাত করিলেন। (আদিপুং ৫; ২৮, ২৯। ৯; ২৭। ১২; ৩। ২২; ১৮। ২৬; ৪। ২৮; ১৪। ৪৯; ১০।)

আর পরিত্রাণের ছায়াস্বরূপ যে২ ঘটনাদ্বারা পরমেশ্বর অতিপূর্ব্বকালীয় মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ সংক্ষেপে করিতে হয়। জলপ্লাবনহইতে নোহের রক্ষা পরিত্রাণের দৃষ্টান্ত, এবং তাহার নির্ম্মিত জাহাজ ত্রাণকর্ত্তার দৃষ্টান্ত। ইস্হাকের উৎসর্গ খ্রী-

ষ্টের মৃত্যুর দৃষ্টান্ত। (আদি পুং ২২) এবং যাকূব স্বপ্নেতে যে গগণস্পর্শি সোপান দেখিয়াছিল, তাহাও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত। (আদি পুং ২৮। যোহন ১; ৫১) এবং নিজ ভ্রাতৃগণকর্তৃক যূষফের বিক্রীত হওন ও তাহার দুঃখভোগ ও তাহার উন্নতি ও তাহাকর্তৃক স্বজাতীয় ও ভিন্নজাতীয় লোকদের প্রতিপালন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিক্রীত ও দুঃখগ্রস্ত ও উন্নত হওনের এবং পারমার্থিক খাদ্যদ্বারা যিহূদি এবং অন্যজাতীয় লোকদের প্রাণরক্ষক হওনের দৃষ্টান্ত জানিবা।

এই সকল উপায়দ্বারা পরমেশ্বর অতি পূর্ব্বকালাবধি পাপের প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে মূসার ব্যবস্থাদ্বারা সেই অভিপ্রায় আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন।

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

কো-থা-বিয়ু আমাদের সম্মতিক্রমে সুসমাচার প্রচার করণাভিপ্রায়ে কএক সপ্তাহের নিমিত্তে দিগ্ ভ্রমণের মনস্থ করিলেন। আহা, খ্রীষ্টের আত্মাদ্বারা চালিত ও অন্যের প্রাণরক্ষার্থে প্রেমাবিষ্ট হইলে স্বাভাবিক অতি নীচবুদ্ধি ব্যক্তিরও কেমন চমৎকার মহদন্তঃকরণ হয়। দেখ, এই অকিঞ্চন কারেণ লোক বুদ্ধিপ্রভা ও সাংসারিক বিদ্যা বিহীন হইলেও নিত্য নূতন ও উপযুক্ত সংকল্প করিতেন। তিনি বলেন, পাই ও পালো পরগণায় এবং নদীর মুখের নিকটস্থ নানা স্থানে যে অসংখ্য কারেণ লোক বাস করে তাহাদের নিকটে আমি সুসমাচার প্রচার করিতে বাসনা করি। এবং মর্গুই প্রদেশেও বিস্তর কারেণ লোক আছে, আমি তাহাদের সকলকে খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞান দান করিতে ইচ্ছা করি। আর অল্প দিনের মধ্যে নদী পার হইয়া গিয়া শ্যামদেশস্থ কারেণদের নিকটে, তৎপরে রঙ্গুণের নিকটস্থ আমার জন্মস্থান বাসীন্ প্রদেশ যাইতে চাহি। হাঁ, তথায় বিস্তর কারেণ বাস করে।

"দেখ, এই বৃদ্ধের এতদ্রূপ উদ্যোগ। অদ্যকার সন্ধ্যার সময়ে যে একটী ঘটনা হয়, তদ্দ্বারা ঐ সংকল্পিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে বিধাতার ইচ্ছা আছে, এমন জানা গেল, ফলতঃ অদ্য প্রাতে সমাগত বৃদ্ধ কারেণ সরদার কো-থা-বিয়ুকে আপনার নৌকা করিয়া মর্গুই প্রদেশে লইয়া যাওনার্থে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিল, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে কারেণদের

নানা নগরে ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় এই স্থানে আনিয়া দিব। তাহাতে পাঁচ বা ছয় সপ্তাহ গত হইবে, ইহা অনুমিত হইলেও কো-থা-বিয়ু ঐ বৃদ্ধের সহিত যাওনার্থে মনস্থির করিলেন।"

কএক দিবস পরে মেং বোর্ডম্যান এই কথা লিখেন, "এক্ষণে আমাদের নিকটে বিস্তর কারেণ লোক বাস করিতেছে। কো-থা-বিয়ু তাহাদের নিকটে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও তদ্‌ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে দিবানিশি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, এই লোকদের মঙ্গল করণের উপযুক্ত সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।"

সেই মাসের (মার্চ ১৮২৯) বিংশতি দিবসে কো-থা-বিয়ুর স্ত্রী অবগাহিতা হন। তাঁহার পরীক্ষা করণানন্তর মেং বোর্ডম্যান ইহা লিখিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে কো-থা-বিয়ুর স্ত্রী অতি অজ্ঞানা ও দুষ্টা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামির ও আমার ভার্য্যার উপদেশদ্বারা কএক মাসের মধ্যে তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন; তাহাতে প্রকৃতরূপে তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমাদের এমন বিশ্বাস জন্মিল। তিন মাস হইল তিনি অবগাহিত হওনার্থে নিবেদন করিয়াছিলেন।"

আপন ভার্য্যার অবগাহনের অব্যবহিত পরে মর্গুই পর্য্যন্ত গমনের মানস করিয়া কো-থা-বিয়ু দক্ষিণদিগে ভ্রমণ করিতে গেলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মর্গুই প্রদেশস্থ স্বজাতীয় লোকদের সরদার খ্যাত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এবার সঙ্গে লইলেন না। তাঁহার বিষয়ে এই শেষ কথা, এই হেতুক ইহা লিখিতে হয়, যে ১৮৩৭ সালে এই জীবনচরিত্রের লেখককর্ত্তৃক ঐ সরদার অবগাহিত হন। তিনি মণ্ডলীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। মিসর দেশে যাওন সময়ে যাকূবের যত সংখ্যক পরিজন ছিল, ইহাঁর সন্তান সন্ততি তত সংখ্যক বটে, তাহারা সকলে প্রায় তাঁহার ন্যায় সদাচরণ করিতেছে। এবার কো-থা-বিয়ুর সহিত মৌং সেক্কী যান, তিনি লেখেন, "আমরা টৌং ব্যুক ও মেন্মাঃ খাল তীরস্থ গ্রামে গিয়া তত্রস্থ সৌ-কো-ক্লে ও সৌ-উ-খার নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করি, তৎপরে ক্যূক্-টৌং গ্রামে গিয়া সৌকিক্রৌ ও তৎপরিজনের নিকটে ঘোষণা করিলাম।" এই সকল স্থান টৌং ব্যুকের নিকটবর্ত্তি; এবং যাহাদের নাম পূর্ব্বে উল্লেখিত হইল, তাহারা কএক বৎসর পরে অবগাহিত হয়। সেক্কী আরো বলেন, "আমরা তথাহইতে পাই ও পালোকে

গিয়া পঘো ও সঘো বংশীয়দের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিলাম, কিন্তু তাহাদের এক জনও মনোযোগ করিল না।" সে যাহা হউক, পালৌক গ্রামে কো-থা-বিয়ু পীড়িত হইলেন। এস্থানে অপরিচিত ও অবিশ্বাসিদের মধ্যে পীড়িত হইয়া তিনি আপন অদ্বিতীয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুকে বুঝি দণ্ডেকের নিমিত্তে ছাড়িয়া না দিয়া থাকিবেন এমন অনুমান হইতে পারে। কিন্তু আপনার সুখ ও সান্ত্বনাপেক্ষা সুসমাচার প্রচার বহুমূল্য বোধ করাতে তিনি পালোক গ্রামে অবস্থিতি করিয়া আমাকে প্যেক্কা গ্রামে ঘোষণা করিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি অতি অসুস্থ ও দুর্ব্বল হওয়াতে মর্গুইতে কোন রূপে গমন করিতে পারিলেন না। কিন্তু কিয়দ্দিবসের পরে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য পাইলে তাঁহারা একটী বক্র পথ ধরিয়া তদুভয় পার্শ্বে কারেণদের তাবৎ গ্রামে সুসমাচার প্রচার করত টাবয় নগরের দিগে ধীরে২ অনিচ্ছাপূর্ব্বক গমন করেন। পালৌক গ্রামে যে লোকের বাটীতে কো-থা-বিয়ু বাস করিতেন, ঐ গ্রামস্থ লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রথমে ১৮৩৮ সালে অবগাহিত হন। তিনি এক্ষণে মণ্ডলীর স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। মে মাসে মেং বোর্ডম্যান এই কথা লেখেন, "কো-থা-বিয়ু বনমধ্যে সপ্ত সপ্তাহ থাকিয়া স্বদেশীয়দের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়া এক্ষণে বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পর্য্যটনের বিবরণ অতি মনোহর ও উৎসাহজনক বটে। পরন্তু তাঁহার শরীরের মন্দগতিক দেখিয়া আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহাকে স্বদেশীয় জ্ঞানান্ধ লোকদের আরও মঙ্গল করণার্থে রক্ষা করুন, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।"

চিঙ্কুর নিকটস্থ যে স্থানে তিনি পূর্ব্বে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সেই স্থানস্থ পাঠশালার ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদানে তিনি সেই বৎসরের বর্ষাকালে অধিক সময় ব্যয় করেন। মৌংক্যা লিখেন, যে কো-থা-বিয়ু স্বীয় ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া যখন আমার বাটীতে উভয়ে বাস করেন, তখন তিনি আমাকে ঈশ্বরারাধনার রীতি বিষয়ে শিক্ষা দেন। খরকাল উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে কহিলেন, ওহে ভ্রাতঃ, তোমার সহিত বাস করণেতে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে আমার স্ত্রী চিঙ্কু গ্রামে গিয়া বাস করিতে বাসনা করিতেছেন। পরে তিনি নিজ ভার্য্যাকে চিঙ্কু

গ্রামে রাখিয়া আপনি পর্ব্বত পার হইয়া থালু গ্রামে গেলেন। তাঁহার গমনোত্তর তাঁহার স্ত্রী চিক্কু গ্রামবাসি লোকদিগকে ঈশ্বরের বাক্য জ্ঞাত করণার্থে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন। কিন্তু তাঁহার স্বামির পীড়ার সংবাদ পাওয়াতে তাঁহাকে তদ্‌ভর্ত্তার নিকটে লইয়া গেলাম।

প্রায় সেই সময়ে টাবয় প্রদেশে রাজদ্রোহ হইবাতে মেং বোর্ডম্যান্ মৌলমীনে প্রস্থান করেন। তথাহইতে তিনি আক্‌টোবর মাসে প্রত্যাগমন করিয়া এই কথা লেখেন, "আমাদের এস্থানে অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে কো-থা-বিয়ু নগরে দুই বার আসিয়াছিলেন, এমন শুনিয়াছি। কিন্তু অরণ্য মধ্যে ভার্য্যাকে ও অল্পবয়স্ক দুই জন পীড়িত ভ্রাতাকে রাখিয়া আসিবাতে আমাদের উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে তিনি তাহাদের নিকটে পুনর্ব্বার প্রস্থান করিয়াছেন। আমাদিগকে ঘাটে রাখিয়া আইসনাবধি তাঁহাদের বিস্তর দুঃখ ও বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সে সমস্তহইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এ জন্যে তাঁহার নামের ধন্যবাদ করি।"

অনন্তর দুই সপ্তাহ গত হইলে কো-থা-বিয়ু আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপরে আর এক বার অরণ্য মধ্যে গিয়া কএক দিন পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলে মেং বোর্ডম্যান্ এই বিবরণ লেখেন; "সম্প্রতি মোং সো নামক কারেণ সরদারের মাতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়োপলক্ষ্যে তাঁহার আর২ পরিজনগণ ও জ্ঞাতি কুটুম্ববর্গ দেবপূজকদের রীত্যনুসারে ভ্রান্তিমূলক নানা কাণ্ড করিবে, তিনি এমন অনুমান করিয়া তন্নিবারণাভিপ্রায়ে কবরের নিকটে ঘোষণা করণার্থে একখান ঘর প্রস্তুত করাইয়া সেই পাপজনক ক্রিয়াতে লোকদের আমোদ প্রমোদ করণ সময়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারার্থে কো-থা-বিয়ুকে ও তদ্‌ভার্য্যাকে তথায় আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাদের গমন বিষয়ে আমিও সম্মত হইয়াছি। তাঁহারা কল্য তথায় প্রস্থান করিবেন।"

ডিসেম্বর মাসে মেং বোর্ডম্যান্ গ্রামে২ ঘোষণা করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইয়া এই কথা লেখেন, "আমি বাটীতে আসিয়া বসিবামাত্র কো-থা-বিয়ু ও দুই জন অবগাহিত লোক এবং অন্যান্য কএক জন মৌং সোর গ্রামহইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে

আমি উপদেশজনক কোন২ কথা কহিলে আমরা বর্ম্ম ও কারেণ এই উভয় ভাষাতে প্রার্থনা ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। তৎকালে দ্বাদশ জন কারেণ লোক উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে দুই জন অবগাহিত হওনার্থে নিবেদন করিতে আইসে। আর দুই জন স্ত্রী লোক গত বৎসরাবধি আমার ভার্য্যার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। আর তিন জন ঐ গ্রামের প্রধান লোক। ইহাঁদের এক জন আমাদের বিশ্বস্ত ভ্রাতা মৌং সো। তিনি ও কো-থা-বিয়ু বলেন যে তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার সময়ে মৌং সো ও ঐ গ্রামস্থ আর২ খ্রীষ্টীয় লোক সমাধির নিকটে গৃহ প্রস্তুত করিয়া তথায় খ্রীষ্টধর্ম্ম কথা শ্রবণে কাল হরণ করিল। তাহারা বলে, আমাদের পূর্ব্বের ব্যবহৃত ঐ দেবপূজকদের ক্রিয়োপলক্ষে আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিতে আমাদের ক্ষোভ না জন্মিয়া বরং আনন্দ জন্মিল।"

তৎপরদিবসে কো-থা-বিয়ু শ্যাম দেশে গমনার্থে প্রস্তাব করিলেন। মেং বোর্ডম্যান বলেন, "শ্যামদেশে গমনার্থে আ-মরা কো-থা-বিয়ুকে সাহস দিতে স্থির করিলাম। তথায় যাইতে ছয় সাত দিবস লাগিবে। তিনি কল্য যাত্রা করিতে কল্প করিয়া-ছেন। এমন অনুমান হয় যে তাঁহার ফিরিয়া আসিতে সাত বা আট সপ্তাহ হইবে।" মেং বোর্ডম্যান আরো বলেন, "কো-থা-বিয়ু বহুদিনাবধি এই বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন যে আমি বৃহৎ পর্ব্বত পার হইয়া গিয়া শ্যাম দেশস্থ কারেণ লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিব। সম্প্রতি তদ্দেশস্থ কএক জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাঁহাকে তথায় গমনার্থে অতিশয় সাধ্যসাধনা করিবাতে তিনি আমাদের বিবেচনার্থে ঐ বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন।" তৃতীয় দিবসে তিনি তদ্বিষয় লেখেন। "আমরা কারেণদের বিশেষতঃ কো-থা-বিয়ুর মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিয়া এবং তাঁহার পক্ষে তত্রস্থ লোকদের ও রাজপুরুষদের প্রতি বর্ম্ম ও ইংরাজী ভাষায় পত্র দিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলাম।"

তাঁহার সমভিব্যাহারে যে মৌং সেক্কী ভ্রাতা যান, তিনি এই পত্র লেখেন, "আমরা যখন শ্যাম দেশে উপস্থিত হইলাম, তখন তৎস্থানস্থ অধ্যক্ষ কো-থা-বিয়ুকে দেশাভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন, ফলতঃ তিনি বলিলেন, তোমরা যদি অগ্রস্থিত

নগরে যাও, তবে মহারাজ আমাকে বাঙ্কক নগরে ডাকাইবেন। ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল, পরন্তু আমি প্রচারক না হওয়াতে আমাকে যাইতে অনুমতি দিলেন, তাহাতে আমি অগ্রসর হইয়া কতক লোকের নিকটে প্রচার করিলে তাহাতে তাহারা মনোযোগ করিল।"

১৮৩০ সালের এপ্রিল মাসে যখন মেং বোর্ডম্যান মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করণার্থে মৌলমীনে গিয়াছিলেন, তখন কো-থা-বিয়ু তাঁহার সমভিব্যাহারে যান। তথায় তিনি উপনীত হইয়া অনতিবিলম্বে কো-ম্যাৎ-কো নামক এক জন তালীং সহকারি প্রচারককে সঙ্গে করিয়া টাবয় দেশে যে রূপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এদেশস্থ অরণ্যে কারেণ লোকদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারার্থে প্রস্থান করিলেন। জুলাই মাসে মেং বোর্ডম্যান তদ্বিষয়ে ইহা লেখেন, "এক মাস হইল, কারেণ ভাষা বিলক্ষণ রূপে কহিতে পারেন, এমন এক ভ্রাতা কো-থা-বিয়ুর সমভিব্যাহারে নদীর উত্তর অঞ্চলস্থ কারেণদের গ্রামে সুসমাচার প্রচারার্থে যাত্রা করেন; আমরা বিতরণার্থে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্র ২ বিস্তর গ্রন্থ দিয়াছিলাম। তাঁহারা দিগ ভ্রমণ ও সুসমাচার প্রচার করিয়া পরমানন্দিত হইয়া অদ্য চারি দিবস হইল বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে যেমন টাবয় প্রদেশস্থ কারেণ লোকেরা কো-থা-বিয়ুকে মান্য করিয়াছিল, তদ্রূপ এদেশীয় কারেণেরা তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিয়াছে, ফলতঃ তাহাদের অনেকে তাঁহার প্রমুখাৎ ত্রাণজনক কথা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছে, এবং যাহারা পড়িতে পারে ও যাহারা পড়িতে না পারে, তাহারাও 'আমরা অন্যের দ্বারা পড়াইয়া শুনিব' এই অঙ্গীকার করিয়া পুস্তক লইয়াছে। প্রচারকদের প্রত্যাগমনের কএক দিন পূর্ব্বেই বিতরণীয় পুস্তকের পরিশেষ হইবাতে কো-ম্যাৎ-কো নিজের পঠনীয় গ্রন্থ বিতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তত্রস্থ পাঁচ জন কারেণ আসিয়াছে, তাহাদের চারি জন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে একান্ত মনন করিয়া অবগাহিত হওনার্থে নিবেদন করিয়াছেন। যদিও আমি জানি যে দেশীয় ভ্রাতৃগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন, তথাপি তাহাদের আরো সরলতা ও সুস্থিরতার অধিক প্রমাণ প্রাপণের আশাতে তাহাদের অবগাহনে আর কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করি।"

নবেম্বর মাসে যে সময়ে মেং বোর্ডম্যান টাবয় প্রদেশে পুনরাগমন করেন, তৎকালে কো-থা-বিয়ুও তাঁহার সহিত তথায় যান। কো-থা-বিয়ু উক্ত স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাদের পুনরাগমনের সমাচার দিতে কারেণদের গ্রামে গেলেন। মেং বোর্ডম্যান ডিসেম্বর মাসের ১৬ বাসরীয় দৈনিক পুস্তকে লেখেন, “অদ্য বৈকালে কো-থা-বিয়ু চল্লিশ জন কারেণ লোককে সঙ্গে করিয়া আসিয়া কহিলেন, মহাশয়, ইহারা সকলেই অবগাহিত হওনার্থে আসিয়াছে। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে দুই জন বিনা সকলেই প্রভু যীশুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছে। তাহাতে আমরা এক্ষণে তের জন কারেণ ভক্ত লোকের ও অবগাহিত হওনার্থে ইচ্ছুক অনেকের সহিত সন্দর্শন ও আলাপ করিলাম। আহা, এ কি আনন্দজনক সন্দর্শন, এ আনন্দ বর্ণনা করিতে আমি সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ।”

লেখালেখি। জ্ঞানপ্রদায়িকা সভা।

ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন ধর্ম্মাচরণ ঈক্ষণ করিলে তাহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্ব জনেই স্বীকার করিবেন। যেহেতুক সতী স্ত্রীর চিতারোহণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, দেব সন্নিধানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি দারুণ ধর্ম্মাচরণ স্মরণ করিলে অস্মদাদির অন্তঃকরণ বিদীর্ণ ও কায় লোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত নিষ্ঠুরাচরণ এখন অদৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের নাম পর্য্যন্ত আমাদিগের শ্রবণানুগত হয় না। ইহার কারণানুসন্ধান করিতে হইলে ইউরোপস্থ কতিপয় দেশের খ্রীষ্টীয়ান উপদেশকদিগের নামোল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তাহাদিগের সহকারে অনির্ব্বচনীয় উপকার জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে। তাঁহারা স্থানে ২ ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, ও মাঠে. ঘাটে. হাটে ইত্যাদি স্থানে ২ ধর্ম্ম বিষয়ক কথা প্রচার করিতেছেন। সুতরাং মানবগণের অজ্ঞানতারূপ তিমির সত্য ধর্ম্ম জ্যোতিদ্বারা বিনষ্ট হইতেছে, ও তাহারা অলীক পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

কিন্তু অস্মদ্দেশীয় অনেক গুলিন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবা পুরুষেরা অলীক পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে পারেন না, এবং লোকের নিকট তাহা স্বীকার করিয়া হাস্যাস্পদের কারণ হইতেও বাসনা করেন না। আর কেহ ২ জাতীয় অভিমান বশতঃ, কেহ ২ সাংসারিক প্রেম ও পৈতৃক ধন জন্য, কেহ ২ বা খ্রীষ্ট ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসাভাব প্রযুক্ত খ্রীষ্টপরায়ণ হইতেও নিরস্ত থাকেন।

সুতরাং আর কি করিবেন? কোন দিগেই উপায় নাই। অতএব কেহ২ এথিইষ্ট (Atheist) কেহ২ ডিইষ্ট (Deist), কেহ বা বেদান্তিষ্ট (Vedantist), ইত্যাদি উপাধি ধারণ করত ভিন্ন দল বদ্ধ হইয়া বাগান্দোলন ও তক বিতর্ক করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি শেষ উপনামধারিদিগের, অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিদিগের 'জ্ঞানপ্রদায়িকা' নামে এক অভিনব সভা আমাদিগের বিদ্যালয়ের সন্নিকটে স্থাপিত হইয়াছে। তথায় কিরূপে কার্য্য সমাধা হয় তদ্দর্শনেচ্ছায় বাসরদ্বয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রদায়িকা সভার সভ্যদিগকে অজ্ঞানবৎ ব্যবহার করিতে দেখিলাম। কার্য্যারম্ভ কালে বেদহইতে কএকটী বচন পাঠের সময়ে সকলে নীরব ছিল বটে, কিন্তু পাঠান্তে সংগীত করণ জন্য যখন কুটরীহইতে তানপুরা ও পাখোয়াজ্ বাহির হইল, তখন এদিগে হাস্য ও কৌতুক ও উৎসব আরম্ভ হইল। কেহ২ কহেন, "আর ব্রহ্মের উপাসনা করে কি হবে? চল যাই আহার করা যাউক, বড় ক্ষিদা পেয়েছে।" কেহ বা কহেন, "ভোলানাথ বাবু, তুমি একটা গাওতো হে," (ইনি এক জন সম্প্রদায়ের প্রধান সভ্য।) আর হাসি, তামাসা, উঠা, বসা কত দিগে কত রকম হইতেছিল, তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

'ঈশ্বরের প্রতি ভয় জ্ঞানের আরম্ভ, ও তাঁহার প্রতি প্রীতি জ্ঞানের শেষ,' ইহা সকলে কহিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় গো! যখন এ উভয়েরি অভাব দৃষ্ট হইতেছে, তখন যে এপ্রকার বিশৃঙ্খলতা হইবে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? আর ঐ সকল প্রধান সভ্যদিগের মধ্যে অনেকের চরিত্র আমি কি অবগত নহি? অতএব এ প্রকার বিশৃঙ্খলতাতে আমার কিছুমাত্র বিচিত্র বোধ হয় না। অপিচ, ব্রহ্মোপাসকেরা যে সকল নিয়ম এক্ষণে সংস্থাপনে যত্নবান আছেন, তাহা কি তাহাদিগের পূর্ব্বতন নিয়ম? না, যেহেতুক পূর্ব্বকার ও এক্ষণকার নিয়ম ও বৈদিক উপদেশ যে পরস্পর কত ভিন্ন, তাহা পক্ষপাত রহিত হইয়া অনুসন্ধান করিলে সকলেরি অবগতি হইবে। অতএব খ্রীষ্টীয়ান ভজনালয় দৃষ্টে যে ইদানীন্তন ব্রহ্মসমাজ সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, অস্মদ্দেশীয় লোক সকল যে এক্ষণে ষষ্ঠী পূজা, মাখাল পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক ব্রহ্মের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাই পরম লাভ, ইহাই উন্নতির কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে হে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর, অনুগ্রহ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ সূর্য্য অস্মদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়াকাশে উদয় করিয়া তাহাদিগের ভ্রমান্ধকার দূর করুন, তাহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন হইলে যেন তাহারা অনন্ত সুখ লব্ধ করিতে সমর্থ হয়।

ভবানীপুর বিদ্যালয়স্থ কস্যচিৎ ছাত্রস্য।

দায়ূদের গীত।

১ গীত।

যে জন না চলে দুষ্টগণের মন্ত্রণায়।
অপরাধি জনগণের পথে না দাঁড়ায়॥
নিন্দক সমূহের সভা মধ্যে নাহি বৈসে।
পরমেশ্বরের শাস্ত্রে থাকয়ে সন্তোষে॥
দিবা রাত্রি তাঁর শাস্ত্র করয়ে চিন্তন।
সেই জন ধন্য হয় সদা সর্ব্বক্ষণ॥
যেই বৃক্ষ জলস্রোতের নিকটে রোপিত।
অম্লান পত্রিকাযুক্ত সময়ে ফলিত॥
সেই তরুবর সম হয় সেই জন।
তার কৃত সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ॥
দুষ্ট জন সেই রূপ গতি প্রাপ্ত নয়।
বায়ুতে চালিত তুষ সম সেই হয়॥
দুষ্টেরা বিচার দিনে অপরাধিগণ।
পুণ্যবানদের সভাতে না দাঁড়াবে কখন॥
পুণ্যবানদের পথ ভাল জানেন পরেশ্বর।
দুষ্টদের পথ নষ্ট হইবে সত্ত্বর॥

---

২ গীত।

ভিন্নজাতি লোকেরা কলহ কেন করে।
অনর্থক চিন্তা কেন করে সর্ব্ব নরে॥
পরেশ্বর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির।
বিপরীতে ভূপতিরা হইতেছে স্থির॥
আইস তাঁদের বন্ধন করিয়া ছেদন।
আপনাদের হইতে করি রজ্জু নিক্ষেপণ॥
এই রূপে পরস্পর যত নৃপগণ।
পরামর্শ করিতেছে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ইহাতে স্বর্গনিবাসী করিবেন হাস্য।
প্রভু তাদের উপহাস করিবেন অবশ্য॥
নিজ রাগে তাহাদিগে করিবেন ব্যাকুল।
কোপেতে কহিবেন তারে এই কথা মূল॥

আমি নিজ সুপবিত্র সিয়োন্ শেখরে।
অভিষেক করিলাম স্বকৃত রাজারে॥
আপন নিয়ম আমি করিব প্রচার।
পরেশ্বর আমাকে কহিয়াছেন সারোদ্ধার॥
তুমি আমার পুত্র তোমায় জন্ম দিলাম অদ্য।
আমার নিকটে যাজ্ঞা কর তুমি সদ্য॥
ভবাধিকারার্থে ভিন্নজাতীয়দিগকে।
জগদন্তবাসী দিব রাজ্যার্থে তোমাকে॥
তুমি লৌহদণ্ডে তাহাদিগকে প্রহারিবা।
কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় বিচূর্ণ করিব॥
নৃপগণ্ তোম্‌রা এখন্ জ্ঞানে আচার কর।
পৃথিবী শাসকগণ উপদেশ ধর॥
পরমেশ্বরের সেবা করত ভয়েতে।
জয়ধ্বনি কর সব কাঁপিতে কাঁপিতে॥
দেখ দেখ তিনি যেন নাহি হন রুষ্ট।
ক্ষণে কোপাগ্নি জ্বলিলে পথে হবে নষ্ট॥
এই কারণে পুত্রকে করত চুম্বন।
ধন্য হয় তাঁহার আশ্রিত নরগণ॥

দেবপূজকের প্রতি নিবেদন।

দেব ব্যবহার যত, দেখিলাম শত ২,
মানুষের ত্রাণপথ কিছু তাতে নাই।
তাহার প্রমাণ শুন, থাকুক অন্য দেবগুন,
সকল প্রধান যারা তাদের গুণ গাই॥
দেবতা অসুর নর, করে স্তুতি নিরন্তর,
সে রামের তাঁর কথা মন দিয়া শুন।
পিতৃসত্যে বনে যান, ভার্য্যা হরে দশানন,
শোকানলে হতজ্ঞান কি বলিব পুনঃ॥
পরে নানা যত্নে হরি, দশমুখে বধ করি,
আনিলেন নিজ নারী আপন ভবনে।
হইয়া অযোধ্যাপতি, বৈকুণ্ঠের অধিপতি,
বহুকাল রাজ্য কৈলা শুনেছি পুরাণে।

শ্রীকৃষ্ণ পরমদ্যুতি, হইলা মথুরাপতি,
অসুরের অধিপতি বধি কংসাসুরে।
জগৎ জননী তারা, দুর্গা দুর্গদুঃখহরা,
সংহারিয়া দৈত্যকুল রক্তপান করে॥
এই বলে বেদাগমে, নাহি লয় মম মনে,
যদি সত্য হয় তবু নাহি পাই দিন।
ইত্যাদি প্রধান যত, সকলেতেই এই মত,
ক্ষুদ্র দেবে কব কত তারা পরাধীন॥
পাপে সবে জড়ীভূত, মুক্তিমার্গ হলো হত,
ভ্রমে সদা ইতস্ততঃ সশঙ্কিত প্রাণ।
কি আর বলিব ভাই, আহা মরি মরে যাই,
মানুষের কেহ নাই কিসে পাবে ত্রাণ॥
এই হেতু শুন সবে আমার বচন।
বিনা মূল্যে যদি কেন অমূল্য রতন॥
কিছু ব্যয় নাহি তাহে শ্রদ্ধা মাত্র চাই।
মন যদি হয় নম্র সুদুষ্প্রাপ্য নাই॥
দৃঢ় ভক্তিযোগে যীশু খ্রীষ্ট কর সার।
অনায়াসে সংসার সাগর হবে পার॥
সিংহের সৌরভে যেমন পলায় মাতঙ্গ।
নকুল দেখিয়া হয় যে রূপ ভুজঙ্গ॥
সেই রূপ পাপ সব কোথা পলাইবে।
সঞ্চিত পাতক ধ্বংস সেই ক্ষণে হবে॥
তাহার কারণ আমি বলি শুন ভাই।
সতত নিষ্পাপ যীশু কোন পাপ নাই॥
করুণাসাগর তিনি ক্ষমার নিধান।
পর দুঃখ নিবারিতে ত্যজিলেন প্রাণ॥
মনুষ্যের পাপের দণ্ড আপনি সহিলা।
দুর্লভ ঐশ্বর্য্য সুখ সকলি ত্যজিলা॥
অন্য আর যত কর্ম্ম করেছেন তিনি।
কেবল মনুষ্য উপকার করে গণি॥
এত গুণে গুণী যীশু সর্ব্ব সুখ দাতা।
কিবা দীন অকিঞ্চন সকলেরি পিতা॥
শ্রীরাম প্রভৃতি করি যত দেবগণ।
বিচারিয়া দেখ ভাই সে রূপ যীশু নন॥

সমাচার।

বেঙ্গাল নেটিব্‌ বাপ্তিস্ট মিশনরি সোসাইটীর তৃতীয় বার্ষিক সভা।

১৭ ফিব্রুয়ারি শুক্রবার রাত্রি ইটালির ভজনালয়ে উক্ত সম্প্রদায়ের তৃতীয় বার্ষিক সভা হয়। শ্রীযুক্ত কৈলাশ মিত্রকর্তৃক প্রার্থনা হইলে পরে শ্রীযুক্ত জোন্স সাহেব সভাপতি মনোনীত হইলেন।

তিনি ইংরাজি ও বঙ্গভাষাতে সোসাইটীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর শ্রীযুক্ত শেমচন্দ্র নাথ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তদ্দ্বারা প্রকাশ পাইল যে সম্প্রদায়ের অংশিরা গত বৎসরেও শ্রম ও সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক প্রভুর কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং সেই কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত লালচাঁদ নাথ ও শ্রীযুক্ত গুল্‌জার শাহ ইহারা বঙ্গভাষাতে, এবং শ্রীযুক্ত লেড্‌লি সাহেব ও শ্রীযুক্ত পাদ্রি ওএঙ্গর ও শ্রীযুক্ত পাদ্রি লাক্রোয়া সাহেব ইহারা ইংরাজি ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন।

শেষে শ্রীযুক্ত শামূয়েল পীরবক্‌স প্রার্থনা করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

এই সভার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং তদংশিদের অক্লান্ত উৎসাহ অতি আনন্দজনক ও আশ্বাসবর্দ্ধক বটে। এবং প্রভু আপনি এই সভার প্রতি প্রসন্ন আছেন, ইহার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

শ্রীযুক্ত পাদ্রি কেরি সাহেবের মৃত্যু।

ফিব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে কাঁটওয়ায় শ্রীযুক্ত পাদ্রি কেরি সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি ১৭৯৩ শালে শৈশবাবস্থাতে আপন পিতা মাতার সমভিব্যাহারে এই দেশে আসিয়া তৎপরে ন্যূনাধিক তেতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত স্থানে প্রভুর রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উপদেশক।

এপ্রিল ১৮৫৩ (৭৬) মূল্য ২ আনা।

বঙ্গদেশস্থ অবগাহিত মণ্ডলীগণের প্রতি বার্ষিক পত্র।

প্রার্থনার বিষয়।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ।

নিরন্তর প্রার্থনা করা তাবৎ মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহা যীশু খ্রীস্টের শিক্ষিত কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবে না। ফলতঃ তাঁহার নামে প্রার্থনা করণ প্রত্যয়কারিদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও তাহাদিগের অনির্ব্বচনীয় অধিকারস্বরূপ, ইহা প্রভুর উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এবং প্রতিজ্ঞাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই হেতুক প্রেরিতগণ ও পূর্ব্বকালীন তাবৎ খ্রীষ্টীয়ানবর্গ নিত্য প্রার্থনা করিতেন। তদনুসারে অদ্যাপি মণ্ডলীর সর্ব্বাবস্থাতে ত্রাণকর্ত্তার প্রকৃত ভক্তগণ সকলেই প্রার্থনাকে অতিশয় বহুমূল্য ও প্রয়োজনীয় জানিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে। এ সংসারের জ্ঞানি লোকেরা তাহা তুচ্ছ করিয়াছে বটে, ও সম্পূর্ণ তৃপ্তি পর্য্যন্ত আপনাদের বোধে তাহার যুক্তিবিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া বিদ্রূপভাবে বলে, খ্রীষ্টীয়ানেরা যে আপনাদের ক্ষুদ্র কর্ম্মের নিমিত্তে অদৃশ্য ঈশ্বরকে মনোযোগী করিতে ও তুচ্ছনীয় প্রার্থনাদ্বারা দৈবের অখণ্ডনীয় নির্ব্বন্ধ খণ্ডাইতে পারিবে এমত বোধ করে, এ তাহাদের অত্যন্ত অজ্ঞানতা। তথাপি খ্রীষ্টীয় লোকেরা প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই, এবং পরমেশ্বরের প্রতি তাহাদের নিবেদন নিষ্ফল হয় নাই, ইহার অনেক দৃঢ় প্রমাণ পাইয়াছে। আর আমরা সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্রের পুনরাগমন সময়ে দূতগণ তাঁহার মনোনীত পাত্রদিগকে একত্র না করিবেন, তাবৎ এ জগতে প্রার্থনার রব নিস্তব্ধ হইবে না।

আমরা এমত দৃঢ়রূপে কহিতে পারিলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে অনেকে প্রার্থনা করণের অধিকার কেমন পরমপদ, তাহা সম্যগ্রূপে জানে নাই। তাবৎ খ্রীষ্টীয় লোকেই প্রার্থনা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বিষয়ে অল্প জ্ঞান ও অসাবধানতা এবং ব্যবহারের চঞ্চলতাপ্রযুক্ত প্রার্থনার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এই প্রযুক্ত বিশ্বাসিদিগের মুখহইতে সততই দোষ স্বীকার শুনা যায়। তাহা কেবল নয়, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে ঈশ্বরের ও মনুষ্যের এবং ইহকাল ও পরকালের উদ্দেশে আমাদের যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, প্রার্থনার অভাবে তাহা ভালরূপে করি নাই; কারণ যে নিরূপিত উপায়ে আমরা পারমার্থিক শক্তি ও তৎপূর্ণতা প্রাপ্ত হই, পরমেশ্বরের সহিত আমাদের এমন আলাপে ত্রুটি থাকাতে আমাদের সাংসারিক ভাব ও অমনোযোগিতা ও আলস্য ও প্রত্যয়ের দুর্ব্বলতা এবং ব্যবহারের অপবিত্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। আরো বলি, আমাদের মণ্ডলীগণের গত বাৎসরিক সংবাদে যে অসন্তোষজনক কথা শুনিয়া অভরসা জন্মিয়াছে, প্রার্থনার অভাবই তাহার মূলকারণ। কেননা যদ্যপি মণ্ডলীর প্রত্যেক অংশির উপরে অনুগ্রহ ও বিনয়জনক আত্মা অবস্থিতি করিতেন, তবে সকলেই সুস্থির ও পবিত্র এবং কর্ম্মণ্য হইত, এবং পরমেশ্বরের বিদ্যমানতাতে আমাদের সতত আনন্দ ও রক্ষা হইত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনা করণের আবশ্যকতা বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ জন্মাইতে এই পত্র লিখিলাম। ফলতঃ প্রার্থনা ও তৎসাফল্য বিষয়ে যে সকল মিথ্যা আপত্তি করিবাতে অনেকেই আপনাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, তদ্বিষয়ক বাদানুবাদে সময় ব্যয় করিব না। কারণ তোমরা যে সত্য মত জান না, এই জন্যে তোমাদের প্রতি লিখিলাম, তাহা নয়; কিন্তু সত্য মত জ্ঞাত হইয়াছ, এবং কোন মিথ্যাকথা সত্য মত সম্বন্ধীয় নয়, এই জন্যে লিখিলাম। ১ যোহন ২; ২১। অতএব প্রার্থনা করণ বিষয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ যে উৎসাহ দর্শাইতেছে, তদ্বিষয় প্রথমতঃ সংক্ষেপে জানাইয়া তাহা যে আমাদের অতি আবশ্যক ও কারণবিশেষে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়, তাহা পরে দর্শাইতে চেষ্টা করিব।

প্রার্থনা করণার্থে যে সকল প্রবৃত্তি পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে নিরীক্ষণ করিলে সেই প্রবৃত্তির প্রচুরতাতে অবশ্য আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মিবে।

আদমের কালাবধি মালাখিয় সময় পর্য্যন্ত ঈশ্বর আপন অন্বেষণকারিগণের প্রতিফলদাতা, ইহা বিশ্বাস করিয়া যাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ে আদিগ্রন্থে অনেক প্রমাণ আছে। আর আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগি লোকেরা যে প্রার্থনার ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহারও অনেক প্রমাণ ইব্রাহীম ও যাকূব ও মূসা ও শিমূয়েল ও এলিয় এবং দানিয়েল প্রভৃতি লোকদের ইতিহাসে লিখিত আছে। ধার্ম্মিকগণ প্রভুর নিকটে আর্ত্তস্বর করিলে তিনি তাহাদিগকে তাবৎ দুঃখহইতে যে রক্ষা করেন, এ বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ আছে; এবং দুঃখিদের প্রার্থনার প্রতি সতত তাঁহার কর্ণ মুক্ত, এবং তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্তে তাঁহার হস্ত বিস্তারিত আছে, ইহা বিশ্বাস পূর্ব্বক আমরা যেন পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তির ও তাঁহার মুখের সর্ব্বদা অন্বেষণ করি, এমত অনেক উৎসাহজনক বাক্য আছে। কিন্তু প্রার্থনা শ্রবণে ও তদুত্তর প্রদানে আদিভাগে পরমেশ্বরের যে অঙ্গীকার আছে, এ বিষয়ে আর অধিক না কহিয়া আইস, তাঁহার পুত্র মনুষ্যাবতার হইয়া আমাদিগকে প্রার্থনার বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করি। তদ্বিষয়ে তিনি যে ২ কথা কহিয়াছেন, সে সমস্ত সম্পূর্ণ মনোযোগের যোগ্য, যে হেতু তিনি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যস্থ, এবং যাহা দিয়া আমরা পিতার নিকটে যাইতে পারি তিনি এমন পথ, ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাওনের উপায়স্বরূপ। প্রার্থনা করণে প্রবৃত্তি দেওনাভিপ্রায়ে প্রভু যীশু যে রূপ আশ্বাস ও প্রত্যয়জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তদপেক্ষা সাহসজনক কথা কেহ কহিতে পারে না। "যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, তাহাতে পাইবা; আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার মুক্ত হইবে। কেননা যে যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়। আপনার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পস্তর দেয়, কিম্বা মৎস্য চাহিলে তাহাকে সর্প দেয়, এমন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কে আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন ২ সন্তানদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা আপনার যাচকদিগকে কি উত্তম দ্রব্য দিবেন না?" মথি ৭; ৭—১১। "সত্য

সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহাই তিনি তোমাদিগকে দিবেন। ইহার পূর্ব্বে তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তবে পাইবা, তাহাতে তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে।" যোহন ১৬; ২৩, ২৪। "পুত্রদ্বারা যেন পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়, এই নিমিত্তে আমার নামে যে কিছু প্রার্থনা করিবা, তাহা আমি সিদ্ধ করিব।" যদি আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা সিদ্ধ করিব। যোহন ১৪; ১৩. ১৪। তাঁহার এই সকল উক্তির প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি করি, তবে সে সকল যে অতি সত্য ও নিশ্চিত, তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের ঐশ্বরিক গুরু সামান্য ব্যাপারের উপমা দেওনে কেবল যে নিশ্চিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এমন নয়; পরন্তু পূর্ব্বোক্ত তিন পদে ও অন্যান্য স্থানে অঙ্গীকারের পুনঃ২ উক্তি করিয়াছেন, ইহা বিবেচনার যোগ্য। এই রূপ পুনঃ২ অঙ্গীকারে তাঁহার উক্ত কথার সত্যতাই যে কেবল প্রতিপন্ন হয়, এমন নয়, কিন্তু সেই কথা অত্যাশ্চর্য্য প্রযুক্ত আমরা প্রত্যয় করিতে প্রায় সন্দেহ করি, ইহা জানিয়া প্রভু আমাদিগকে বিশেষ রূপে আশ্বাস দেন। আরো বলি, এই কথা অতি অদ্ভুত হইলেও যুক্তিসিদ্ধ বটে, কারণ যখন খ্রীস্ট নিজ নামে আপন লোকদিগকে প্রার্থনা ও নিবেদন করিতে অধিকার দেন, তখন এরূপ সাহায্যযুক্ত প্রার্থনা যে গ্রাহ্য হইবে, ইহাতে অসম্ভব কি? তাঁহার নামাঙ্কিত তাবৎ প্রার্থনা অবশ্য গ্রাহ্য হইবে, কেননা পিতা তাঁহার কথা সর্ব্বদা শুনেন, ইহা কেবল নয়, বরং তাঁহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করণের নিয়ম কি? কাহারা বা প্রার্থনা করণের অধিকারী? পূর্ব্বোল্লেখিত তিনটি বচন ও তৎসদৃশ ধর্ম্মপুস্তকের অন্যান্য কথায় বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে জানা যায় যে যাহারা প্রভু যীশুর প্রকৃত শিষ্য তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। কেননা তিনি ইহা কহিয়াছেন, "তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে যে কিছু চাহিবা, তাহারই নিমিত্তে প্রার্থনা করিবা, তাহাতে তাহা প্রাপ্ত হইবা।" অতএব আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে এবং অন্তঃকরণের সহিত প্রভুর হই, ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হই, তবে ঐ

অঙ্গীকার আমাদের প্রতি উক্ত, ইহা নিশ্চয় জানিতে পারি। কিন্তু যদি অনিচ্ছা ও দ্বৈধ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবহ হই, ও তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম শীতল হয়, এবং আমাদের মন যদি সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হয়, তবে তাঁহার অঙ্গীকারানুসারে কিছু পাইবার প্রত্যাশা করণ নিরর্থক। খ্রীষ্ট এবং জগৎ দুই দিগে মন রাখাতে "দ্বিমনা লোকের কোন গতি স্থির হয় না; পরন্তু সে বায়ুতে চালিত দোলায়মান সমুদ্রতরঙ্গের সদৃশ; এমন ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমত বোধ না করুক।" খ্রীষ্টেতে আমাদের থাকা ও তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে রাখা, এই দুই বিষয় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞার অত্যাবশ্যক নিয়ম আছে। এই নিয়ম আমাদের পক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বর যেন স্বীয় গৌরবার্থে ও আমাদের মঙ্গলার্থে আমাদের নিবেদন গ্রাহ্য করেন, তদর্থে প্রার্থনা করণের অধিকারী হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ঐ নিয়ম অবশ্য পালন করিতে হইবে। ঈশ্বরের বশীভূত ও খ্রীষ্টের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি অপবিত্র ও সাংসারিক অথচ সলোভ অভিলাষে চালিত হয় না, ফলতঃ খ্রীস্ট কর্ত্তৃক শিক্ষিত ও খ্রীষ্টের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তি পরমেশ্বরের অভিমতানুসারে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহের উপর ভার রাখিয়া সকল বিষয়ে নিবেদন করে। যীশু খ্রীষ্টের মুখনির্গত ঐ অঙ্গীকার শ্রবণকারি এক জন প্রেরিত এই কথা লিখেন, "তাঁহার সাক্ষাতে আমাদের যে প্রতিভা আছে তাহা এই, আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছানুয়ায়ি কোন বর প্রার্থনা করি, তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন।"

খ্রীষ্টীয় লোকেরা ১৮০০ বৎসরাবধি প্রতিজ্ঞা পালনে প্রভুর বিশ্বস্ততার অনুভব পাইলেও কোন্ বিষয় যাচ্ঞা করিলে পরমেশ্বর দিবেন, এতদ্বিষয়ে তাহাদের বোধ যে এক প্রকার নহে ইহা আশ্চর্য্য। খ্রীষ্ট কোন্ বিষয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা না করিয়া সাধ্যানুসারে তাবৎ বাদানুবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা যাহা সুস্পষ্টরূপে আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই দর্শাইতে চেষ্টা করি। খ্রীষ্ট আপন পশ্চাদ্গামি লোকদিগকে ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করণের যে আদেশ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আমরা শিক্ষা পাই যে ঈশ্বর আপন লোকদিগকে কোন ২ বিষয় ত্বরায় না দিয়া, তাহারা যাহাকে দীর্ঘ কাল জ্ঞান করে এমত দীর্ঘ কালানন্তর দান করেন। ঈশ্বর এমত

বিলম্ব করিলেও তাহাদের প্রার্থনা শুনেন, এবং যাহারা দিবানিশি তাঁহার কাছে কাকূক্তি করে, তাঁহার এমত মনোনীত পাত্রদিগের বিবাদ অবশেষে ত্বরায় নিষ্পন্ন করিবেন। তাড়নাকারিরা প্রচণ্ডরূপে অত্যাচার করিতে পারে, এবং দুঃখগ্রস্ত ঈশ্বরীয় লোকেরা হত হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রতিফলের দিন পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন, এবং উপযুক্ত কালে তাঁহার শত্রুগণের পাদ পিছলিয়া পড়িবে, ও তাহাদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্রোধ আসিবে।

অধিকন্তু আমরা জানি যে অন্যান্য বিষয় ঈশ্বর যাচকদিগকে দিতে প্রস্তুত আছেন, ফলতঃ যাহারা যাচ্ঞা করে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করেন, ইহা তাঁহার প্রিয় পুত্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এবং হে ভ্রাতৃগণ, এই বাক্য যে সত্য, ইহা আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি; কেননা আমরা যদ্যপি যথার্থরূপে খ্রীষ্টের সেবকগণের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকি, তবে আমরা সকলেই সেই বহুমূল্য দান যাচ্ঞা করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। অমূল্য রত্নস্বরূপ সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি স্থির আছে, এবং আমরা তাহার সত্যতার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা ঐ স্বর্গীয় দান উত্তরোত্তর অধিক পাইতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার যোগ্য, এতদভিপ্রায়ে পৌল প্রেরিত কোন স্থানে অতি আশ্চর্য্যরূপে আমাদের ত্রাণকর্ত্তার পবিত্র আত্মা দানের অঙ্গীকারানুযায়ি উপদেশ ও সাহস দিতেছেন; যথা, যাহাহইতে সর্ব্বনাশ জন্মে, এমন মদ্যপানে মত্ত হইও না, কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও। ইফিষীয় ৫; ১৮। হে ভ্রাতৃগণ, নিষেধ বাক্য ও আজ্ঞা এই উভয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ কর। এই দুই কথাই পালন করিতে আমাদের সাধ্য আছে, ফলতঃ বিশ্বাসি লোকের পক্ষে মাদক দ্রব্যহইতে পৃথক থাকা যেমন সাধ্য, পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হওয়াও তদ্রূপ সাধ্য, ইহা কি প্রকাশ পাইতেছে না? এবং ঈশ্বর যে যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন, তাহা এই কথাতে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এতদ্বিষয় নিত্য আলোচনা করা অতি আবশ্যক। আমাদিগের অন্তঃকরণে ঈশ্বর আপন প্রিয় পুত্রের স্বভাব প্রদানার্থে পবিত্রকারি আত্মাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ আত্মাদ্বারা অন্তঃকরণের নূতন জন্ম হয়, এবং তাঁহার অধিষ্ঠানে খ্রীষ্টাশ্রিত প্রত্যেকে নূতন সৃষ্ট স্বরূপ হয়; পুরাতন বিষয় সকল লুপ্ত হইয়া যায়; দেখ, সকলই নূতন হইয়া উঠে। মনুষ্যের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের

প্রতিমূর্ত্তি পুনঃস্থাপন, ও অশুচিতার নাশ হইয়া পবিত্রতার উদয় হওন এবং দীপ্তিবাসি পুণ্যবানদের সঙ্গী হওনোপযুক্ত তাবৎ সুস্বভাব প্রাপ্ত হওয়া কেমন চমৎকার পরিবর্ত্তন? এ বিষয় পরমেশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা রূপক শব্দে এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা, আমি পিত্তলের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ, ও লৌহের পরিবর্ত্তে রৌপ্য আনয়ন করিব; ও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পিত্তল, ও প্রস্তরের পরিবর্ত্তে লৌহ আনিব। যাহারা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তন করণ শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর রাখে, তাহাদিগেতে ঈশ্বরের আত্মার কার্য্য এরূপে প্রকাশ পায়।

পরন্তু আমাদের মধ্যে আত্মার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত আমরা বিলাপ করিতেছি; অথবা তিনি উপস্থিত আছেন এমন আশা করিলেও তাঁহার গুণের ফলাভাবপ্রযুক্ত শোক করিতেছি। আর আমাদিগের অন্তঃকরণে তাঁহার কর্ম্ম অতি ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এবং আমাদের মণ্ডলীগণের সাধারণ আচার ব্যবহারে পবিত্র আত্মার শক্তি যে প্রবলরূপে প্রকাশ পায় না, ইহাও আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। আমাদের মধ্যে আত্মাতে পরিপূর্ণ ও আত্মিকাচারী এবং প্রেম আনন্দ ঐক্য দীর্ঘসহিষ্ণুতা নম্রতা উত্তমতা প্রত্যয় মৃদুতা এবং পরিমিত ভোগ প্রভৃতি আত্মার ফলে ফলবান কত অল্প লোক আছে? হে ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনাতে ত্রুটি থাকা প্রযুক্ত আমরা এই বর অপ্রাপ্ত রহিয়াছি। আমরা প্রাপ্ত হই নাই, কারণ প্রার্থনা করি নাই, কিম্বা প্রার্থনা করিলেও ফল পাই নাই; কারণ মন্দভাবে প্রার্থনা করিয়াছি। আমরা পবিত্র আত্মার বিষয়ে বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই মনের সরলতা ও ব্যগ্রতা পূর্ব্বক ও খ্রীষ্টের প্রতি মনের ভক্তিতে বিহিতমতে প্রার্থনা করে না, তাহাতে তাহাদের প্রার্থনা প্রতিজ্ঞানুসারে গ্রাহ্য হয় না, ইহাই প্রত্যক্ষ হইতেছে।

আর আত্মার পূর্ণতা যদি আমাদের কিম্বা মণ্ডলীগণের মধ্যে না থাকে, তবে আমাদের প্রার্থনাতে আরো দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি অবশ্য প্রকাশ পাইবে; কেননা পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞাত সেই যে আত্মা, তিনি অনুগ্রহ ও বিনয়জনক আত্মা। কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা উপযুক্ত রূপে জানি না। এই হেতু এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত্যর্থে আত্মার উপর ভার রাখিতে হয়,

যেমন লিখিত আছে, আত্মা আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতিকার করেন, এবং আত্মা আপনি অস্পষ্ট আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করেন। আর যিনি অন্তর্যামী, তিনি আত্মার ভাব কি, তাহা জানেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের অভিমতানুসারে পবিত্র লোকদের জন্যে প্রার্থনা করেন। এই মনোযোগ যোগ্য বচনদ্বারা আমরা প্রার্থনা করণ বিষয়ে গুরুতর উপদেশ, এবং আমাদের অন্তরে প্রার্থনার উৎপাদনার্থে পবিত্র আত্মার শক্তির প্রকাশ যে আ-বশ্যক, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণও পাইতেছি।

সম্প্রতি খ্রীষ্টীয় লোকদের নিমিত্তে এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যাপনার্থে প্রার্থনা করা যে কর্ত্তব্য, আইস আমরা এ বিষয়েও কিঞ্চিৎ বিবেচনা করি। আমরা এক জন অন্য জনের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা-পিত হইয়াছি। প্রেরিতগণ আপনাদের কৃত কার্য্যদ্বারা প্রার্থনার গুণ জানিতে পাইয়াছিল; ফলতঃ তৎকালীন খ্রীষ্টীয় লোকদের সুস্থিরতা ও পবিত্রতার বৃদ্ধিরূপ আপনাদের প্রার্থনার ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহাদের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য যেন অবাধিত রূপে সর্ব্বত্র চলিত ও মান্য হয়, তদর্থে প্রার্থনা করিতে তাহারা মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে বিনতি করিয়াছিল। ইহাতে তাহারা ঈশ্বরের রাজত্ব যেন আইসে ও তাঁহার ইচ্ছা যেমন স্বর্গেতে তদ্রূপ যেন পৃথিবীতে সফল হয়, এবিষয়ে প্রার্থনা করিতে প্রভু যীশু যে আজ্ঞা দেন, তাহা পুনঃ২ স্মরণ করাইয়াছে। তোমরা বৃথা আমার অন্বেষণ কর, এ কথা প্রভু আমাদিগকে যে কহেন নাই, তাহা আমরা নিশ্চয় জানি। তিনি যখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি দেন, তখন তাঁহার এই অভিপ্রায় যে আমরা উপযুক্ত রূপে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা সফল করিবেন। হে ভ্রাতৃগণ, তবে ঈশ্বর কি নিমিত্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দেন না? আমরা তো প্রা-র্থনা করিয়া থাকি। ফলতঃ তাবজ্জাতীয় লোকদের উপরে যেন ঈশ্বরের আত্মার বর্ষণ হয়, এতদর্থে মণ্ডলীগণ প্রতিদিন সহস্র২ প্রার্থনা করি-তেছে। আমাদের দেশস্থ লোকদের ঘৃণার্হ প্রতিমাপূজা এবং গাঢ় ভ্রান্তি দেখিতেছি, আমরা প্রায় সকলে তদ্দাসত্বে বদ্ধ ছিলাম, এবং আমাদের অনেকেই তাহাদের নিকটে প্রতিদিন সুসমাচার প্রচার করিতেছে, তথাপি আমাদের প্রার্থনার ও পরিশ্রমের কেমন অত্যল্প ফল দৃষ্ট হইতেছে। ঈশ্বর যে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে

ত্যাগ করেন নাই, কেবল ইহার চিহ্নার্থে এখানে এক জন, ওখানে এক জন, এই রূপ ক্ষীণপ্রত্যয়ী ও যাহাদের বিষয়ে কখন ২ সন্দেহ হয়, এমন লোক দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্যোগ ও বিক্রম কোথায়? আমাদের প্রতি তাঁহার অন্তরস্থ অনুকম্পা ও স্নেহ কি নিবৃত্ত হইয়াছে? আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দেওনে তাঁহার অস্বীকার করণের গুপ্ত কারণ কি? আমরা অনেক বার নিবেদন করিলেও কি যিশায়িয়ের ন্যায় এই বিলাপোক্তি করিতে পারি না? যথা, "হে প্রভো, কেহ তোমার নামে প্রার্থনা করে না, ও কেহ তোমার হস্ত ধরিতে গাত্রোত্থান করে না।" যাহাদের নিকটে আমরা সুসমাচার প্রচার করি, তাহাদের বিষয়ে তাঁহার কি গুপ্ত অভিপ্রায় তাহা আমরা জানি না বটে, কিন্তু তাহাদের মনঃপরিবর্ত্তনার্থে তিনি আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে কি আজ্ঞা দেন নাই? এবং তিনি কি আপন লোকদের নিবেদন অকারণে অগ্রাহ্য করেন? প্রভু কি বলেন নাই, ভূমিহইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইলে আমি সমস্ত মনুষ্যকে আপন নিকটে আকর্ষণ করিব? এবং তিনি কি আজ্ঞা করেন নাই, তোমরা সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে শিষ্য করিয়া অবগাহন করাও? তবে মনঃপরিবর্ত্তনজনক শক্তির নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে তাহা কেন নিষ্ফল হয়? প্রার্থনা করণের নিষ্ফলতা প্রযুক্ত আমরা যেন বিষাদিত হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে ও সজলনয়নে সকলে একমনে কৃপারূপ সিংহাসনের নিকটে বিনতি করি, এবং পরমেশ্বর নিজ দাসগণের প্রতি আপন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়াছেন, যাবৎ ইহার নিশ্চয় প্রমাণ না পাই, তাবৎ যেন তদুপবিষ্ট করুণাময় পরমেশ্বরকে ব্যস্ত করি।

অনেকে প্রার্থনার উত্তেজনাতে ঈশ্বরের প্রতি জয়ী হইয়াছে, ইহা আমরা সকলেই শুনিয়াছি, এবং হইতে পারে দেখিয়াও থাকিব। ফলতঃ এই প্রকার প্রসবযন্ত্রণারূপ কাতরোক্তিদ্বারা কোন২ খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের কিম্বা মণ্ডলীর জন্ম হইয়াছে। কিন্তু সিয়োন কখন্ ভারতবর্ষে এই রূপ প্রসববেদনা পাইয়া পুত্রবতী হইবে? সুসমাচার প্রচার কার্য্যে যে সকল ত্রুটি আছে, তন্মধ্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক একান্ত প্রার্থনার অভাব যে অত্যন্ত খেদজনক ইহা কি নিশ্চিত নয়? আমাদের চতুর্দ্দিগে বিস্তারিতরূপে সুসমাচার ঘোষণা করণার্থে প্রচারকের অভাব দর্শনে খেদ জন্মিতে পারে, এবং অর্থাভাবে অভিপ্রেত কার্য্যের বাধা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু

এতদুভয়াপেক্ষা মহাশক্তি বিশিষ্ট উদ্যুক্ত প্রার্থনার অভাবে আমরা অবসন্ন হইতেছি, এবং যে মহৎ বিষয় লক্ষ্য করিয়া উদ্যোগ করি, তাহা সিদ্ধ করিতে পারি না।

পরমেশ্বর যে নিজ দাসগণের প্রত্যয়জাত অতি প্রয়োজনীয় প্রার্থনা সিদ্ধ করণে বিলম্ব করিতে পারেন, ও কখনং তাহা করিয়াও থাকেন, ইহা আমরা জানি। অতএব তাহাদের ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। হে ভ্রাতৃগণ, দেখ, কৃষক লোক ক্ষেত্রের বহুমূল্য ফলের অপেক্ষা করিয়া অগ্রিম ও অন্তিম বৃষ্টি যাবৎ না হয়, তাবৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করে। যেমন কিনানীয় স্ত্রী ব্যগ্রতা পূর্ব্বক খ্রীষ্টের উদ্দেশে নিবেদন করিলেও প্রথমতঃ তিনি তাহার একটি কথারও উত্তর দিলেন না, তদ্রূপ এখনও ঈশ্বরীয় সন্তানগণ তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন করিলেও তিনি তাহাদের প্রার্থনা শীঘ্র সফল করেন না বটে; কিন্তু পরে তাহাদের প্রত্যয়ের পরীক্ষা হইলে তিনি অনুকূল হইয়া তাহাদের ইষ্ট বর দান করিবেন। আহা! তাহা যদি আমাদের পক্ষে হইত! ফলতঃ ত্রুটি ও অমনোযোগ না করিয়া যদি আমরা উত্তপ্ত ও ব্যগ্রচিত্তে ঐ স্বর্গীয় দানের নিমিত্তে নিরন্তর প্রার্থনা করিতাম, তবে ঐ রূপ বর আমাদের প্রতি দত্ত হইত। পরন্তু আমাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থিত বিষয় দান করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহা মনে করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া যে বর আমাদের পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছে, তন্নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে অমনোযোগী হই। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ লক্ষণ।

ভারতবর্ষস্থ মণ্ডলীর অনেক বিষয়ে ক্ষীণাবস্থা দেখিতে পাইতেছি। ফলতঃ আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ লোকদের অনেকেই খ্রীষ্টের সুসমাচার বিশেষ রূপে শুনিতে পাইয়াছে, এবং ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মবিষয়ক অন্যান্য ক্ষুদ্র পুস্তক এ দেশে লক্ষ২ বিতরণ করা গিয়াছে, ও বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নীতি ও প্রমাণ সম্পূর্ণ ও সূক্ষ্মরূপে শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে, এবং অন্যান্য ধর্ম্মহইতে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অনেকে ইহা জানিয়া স্বীকার করিতেছে, ও দেবপূজকদের অন্তঃকরণস্থ দেবপূজার আসক্তি লাঘব পাইয়াছে, এবং হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারাদি হ্রাস হওয়াতে তদ্ধর্ম্ম লুপ্ত হওনের ভয় জন্মিয়াছে, এবং জাতির বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, তাহা কেবল নয়, সহস্র২ লোক তদ্বন্ধন খণ্ড বিখণ্ড করিতে ব্যগ্র হইয়াছে বটে।

কিন্তু এ সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য সিদ্ধ হইলেও খ্রীষ্টের শরণাপন্ন লোক কোথায়? যেমন যিরিমিয় বলেন, কেবল নগরহইতে এক জন, ও বংশহইতে দুই জন করিয়া তোমাদিগকে সিয়োনে আনিব, তদ্রূপ আমাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। যে সমস্ত উদ্যোগ করা গিয়াছে, তাহাহইতে খ্রীষ্টের নিমিত্তে অল্প ফল উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এ সমস্ত কর্ম্মদ্বারা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের জয় না হইয়া বরং নাস্তিকতা বৃদ্ধির উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অবিশ্বাসিরা অজ্ঞাত নয়, যেহেতুক তাহারা বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, সুসমাচারের সর্ব্বজয়ি শক্তি কোথায়? ও তোমাদের অসংখ্য প্রার্থনার ফল বা কোথায়? ইহাতে আমরা হিস্কিয়ের ন্যায় এই কথা কহিতে পারি, অদ্যকার দিবস ক্লেশ ও অনুযোগ ও অপমানের দিবস; কেননা বালকপ্রসবের সময় উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করণের শক্তি নাই।

আমাদের মধ্যে প্রার্থনোৎপাদক আত্মার পূর্ণ অধিষ্ঠানে যে২ ফল উৎপন্ন হইতে পারিত, তাহা গণনা করিতে বহুকালেও আমাদের সাধ্য নয়। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দুঃখাবস্থা হইলেও তাঁহার বিষয়ে আশ্চর্য্য কথা উক্ত আছে। নানা প্রকার বাধা থাকিলেও খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি পাইবে; কেননা তিনি যাবৎ পৃথিবীতে রাজনীতি স্থাপন না করেন, তাবৎ নিস্তেজ ও ভগ্নাশ হইবেন না; এবং দ্বীপনিবাসিগণ তাঁহার শাস্ত্রের অপেক্ষাতে থাকিবে। তিনি উঠিয়া সিয়োনের প্রতি কৃপা করিবেন। কিন্তু এই সকল দেদীপ্যমান ভবিষ্যদ্বাক্য প্রার্থনাদ্বারা সফল হইবে, ইহা স্থির জানিও। কেননা প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল বংশের নিমিত্তে আমি যেন এই সকল করি, এই জন্যে আমার কাছে তাহাদের আরও প্রার্থনা করিতে হইবে।

যে সময়ে পাপের বাহুল্য প্রযুক্ত অনেকের প্রেম শীতল হয়, এমন সময়ে বিশ্বাসিগণ অল্পসংখ্যক হইলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিশেষরূপে বহুমূল্য হয়। দেখ, যিরুশালমস্থ লোকের বিপথগামিত্ব সময়ে যিরিমিয়ের প্রতি ঈশ্বরের কেমন যত্ন, ও বাবিল রাজধানীতে দানিয়েলের প্রতি তাঁহার কেমন স্নেহ। এবং মালাখি ভবিষ্যদ্বক্তার সময়ে যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের প্রতি তাঁহার কেমন সন্তোষ। বস্তুতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে ও তাঁহার অনুগ্রহের অপেক্ষাতে থাকে, তিনি

তাহাদিগেতে আমোদ করেন। আর অবিশ্বাসের বাহুল্য এবং তাঁহাহইতে অনেকের পরাঙ্মুখ হওনের সময়ে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে নিত্যস্থায়ি গৌরব দত্ত হইবে। হে ভ্রাতৃগণ, এই রূপ সম্ভ্রমে আমাদেরও অধিকার হইতে পারে। অতএব যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা এই রূপ অপরিমেয় পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে।

আইস, আমরা আরও যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করি; এবং ইহকালের বা পরকালের কিম্বা আমাদের বা চতুঃপার্শ্বস্থ লোকদের সম্বন্ধে যে সকল অঙ্গীকার পরমেশ্বর করিয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া পিতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহরূপ সিংহাসনের সন্নিধানে তাহা নিবেদন করিতে মন স্থির করি। অন্যের প্রতি আমাদের যেং সম্বন্ধ, এবং আমাদের যে বিশেষং সাংসারিক কার্য্য আছে, ও খ্রীষ্টের রাজ্য ব্যাপনার্থে আমরা যেং উদ্যোগ ও চেষ্টা ও সুখভোগ করি, তাহা যেন ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা ও প্রার্থনাদ্বারা এই রূপ পরিত্রীকৃত হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর, অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ও গৌরবযুক্ত অনন্ত অধিকার আমাদের হইবে; কারণ জগৎ ও তাহার অভিলাষ অতীত হইতেছে, কিন্তু যে জন ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করে, সে অনন্ত কাল স্থায়ী। ইতি।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

২ অধ্যায়; ১৫-২০।

১৫। "অনন্তর ঐ দূতগণ তাহাদের নিকটহইতে স্বর্গে গেলে সেই মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, আইস, আমরা এক বার বৈৎলেহম পর্য্যন্ত যাইয়া এই যে ঘটনার কথা পরমেশ্বর আমাদিগকে জানাইলেন, তাহা দেখি।" খ্রীষ্টের জন্মের বার্ত্তা প্রচার করিয়া স্বর্গীয় দূতগণ স্বর্গে গেল। এবং মেষপালকেরা তাহা বিশ্বাস করিয়া ত্রাণকর্ত্তাকে দেখিতে বৈৎলেহমে যাইতে স্থির করিল। তুমি যীশুকে অন্বেষণ না করিলে সুসমাচারের শ্রোতা হওনে তোমার কি লাভ?

১৬। "পরে তাহারা শীঘ্র গমন করিয়া মরিয়মের ও যূষফের এবং যাব-পাত্রে শয়ান ঐ বালকের তত্ত্ব পাইল।" মেষপালকেরা কোন মনুষ্যদের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রেম প্রযুক্ত শীঘ্র গমন করিল। তাহারা মেষ-পালকে ত্যাগ করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করিল। "অন্বেষণ কর, তবে উদ্দেশ পাইবা।" মেষপালকেরা শিশু যীশুর উদ্দেশ পাইল। রাজধানী এবং মুকুট ও রাজদণ্ড তাহারা দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিল। গোশালা এবং যাবপাত্র তাহাদের বাধা জন্মাইল না। আইস, আমরাও বৈৎলেহমে যাই। আমরা কি কিনান দেশে তীর্থ যাত্রা করিব? তাহা নয়।

অনেক ২ খ্রীষ্টীয়ান লোক বৈৎলেহমে তীর্থযাত্রা করিয়াছে। হেলেনা নাম্নী রাণী বৈৎলেহমে গিয়া ঐ গুহাকে অতিশয় শোভিত করিয়া প্রার্থনার স্থান করিল। ভূমির অন্তরস্থ সেই গীর্জাঘর দশ হস্ত উচ্চ ও ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ। চিত্র বিচিত্র প্রস্তরদ্বারা ঐ গুহার প্রাচীর আচ্ছাদিত। রৌপ্যনির্ম্মিত বত্রিশ প্রদীপ দিবানিশি সেই স্থান দীপ্তিময় করে। উদাসীনগণ সর্ব্বদা ধূপ জ্বালায়। প্রভুর জন্মের বিষয়ে বড় ছবি চতুর্দিকস্থ প্রাচীরে আছে, ইত্যাদি। তীর্থযাত্রাকারিদের বড় সভা সর্ব্বদা উপস্থিত। আমরাও কি সেই স্থানে গিয়া এমত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আনন্দ করিতে পারি? তাহা নয়। সপষ্টরূপে কেহ বলিতে পারে না যে সেই স্থানে যীশু জন্মিলেন। তোমার ধর্ম্মপুস্তক ও গীর্জাঘর ও রুদ্ধ অন্তরাগার তোমার বৈৎলেহম হউক। সেই স্থানে যীশুকে অন্বেষণ করিলে তুমি তাঁহার উদ্দেশ পাইবা। কিন্তু সেই বৈৎলেহমস্থ গোশালার দ্বার এমত সংকীর্ণ যে তোমার মনের পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষুদ্র বালকের সদৃশ না হইলে তুমি তাহাতে কখন প্রবেশ করিতে পারিবা না। হে পিতঃ, তোমার পুত্রের নিকটে আমাকে আকর্ষণ কর, এমত প্রার্থনা কর।

হিয়েরণুম (কিম্বা জেরম) নামক যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে বৈৎলেহমস্থ উদাসীনবর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি আপন মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে এই কথা লিখিলেন, "যত বার আমি প্রভুর জন্মস্থান দেখি, তত বার আমার অন্তঃকরণ শিশু যীশুর সহিত প্রেমালাপ করে। আমি বলি, হে প্রভো যীশু, কেমন কাঁপিতেছ। আমার ত্রাণের জন্যে কেমন শক্ত স্থানে শয়ন করিতেছ। আমি তোমাকে কি প্রতিদান করিব? তাহাতে আমার বোধ হয় যেন শিশু যীশু এই উত্তর দেন, হে প্রিয় হিয়েরণুম, আমি কিছু চাহি না, তুমি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশক গীত গান কর। গেৎশিমানি উদ্যানে এবং গল্‌গথা পর্ব্বতে আপনাকে আরও ক্ষুদ্র করিব। তাহাতে আমি বলি, হে প্রিয় শিশু যীশু, আমি তোমাকে অবশ্য কিছু দিব; আমার সকল ধন তোমাকে দিব। শিশু যীশু উত্তর দেন, পৃথিবী ও স্বর্গ আমার আছে; আমার কিছু আবশ্যক নাই;

আমাকে যাহা দিতে চাও, তাহা দরিদ্র ভ্রাতৃগণকে দেও। আমি আর বলি, হে প্রিয় শিশু যীশু, তাহাও করিব, কিন্তু তোমাকে কিছু না দিলে আমি দুঃখেতে মরিয়া যাই। শিশু যীশু এই উত্তর দেন, হে প্রিয় হিয়েরণম, তবে আমাকে কি দিতে হয়, তাহা বলি শুন, তোমার পাপ সকল আমাকে দেও। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে তুমি কি করিবা? শিশু যীশু বলেন, তোমার পাপ সকল স্কন্ধে লইয়া দূর করিব। তিনি এমন কথা বলিলে আমি অতিশয় রোদন করিতে২ বলি, হে প্রিয় যীশু, তুমি আমার অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিয়াছ; আমি তোমাকে কোন উত্তম বস্তু দিতে চাহিলাম, কিন্তু আমার যে মন্দ পাপ তাহা তুমি চাও। আমার যাহা আছে তুমি তাহা লও; তোমার যাহা আছে তাহা আমাকে দেও; তাহাতে পাপমোচনে এবং অনন্ত পরমায়ুতে আমার অধিকার নিশ্চয় হইবে।"

১৭। "পরে সকলই দেখিয়া বালকের বিষয়ে যে কথা তাহাদিগকে উক্ত হইয়াছিল, তাহা প্রচার করিল।" তোমাদের নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা জন্মিলেন, মেষপালকেরা এই কথা বিশ্বাস করিয়া যীশুকে দেখিয়া আনন্দ করিল। মরিয়মের ও যূষফের সঙ্গে যাবপাত্রের নিকটে হাঁটু পাতিয়া তাহারা ঈশ্বরের স্তব করিল। দূতগণের কথা তাহারা মরিয়মকে জানাইল, এবং মরিয়মও যীশুর বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বলিল। এই রূপে কথোপকথনদ্বারা উভয়ের বিশ্বাস বৃদ্ধি হইল। এই মেষপালকেরা সুসমাচারের প্রথম প্রচারক ছিল। যাহারা বিশ্বাস করিয়া যীশুকে দেখিয়াছে, তাহারা ভ্রাতৃগণকে প্রেম করিয়া যীশুকে দেখাইবে। (যো ১, ৪০-৪২। ১যো ১, ১-৩) কথা ও ব্যবহারদ্বারা যীশুর বিষয় প্রচার কর। ইহা কেবল পাঠকের ও উপদেশকের কর্ত্তব্য তাহা নয়। প্রত্যেক প্রত্যয়ি খ্রীষ্টীয়ান যীশুর নাম স্বীকার করিয়া ভ্রাতৃগণকে এমন বলিবে, ঈশ্বর আমার নিমিত্তে মহৎকর্ম্ম করিয়াছেন, যীশু আমার নিমিত্তে বৈৎলেহমে জন্মিলেন।

১৮-১৯। "তাহাতে যত লোক মেষপালকগণের প্রমুখাৎ ঐ বৃত্তান্ত শুনিল, সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কিন্তু মরিয়ম এ সকল কথার মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া মনেতে রাখিল।" ঈশ্বরের বাক্য মরিয়মের ন্যায় মনে রাখ, তাহাতে শয়তান তোমার অন্তঃকরণহইতে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। (মরিয়ম আপনি যীশুর জন্মের বিবরণ লূকের প্রতি বলিয়াছে, এমন বোধ হয়।)

২০। "পরে মেষপালকদিগকে যে রূপ উক্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ সকলই দেখিয়া শুনিয়া তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে২ ফিরিয়া গেল।" মেষপালকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়াও অহঙ্কারী হইল না। তাহারা নম্রভাবে পুনরায় মেষপাল চরাইতে লাগিল। প্রত্যেক জন শিক্ষক হইতে পারে না। অবিশ্বাসি প্রচারক অপেক্ষা বিশ্বাসি গোচারক উত্তম ও ধন্য। তুমি যদি যীশুর উদ্দেশ পাইয়াছ, তবে মেষপালকদের ন্যায় যীশুর

মহিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে তাবৎ বিষয়ে বিশ্বস্ত হও। তাহাতে শান্তি ও আনন্দ তোমার হইবে।

২১। যীশু খ্রীষ্টের ত্বক্‌ছেদন।

২১। "অনন্তর বালকের ত্বক্‌ছেদনের সময় অর্থাৎ অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে তাঁহার নাম যীশু, অর্থাৎ গর্ব্ভস্থ হওনের পূর্ব্বে স্বর্গদূত যে নাম প্রকাশ করিয়াছিল, সেই নাম রাখা গেল।" যিহোবা চিরকালের জন্যে ইব্রাহীমের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, "পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্‌ছেদন হইবে," (আ ১৭,৯-১৪।) পূর্ব্বকালে মিসরদেশেও ত্বক্‌ছেদনের রীতি ছিল। সেই দেশে শরীরের পরিষ্কার হওনের চিহ্ন যে ত্বক্‌ছেদন তাহা কেবল যাজকদের মধ্যে ছিল। কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদন হইল, কেননা সকল ইস্রায়েল অন্তরে পরিষ্কৃত হইয়া আমার নিমিত্তে যাজকদের এক বংশ ও পবিত্র জাতি হইবে, যিহোবার এমন বাঞ্ছা ছিল। (যা ১৯, ১৬) সীনয় পর্ব্বতের উপরে ইস্রায়েল লোক পুনরায় ঈশ্বরহইতে ত্বক্‌ছেদনের ব্যবস্থা পাইল। (লে ১২,৩)।

ইস্রায়েল লোকেরা ত্বক্‌ছেদনের দিনে শিশুর নাম রাখিত। এই নিমিত্তে ত্বক্‌ছেদনের দিনে মরিয়মের পুত্রের নাম যীশু রাখা গেল। "আমার গর্ব্ভস্থ হওনাবধি পরমেশ্বর আমাকে আহ্বান করিলেন, ও আমার মাতার উদরহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি আমার নাম ধরিলেন," এই কথা (যিশ ৪৯,১) সফল হইল। যীশু, এই নামের অর্থ ত্রাণকর্ত্তা (ম ১,২১। লূ ১, ৩১।) সকল নামের মধ্যে যীশু নাম প্রধান। (ফিল ২, ৯-১১) এই নামদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়। (প্রে ৪,১২) অতএব এই নামেতে প্রত্যয় কর। (১ যো- ৩, ২৩) যীশুর নাম প্রযুক্ত সকল ত্যাগ কর। (ম ১৯, ২৯) তাঁহার নামেতে জাল ফেল। (লূ ৫, ৫) তাবৎ লোকদের নিকটে যীশুর নাম প্রচার কর। (প্রে ৯, ১৫) কখনো তাঁহার নাম অস্বীকার করিও না। (প্র ৩; ৮) যীশুর নামেতে একত্র হইয়া, (ম ১৮, ২০) এই নাম লইয়া আমরা পিতার নিকটে যাচ্ঞা করি। (যো ১৬, ২৩) যীশুর নামের নিমিত্তে আমরা ক্লেশ ভোগ করিতে উদ্যত হই। (প্রে ৯,১৬) এই নাম ধরিলে আমরা শয়তানকে ও কুজগৎকে এবং প্রত্যেক হিংসুককে পরাজয় করিতে পারি। (মা ১৬, ১৭-১৮) আমরা যদি এই রূপে যীশুর নাম ধরিয়া অধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, (২ তী ২, ১৯) এবং কায়িক বা বাচনিক যে২ কর্ম্ম করি, তাহা যদি আমরা প্রভু যীশুর নামে সম্পন্ন করি, (কল ৩, ১৭) তবে আমরা যীশুর নামের মহিমা প্রকাশ করি। যিহোবা যীশু নাম এক দৃঢ়

দুর্গস্বরূপ, ধার্ম্মিকগণ তাহাতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। (হি ১৮, ১০) বিশ্বাস পূর্ব্বক এই নাম ধর, তাহাতে তোমার কিঞ্চিন্মাত্র অসাধ্য হইবে না। এই নাম কেবল জপ করিলে কোন লাভ নাই। "তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না।" এমন প্রার্থনা কর, হে যীশু, তোমার মিষ্ট নাম আমার মনে লিখ, এবং বঙ্গদেশের তাবৎ লোক যেন তোমার নামে হাঁটু পাতিয়া তোমাকে স্বীকার করে, তাহা প্রদান কর। যখন মরণকালে শেষ যুদ্ধ ও পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তখন তোমার বন্ধুকে এই কথা বল, আমার কর্ণে সুধাময় যীশুর নাম বল। এই নাম শুনিয়া মরণকালে তোমার শক্তি ও সান্ত্বনা হইবে।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৬০। পাপের প্রতিকারার্থে পরমেশ্বরের পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম স্থাপন।

মুসার সময়ে ইব্রাহীমের বংশহইতে উৎপন্ন ইস্রায়েল লোকেরা বহুসংখ্যক হইলে পরমেশ্বর নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে তাহাদের দ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়া জগতের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান রক্ষা করণের উপায় স্থির করিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহাদিগকে মিসরদেশহইতে উদ্ধার করিয়া প্রান্তরমধ্যে তাহাদের সহিত এক বিশেষ ধর্ম্মনিয়ম স্থির করণ পূর্ব্বক কিনানদেশে লইয়া গিয়া তথায় বাস করাইলেন। মিসরহইতে তাহাদের বহির্গমনাবধি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময় পর্য্যন্ত তিনি ইস্রায়েল লোকদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে তাহার মীমাংসা করিতে হয়।

১। তিনি অন্য তাবৎ দেশের মনুষ্যদিগকে তাহাদেরই অভিলষিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিতে দিয়া ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করণার্থে কেবল ইস্রায়েল লোকদিগকে মনোনীত করিয়া আপনার বিশেষ প্রজাবর্গ করিলেন। ইহার মূলকারণ পরমেশ্বরের গুপ্ত মন্ত্রণা।

২। তিনি আপনি ইস্রায়েল লোকদের রাজা হইয়া তাহাদের প্রতি প্রকাশিত মনোযোগ ও ন্যায়বিচার ও দয়াদ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব ও পবিত্র স্বভাব জগতিস্থ লোকদের বোধগম্য করিতে চাহিলেন। শৌলের পূর্ব্বে কোন মনুষ্য ইস্রায়েল লোকদের রাজা ছিল না, কারণ পরমেশ্বর আপনি তাহাদের রাজা ছিলেন। এই জন্যে লোকেরা যখন দেবপূজক জাতিদের মত রাজার অধীন হইতে চাহিলেন, তখন পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট হইলেন। ১ শিমুয়েল ৮; ৭। এবং দায়ূদ প্রভৃতি যে২ রাজা পরে নিযুক্ত হইল, তাহারা কেবল রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতিনিধি ছিল।

আপনার ইস্রায়েলীয় প্রজাদের সহিত পরমেশ্বরের এই নিয়ম ছিল যে তাহারা তাঁহার রাজনীতি মানিলে দেশের মঙ্গল হইবে, কিন্তু তাঁহার রাজনীতি না মানিলে দেশের অমঙ্গল হইবে। এই রূপে ইস্রায়েল লোকেরা তাঁহার বিশেষ প্রজা হওয়াতে তাহাদের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গলদ্বারা পরমেশ্বরের পরাক্রম ও সত্যতা ও প্রেম ও ন্যায়বিচার অতি সপষ্টরূপে প্রকাশ পাইল।

আর খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে মিসর রাজ্য, পরে অশূরীয় রাজ্য, পরে বাবিলীয় রাজ্য, পরে পারসীক রাজ্য, পরে গ্রীক রাজ্য, পরে রোমীয় রাজ্য সর্ব্বপ্রধান হইল। এই সকলের মধ্যে যে রাজ্য যে সময়ে সর্ব্বপ্রধান হইল, সেই রাজ্যের লোকেরা সেই সময়ে ইস্রায়েল লোকদের প্রতিবাসী হইয়া তাহাদের মঙ্গলাবস্থা কিম্বা অমঙ্গলাবস্থা দেখিয়া পরমেশ্বরের স্বভাব বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিল। মিথ্যা দেবতা অপেক্ষা পরমেশ্বর কেমন মহান্, তাহা কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঐ সকল দেশের লোকেরা জ্ঞাত হইল।

৩। পরমেশ্বর ইস্রায়েল লোকদিগকে অন্য সকল লোকহইতে পৃথক্ করিলেন। ইহার অভিপ্রায় এই যেন তাহারা দেবপূজা প্রভৃতি নানা প্রকার ঘৃণার্হ পাপক্রিয়াতে অনায়াসে লিপ্ত না হয়। আর এক অভিপ্রায় এই যেন তাহারা পৃথক্ হইয়া অতি সপষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে পারে। তাহাদিগকে পৃথক্ রাখিবার জন্যে তিনি খাদ্যাখাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে নানা প্রকার আজ্ঞা তাহাদিগকে দিলেন।

৪। তাহাদের মধ্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আচরণ বিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করিবার নিমিত্তে তিনি তাহাদিগকে দশ আজ্ঞা প্রভৃতি নানা প্রকার নীতিবিধি জানাইলেন।

৫। পাপ বিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করণার্থে তিনি ঐ বিধি লঙ্ঘনের ভয়ানক দণ্ড নিরূপণ করিলেন, এবং বলিদান ও উপবাসাদি নানা ধর্ম্মরীতি স্থাপন করিলেন।

৬। আগামি ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করণার্থে তিনি বলিদান ব্যতিরেকে নানা প্রতিজ্ঞা তাহাদিগকে জানাইলেন, এবং নানা ব্যক্তিকে ও নানা ঘটনাকে ত্রাণকর্ত্তার ও পরিত্রাণের দৃষ্টান্ত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

৭। ইস্রায়েল লোকেরা যেন সেই ধর্ম্মনিয়ম বিস্মৃত না হয়, এই জন্যে তাহাদিগকে চেতনা ও উপদেশ দেওনার্থে তিনি বিশেষ ২ সময়ে ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে উৎপন্ন করিলেন।

৮। ইস্রায়েল লোকদের সহিত তাঁহার কৃত নিয়ম ও ব্যবহার যেন তাহারা এবং অন্যান্য মনুষ্যেরা সর্ব্বদা জানিতে পারে, এবং সেই উপায়দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান পাইতে পারে, এই জন্যে তিনি মুসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এবং অন্যান্য ধার্ম্মিক লোকদ্বারা ঐ পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের গ্রন্থসমূহ রচনা করাইলেন।

৯। মনুষ্যদের পাপস্বভাব কেমন প্রবল ও ঘৃণার্হ, ইহা ইস্রায়েল লোকদের দৃষ্টান্তদ্বারা অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। ফলতঃ তাঁহাহইতে এমন আশ্চর্য্য মঙ্গল ও বিলক্ষণ ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাহারা প্রায় সর্ব্বদা অতি ঘৃণার্হ পাপে রত ছিল, ইহাদ্বারা মনুষ্যের পাপস্বভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়; কেননা অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা তাহারা যে অধিক দুষ্ট ছিল, এমন নয়।

১০। যাহারা ঐ ধর্ম্মনিয়মের অভিপ্রায়ে মনোনিবেশ করিয়া বিশ্বাসদ্বারা আগামি ত্রাণকর্ত্তার আশ্রয় লইল, সেই সকল ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে পরিত্রাণ করিতে তিনি স্থির করিয়াছিলেন।

পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের অভিপ্রায় যদি কেহ উত্তমরূপে বুঝিতে চাহে, তবে সে ইব্রীয়দের প্রতি লিখিত পত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুক।

নাপোলিয়ন বোনাপার্ত্তির চরিত্র।

লুই নাপোলিয়ন নামক যে ব্যক্তি সম্প্রতি ফ্রান্স দেশের কর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহার পিতৃব্য নাপোলিয়ন বোনাপার্ত্তির চরিত্র অতি আশ্চর্য্য, এই হেতুক তাহার অতি সংক্ষেপ বিবরণ পাঠকদের সুখজনক হইবে, এমন বোধ হয়।

১৭৬৯ শালে ফ্রান্স দেশের দক্ষিণে স্থিত কর্সিকা নামক উপদ্বীপে নাপোলিয়নের জন্ম হয়। তাহার অল্প বৎসর পরে সেই উপদ্বীপ ফ্রান্স রাজ্যের অধীন হইলে নাপোলিয়ন ঐ দেশস্থ কোন বিদ্যালয়ে যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিদ্যা উপার্জ্জন করিলেন। এবং ১৭৮৯ শালাবধি ফ্রান্স রাজ্যের বিপর্য্যয় হইলে যুবা নাপোলিয়ন সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে ১৭৯৩ শালে ইংরাজি সৈন্যদিগকে তুলং নামক নগরহইতে বহিষ্কৃত করাতে অতি সুখ্যাত্যাপন্ন হইলেন। পরে ১৭৯৫ শালে পারিস নগরে বিদ্রোহি জনতাকে তুমুল যুদ্ধে পরাজিত করণদ্বারা তাৎকালিক কর্ত্তাদিগকে বাধিত করাতে তাঁহাদের অতি প্রিয়পাত্র হইলেন। এই হেতুক পরবৎসরে যখন ফরাসি লোকেরা ইটালি দেশের উত্তরাংশ পরাজয় করিতে স্থির করিল, তখন সেই যুদ্ধের ভার

তাঁহার প্রতি সমর্পিত হইল; তাহাতে তিনি অপূর্ব্ব সাহস ও বুদ্ধিদ্বারা ওষ্ট্রিয়া রাজ্যের সৈন্যসামন্তকে পুনঃ২ পরাজয় করিয়া অল্প মাসের মধ্যে সেই দেশ বশীভূত করিলেন। সেই সময়াবধি শত্রুগণের সৈন্যেরা তাঁহাকে শয়তানের অবতার বলিয়া অজেয় জ্ঞান করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে তিনি মৃত সেনাপতি বোহার্ণে সাহেবের স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই স্ত্রী যদ্যপি সতীভাবে তাঁহার সেবা করিতেন, তথাপি নাপোলিয়ন তাঁহাকে নিঃসন্তানা দেখিয়া বারো বৎসরের পরে ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে ওষ্ট্রীয় রাজার এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

১৭৯৭ শালের শেষে যখন তিনি পারিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন সামান্য লোকেরা সর্ব্বজয়ি সেনাপতির প্রতি বিশেষ সমাদর ও প্রেম প্রকাশ করাতে দেশের কর্ত্তারা মাৎসর্য্য প্রযুক্ত তাঁহাকে রাজধানীহইতে দূর করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইংলণ্ড দেশ পরাজয় করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ড দেশের পরাজয় দুঃসাধ্য জ্ঞান করাতে, এবং কর্ত্তাদের মাৎসর্য্য এড়াইতে ইচ্ছুক হওয়াতে অতি গুপ্তরূপে তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনকে এই পরামর্শ দিলেন যে অগ্রে ভারতবর্ষে ইংরাজ লোকদের পরাক্রম ভগ্ন করিলে পশ্চাৎ ইংলণ্ড দেশের পরাজয় সুসাধ্য হইবে; অতএব যদি অনুমতি হয়, তবে আমি মিসর দেশে গিয়া তাহাই ফরাসিদের অধীন করিয়া তথাহইতে ভারতবর্ষে প্রস্থান করিব। পরে গুপ্তরূপে তাহা করিবার অনুমতি দত্ত হইলে তিনি ১৭৯৮ শালে অকস্মাৎ মহাসৈন্যসামন্তের সহিত মিসর দেশে প্রস্থান করিলেন; এবং যদ্যপি ইংরাজদের যুদ্ধজাহাজ তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, তথাপি তিনি পথি মধ্যে মাল্টা উপদ্বীপের অতি দৃঢ় দুর্গ রক্ষকদের বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা বশীভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ১ জুলাই তারিখে মিসর দেশের সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অল্প দিনের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধে তুরুক লোকদিগকে পরাজয় করিয়া সেই দেশ বশীভূত করিলেন। কিন্তু ১ আগষ্ট তারিখে লার্ড নেলসনদ্বারা মিসর

দেশের নিকটবর্ত্তি ফরাসি যুদ্ধজাহাজ সকল নষ্ট হইল; বিশেষতঃ তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে জাহাজ ছিল, তাহা এবং তন্মধ্যবর্ত্তি পাঁচ শত মানুষ এক শত বিংশতি কামানের সহিত আকাশে উড়িয়া গেল। এই বিপদ্দ্বারা ফ্রান্স দেশে ফিরিয়া যাইবার উপায় নষ্ট হইলে নাপোলিয়নকে এক বৎসরের অধিক সময় মিসর দেশে অবস্থিতি করিতে হইল। এই অবকাশে তিনি সুরিয়া দেশ পরাজয় করিতে স্থির করিয়া প্রান্তরের মধ্য দিয়া কিনান দেশের উত্তরপশ্চিম কোণে স্থিত আক্কো কিম্বা একর নামক নগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তৎকালে জিসার বাদশাহ্ নামক অতি দুরন্ত তুরুক লোক সেই নগরের কর্ত্তা ছিলেন, এবং ইংরাজদের এক যুদ্ধজাহাজ তাঁহার সাহায্য করিত। উক্ত বাদশাহের বীরত্ব এবং ইংরাজদের যুদ্ধকৌশল প্রযুক্ত সেই নগর পরাজয় করা নাপোলিয়নের অসাধ্য হইল। যে সময়ে তিনি সেই নগর অবরোধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে টাবোর নামক পর্ব্বতের নিকটে তুরুক লোকের সহিত ভারি যুদ্ধ হইল; এবং তৎকালে ফরাসি সৈন্যেরা গালীলীয় সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত গতায়াত করিত। অবশেষে তিনি উক্ত নগরের পরাজয় আপনার অসাধ্য জানিয়া মিসরদেশে ফিরিয়া যাইতে স্থির করিলেন। তৎকালে তাঁহার কোন২ সৈন্য মহামারী রোগে রোগগ্রস্ত হইলে তাহাদিগের চিকিৎসাতে যেন গমনের বিলম্ব না হয়, এই জন্যে তিনি তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইবার অনুমতি দিলেন। অল্প দিন পরে যাফো নগরের নিকটে যুদ্ধে ধৃত তুরুক বন্দিদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিবার উপায় না থাকাতে তাহাদিগকেও একে২ গুলি মারিয়া বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। পরে মিসর দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আর কএক মাস পর্য্যন্ত সেই দেশ শাসন করিলেন। তথায় বাস করিবার সময়ে তিনি মুহম্মদীয় লোকদিগকে তুষ্ট করণার্থে তাহাদিগের ধর্ম্মের অতিশয় প্রশংসা করিতেন, এবং আপনি তদবলম্বী হইব, এমন আশা তাহাদিগকে দেখাইতেন। পরে ফ্রান্স দেশের বিশৃঙ্খলাবস্থা হইয়াছে, এমত

সমাচার পাইয়া তিনি ঐ দেশে সর্ব্বপ্রধান হইবার আশাতে ১৭৯৯ শালের ২৩ আগষ্ট মাসে গুপ্তরূপে মিসর দেশহইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার অল্প কাল পরে ইংলণ্ড ও ভারত-বর্ষহইতে ইংরাজি সৈন্য মিসর দেশে গিয়া অনতিবিলম্বে ফরাসি লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সেই দেশ পুনরায় তুরুক লোকদের অধীনতাতে সমর্পণ করিল। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ড দেশের ডাক প্রতি মাসে দুই বার মিসর দেশ দিয়া গমন করিবে, ইহা যদি ইংরাজ লোকেরা সেই সময়ে জানিতে পারিতেন, তবে বোধ হয় সেই দেশ তুরুক লোকদিগকে না দিয়া আপনারা অধিকার করিতেন। তৎকালে বাষ্পীয় জাহাজ ছিল না, তাহার বিংশতি বৎসর পরে বাষ্পীয় জাহাজ নির্ম্মা-ণের আরম্ভ হইল।

নাপোলিয়ন যে সময়ে ফ্রান্স দেশে ফিরিয়া আইলেন, সেই সময়ে শত্রুদের জয় প্রযুক্ত ঐ দেশ বিপদ্‌গ্রস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। অতএব লোকেরা নাপোলিয়নকে দেশরক্ষক রাজা কিম্বা দেবতারূপে গ্রাহ্য করিল. এবং তিনি নানা প্রকার ছল চাতুরীদ্বারা অল্প মাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পদপ্রাপ্ত হইলেন। পরে ১৮০০ শালে অতি গুপ্তরূপে সৈন্যসামন্তের সহিত আল্প নামক অতি দুর্গম্য পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া ইটালি দেশে গিয়া অকস্মাৎ ওষ্ট্রিয়ান সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন; তাহাতে মারেঙ্গো নামক গ্রামের নিকটে যে যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে যদ্যপি অপরাহ্নে ওষ্ট্রিয়ান সৈন্যেরা জয়ী হইল, তথাপি জয়মদে নিশ্চিন্ত হওয়াতে সেই দিনের সন্ধ্যাতে এমত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, যে ইটালি দেশের উত্তরাংশ অবিলম্বে পুনরায় ফরাসি লোকদের হস্তগত হইল।

১৮০১ এবং ১৮০২ শালে যুদ্ধ প্রায় হইল না। পরে ১৮০৩ শালে ইংরাজ ও ফরাসি লোকদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের আরম্ভ হইল। পরে ১৮০৪ শালে নাপোলিয়ন নানা প্রকার ছল চাতুরী ক্রূরতা পূর্ব্বক আপনাকে ফ্রান্স দেশের রাজাধিরাজ করিয়া সিং-

হাসনোপবিষ্ট হইলেন। তদবধি নিকটবর্ত্তি সকল দেশ আপনার অধীন করিতে সর্ব্বদা যত্ন করাতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধ হইল। সেই সকল যুদ্ধের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়োজন নাই। নাপোলিয়ন সাত বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র জয়ী হইলেন, কেবল ইস্পেন দেশে বাধা পাইতেন; কারণ ইংরাজ লোকেরা তাঁহার বিপরীতে তদ্দেশীয়দের সাহায্য করাতে লার্ড উএলিংটন নামক ইংরাজি সেনাপতি উত্তরোত্তর জয়ী হইতে লাগিলেন। যে শালে নাপোলিয়নের জন্ম হইয়াছিল, সেই শালে উক্ত লার্ড উএলিংটনও জন্মিয়াছিলেন। লার্ড উএলেস্লি নামক তাঁহার ভ্রাতা যে সময়ে ভারতবর্ষের গবরণর জেনরল ছিলেন, সেই সময়ে লার্ড উএলিংটন টিপু শুলতানের সহিত ও মারহাট্টা লোকদের সহিত পুনঃ২ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে ইউরোপে ফিরিয়া গিয়া নাপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করণার্থে সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ষোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় নিরন্তর যুদ্ধে ব্যস্ত হইলেও এক বারও পরাজিত হইলেন না, এবং নিজ প্রশংসা কিম্বা লাভের নিমিত্তে যুদ্ধ করিতেন না, এবং অস্ত্রহীন কিম্বা পরাজিত শত্রুদের এবং বালক ও স্ত্রীলোকদের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে আপনার সৈন্যদিগকে সর্ব্বদা বারণ করিতেন। উক্ত লার্ড উএলিংটন গত ১৮৫২ শালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎকালে তাঁহার ৮৩ বৎসর বয়স হওয়াতে তাঁহার স্মরণার্থে ইংলণ্ডীয় রাজ্যের অধীন প্রত্যেক দুর্গে ৮৩ কামান দাগা গিয়াছিল।

১৮১২ শালে রুষীয় লোকদের প্রতি নাপোলিয়নের ক্রোধ জন্মিলে তিনি সেই রাজ্যের বিপরীতে যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিল। রুষিয়া রাজ্য ফ্রান্সদেশহইতে অতি দূরবর্ত্তী এবং অতি বিস্তারিত; এবং উত্তর দিগে স্থিত হওয়াতে সেই দেশে ভয়ানক শীত হয়। নাপোলিয়ন ঐ দেশের পরাজয় করণার্থে পাঁচ লক্ষ সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং অনেক দুঃখভোগপূর্ব্বক সেপ্টেম্বর মাসের

মধ্য সময়ে মস্কৌ নামক তাহার পুরাতন রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করণের অল্প দিন পূর্ব্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে এক দিনে সত্তর সহস্র সৈন্য ক্ষত বিক্ষত ও হত হইল। মস্কৌ নগরে ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ মনুষ্য বাস করিত, এবং তাহা প্রধান বাণিজ্যস্থান। অতএব সেই নগরে সৈন্যগণের ক্লেশ উপশম হইবে, বিশেষতঃ তাহাদের প্রতিপালনার্থে শস্যাদি খাদ্য দ্রব্যের বাহুল্য পাওয়া যাইবে, নাপোলিয়ন এমন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু নগরে প্রবেশ করণ সময়ে তিনি দেখিলেন, তাহার সমস্ত পথ নরশূন্য ও গৃহ সকল বদ্ধ আছে। ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তিনি ক্রম্লিন নামক সুদৃঢ় রাজপ্রাসাদে গিয়া বাস করিলেন। পরদিনে নগরের নানা স্থানে অগ্নি লাগিল, এবং রুষীয় লোকেরা পূর্ব্বে তাবৎ দমকল নষ্ট করাতে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করা অতি দুঃসাধ্য হইল, এবং নির্ব্বাণ হইলেও পুনঃ২ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। যে দিগে বাতাস সেই দিগে অগ্নি উঠিত, এই রূপে ছয় দিনের মধ্যে নগরের নয় অংশ দগ্ধ হওয়াতে দশমাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিল। বোধ হয় স্বদেশীয় রাজ্য রক্ষা করণার্থে রুষীয় লোকেরা আপনারা সেই অগ্নি লাগাইয়াছিল। পরে খাদ্য দ্রব্যের অভাব প্রযুক্ত ফরাসি সৈন্যদের বড় ক্লেশ হইতে লাগিল। যদ্যপি তাহারা অর্দ্ধদগ্ধ নগরে অপরিমেয় স্বর্ণ রুপা মণি প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য লুট করিল, তথাপি শস্যাদি পাইতে পারিল না। নাপোলিয়ন অহঙ্কারপ্রযুক্ত সেই স্থান ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে ১৭ অক্টোবর পর্য্যন্ত তথায় বিলম্ব করিলেন। পরে তিনি স্বদেশে প্রস্থান করিলে রুষীয় সৈন্যেরা চারি দিগে তাঁহার নিরন্তর ক্লেশ জন্মাইত, এবং অল্প দিন গত হইলে এমত ভয়ানক শীত হইতে লাগিল, যে প্রতি দিন তাঁহার শত২ সৈন্য মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। পরবৎসরের বসন্তকালে বরফ গলিত হইলে মৃত ফরাসি লোকদের এত শব প্রকাশ পাইল, যে তাহা গণনা করিবার আজ্ঞা দত্ত হইলে পরে দুই লক্ষ তেতাল্লিশ সহস্র দেহ গণিত হইল। ১৮১২ শালের শেষে

নাপোলিয়ন রুষিয়া দেশের সীমা পার হইয়া পলাতকের ন্যায় নিজ রাজধানী পারিসে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৮১৩ শালে রুষিয়া ও জর্ম্মাণি দেশের লোকেরা আপনাদের উপদ্রবকারি সেই দুরন্তকে দমন করণার্থে বড় উৎসাহ প্রকাশ করিল। তিনিও তাহাদিগকে বশে রাখিবার নিমিত্তে পুনরায় মহাসৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ সেই বৎসরের অক্টোবর মাসে জর্ম্মাণি দেশের লাইপ্সিক নামক নগরের নিকটে তিন দিন পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই স্থানে ফরাসিদের দুই লক্ষ সৈন্য ও তাহাদের বিপক্ষ তিন লক্ষ সৈন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল। তাহাতে নাপোলিয়ন পরাজিত হইলেও জয়িগণের চল্লিশ সহস্র লোক হত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া রণস্থলে পড়িয়া রহিল। তদবধি ১৮১৪ শালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইলে অবশেষে নাপোলিয়নকে রাজত্ব ত্যাগ করিতে হইল, এবং ফ্রান্স দেশীয় পুরাতন রাজবংশ পুনরায় সিংহাসনোপবিষ্ট হইল। নাপোলিয়নের বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া ইটালি দেশের নিকটবর্ত্তি এল্বা নামক উপদ্বীপ তাঁহাকে দিলেন। ১৮১৫ শালের মার্চ্চ মাসে তিনি গুপ্তরূপে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়া নূতন রাজাকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। পরে জূন মাসের ১৮ তারিখে লার্ড উএলিংটন ওয়াটরলুর যুদ্ধে তাঁহাকে এমত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন, যে তিনি নিরাশ হইয়া অল্প দিনের পরে ইংরাজদের এক যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় লইয়া তাঁহাদের হস্তগত হইলেন। পরে তিনি শান্ত হেলিনা নামক উপদ্বীপে নীত হইয়া যুদ্ধে ধৃত শত্রুর ন্যায় রক্ষিত হইয়া সেই বৃহৎ পিঞ্জরমধ্যে পাঁচ বৎসর যাপন করিয়া ১৮২১ শালের ৫ মে তারিখে প্রাণত্যাগ করিলেন। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফ্রান্স দেশের কর্ত্তৃত্ব হরণ করিয়া রাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপদেশক।

মে ১৮৫৩ (৭৭) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

২ অধ্যায়।

২২-২৮। মরিয়মের শুচি হওন এবং শিমিয়োনের ও হন্নার বিবরণ।

২২-২৪। "পরে মুসালিখিত ব্যবস্থানুসারে তাহাদের শুচি হওনের কাল সম্পূর্ণ হইলে 'প্রথমজাত প্রত্যেক পুরুষসন্তান পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বিখ্যাত হইবে,' পরমেশ্বরের ব্যবস্থাতে লিখিত এই বচনানুসারে যীশুকে পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত করিতে, এবং পরমেশ্বরের ব্যবস্থাতে প্রকাশিত বিধিমতে দুই ঘুঘুকে কিম্বা দুই কপোতের শাবককে বলিদান করিতে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যিরুশালমে গমন করিল।"

স্ত্রী লোক প্রসব হইলে পরে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সে অশুচি হইত। বালক প্রসব করিলে পর স্ত্রী লোকের চল্লিশ দিবস অশৌচ হইত, এবং কন্যাকে প্রসব করিলে আশী দিন অশৌচ হইত। অশৌচ দিন সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্তবলি ও হোমবলি দিতে হইত। প্রায়শ্চিত্তবলির অভিপ্রায় এই, সেই স্ত্রী স্মরণ করে, আমি অপরাধে পুত্রকে গর্ব্ভে ধারণ করিলাম, (গী ৫১, ৫) এবং আমার পুত্রও পাপী আছে। হোমবলির তাৎপর্য্য এই, সেই স্ত্রী আপন মন প্রভুর প্রতি সমর্পণ করে, এবং ত্রাতার অপেক্ষাতে থাকে। (লে ১২) প্রত্যেক প্রথমজাত পুত্র ঈশ্বরের বিশেষ অধিকার ছিল, কেননা ঈশ্বর মিসর দেশে ইস্রায়েলের প্রথমজাত সন্তানকে আঘাত না করাতে তাহাদিগকে পবিত্র করিলেন। (যা ১৩, ২। গ ৩, ১৩) কিন্তু যাজক কর্ম্ম করিবার জন্যে ঈশ্বর তাবৎ ইস্রায়েলের প্রথমজাত সন্তানদের পরিবর্ত্তে লেবিদিগকে গ্রহণ করিলেন। আমি ঈশ্বরের দাস হইয়া তাঁহার সেবা করিব, তাহা যেন প্রত্যেক প্রথমজাত সন্তান সর্ব্বদা স্মরণ করে, ইহার নিমিত্তে ঈশ্বর এই আজ্ঞা দিলেন, প্রত্যেক প্রথমজাত সন্তানকে আমার নিকটে উপস্থিত কর, এবং পাঁচ শেকল

রূপাতে তাহাকে মুক্ত কর। (যা ৩৪, ২০। গ ৩, ১২। ১৮, ১৫-১৬) যদ্যপি মরিয়ম বিনা অপরাধে গর্ব্বিণী হইয়াছিল, এবং অশুচি ছিল না, তথাপি সে নম্রভাবে ব্যবস্থার অধীনা হইয়া শুচি হইবার জন্যে যিরূশালমে গেল। "তাহাদের শুচি হওনের কাল," এমত লূকের কথা। মাতা এবং সন্তান উভয়ে অশুচি হইত। কিন্তু যীশু অশুচি না হইয়া আমাদের অশৌচ সকল ধারণ করিয়া ব্যবস্থার অধীন হইলেন। ধনবান লোকের স্ত্রীগণ প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করিলে পর এক মেষকে বলিদান করিত, কিন্তু দরিদ্র লোক দুই ঘুঘুকে দিত। (লে ১২, ৮) মরিয়ম ধনহীনা হওয়াতে দুই ঘুঘুকে দিল। যিনি সকলের মুক্তিদাতা, তাঁহাকে মরিয়ম মন্দিরের কর্ম্মহইতে মুক্ত করিল। তাহাতে যীশু অহস্তকৃত শ্রেষ্ঠতম প্রসিদ্ধ তাম্বুতে আমাদের নিমিত্তে প্রবেশ করিলেন। (ইব্রি ৯, ১১) যীশু এই সময়ে প্রথম বার মন্দিরে আইলেন। তিনি সেই নিয়মের দূত যাঁহার বিষয়ে মালাখি ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছিল। (৩, ১-২) তিনি যে আমাদের নিমিত্তে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জ্জনা করিলেন, তাহার প্রমাণ ঈশ্বরের আত্মা শিমিয়োনের বাক্যদ্বারা দিলেন।

২৫। "তৎকালে যিরূশালম নগরে শিমিয়োন নামে এক জন ধার্ম্মিক ও ভক্ত লোক ছিল। সে ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিত, এবং পবিত্র আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেন।" যিরূশালম নগরে বিপথগামি বংশের মধ্যে যে অল্প ধার্ম্মিক লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে শিমিয়োন এক জন। সে যাজক বা লেবীয় লোক ছিল না, কিন্তু ধর্ম্ম ও পবিত্রতা এবং বিশ্বাস ও ভবিষ্যদ্বাক্যের দান তাহার ভূষণ ছিল। এই দরিদ্র শিমিয়োন প্রভু পরমেশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া পবিত্র আত্মাদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকহইতে এই সান্ত্বনা পাইয়াছিল, যে পরিত্রাণকর্ত্তা শীঘ্র আসিবেন।

২৬। "আর পরমেশ্বরের অভিষিক্ত ত্রাতার দর্শন না পাইলে তোমার মরণ হইবে না, এই কথা পবিত্র আত্মা কর্তৃক তাহার প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল।" ত্রাতার আগমনের অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিতে পবিত্র আত্মাদ্বারা শিমিয়োন প্রার্থনা করিত। ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। তাহাতে ঐ বৃদ্ধ ধার্ম্মিক লোক পবিত্র আত্মাদ্বারা নিশ্চয়-রূপে বিশ্বাস করিল যে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তার দর্শন না পাইয়া মরিয়া যাইব না। "ইস্রায়েলের সান্ত্বনা," ত্রাতার এক চলিত নাম ছিল। (আ ৫,২৯। যিশ ১২,১। ৪৯,১৩। ৫১,৩,১২) আমরা যদি শিমিয়োনের ন্যায় প্রার্থনা করি, তবে ঈশ্বরের আত্মা নানা বিষয় আমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। যেমন শিমিয়োন ত্রাতার আগমনের অপেক্ষা করিল, তেমনি আমরা তাঁহার পুনরাগমনের অপেক্ষাতে থাকির।

২৭-২৮। "সে আত্মার আকর্ষণদ্বারা মন্দিরে আইল।" পবিত্র আত্মার রব শিমিয়োন বুঝিল। মেষগণ মেষপালকের রব বুঝে, এই কারণ তাহার

পশ্চাৎ২ চলে। (যো ১০, ৪) তোমাকে কে আকর্ষণ করে? পবিত্র আত্মা বা পাপাত্মা? ইহার পরীক্ষা কর।

"এবং শিশু যীশুর পিতা মাতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া করিতে তাঁহাকে মন্দিরে আনিল, তখন সেও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল।" মন্দিরে আসিয়া শিমিয়োন পবিত্র আত্মাদ্বারা এই নিশ্চয় জ্ঞান পাইল, যে মরিয়মের ক্রোড়ে স্থিত এই শিশু ইস্রায়েলের অঙ্গীকৃত ত্রাতা আছেন। যদ্যপি এই শিশুর ও তাঁহার মাতার কোন মহিমা নাই, তথাপি শিমিয়োন কোন সন্দেহ করিল না। কেননা পবিত্র আত্মা তাহার জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন করিয়াছিলেন।

২৯-৩২। শিমিয়োন শিশু যীশুকে আনন্দ পূর্ব্বক "ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক আত্মার আবির্ভাবে কহিল, হে প্রভো, নিজ বাক্যানুসারে আপন সেবককে এখন কুশলে বিদায় করুন।" শিমিয়োন ভবিষ্যদ্বক্তার কর্ম্ম এই যে যিরূশালম নগরস্থ মনোনীত লোকদিগকে এই সান্ত্বনা দিয়াছিল যে ত্রাণকর্ত্তা অরায় আসিবেন। ত্রাণকর্ত্তা ও ত্রাণ উপস্থিত হইলে তাঁহার সেবা কর্ম্ম সমাপ্ত হইল। ত্রাতাকে দেখিয়া সে ঈশ্বরের কথার উপরে নির্ভর রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করিল। যাঁহাকে অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও ভূপতি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, (লূ ১০, ২৪। যো ৮, ৫৬) তিনি শিমিয়োনের নয়নগোচর হইলেন। মৃত্যুর জন্যে তাহার কোন ভয় লাগে না। ধর্ম্মের ফল শান্তি ও বিশ্রাম ও নিত্য নিরাপদ। ঈশ্বরের লোক নির্ব্বিরোধ আশ্রয়ে বাস করিবে। (যিশ ৩২, ১৭-১৯। আ ১৫, ১৫। ৪৬, ৩০) শিমিয়োন শিশু যীশুকে ক্রোড়ে করিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিল, এই শিশু আমার বলবান ও দয়ালু ত্রাতা, ইনি আমাকে ক্রোড়ে লইয়া মৃত্যুচ্ছায়ারূপ উপত্যকা পার করিয়া স্বর্গেতে লইয়া যাইবেন। "কেননা তাবজ্জাতীয়দিগকে দীপ্তি প্রদানার্থক দীপ্তিস্বরূপ এবং তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের গৌরবস্বরূপ যে ত্রাণকর্ত্তাকে তুমি সকল লোকের সম্মুখে উৎপন্ন করিয়াছ, তাঁহাকে আমি স্বচক্ষুতে দেখিলাম।" এমত রূপে শিমিয়োন খ্রীষ্টের বিষয়ে আপন শেষ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিল। যীশু জগতের জ্যোতি। (যো ৮, ১২) যীশুর দীপ্তি বিনা দেবপূজকদের সকল দীপ্তি ও বুদ্ধি অন্ধকার আছে। কিন্তু যে লোকেরা অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিবে; এবং যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ারূপ দেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো প্রকাশ পাইবে। যে আচ্ছাদনবস্ত্র তাবৎ লোকের মুখে আছে, ও তাবদ্দেশীয়দের মুখে যে ঘোমটা আছে, তাহা ঈশ্বর নষ্ট করিবেন। (যিশ ৯, ২। ২৫, ৭) যখন সকল দেশীয় লোক ত্রাতাদ্বারা অন্ধকাররূপ কারাগারহইতে উদ্ধার পায় এবং তাঁহার অন্বেষণ করে, তখন ইস্রায়েল লোক গৌরব প্রাপ্ত হয়। কেননা ইস্রায়েল লোক সত্য ঈশ্বরকে আরাধনা করিত, তাহা তখন প্রকাশ পায়। ইস্রায়েলের এই গৌরবের বিষয়ে

অনেক ভবিষ্যদ্বাক্য আছে। ইব্রাহীমের প্রতি ঈশ্বরের এই কথা, "তোমা-হইতে পৃথিবীর তাবৎ বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" (আ ১২, ৩। ১৮, ১৮। ২৮, ১৪। ৪৯, ১০। গী ৮৭।) "অনেক লোক ও বলবান্ জাতি সমূহ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে যিরূশালমে আসিবে।" (সিখ ৮, ২০-২৩। যিশ ১১, ১০) "পরমেশ্বরের গৃহের পর্ব্বত উপপর্ব্বতহইতে উচ্চীকৃত হইবে, তাহাতে তাবৎ লোক স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইবে; কেননা সিয়োনহইতে শাস্ত্র ও যিরূশালমহইতে পরমেশ্বরের বাক্য নির্গত হইবে।" (মী ৪, ১-২) "যিহূদীয় লোকদের মধ্যহইতে পরিত্রাণ হয়।" (যো ৪, ২২)।

৩৩। "তখন তাঁহার মাতা ও যূষফ তাঁহার বিষয়ে কথিত এই সকল বাক্যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল।" কারণ মরিয়ম দেখিল, যত অঙ্গীকার ঈশ্বর আমার পুত্রের বিষয়ে দিয়াছেন, সেই সকলের কেমন অদ্ভুত মিলন হয়।

৩৪-৩৫। "অনন্তর শিমিয়োন তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মাতা মরিয়মকে কহিল, দেখ, ইস্রায়েল বংশের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের নিমিত্তে এবং বিবাদাসপদ হইবার নিমিত্তে এই বালক নিযুক্ত আছেন। আর তোমার নিজ প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হইবে। তাহাতে অনেকের মনের গুপ্ত ভাব প্রকাশ করা যাইবে।" শিমিয়োনের আশীর্ব্বাদ অতি গোপনীয়, কারণ সে মরিয়মকে কহিল, খ্রীষ্টের রাজত্ব ক্রূশের রাজত্ব হইবে; অনেক দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। খ্রীষ্ট সকলের ত্রাণের জন্যে পিতাকর্তৃক প্রেরিত আছেন, কিন্তু অবিশ্বাসিদের ত্রাতা হইতে পারেন না। বৃহৎ প্রস্তরের সহিত শিমিয়োন খ্রীষ্টের তুলনা করে। (যিশ ২৮, ১৬। সিখ ৩, ৮। ম ২১, ৪২, ৪৪) অনেকে বিশ্বাস পূর্ব্বক ঐ প্রস্তর ধরিয়া উঠে। কিন্তু অনেকে আপন অহঙ্কারদ্বারা ঐ প্রস্তরহইতে পড়ে। "যে ব্যক্তি সেই প্রস্তরের উপরে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে তাহাকে ধূলিসৎ চূর্ণ করিবে।" খ্রীষ্টের অন্তঃকরণ প্রস্তরময় তাহা নয়; তাঁহার বাঞ্ছা এই যে আমি সকলের জন্যে পরিত্রাণের পর্ব্বত হইয়া সকলকে উঠাই। তিনি কাহারও প্রতি বিঘ্নস্বরূপ হইতে চাহেন না। কিন্তু যাহারা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতে না চাহে, তাহাদের নিমিত্তে তিনি বাধাজনক এবং উছোট লাগিবার প্রস্তরস্বরূপ আছেন। (১ পি ২, ৪-৮) যাহারা যীশুকে ত্রাতা করিয়া না মানে, তাহাদের বিচারকর্ত্তা তিনি হইবেন। ভবিষ্যদ্বক্তা কহেন, যথা, প্রভু পবিত্র আশ্রয় হইবেন, কিন্তু ইস্রায়েলের দুই বংশের বিঘ্নকারি প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ হইবেন; তাহাতে তাহাদের অনেক লোক বিঘ্ন পাইয়া পড়িবে ও ভগ্ন হইবে। (যিশ ৮, ১৪-১৫) ক্রূশে হত যে খ্রীষ্ট তাঁহারি প্রসঙ্গ অদ্য পর্য্যন্ত অনেক২ লোকদের বিঘ্নস্বরূপ আছে। (১ ক ১, ২৩) যাহারা

খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী, তাহারাও অনেকের পতন ও উত্থানের নিমিত্তে নিযুক্ত হয়। একের প্রতি তাহারা মৃত্যুদায়ক মৃত্যুরূপ গন্ধ হয়, অন্যের প্রতি তাহারা জীবনদায়ক জীবনরূপ গন্ধ হয়। (২ ক২, ১৬) যাহারা যীশুর উপরে পড়ে, তাহাদের বিবাদাস্পদ হইবার নিমিত্তে তিনি নিযুক্ত আছেন। শান্তি দিবার জন্যে যীশু অনৈক্য করেন। যাহারা অন্ধকারকে প্রেম করে তাহারা জ্যোতি ঘৃণা করে। ফিরুশী ও অধ্যাপকগণ যীশুর সহিত কত বাদানুবাদ করিত। পাপিগণদ্বারা আপন বিরুদ্ধে কত বৈপরীত্য যীশু সহ্য করিয়াছেন। রোম নগরে যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর বিষয় পৌলকে কহিল, এই যে নূতন মত উঠিয়াছে, ইহা সর্ব্বত্র সকলের কাছে নিন্দিত হইতেছে, ইহা আমরা জানি। (৫প্রে ২৮, ২২) যে২ স্থানে প্রেরিতেরা প্রচার করিত, সেই২ স্থানে জনতার মধ্যে ভিন্নবাক্যতা হইত। (প্রে ১৪,৪) যাহারা শান্তির পথে গমন করে তাহারা সকলের প্রশংসা পায় না, বরং তাহারাও বিবাদাস্পদ হইবার নিমিত্তে নিযুক্ত হয়। যে সময়ে ইস্রায়েল আপন ত্রাতাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল, তৎকালে মরিয়মের নিজ প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হইল। যীশুর মাতা মরিয়মের মনে পুত্রের নিমিত্তে সাংসারিক ভরসা ছিল। তাহা ত্যাগ না করিলে মরিয়ম স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। (যো ২,৩-৪। ম ১২,৪৮-৫০) তাহার মনের গুপ্ত ভাবও প্রকাশিত হইল। যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যু তীক্ষ্ণ খড়্গের ন্যায় তাহার প্রাণ বিদ্ধ করিল। কিন্তু যীশুর ক্রুশের নীচে দাঁড়াইয়া অনেক যন্ত্রণা পাইয়া মরিয়ম বিশ্বাস করিল, এই যে যীশু আমার পুত্র, ইনি আমার ত্রাণকর্ত্তা হন। তাহাতে সে মহা ক্লেশহইতে উত্তীর্ণ হইয়া মেষশাবকের রক্তে আপন বস্ত্র ধৌত করণ পূর্ব্বক শুক্লবর্ণ করিল। ঈশ্বর সকল বিশ্বাসিদিগকে পান করিতে দুঃখরূপ পানপাত্র দেন। যীশুকে যে জন প্রেম করে, তাহার প্রাণ অনেক খড়্গে বিদ্ধ হয়। বিশ্বাসিদের নিমিত্তে কুজগৎ ও শয়তান ও পাপ সহস্র ২ খড়্গ গড়ে। এই জগতে আমাদের ক্লেশ ঘটিবে। "খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে বিদ্ধ হইলাম," ইহা তুমি কি পৌলের ন্যায় বলিতে পার? "অনেকের মনের গুপ্ত ভাব প্রকাশ করা যাইবে।" যীশুর ক্রুশদ্বারা তাঁহার শত্রু ও বন্ধু প্রকাশিত হয়। তিনি জগতের বিচারকর্ত্তা আছেন।

৩৬-৩৭। "আর আশের বংশীয় পিনূয়েলের কন্যা হন্না নাম্নী এক অতি বৃদ্ধা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ছিল। সে বিবাহের পরে সাত বৎসর পর্য্যন্ত স্বামির সহিত বাস করিয়াছিল, পরে বিধবা হইয়া চৌরাশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মন্দিরহইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনাদ্বারা দিবারাত্রি ঈশ্বরের সেবা করিত।" (বি ৮,৮,১৭। ২ বং ১১) "যে স্ত্রী প্রকৃত বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া দিবানিশি নিবেদন ও প্রার্থনা করিয়া কাল ক্ষেপ করে।" (১ তী ৫,৫) এমন এক প্রকৃত বিধবা হন্না ছিল। শান্তি

যুক্ত মনের গুপ্ত স্বভাব তাহার অক্ষয় ভূষণ ছিল। যদ্যপি মন্দির যাজকদের পাপদ্বারা দস্যুর গুহা হইয়াছিল, তথাপি হন্না প্রার্থনার সময়ে ঐ মন্দিরে সর্ব্বদা উপস্থিত ছিল। ঈশ্বরের বাসস্থান তাহার প্রিয় বাসস্থান ছিল। (গী ২৭,৪। ৮৪, ১-৩, ১০)।

৩৮। "সেও ঐ সময়ে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং যিরূশালম নগরনিবাসি যত লোক মুক্তির অপেক্ষাতে ছিল, তাহাদিগকে যীশুর বৃত্তান্ত জানাইল।" যে ত্রাণকর্ত্তার অপেক্ষা হন্না অনেক বৎসর পর্য্যন্ত করিয়াছিল, তাঁহার দর্শন সে মন্দিরে পাইল। তাঁহাকে দেখিয়া সে আনন্দ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের স্তব করিল। যিরূশালম নগরের যে২ ধার্ম্মিক লোক ইস্রায়েলের দুঃখ আপন২ পাপের ফল জ্ঞান করিয়া মুক্তির অপেক্ষাতে থাকিত, এবং পরস্পর প্রেম করিত, তাহাদিগকে ঐ বৃদ্ধা হন্না আনন্দ পূর্ব্বক এই সুসমাচার বলিল, যে ত্রাণকর্ত্তা উপস্থিত হইয়াছেন; মন্দিরে তাঁহার দর্শন পাইলাম; তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিলাম। ত্রাণকর্ত্তা আসিবেন, এমত ভরসা ও বিশ্বাস সকল যিহূদীয়দের ছিল। কিন্তু নিন্দিত ও দরিদ্র যে২ ধার্ম্মিক লোক মুক্তির অপেক্ষা করিত, কেবল তাহাদিগকে হন্না সম্বাদ দিতে পারিল। বঙ্গ দেশীয় স্ত্রীগণ যেন হান্নার ন্যায় পবিত্র আত্মাকে পাইয়া ঈশ্বরের বাসস্থান প্রিয় জ্ঞান করিয়া যীশুর বৃত্তান্ত ভাল বাসে, এমন আমাদের বাঞ্ছা। মরিয়ম ও যূষফ শিশু যীশুর সহিত মন্দির-হইতে প্রস্থান করিল। সেই স্থানে ঈশ্বর মরিয়মকে আগামি দুর্গতির নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

৩৯-৫২। খ্রীষ্টের বর্দ্ধন ও বাল্যকালে পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার প্রশ্নোত্তর।

৩৯। "অনন্তর পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সাধন করিলে পরে তাহারা গালীলের নাসরৎ নামক আপন নগরে প্রত্যাগমন করিল।" কিন্তু বক্র পথে তাহারা নাসরতে গেল। ফলতঃ মন্দিরহইতে তাহারা আর বার বৈৎলেহমে গেল; তথায় জ্যোতির্বেত্তারা তাহাদের নিকটে আসিল। পরে তাহারা মিসরদেশে পলায়ন করিল। ঈশ্বর মিসরদেশ-হইতে আপন পুত্রকে ডাকিলেন। শেষে হেরোদের মৃত্যুর পর তাহারা মিসরহইতে নাসরতে গিয়া বসতি করিল। (ম ২, ১-২৩)

৪০। "পরে বালক বৃদ্ধি পাইয়া আত্মাতে শক্তিমান ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিল।" যীশুর শৈশবকালের বিষয়ে আমরা কেবল অল্প উপদেশ পাই। এই নিমিত্তে পূর্ব্বকালে কএক জন ধর্ম্মপুস্তকের এই অল্প কথাদ্বারা পরিতৃপ্ত না হইয়া

যীশু শৈশব কালে কিং অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছেন, ইহার বিবরণ মিথ্যা-সুসমাচারে লিখিল। তাহারা বঞ্চিত হইয়া প্রবঞ্চনা করিল। এই মিথ্যা সুসমাচারে লিখিত আছে যে "যীশু বাল্যক্রীড়ার সময়ে মৃত্তিকাহইতে পক্ষি গঠন করিয়া আপন নিশ্বাস দিয়া তাহাকে জীবন দিলেন, তাহাতে ঐ পক্ষী ঝরকা দিয়া উড়িয়া গেলে মরিয়ম আশ্চয্য জ্ঞান করিল।" এই প্রকার কথা কল্পিত গল্পমাত্র জানিবা।

যে রোমান কাথলিক মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের কথার উপরে নির্ভর রাখে, কেবল সেই মণ্ডলী নিকদীমের সুসমাচার ও ইব্রীয়দের প্রতি সুসমাচার ও যীশুর শৈশব কালের সুসমাচার ইত্যাদি মিথ্যা সুসমাচার সকল গ্রাহ্য করে। শিশু যীশু যে শরীরেতে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি যে আত্মাতে শক্তিমান ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন, ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না। তাহাদের বোধ হয়, শিশু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি। কিন্তু যীশু সামান্য বালকের তুল্য ছিলেন, কেবল পাপের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তত্ত্বজ্ঞান ও বুদ্ধিরূপ যে ধন সেই সকল খ্রীষ্টেতে গুপ্ত বটে; (কল ২, ৩) কেননা তিনি পিতার ক্রোড়ে স্থিত অদ্বিতীয় পুত্র। (যো ১, ১৮) তথাপি শিশু যীশু ক্রমে২ কথা উচ্চারণ করিতে এবং পাঠ করিতে, শিক্ষা করিলেন। বালক হইয়া তিনি বালকের ন্যায় কথা কহিতেন, (১ ক ১৩, ১১) ও বালকের ন্যায় বুঝিতেন। আমাদের ত্রাতা ক্রমে২ শিশু ও বালক ও যুবা ও পুরুষ হইলেন। এই জন্যে তিনি সকলের দয়ালু মহাযাজক হইতে পারেন। তিনি শিশুদের পাপ ও দুর্ব্বলতা ধারণ করিয়াছেন। শিশুদের পরীক্ষা ভোগ করিয়া তিনি তাহাদের জন্যে জয় করিয়াছেন। শিশুদের হিতার্থে তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়াছেন। এমত রূপে তিনি শিশুদের ত্রাতা হইতে পারেন। বাল্যকালে যীশু আশ্চর্য্য বালক ছিলেন। প্রেম ও সত্যতা তাঁহার অন্তরে বাস করিত। অসৎ ক্রিয়ার অস্বীকার ও সৎক্রিয়ার স্বীকার করিয়া তিনি জ্ঞানবান হইলেন। (যিশ ৭, ১৫) পাপের প্রতি তাঁহার কোন প্রেম নাই, এই জন্যে তিনি কখন অনাজ্ঞাবহ ছিলেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিত। তাঁহাতে ঈশ্বরের পরম সন্তোষ ছিল.

৪১। "তাঁহার পিতামাতা প্রতি বৎসর নিস্তারপর্ব্ব সময়ে যিরূশালমে যাইত।" ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে তাবৎ যিহূদীয় পুরুষেরা বৎসরে ২ পর্ব্বের সময়ে যিরূশালমে যাইত। (যা ২৩, ১৪-১৭। ৩৪, ২৩) তাহাদের তিন বড় পর্ব্ব ছিল, অর্থাৎ নিস্তারপর্ব্ব ও পঞ্চাশত্তমীপর্ব্ব ও তাম্বু নির্ম্মাণ পর্ব্ব। যূষফ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া যিরূশালমে যাইত, এবং ধার্ম্মিকা মরিয়ম ঈশ্বরের পবিত্র স্থান ভাল বাসাতে স্বামির সঙ্গে যাইত।

৪২। "অপর যীশুর বারো বৎসর বয়স হইলে তাহারা পর্ব্ব সময়ের

রীত্যনুসারে যিরূশালমে গেল।” বালকদের বারো বৎসর বয়স হইলে তাহারা পিতার সঙ্গে পর্ব্বের সময়ে যিরূশালমে যাইত। এই সময়াবধি “ব্যবস্থার সন্তান,” তাহাদের এই নাম হইত। কেননা এই সময় অবধি তাহাদের ব্যবস্থা পালন করা কর্ত্তব্য। যে যীশু নিস্তারপর্ব্বের প্রকৃত মেষস্বরূপ, (১ক ৫, ৭) তিনি বারো বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিয়ম ও যূষফের সঙ্গে এবং অনেক২ তীর্থযাত্রাকারিদের সঙ্গে দায়ূদের গীত গান করিতে২ নিস্তারপর্ব্বের সময়ে আনন্দ পূর্ব্বক প্রথম বার যিরূশালমে গেলেন। যিনি ব্যবস্থার প্রভু তিনি ব্যবস্থার অধীন “সন্তান” হইয়া তাহা পালন করিলেন। মরিয়ম ও যূষফের ন্যায় তোমার সন্তানকে প্রার্থনা স্থানে লইয়া যাও।

৪৩। “পর্ব্ব সম্পন্ন করিয়া যখন তাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন বালক যীশু যিরূশালমে রহিলেন।” যীশু অনাজ্ঞাবহ ছিলেন না, তিনি আপন স্বর্গস্থ পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন।

৪৪-৪৫। “কিন্তু তাঁহার মাতা ও যূষফ তাহা না জানিয়া, তিনি সমভিব্যাহারিদের সঙ্গে আছেন, এমন বোধ করাতে এক দিবসের পথ পর্য্যন্ত গেল।” আপন ধার্ম্মিক সন্তানের নিমিত্তে মরিয়ম অতি উদ্বিগ্না ছিল না। “পরে জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদের নিকটে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ না পাওয়াতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে২ যিরূশালমে ফিরিয়া গেল।” যদি মরিয়মের বিশ্বাসরূপ চক্ষু প্রসন্ন হইত, তবে সে মনুষ্যদের কাছে যীশুর অন্বেষণ না করিয়া একেবারে মন্দিরে যাইত। মরিয়ম এক দিনের পথ পর্য্যন্ত গেলে পর যীশুকে অন্বেষণ করিল। কিন্তু অনেকে বহুকাল পর্য্যন্ত যীশুকে হারাইলেও তাহা টের পায় না এবং তাঁহাকে অন্বেষণ করে না।

৪৬-৪৭। “এবং তিন দিনের পর তাঁহাকে মন্দিরে পাইল।” মরিয়ম প্রার্থনা করিতে২ ও কান্দিতে২ যিরূশালম মহানগরের নানা স্থানে যীশুর অন্বেষণ করিয়া তিন দিনের পর মন্দিরে তাঁহার উদ্দেশ পাইল। তুমি যদি যীশুকে হারাইয়াছ, তবে তাঁহাকে ত্বরায় অন্বেষণ কর। যে পর্য্যন্ত তোমার প্রাণ প্রিয়তমকে দেখিতে না পাও, সে পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিও না। অন্বেষণ কর, তাহাতে উদ্দেশ পাইবা। “তিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের কথা শ্রবণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।” মন্দিরের চতুর্দ্দিগে কএক বড় বারাণ্ডা ছিল, ইহার মধ্যে বিচারকর্তৃগণ বিচার করিত, এবং অধ্যাপকগণ ব্যবস্থার বিষয়ে উপদেশ দিত। এমন স্থানে যীশু পণ্ডিতদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। নম্র যীশু বালক তাহাদিগকে উপদেশ না দিয়া তাহাদের স্থানে শিক্ষা লইলেন। তিনি প্রকৃত মনুষ্য হইয়া মনুষ্যদের ন্যায় মনুষ্যদের স্থানে ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য শিক্ষিত হইলেন। (বালকেরা শিক্ষা করিবে, কিন্তু উপদেশ ও প্রচার করিবে না।) অভিষিক্ত ত্রাতার ও তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে যীশু পণ্ডিতদের সহিত কথাবার্ত্তা করিলেন। কোন বৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক এতদ্বিষয়ে এই কথা বলিল, যে “বোধ হয় যীশু বালক জিজ্ঞাসিলেন,

কি নিমিত্তে এই সপ্তাহের মধ্যে লোকেরা মেষশাবকদিগকে হোম বলিদান করিয়াছে? কি নিমিত্তে বেদীর উপরে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বলিতেছে? পণ্ডিতেরা উত্তর দিল, ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন, এবং এমন বলিদানেতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। যীশু পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, কি নিমিত্তে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন? এবং কি নিমিত্তে এই রক্তময় বলিদান তাঁহার সন্তোষ জন্মায়? ত্রাণকর্ত্তা আপন রক্ত দিবেন, এবং ঈশ্বরের ক্রোধরূপ অগ্নিদ্বারা তাঁহার প্রাণ দগ্ধ হইবে, ইহা আমি ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তকহইতে শিক্ষা করিয়াছি, এই কারণ কি রক্তময় বলিদানেতে ঈশ্বরের সন্তোষ হয়?"

"তাঁহার বুদ্ধিতে ও উত্তরেতে শ্রোতা সকল বিস্ময়াপন্ন হইতেছিল।" ইস্রায়েলের পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের বাক্য আপন বুদ্ধিতে আচ্ছাদন করিয়া বড় ভ্রান্তিতে মগ্ন হইয়াছিল। নম্র যীশু বালকের জ্ঞানযুক্ত জিজ্ঞাসা শুনিয়া মনে করিল, আমাদের হইতে এই বালক জ্ঞানবান আছে। যাহারা মুসার আসনে বসিত, তাহারা ও তাহাদের শ্রোতারা এই বালকের বুদ্ধিতে ও উত্তরেতে বিস্ময়াপন্ন হইল। "সুলেমানহইতেও গুরুতর এক জন এই স্থানে আছেন।" (ম ১২, ৪২)

৪৮। "এই রূপে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা চমৎকৃত হইল, এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিল, হে পুত্র, আমাদের প্রতি এমন ব্যবহার কেন করিলা? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি শোকাকুল হইয়া তোমার অন্বেষণ করিলাম।" ইহার পূর্ব্বে মরিয়ম যীশুর নিমিত্তে কখন শোকার্ত্তা হয় নাই, কেননা এই পবিত্র বালক মরিয়ম ও যূষফের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিয়াছিলেন। মরিয়ম যে ভ্রান্তা ছিল, ইহা যীশুর কথাদ্বারা প্রকাশ পাইল।

৪৯। "তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার অন্বেষণ কেন করিলা? আমার পিতার গৃহে (অধিকারে) থাকা আমার উচিত, ইহা কি তোমরা জানিলা না?" এই সময়ে যীশু প্রথম বার ঈশ্বরকে পিতা করিয়া বলিলেন। আমার পিতার গৃহে অর্থাৎ মন্দিরে, ইহাও মরিয়ম বুঝিল। কিন্তু প্রভুর এই কথার আর একটি পারমার্থিক ভাব আছে। পিতার মহিমা সর্ব্বদা প্রকাশ করাতে তিনি তাঁহার অধিকারে থাকিলেন। "আমার প্রেরণকর্ত্তার অভিমত সিদ্ধ করা এবং তাঁহারই কর্ম্ম সম্পন্ন করা, এই আমার আহার।" (যো ৪, ৩৪) পিতার অভিমত সর্ব্বদা যীশুর অভিমত ছিল। স্বর্গস্থ পিতার প্রেম চুম্বক পাথর স্বরূপ, তদ্দ্বারা যীশুর সমস্ত অন্তঃকরণ আকর্ষিত হইত। আমি ঈশ্বরের পুত্র, এই উপদেশ যীশু মরিয়মহইতে বা অন্য মনুষ্যহইতে পান নাই। তিনি আপন স্বর্গীয় পিতাহইতে পবিত্র আত্মাদ্বারা এই নিশ্চয় জ্ঞান পাইলেন যে প্রভু পরমেশ্বর আমার পিতা আছেন। যে ২ বালকের বারো বৎসর বয়স হইয়াছে তাহাকে স্মরণ করিতে হয় যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করা এবং তাঁহার অধিকারে থাকা আমার

কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা কর। যীশু বালক নাসরৎ নগরে মাতার ঘরে এবং ভজনালয়ে ধর্ম্মপুস্তক বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মন্দিরে পণ্ডিতদিগকে উক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে ঈশ্বরের আত্মা গোপন রূপে যীশুকে ইহা বুঝাইয়া দিলেন যে তুমি আপনি ঈশ্বরের পুত্র ও অভিষিক্ত ত্রাতা আছ।

৫০। "কিন্তু তাঁহার এই বাক্যের কি ভাব, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।" তোমার পুত্র সর্ব্বোপরিস্থের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, ইহা যদ্যপি মরিয়ম গাব্রিয়েলহইতে শুনিয়াছিল, তথাপি সে আপন পুত্রের এই বাক্যের কি ভাব তাহা বুঝিতে পারিল না।

৫১-৫২। "পরে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে চলিয়া নাসরতে আসিয়া তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকিলেন। কিন্তু এই সকল কথা তাঁহার মাতা মনে রাখিল। পরে যীশুর বুদ্ধি ও বয়স্ এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের অনুগ্রহ ক্রমে২ বাড়িতে লাগিল।" যেমন ঈশ্বর যীশুকে বলিয়াছিলেন, আমার গৃহে থাক, তেমনি তিনি তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, মরিয়মের সঙ্গে নাসরতে ফিরিয়া যাও। যীশু আপন পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া নাসরতে গিয়া যূষফ ও মরিয়মের বশীভূত হইয়া থাকিলেন। পূর্ব্বেও তিনি তাহাদের বশীভূত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যদ্যপি তিনি মন্দিরে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া পুনরায় তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকিলেন। দ্বাদশ বৎসর অবধি ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত, এই আঠারো বৎসরের মধ্যে যীশু নাসরতে কি ২ করিয়াছিলেন? ধর্ম্মপুস্তকের উত্তর এই যে তিনি যূষফের ও মরিয়মের বশীভূত হইয়া থাকিলেন। যাঁহার স্কন্ধের উপরে তাবৎ কর্তৃত্বের ভার সমর্পিত হয়, যাঁহার বশে সকল থাকে, তিনি মরিয়ম ও যূষফের বশীভূত ছিলেন। তোমার পিতামাতাকে সমাদর কর, ঈশ্বরের এই আজ্ঞা তিনি আমাদের হিতার্থে পালন করিলেন। যীশু এক বার নাসরতে আইলে লোকেরা তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া কহিল, এই কি মরিয়মের পুত্র সূত্রধর নয়? ইহাতে আমরা দেখি যে যীশু যূষফের কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া নাসরতে সূত্রধর হইলেন। মরিয়ম ও যূষফের সেবা তিনি করিতেন। নাসরৎগ্রামস্থ লোকদের জন্যে তিনি লাঙ্গল ও ময়ী নির্ম্মাণ করিতেন। এমন কর্ম্ম করিতে ঈশ্বরের পুত্র লজ্জিত ছিলেন না। ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিয়া যীশু আপন মাতাকে প্রতিপালন করিতেন। (যূষফের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে আর কিছু লিখিত নাই, এই জন্যে বোধ হয়, যূষফ কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকিবে।) যিনি নাসরতে ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিতেন, তিনি সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বরের নিকটে কর্ম্মকারী ছিলেন, এবং প্রতিদিন আনন্দজনক হইয়া তাঁহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতেন। (হি ৮, ৩০) আপনাকে এমত ক্ষুদ্র করিয়া তিনি আপন স্বর্গস্থ পিতার কর্ম্ম করিতেন। "স্থির

হইয়া বিশ্বাস করিলে তোমার শক্তি হইবে।" (যিশ ৩০, ১৫) ঈশ্বরের এই কথা যীশু আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা করিলেন। নানা ভার তাঁহার উপরে অর্পিত ছিল। তিনি নানা ক্লেশ ভুগিতেন, ও নানা পরীক্ষা জয় করিলেন। অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়া তিনি আমাদের মঙ্গলার্থে ধর্ম্ম-ব্যবস্থাকে পালন করিলেন। ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যীশু আপন মহৎ কর্ম্ম করণার্থে আপনাকে প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে তিনি আপন আচার ব্যবহারদ্বারা আমাদিগকে এই উপদেশ দিলেন, যে কিরূপে আমাদিগকে কালক্ষেপ এবং দুঃখভোগ করিতে হয়, ও কিরূপে আত্মসেবা অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হয়। হেয় গালীলদেশের ক্ষুদ্র নগরে বাস করিয়া যীশু মৌনী ভাবে ছিলেন। প্রত্যেক বিশ্রামদিনে তিনি ভজনালয়ে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু যদ্যপি তিনি মনুষ্যগণ অপেক্ষা বুদ্ধি-মান, তথাপি তিনি সুসমাচার প্রচার করিতে আপন মুখ খুলিতেন না, কেননা তদবধি পিতা তাঁহাকে আজ্ঞা দেন নাই। শেষকালে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যীশু প্রচার করিলেন। তুমি যদি প্রচারক হইতে বাঞ্ছা কর, তবে এই বিবেচনা করা তোমার উচিত যে আমার ত্রাণকর্ত্তা প্রচার করিবার অগ্রে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মৌনী হইয়াছিলেন। যীশু আপনার সম্ভ্রম চেষ্টা না করিয়া আপন পিতার সম্ভ্রম সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তোমার জন্যে যীশু নাসরতে আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমের বিষয় বিবেচনা করিয়া কৃতজ্ঞ হও। যাঁহার প্রতি ইব্রাহীম বলিল, দেখ, আমি মৃত্তিকা ও ভস্মমাত্র হইলেও প্রভুর প্রতি কথা কহিতে উদ্যত হইয়াছি, ও যাঁহাকে দূতগণ সমাদর করে, ও যাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে প্রাচীন লোক উবুড় হইয়া মস্তকের মুকুট অর্পণ করে, তিনি আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া নাস-রতে সূত্রধর হইয়াছিলেন। তাঁহার নম্রতার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া অধো-মুখে আরাধনা কর।

এই সকল কথা মরিয়ম মনে রাখিল। সে দিনে২ আপন পুত্রের ধর্ম্মব্যবহার দেখিয়া তাঁহার কথাতে মনোযোগ করিল। তাহার বিশ্বাস দিনে২ বাড়িল। সূর্য্যের কিরণেতে কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়। ঈশ্বরের বাক্য কেবল মস্তকে রাখিও না। তুমি যীশুর প্রসঙ্গ মরিয়মের ন্যায় মনে রাখি-লে কেহ তোমাহইতে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

যীশুর বুদ্ধি ও বয়স বাড়িল। ইহার বিষয় অগ্রে লিখিত আছে। যীশু ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, তাঁহাতে ঈশ্বরের পরম সন্তোষ। কিন্তু "পুত্র হইলেও তিনি দুঃখভোগদ্বারা আজ্ঞাবহন অভ্যাস করিলেন।" (ইব্রু ৫, ৮) দুঃখভো-গের সময়ে স্বর্গস্থ পিতার অভিমত সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যপুত্রের অভিমত হইল। মনুষ্যপুত্র নিষ্পাপ হইয়াও আমাদের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত হইয়া পাপকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন এই জন্যে যীশুর প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বাড়িল মনুষ্যদেরও অনুগ্রহ তাঁহার প্রতি বাড়িল।

নাসরৎ গ্রামস্থ মন্দ লোকও স্বীকার করিল, যীশুর তুল্য উত্তম ব্যক্তি কেহ নাই। যত দিন পর্য্যন্ত যীশু তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিলেন, তত দিন তাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিল না। কিন্তু যে সময়ে যীশু নাসরৎ গ্রামস্থ লোকদিগের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাদের মন্দ কর্ম্মের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, তৎকালে তাহারা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে চাহিল। (লূ ৪, ২৮-৩০) তুমি ধার্ম্মিক হইয়া মৌনী ভাবে থাকিলে লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করিবে না, বোধ করি প্রেম করিবে। কিন্তু লোকদের বিরুদ্ধে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে বিরোধের পাত্র হইবা।

তোমারও বুদ্ধি বাড়ে কি না? যাহারা খ্রীষ্ট সম্পর্কীয় বালক হয়, তাহারা খ্রীষ্ট সম্পর্কীয় যুবক ও পিতৃগণ হইবে। (১ যো ২, ১১-১৪) স্বর্গস্থ পিতার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা কর, তাহাতে তাঁহার অনুগ্রহ তোমার প্রতি বাড়িবে।

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

৪ অধ্যায়।

তদনন্তর মেং বোর্ডম্যান্ পীড়া প্রযুক্ত মঙ্গলসমাচার প্রচারাদি কার্য্য করণে অপারক হইবাতে বিবি বোর্ডম্যান্ নগরে গমনাগমনকারি কারেণ লোকদের হিতার্থে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেন। তৎকালাবধি এই জীবনচরিত্রের লেখকের মিশন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের সময় পর্য্যন্ত মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ ও ধর্ম্মান্বেষিদের শিক্ষা দেওনাদি কর্ম্মের অন্য সমস্ত ভার কো-থা-বিয়ুর প্রতি পড়ে। তাহাতে তিনি কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালীন অবগাহিত লোকদের সংখ্যাতে বিলক্ষণ বিদিত হইতেছে।

চিক্কুর নিকটবর্ত্তি যে গ্রামে অনেক খ্রীষ্টীয় লোকের বাসস্থান, সেই স্থানস্থ স্কুলের ছাত্রদিগকে তিনি ১৮৩১ শালে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অধ্যয়ন করান। তিনি অন্যান্য কার্য্যেতে যেমন, এ কার্য্যেতে তদ্রূপ অবিশ্রামে পরিশ্রম করাতে বিশেষ ফল দৃষ্ট হইয়াছিল। ফলতঃ স্কুল বন্ধ হওন সময়ে তত্রস্থ কোন ২ ছাত্র ব্রুহ্ম ভাষার কোন ২ পুস্তক অবাধে মুখস্থ বলিতে পারিত।

১৮৩২ শালের আরম্ভে এই জীবনচরিত্র লেখক কো-থা-বিয়ুকে সঙ্গে করিয়া ঐ প্রদেশস্থ অজ্ঞাত স্থান অনুসন্ধান করণাভিপ্রায়ে দিগ্‌ভ্রমণে যান। তিনি লেখেন, আমরা যাত্রার প্রথম দিবসের

দুই প্রহর সময়ে শেন মৌক্তী নামক নগরে উপস্থিত হইয়া অবস্থিতি করি। পূর্ব্বে ঐ নগর প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম হইয়া পড়িয়াছে। তথায় একটী প্রসিদ্ধ প্রতিমা থাকাতে ঐ গ্রাম ঐ প্রদেশে অতিশয় খ্যাত বটে। এমন কথিত আছে যে ঐ বিগ্রহ প্রথমতঃ এক খণ্ড অশ্বত্থ কাষ্ঠোপরি জলে ভাসিতে২ গ্রামের সম্মুখে স্থগিত হয়। পরে ঐ কাষ্ঠ খণ্ড বহু দূর শাখা প্রসারি এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইলে তন্মূলে ঐ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পিত্তলময় বিগ্রহ ক্রমশঃ আশ্চর্য্য রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মনুষ্যাকৃতি এক মহামূর্ত্তি হইয়া উঠিল। তত্রস্থ লোকেরা বলে যে যুদ্ধ বা মহামারী উপস্থিত হইলে ঐ প্রতিমা কখন২ করুণাস্বরে রোদন ও বিলাপোক্তি করে। এই রূপ আর২ অনেক অমূলক অদ্ভুত কথা প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত ঐ প্রদেশস্থ ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা ঐ দেবের পূজা করণার্থে তন্মন্দিরে আসিয়া থাকে। বিশেষতঃ টাবয় প্রদেশস্থ লোকেরা ঐ দেবের উদ্দেশে বৎসরের মধ্যে কএক দিবস ব্যাপিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক এক পর্ব্ব পালন করিয়া থাকে, সেই সময়ে তত্রস্থ প্রায় সমুদয় লোক এই মহা পুণ্য স্থানে সমাগত হয়। সম্প্রতি কএক দিন হইল ঐ পর্ব্বের শেষ হইয়াছে, তথাপি তাহাদের কতিপয় অতি ভক্ত লোক অদ্যাপি এ স্থলে অবস্থিতি করিতেছে। সে যাহা হউক, তথাহইতে আমি বর্ম্মা সহকারিকে সঙ্গে করিয়া যখন নিকটস্থ গ্রাম দেখিতে ও তথায় পুস্তক বিতরণ করিতে গিয়াছিলাম, তখন বৃদ্ধকে বিশ্রামার্থে এক অতিথিশালাতে রাখিয়া যাই। মনে করিয়াছিলাম যে তিনি দেশীয় লোকদের রীত্যনুসারে কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রা যাইবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি প্রত্যাগমন করিয়া দেখি যে তিনি বহুসংখ্যক বুদ্ধ লোকেতে বেষ্টিত আছেন। ফলতঃ তাহারা প্রেম প্রযুক্ত নয়, পরন্তু সর্পের মোহনদৃষ্টিতে অবোধ পক্ষিশাবকবৎ কো-থা-বিয়ুর প্রজ্বলিত চক্ষুর প্রতি চিত্তাকৃষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান আছে। আমি নিকটস্থ হইলে বৃদ্ধের মুখনির্গত এই কথা প্রথমে শুনিতে পাইলাম, তোমাদের দেবতা কলি কুলা, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বিদেশী। তিনি এই কথা ঈদৃশ মুখভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তৎপরে বহু বৎসর গত হইলেও তাহা আমার স্মরণহইতে অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। কোন স্থানে কথোপকথন সময়ে কোন ব্যক্তি কহিয়াছিলেন,

যে কো-থা-বিয়ুর সদৃশ দেবপূজাঘৃণক অন্য কেহ নাই। ফলতঃ কো-থা-বিয়ুর তাৎকালিক যে রূপ মুখভঙ্গির ভাব আমার চিত্ত-পত্রে অঙ্কিত আছে, তাহা আমি যদি পটুপত্রে অর্পিত করিতে পারিতাম, তবে যে কেহ তাহা দেখিত, সে ব্যক্তি অবশ্য বলিত যে কো-থা-বিয়ু দেবঘৃণকাগ্রগণ্য বটে।

চতুর্থ দিবসের বৈকালে আমরা প্রথম বার কানিয়েন স্থানস্থ কারেণদের এক গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র কো-থা-বিয়ু আত্যন্তিক পরিশ্রান্ত হইলেও স্বজাতীয়দের অন্বেষণ করণার্থে গমনের অনুমতি চাহিলেন। পরে তথাহইতে আমরা যখন পাই গ্রামে আইলাম, তখন তিনি বিশ্রামদিবসে বর্ম্মাদের গ্রামে সুস্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া অতিশয় ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক একটা নদী পার হইয়া কারেণদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিলেন। ফলতঃ তিনি পর্য্যটনের তাবৎ কাল ব্যাপিয়া উৎকট পরিশ্রম পূর্ব্বক কারেণদের কাছে ব্যগ্রচিত্তে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করেন। তিনি কারেণদের গ্রামে যাওনের যদি এক বার সুযোগ পাইতেন, তবে শ্রান্ত্যাদি কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া তাহাদের তত্ত্ব করিতে অবিলম্বে গমন করিতেন; কিন্তু তাহা না পাইলে তিনি বুদ্ধ লোক ও তাহাদের দেবতাদিগকে নির্দ্দয় রূপে আক্রমণ করিতেন, তাহাতে তাহারা তাহাকে, হা, অজ্ঞান কারেণ, ইহা বলিয়া অতিশয় উপহাস করিলেও তিনি মনে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হইতেন না। তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত দুই এক দিন বিশ্রাম দেওনার্থে তাঁহাকে আমাদের পর্য্যটনের দক্ষিণ সীমার নিকটবর্ত্তি পালৌ গ্রামে রাখিয়া আমি পালা গ্রামে ঘোষণা করিতে গেলাম। তথাহইতে ফিরিয়া আসিয়া অবগত হইলাম যে তিনি দেবমন্দিরে পুরোহিতগণের ও তত্রাগত লোকদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ের কথোপকথনে ঐ দুই দিবস কাল হরণ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলি, সুসমাচার প্রচারে কো-থা-বিয়ুর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ফলতঃ তাহা তাঁহার অদম্য অনুরাগ। এক বার তিনি মৌলমীনস্থ কোন মিশনরির সহিত নৌকা যোগে সুসমাচার প্রচারার্থে গিয়া মহা বিপদাপন্ন হওয়াতে তাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়। তৎকালে হে ঈশ্বর, আমার আত্মার প্রতি দয়া কর, তিনি এই প্রার্থনা না করিয়া (কেননা তদ্‌বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ ভরসা ছিল) হা, এখন আমি ডুবে মরি, কারেণদের নিকটে

আর ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে পাইব না, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।

মেং বোর্ডম্যান কো-থা-বিয়ুর বক্তৃতার নমুনাস্বরূপে এই রূপ লিখিয়াছেন, কো-থা-বিয়ু একদা সাংসারিক বস্তুর ও চেষ্টার অসারতা ও অপকারিতা বর্ণনা করিয়া ইহা কহিয়াছিলেন, সাংসারিক লোক প্রাপ্ত দ্রব্যেতে কখন পরিতৃপ্ত হয় না, পরন্তু সে নিরন্তর এই লালসা করে, আমার আরো বাটী, আরো ভূমি ও মহিষ ও দাস দাসী ও বস্ত্র ও স্ত্রী পুত্র পুত্রী ও পৌত্র পৌত্রী হউক, এবং স্বর্ণ রূপ্য ও ধান্য তণ্ডুল ও নৌকা হউক, আমি যেন উত্তর২ ধনী হই। এই তাহার কথা। ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করণে সে যতোধিক চিন্তা করে, অন্য কোন বিষয়ে ততোধিক ভাবে না। সে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চিন্ত। কিন্তু এমন ব্যক্তির গতি আলোচনা করিয়া দেখ। তাহাকে মৃত্যু হঠাৎ আক্রমণ করিলে তাহার প্রাণ বিয়োগ কালে সে আপনাকে সমস্ত বিষয়ে বঞ্চিত বুঝে। তৎকালে সে অশ্রুপূর্ণ লোচন প্রসারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখে, তাহার পূর্ব্বাধিকৃত কোন বস্তু নাই। হায়, সে তখন অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই আক্ষেপোক্তি করিতে থাকে, আমার দাস দাসী কোথায়? আমার গো মেষ মহিষাদির পাল কমনে গেল? হা, তাহাদের একটাও দেখিতে পাই না। আমার বাটী ও টাকার সিন্দুক কোথায় থাকিল? আমার গোলায় সঞ্চিত ধান্য তণ্ডুলাদির কি হইল? আমার বহুমূল্য বস্ত্রাদি কোথা? আমি তাহার এক খানি পাই না। সে সমস্ত কে হরণ করিল? আর আমার স্ত্রী পুত্রাদিরা বা কোথায় গেল? হা, তাহাদের এক জনও তো আমার নয়নগোচর হয় না, তাহাদের এক জনকেও দেখিতে পাই না। হা, আমি একাকী নিতান্ত দীনহীন, আমার কিছুই নাই, এ কি? এ স্থলে নরকে পতিত ব্যক্তির এই রূপ বর্ণনা প্রচারক করেন। তৎপরে ধনী ব্যক্তি নরকে পতিত হইয়া এই রূপ বিলাপোক্তি করে, হায়, আমি কেমন নির্ব্বোধের ন্যায় কাল হরণ করিয়াছি। আমি পৃথিবীতে থাকিয়া ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে অবহেলা করিয়া কেবল সাংসারিক বিষয় প্রাপণের লালসা করিয়াছিলাম। হায় এমন সর্ব্বনাশগ্রস্ত হইলাম।

কো-থা-বিয়ু যে পর্য্যন্ত এই রূপ বক্তৃতা করিলেন, সে পর্য্যন্ত

সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া তাঁহার কথায় বিশেষ মনোযোগ করিল। তৎকিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি আর বার এই রূপ বলিতে লাগিলেন, এ জগতে সমস্ত বিষয় দুঃখময়। দেখ পীড়া ও ব্যথা ও ভয় ও উদ্বেগ ও যুদ্ধ ও বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু ইত্যাদিতে সকলে বিপদগ্রস্ত। কিন্তু মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ কর, স্বর্গহইতে ঈশ্বর কহিতেছেন, হে সন্তানগণ, তোমরা কেন শ্যাকুল ও কণ্টক উৎপাদক নীচস্থ মর্ত্ত্যভুবনে আনন্দিতান্তঃকরণে সুখান্বেষণ কর? আমার প্রতি দৃষ্টি কর, আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া বিশ্রাম দিব, তথায় তোমরা নিত্য সুখী হইবা।

পূর্ব্বদিগ্ নিবাসি এই কারেণ লোকদের সকল গ্রামে বোর্ডম্যান সাহেব এক বার গিয়া দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া কেবল কো-থা-বিয়ু সেই অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রলেখক যখন সেই অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন, তখন কোন বন্ধুর নিকটে এই রূপ পত্র লিখিলেন, যথা।

দেবপূজার ঘৃণ্যতা প্রযুক্ত আমাকে আর আর্ত্তস্বর করিতে হয় না, কিন্তু সুসমাচারের ফলভোগ প্রযুক্ত উল্লাস করিতে হয়। আমি দেবপূজকদের দেশে এই পত্র লিখিতেছি, তাহা নয়, কেননা এ অঞ্চলহইতে দেবপূজকতা পলায়ন করিয়াছে। আমি এক্ষণে খ্রীষ্টীয় লোকদের দ্বারা উৎপন্ন ধান্যের অন্ন ও আলু ও নানা ফল ভোজন করিতেছি। খ্রীষ্টীয়ানদের ক্ষেত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছি। খ্রীষ্টীয় লোকদের বাসগৃহ ব্যতিরেকে অন্যের বসতি দেখিতে পাই না। আমি এক্ষণে খ্রীষ্টীয় লোকদের বসতি গ্রামে বসিয়া আছি। যাহারা খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় প্রেম করে, ও খ্রীষ্টীয় লোকের সদৃশ কথোপকথন করে, ও খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় আচার ব্যবহার করে, এবং খ্রীষ্টীয় লোকের স্বভাব দেখায়, এমন লোক আমার চতুষ্পার্শ্বে বসতি করিতেছে। আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারহইতে আগত ব্যক্তি যদি নীলগিরির মধ্য দিয়া সিনানন্দয়া নদীর আশ্চর্য্য গমনের দৃষ্টিকে কৃত পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার জ্ঞান করে, তবে আমি বলি, এই গ্রামে এক বিশ্রামবার যাপন করা ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক এই উপত্যকাতে আগমনের উপযুক্ত পুরস্কার বটে।

১৮৩২ শালের বর্ষাকালে কো-থা-বিয়ু পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে কারেণদের বাসস্থান থানুগ্রামে সুসমাচার প্রচার ও তত্রস্থ স্কুলের

ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করেন। বর্ষার শেষে আমি তথায় গিয়া বহু সংখ্যক ছাত্রকে ও তাঁহার শিক্ষিত অন্যান্য অনেককে অবগাহিত করিলাম।

মাদাগাস্কার উপদ্বীপ।

ইংরাজ লোকদের অধীন মরীচ নামে যে উপদ্বীপে এতদ্দেশীয় অনেক লোক কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে গিয়া থাকে, সেই উপদ্বীপের পশ্চিমে মাদাগাস্কার নামক এক বৃহৎ উপদ্বীপ আছে। তাহা ন্যূনাধিক তিন শত ক্রোশ দীর্ঘ ও এক শত ক্রোশ প্রস্থ। তাহার সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল বিলময় হওয়াতে তথাকার বায়ু অতিশয় মন্দ; কিন্তু সমুদ্রহইতে দূরস্থ যে সকল অঞ্চল, তাহার মধ্যে অনেক উচ্চ পর্ব্বত ও সুন্দর উপত্যকা আছে, এবং তথাকার বায়ু উত্তম ও ভূমি অতি উর্ব্বরা।

উক্ত উপদ্বীপে ন্যূনাধিক পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মনুষ্য বাস করে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ দেশহইতে সেই উপদ্বীপে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। সেই লোকেরা দেবপূজক, এবং তাহাদের মধ্যে দুই তিন স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নয়। তাহারা অতিশয় মিথ্যাবাদী ও লম্পট, কিন্তু যুদ্ধেতে বীর। লোকদের মধ্যে যাহারা সদ্বংশজাত, তাহারা রাজার কিম্বা রাণীর অধীন হইলেও অন্য লোকাপেক্ষা অধিক পরাক্রমী। অন্য দেবপূজকদের মত সেই দেশের লোকেরাও নানা প্রকার নিষ্ঠুর রীতি পালন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ সন্তান জন্মিলে পরে জ্যোতির্বেত্তারা যাবৎ তাহার লগ্ন নিশ্চয় না করে, তাবৎ সেই সন্তানকে বাঁচাইতে কিম্বা বধ করিতে হইবে, তাহা তাহার পিতামাতা জানিতে পারে না। সেই সন্তান অশুভ লগ্নে জন্মিয়াছে ইহা যদি জ্যোতির্বেত্তারা বলে, তবে কখন ২ অল্প টাকা দানদ্বারা তাহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু অনেক বার জ্যোতির্বেত্তারা উৎকোচ স্বীকার করে না; তাহাতে শিশুর প্রাণ নাশার্থে লোকেরা তাহাকে গ্রামের কিম্বা গোশালার প্রবেশ স্থানে রাখিয়া গো মহিষ প্রভৃতি পশুদিগকে বলেতে তাহার উপর দিয়া গমন করায়। ইহাতে দৈবাৎ যদি সেই শিশু চূর্ণ না হয়, তবে পিতামাতা শুভ লক্ষণ গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে তুলিয়া বাঁচায়। কিন্তু জ্যোতি-

বেক্তারা যে কোন শিশুর হত্যা অনিবার্য্য জ্ঞান করে, তাহাকে উষ্ণজলপূর্ণ গর্ত্তে কিম্বা পাত্রে মুখ মগ্ন করণদ্বারা নষ্ট করিতে হয়।

বিচারস্থানে লোকদের দোষ কিম্বা নির্দ্দোষতা নিশ্চয় করণার্থে অনেক বার সাক্ষিদের প্রমাণ ব্যতিরেকে নানা প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরীক্ষাও চলিত আছে; তাহার মধ্যে তাঞ্জীনা অর্থাৎ ভেলা নামক পরীক্ষা অতি প্রচলিত। সেই পরীক্ষার বৃত্তান্ত লিখিতেছি। অভিশাপদাতারা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কদলীরসের মধ্যে ভেলাফলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করে, পরে পরীক্ষার গুণাগুণ নিশ্চয়ার্থে দুই কুক্কুট-শাবক আনিয়া ঐ রসের কিঞ্চিৎ পান করায়। প্রথম পক্ষিশাবককে পান করাইবার সময়ে শাপদাতা বলে, হে পরীক্ষক, তুমি যদি যথার্থ বিচার কর, তবে এই পক্ষিশাবকের প্রাণ নষ্ট কর। দ্বিতীয় পক্ষিকে ঐ রস পান করাইবার সময়ে সে বলে, হে পরীক্ষক, তুমি যদি যথার্থ বিচার কর, তবে এই পক্ষিশাবককে বাঁচাও। ইহাতে যদি উভয় পক্ষী মরে, তবে সেই পরীক্ষাকে নির্দ্দোষ ব্যক্তির নির্দ্দোষ-তা প্রকাশ করণে অক্ষম বলিয়া অগ্রাহ্য করে। উভয় পক্ষী যদি বাঁচে, তবে পরীক্ষাকে দোষির দোষ প্রকাশ করণে অসমর্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করে। এক পক্ষী মরিলে অপর পক্ষী যদি বাঁচে, তবে পরীক্ষা গ্রাহ্য হয়। ইহাতে রসমিশ্রিত বিষের পরিমাণ গুপ্তরূপে বাড়াইলে কিম্বা ন্যূন করিলে তাহার এই প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, পাঠকেরা ইহা বুঝিবেন। পরে সেই পরীক্ষাদ্বারা যে মনুষ্যের দোষাদোষ নিশ্চিত হইবে, তাহাকে প্রথমে হত কুক্কুটীর চর্ম্মের তিন খণ্ড খাইতে হয়; তাহার এক২ খণ্ডের পরিমাণ এক টাকার তুল্য, এবং দন্তদ্বারা চর্ব্বণ না করিয়া তাহা গিলিতে হয়। পরে পরীক্ষার গ্রাহ্যতা পূর্ব্বোক্ত মতে নিশ্চিত হইলে সেই ব্যক্তিকে ঘরের মেজি-য়াতে বসিতে হয়, তদনন্তর তাহার সম্মুখে খনিত এক গর্ত্ত মধ্যে মৎস্যের চুপড়ি স্থাপিত হইলে ঐ বিষ তাহাকে পান করিতে হয়। পান করিবার সময়ে শাপদাতা তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মন্ত্র পড়ে; মন্ত্রের পাঠ সমাপ্ত হইলে ঐ ব্যক্তিকে পুনঃ২ অনেক কাঁজি পান করিতে হয়। তাহাতে সে বমি করিলে ঐ তিন চর্ম্মখণ্ড নির্গত হইয়া যদি সেই মৎস্যের চুপড়িতে পড়ে, তবে সে নির্দ্দোষ হইয়া রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু ঐ তিন চর্ম্মখণ্ড উদ্গীরণ না করিলে লোকেরা তাহাকে মুসলাঘাতে বধ করিয়া তাহার দেহ

জীর্ণ শপেতে জড়াইয়া গৃহহইতে বাহির করিয়া ক্ষেত্রে দক্ষিণ-শিরা করিয়া প্রক্ষেপ করে কিম্বা কবর দেয়, পরে তাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়া অপবাদককে দেওয়া যায়।

মাদাগাস্কার দেশের রাজারা দুষ্ট ইউরোপীয় লোকদের দৃষ্টান্তানুসারে অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যদিগকে ক্রয়বিক্রয় করণ ব্যবসায় করিতেন। পরে ১৮২০ শালে মরীচ উপদ্বীপস্থ ইংরাজ গবর্ণর সাহেবের চেষ্টাতে রাদামঃ নামক তাৎকালিক রাজা সেই নিষ্ঠুর ব্যবসায় ত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন। উক্ত রাদামঃ ইংরাজ লোকদের বিদ্যা ও কলকৌশলের বৃত্তান্ত শ্রবণে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করাতে ইংরাজ মিশনরি সাহেবদিগকে বিদ্যালয় স্থাপনার্থে আসিতে আশ্বাস দিলেন, তাহাতে লণ্ডন মিশনরি সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রেরিত কএক জন মিশনরি সাহেব ও শিক্ষক ও যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারি লোক মাদাগাস্কার উপদ্বীপে গেলে তথাকার লোকেরা কেবল বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিল তাহা নয়, বরঞ্চ অনেক লোক ধর্ম্ম বিষয়ের চেতনা পাইয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হইতে লাগিল।

১৮২৮ শালের জুলাই মাসে রাদামঃ রাজার মৃত্যু হইলে রাণাবলনা নাম্নী স্ত্রী রাজত্ব পাইলেন। তিনি অবিলম্বে বিদেশি লোকদের প্রতি এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি প্রজাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদিরাপ্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াতে রাণী খ্রীষ্টীয় লোকদিগকে দুঃখ দেওনার্থে প্রভুর ভোজনে দ্রাক্ষারসের ব্যবহার নিষেধ করিলেন, তাহাতে তদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা প্রভুর ভোজনে জল ব্যবহার করিতে লাগিল। পরে সৈন্যদিগের, এবং রাজস্থাপিত বিদ্যালয়ে যাহারা পাঠ করিয়াছিল সেই সকল লোকদের বাপ্তাইজিত কিম্বা মণ্ডলীভুক্ত হওয়া কিম্বা প্রভুর ভোজন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইল। অল্প মাস পরে রাণী আপনার সমস্ত প্রজাদিগকে ঐ কর্ম্মদ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম স্বীকার করিতে নিষেধ করিলেন। তদনন্তর কোন দাস কিম্বা দাসী যদি লেখা পড়া শিখে, তবে অতি ভয়ানক দণ্ড পাইবে, এবং তাহার কর্ত্তাও দাসরূপে বিক্রীত হইবে, এমন আজ্ঞা দত্ত হইল। আর এক আজ্ঞাদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনার্থে সভাস্থ হওন ও প্রভুর দিন পালন ও ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ ও ধর্ম্ম বিষয়ক ধ্যান নিষিদ্ধ হইল। এই আজ্ঞা লঙ্ঘনকারিদের প্রাণ নষ্ট ও সর্ব্বস্ব অপহৃত ও পরিবার দাসরূপে

বিক্রীত হইবে, ইহা স্থির হইল। অধিকন্তু খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যেন এক জন অন্য জনের বিপরীতে প্রমাণ দেয়, ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল সমর্পণ করে, এমন আজ্ঞা দত্ত হইল। তদবধি যাহারা মিশনরি সাহেবদের শিক্ষানুযায়ি আচরণ করে, তাহাদিগের নানা প্রকার অপমান ও অর্থদণ্ড স্থির হইল। শেষে ১৮৩৫ শালে রাণী মিশনরি সাহেবদিগকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিলেন, এবং তদবধি বাণিজ্যার্থেও বিদেশিদের আগমনের অকথ্য বাধা জন্মাইলেন।

মিশনরি সাহেবদের বহিষ্কৃত হওনের পূর্ব্বে সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক তদ্দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছিল, এবং ন্যূনাধিক দুই শত লোক মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিল; তদ্ব্যতিরেকে শত ২ লোক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উত্তমতা বুঝিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিল। সেই সময়া-বধি সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৫২ শাল পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠুর আচরণ করা গেল। বিশেষতঃ ১৮৫০ শালে ষোল শত লোক অপমানিত কিম্বা অর্থদণ্ডিত কিম্বা দাস রূপে বিক্রীত হইল। এবং ন্যূনাধিক চল্লিশ জনের প্রাণদণ্ড হইল; তাহাদের মধ্যে চারি জন অতি মান্য লোক হওয়াতে দেশের রাজধানীতে সজীবাবস্থাতে অগ্নিদগ্ধ হইল। অন্য চৌদ্দ জন অতি উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে নীত হইয়া ভিত্তিরূপে দণ্ডায়মান শৈলহইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে শত্রুরা তাহাদিগকে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোরা কি খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিবি? পরে তাহারা অস্বীকার করিলে রজ্জু কাটিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া দিল। এই আঠার জন ব্যতিরেকে যাহাদের প্রাণদণ্ড হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ ক্রুশে বিদ্ধ হইল, অধিকাংশ লোক খড়্গে হত কিম্বা শূলে বিদ্ধ হইল।

১৮৫০ শালের পূর্ব্বেও কোন ২ লোকের অর্থ ও প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল। সকলের মধ্যে প্রথমে রাসালামা নাম্নী এক স্ত্রী ১৮৩৭ শালের ১৪ আগষ্ট তারিখে শূলে বিদ্ধা হইয়াছিল। তাহার মর-ণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। উক্ত মাসের প্রথম রবিবারে রাজধানীর নিকটবর্ত্তি কোন দুর্গম পর্ব্বতের শৃঙ্গে কএক জন একত্র হইয়া ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ ও প্রার্থনা করিলে কেহ দূরহইতে তাহাদি-গকে দেখিয়া প্রকাশ করিল। ঐ সভাস্থ লোকেরা কে কে, তাহা তখন নিশ্চয় ছিল না; অতএব যাহাদের বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল, তাহাদের

গৃহ অনুসন্ধান করিলে উক্ত রাসালামা নাম্নী ভগিনীর গৃহের নিকটে ভূমিতে পোঁতা এক সিন্দুকের মধ্যে কএক খান ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ পাওয়া গেল। তাহাতে শত্রুরা একেবারে তাহাকে ধরিয়া হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া কারাগারে বদ্ধ করিল, এবং যদ্‌-ব্যতিরেকে অন্য ধন তাহার ছিল না, সেই ঘর লুটপাট করিল। পরে আট কিম্বা দশ দিন পর্য্যন্ত অন্য খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নাম জানাইতে প্রবৃত্ত করিবার জন্যে তাহাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিলেও সে কাহারো নাম প্রকাশ করিল না। এমন দুঃখের সময়ে তাহার মন সর্ব্বদা সুস্থির এবং প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত রহিল, বিশেষতঃ সে রাণীর আজ্ঞা না মানিয়া কারাগারেও প্রার্থনা করিত। শেষে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তি দণ্ডস্থানে গমন সময়ে পদাতিকদের ও লোকসমূহের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিল, এবং যাবৎ জল্লাদের শূলে তাহার প্রাণ বি-য়োগ না হইল, তাবৎ প্রার্থনা করিতে ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসার্থে লোক-দিগকে আশ্বাস দিতে ক্ষান্তা হইল না।

এমন ভয়ানক তাড়নার সময়ে যদ্যপি সমুদ্রতীর নিবাসি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে অনেকে নৌকাযোগে পলাইয়া মরীচ উপদ্বীপে আ-শ্রয় লইল, তথাপি মাদাগাস্কার দেশেও খ্রীষ্টীয় লোকদের সংখ্যা ও ধর্ম্মানুরাগ হ্রাস না পাইয়া আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৮৫১ শালের শেষে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি পাঁচ সহস্র লোক ছিল।

১৮৫২ শালের জুলাই কিম্বা আগষ্ট মাসে ঐ রাণী আপনার পুত্রকে রাজত্বের অংশী করিলেন, সেই পুত্র খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বিশেষ বন্ধু। এবং যে বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রধান শত্রু ছিলেন, তাঁহার প্রাণবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পুত্র ঐ রাজ-কুমার কর্তৃক মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হইলেন; সেই নূতন রাজমন্ত্রীও খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বন্ধু। ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে এমত আশ্চর্য্য চক্র-পরিবর্ত্ত হইয়াছে, এমন সমাচার পাইবামাত্র লণ্ডন মিশনরি সো-সাইটী সেই দেশে পুনরায় ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে প্রেরণ করিতে স্থির করিলেন। প্রভু আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদের চেষ্টা সফল করুন।

খাড়ি গ্রামের সমাচার।

১ পত্র।   তারিখ, ৭ মার্চ।

গ্রামের চতুর্দ্দিগে ওলা উঠা রোগের প্রাদুর্ভাব অতিশয় হওয়াতে অনে-

কেই পরকালে গমন করিতেছে, কিন্তু প্রভুর মহাদয়াতে আমরা সকলে কুশলে রক্ষিত হইতেছি, আর তজ্জন্য তাঁহারি ধন্যবাদ করিতেছি। গত মাসের কোন এক রবিবার প্রাতঃকালে দায়ূদের ৯১ গীতের ১০ পদের কথা লইয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, তাহাতে লোকেরা উত্তমরূপে মনোযোগী ছিল।

সম্প্রতি লোকেরা ভজনালয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ করিতেছে; প্রত্যেক রবিবার প্রাতঃকালে এক শতের অধিক লোক উপস্থিত হইয়া থাকে, ও বৈকালে আশীর অধিক উপস্থিত হইতেছে।

প্রত্যেক বুধবার দুই প্রহরের পরে ভজনালয়ে প্রার্থনাসভা, ও প্রত্যেক শুক্রবারে বৈকালে শিক্ষার সভা হইতেছে, তাহাতে লোকেরা মনোযোগী আছে।

এই স্থানে মহাশয়ের আগমন অপেক্ষা করিতেছি, কারণ কএক জন লোক অবগাহিত হইতে বড় চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের বিষয় আপনি এক বার পরীক্ষা করিলে ভাল হয়।

---

২ পত্র।

২১ মার্চ।

এই বার মহাশয়কে অতি দুঃখজনক সমাচার জানাইতেছি। যে মহামারীহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আমরা প্রভুর নিকটে যত্ন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম, সেই মারী সম্প্রতি আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে। গত শুক্রবার দুই জনের সেই রোগের লক্ষণ হইবামাত্র আমরা উপস্থিত হইয়া আপনকার দত্ত ঔষধ পান করাইতে লাগিলাম, কিন্তু ক্রমিক রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উপশমের জন্যে যথাসাধ্য আমরা পরিশ্রম করিলেও সকলি বিফল হইল। আমাদের অধীনস্থ দশ প্রাণী উক্ত রোগদ্বারা পরকালগামী হইয়াছে। অদ্য আর এক জনের হইয়াছে, তাহারও বাঁচিবার আশা নাই। এই রূপে ক্রমিক দুঃখের উপরে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে আমি বড়ই ভাবিত আছি; তথাপি সকল ভার প্রভুতে দিয়া উপকারার্থে কেবল তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। গত রবিবার প্রাতঃকালে লোকদের উপকারার্থে নিম্নলিখিত পদ লইয়া উপদেশ করিয়াছিলাম; যিরিমিয়ের ৮ অধ্যায় ১৪, ১৫ পদের কথা, এবং উপদেশক ৭ অধ্যায় ১৩, ১৪ পদের কথা লইয়া উপদেশ করিয়াছিলাম, এবং দুই ভ্রাতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আপনি যে সকল ঔষধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক লোকের অর্থাৎ ১৫।১৬ জনের প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে। আর এই ঔষধ পান করাইলেও ১০।১২ জন পরকালে গমন করিয়াছে, তাহার কারণ এই, ঐ সকল রোগী অনেক বিলম্বে ঔষধ পাইয়াছিল; কিন্তু ঐ সকল ঔষধে অতি আশ্চর্য্য গুণ দর্শিতেছে, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

৩ পত্র।

৪ আপ্রিল।

ওলা উঠা রোগের প্রাদুর্ভাব গ্রামে অদ্যাবধি আছে। অন্য২ গ্রামে উক্ত রোগ যেমন বৃদ্ধি পাইয়া লোকদের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, আমাদের স্বর্গস্থ পিতার বড় দয়াতে আমাদের গ্রামে তদ্রূপ বৃদ্ধি পায় নাই। অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হইবে, এমন বোধ আমাদের ছিল; কিন্তু ধন্য আমাদের পিতা ঈশ্বর, কারণ আমাদের প্রাণ অদ্যাবধি জীবৎ রাখিয়াছেন। গ্রামের লোকদের প্রাণরক্ষার কর্ত্তা প্রভুর নিকটে আমাদের বিস্তর প্রার্থনা হইতেছে। প্রায় দশ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই প্রহরের পরে ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রার্থনার সভা করিতেছি। প্রায় দুই ঘন্টা পর্য্যন্ত সকলে একত্র হইলে চারি প্রার্থনা হইয়া থাকে; এবং ধর্ম্মপুস্তকহইতে এতদ্বিষয়ক পদ সকল ধরিয়া লোকদিগকে উপদেশ করিয়া থাকি, তাহাতে লোকেরা বিশেষ রূপে মনোযোগ করিতেছে; প্রায় ষাইট প্রাণির অধিক উপস্থিত হইয়া এই শুভ কর্ম্ম সমাধা করিতেছে। পূর্ব্ব পত্রে মৃত লোকদের যে সংখ্যা জানাইয়াছি, তাহা ব্যতিরেকে আর তিন প্রাণী পরকালে গমন করিয়াছে। আর আপনি যে ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পান করাইলে গ্রামের মধ্যে প্রায় দশ প্রাণী রক্ষা পাইয়াছে। তিন চারি জনের বিষয়ে অতি নৈরাশ ছিলাম, কিন্তু তাহারা প্রভুর কৃপাতে বাঁচিয়াছে।

আমাদের উপকারার্থে আপনি ও কলিঙ্গার ভ্রাতৃগণ যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে সকল ঈশ্বর গ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহা আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছি, এবং এই উপকারের জন্যে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মহাশয়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। ভ্রাতৃগণের প্রতি আমরা প্রেম সম্বলিত নমস্কার পাঠাইতেছি।

মার্চ মাসের ৩০ তারিখ বুধবার দুই প্রহরের পরে মণ্ডলীর সভা করিয়াছিলাম, তাহাতে অন্য২ কার্য্য না করিয়া যাহারা অবগাহনার্থে নাম দিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করিলাম। আমি ও মণ্ডলীর অংশিরা তাহাদিগকে বিস্তর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কএক জন উত্তম রূপে উত্তর দেওয়াতে অংশিরা বড়ই তুষ্ট হইল। আপনকার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মণ্ডলীতে গ্রাহ্য করিতে পারি না। শীঘ্র গ্রাহ্য হয়, অনেকের এমন ইচ্ছা বটে।

---

৪ পত্র।

১৮ আপ্রিল।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যে ওলা উঠা রোগের কোন উৎপাত ছিল না, পরে হঠাৎ পুনর্ব্বার উপস্থিত হওয়াতে গ্রামের চারি প্রাণী পর-

কালে গমন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জন মণ্ডলীর অংশী ছিল। কি কারণে পুনর্ব্বার আমরা এই রূপ আপদগ্রস্ত হইলাম, তাহা বলিতে পারিলাম না; বোধ করি আমাদের লোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় নিত্য ২ প্রার্থনার সভাতে মনোযোগ না করিয়া আপন ২ কর্ম্মেতে মনোযোগ করাতে ঈশ্বর আমাদিগকে পুনর্ব্বার চেতনা দিতেছেন; এমনও অনেকে বুঝিয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ কত প্রাণী পরকালে গমন করিয়াছে এবং কত প্রাণী সুস্থতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাতে মহাশয়কে জানাইতে চেষ্টা পাইব। যে সকল ঔষধ আপনি পাঠাইয়াছিলেন তাহার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ঐ সকল ঔষধ প্রায় শেষ হইয়াছে, অতএব পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, কারণ উক্ত রোগ অদ্যাবধি থামে নাই।

ঈশ্বরের বিশেষ ২ দয়ার জন্যে, বিশেষতঃ উপস্থিত আপদহইতে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্যে এক কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনার সভা গত রবিবারে সমাধা করিবার সমাচার বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখ রবিবারে দেওয়া গিয়াছিল, তাহা গত কল্য যে প্রকারে সমাধা করা গিয়াছে তাহা পশ্চাতে জানাইতেছি।

যে কএক জন অবগাহনার্থে নাম দিয়াছিল, তাহাদের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া মণ্ডলীতে গ্রাহ্য করিবার জন্যে গত শনিবার দুই প্রহরের পরে মণ্ডলীর সভা করিয়াছিলাম; কেবল ছয় জনের পরীক্ষা করিতে ২ রাত্রি হওয়াতে সভা স্থগিত হইল। উক্ত ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জন গ্রাহ্য হইয়াছে; বাকি এক জন আগামি সভা পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবেক, এই রূপ স্থির হইয়াছে।

গত দিবস প্রাতঃকালে কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনার সভা হইল। তিন গীত গান করা গেল, এবং চারি ভাই প্রার্থনা করিল; তৎকালে আমি দায়ূদের গীতের ৫০ গীত ১৫ পদের কথা লইয়া উপদেশ করিলাম। পরে যে পাঁচ জন অবগাহনের জন্যে প্রস্তুত ছিল, সকলের সাক্ষাতে তাহাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ক কতক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লূকের ১৫।১০ পদের কথা লইয়া লোকদিগকে উপদেশ করিলাম; পরে উক্ত লোকদিগকে অবগাহন করাইলাম। কালাচাঁদ মণ্ডল এক গীত গাইয়া প্রার্থনা করিলেন। বৈকালে প্রভুর ভোজনের সময়ে দায়ূদের ৫০ গীতের ৫ পদের কথা লইয়া উপদেশ করিলাম। লোকেরা ভাল রূপে মনোযোগী ছিল। আর অধিকাংশ লোকেরা উপবাস করিয়াছিল। এবং প্রভুর ভোজনের দান ব্যতিরেকে সাধারণ এক দান হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় দুই টাকা পাওয়া গিয়াছে; আর তাহা জমা না করিয়া দরিদ্র লোকদিগকে বিতরণ করিতে স্থির করা গেল; অদ্য তাহা বিতরণ করা গেল। এই রূপে ঐ দিন অতি আমোদে যাপন করা গেল।

উপদেশক।

জুন ১৮৫৩ (৭৮) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

৩ অধ্যায়। ১-২০। যোহনের ঘোষণা ও বাপ্তাইজ করণ।

(ম ৩, ১-১২। মা ১, ১-৮। যো ১, ৬-৮, ১৫।)

১-২। "অপর তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পোনেরো বৎসরকালে, যখন পন্তীয় পীলাত যিহূদা দেশের অধিপতি, ও হেরোদ গালীল প্রদেশের রাজা, ও ফিলিপ নামে তাহার ভ্রাতা যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা, এবং লুষানিয় আবিলীনী প্রদেশের রাজা, এবং হানন্ ও কিয়ফা ইহারা প্রধান যাজক ছিল, ঐ সময়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রান্তরে সিখরিয়ের পুত্র যোহনের নিকটে উপস্থিত হইল।" কোন্ সময়ে পরমেশ্বর আপন মণ্ডলীতে প্রধান ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস বাড়াইয়া দিবার এবং ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতার বিষয়ে প্রমাণ দিবার কারণ তিনি দৃঢ় করিয়া বলিয়াছেন। ধর্ম্মপুস্তকের এবং জগতের পুরাবৃত্তের কথা সর্ব্বদা মিলিত হয়। আগস্ত কৈসর প্রাণত্যাগ করিলে পর (খ্রী, প, ১৪ বৎসরে) তিবিরিয় রোমীয় সিংহাসনে আরোহণ করিল। আখিলায় পদচ্যুত হইলে পর যিহূদাদেশ সম্পূর্ণরূপে কৈসরের অধীন হইয়াছিল। তাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত পন্তীয় পীলাত যিহূদার অধিপতি। বড় হেরোদের কনিষ্ঠ পুত্র হেরোদ আন্তিপাস্ গালীল ও পেরেয়া দেশের রাজা। যিতূরিয়া ও আবিলীনী এবং ত্রাখোনীতিয়া দেশ গালীল দেশের উত্তর পূর্ব্বদিগে লীবানোন্ পর্ব্বতের নিকটে স্থিত তিনটী ক্ষুদ্র দেশ। অনেক যিহূদীয়েরা এই সময়ে তথায় বাস করিত, এই কারণ তাহাদের নামের উল্লেখ হইল। ব্যবস্থানুসারে ইস্রায়েল মণ্ডলীর কেবল এক মহাযাজক ছিল। কিন্তু লূক দুই প্রধান যাজকের নাম উল্লেখ করে। রোমীয় অধিপতি কিয়ফার শ্বশুর হাননকে পদচ্যুত করিয়াছিল, কিন্তু যিহূদীয়েরা কৈসরকে ঘৃণা করিয়া ইপরেও তাহাকে মহাযাজকের ন্যায় সমাদর করিত। (যো ১৮, ১৩। প্রে ৪, ৬) এই দুই প্রধান যাজক অবিশ্বাসি সিদূকী ছিল। এই রাজগণ

ও প্রধান যাজকেরা আপন২ ইচ্ছানুসারে জগৎ শাসন করিলেও ঈশ্বরের মহৎকর্ম্ম বারণ করিতে পারিল না। রাজাদের রাজা এবং প্রকৃত মহা-যাজক যে যীশু, তিনি এই সময়ে গুপ্তরূপে নাসরতে বাস করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার প্রকাশ হওনের সময় উপস্থিত হইতেছিল, এই জন্যে ঈশ্বর তাঁহার অগ্রগামিকে প্রেরণ করিলেন। যোহন প্রান্তরে বাস করিত। প্রান্তরে ঈশ্বরের বাক্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আজ্ঞা না দিলেন, সে পর্য্যন্ত যোহন গাব্রিয়েলের ভবিষ্যদ্বাক্য জ্ঞাত হইয়াও পুরাতন নিয়মের তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করিল না। যোহন ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইল। (যো ১, ৬) যোহনের পদ বড় কঠিন, কিন্তু ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞা সর্ব্বদা তাহার সান্ত্বনাজনক ছিল।

৩। "তাহাতে সে যর্দ্দনের নিকটস্থ দেশে (অর্থাৎ যিহূদা দেশের প্রান্তরে) আসিয়া পাপমোচনার্থক মনঃপরিবর্ত্তনসম্বন্ধীয় বাপ্তিস্মের কথা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল।" সে যিরূশালমে এবং মন্দিরের মধ্যে ঘোষণা করিত না। কেননা যে সময় লোকেরা কেবল যিরূশালম নগরে পিতার ভজনা করিবে না, এমন সময় উপস্থিত। নির্জ্জীব সাগরের নিকটস্থ প্রান্তরে যোহন বাপ্তাইজ ও ঘোষণা করিত। এই নিজ্জীব সাগরের প্রত্যেক তরঙ্গের এই ভয়ঙ্কর শব্দ আছে, যে "সিদোম ও অমোরা নিবাসি লোক পাপদ্বারা আপনাদিগকে বিনাশ করিয়াছিল, ঈশ্বর পাপের প্রতিফল তাহাদিগকে দিয়াছেন।"

"যোহনের বস্ত্র উষ্ট্রের লোমজাত, ও তাহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা, এবং তাহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু।" যোহন এলিয়ের আত্মা ও শক্তি বিশিষ্ট হইয়া তাহার ন্যায় তাবৎ প্রকার সুখভোগ অস্বীকার করিত। এলিয় লোমশ ও কটিদেশে চর্ম্মপটুকাবদ্ধ। (২ রা ১, ৮) যদ্যপি খাদ্য কি পেয় এ সকল ঈশ্বরের রাজ্যের সার নয়, (রো ১৪, ১৭) তথাপি যোহন ঐ পরিচ্ছদ ও উপবাসদ্বারা যিহূদীয়দিগকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ দিত। সম্ভ্রম ও স্বর্ণ এবং শারীরিক সুখাভিলাষের সহিত যোহনের কোন সম্পর্কই নাই। সে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া শরীরকে আপনার বশীভূত রাখিত। সংসার ও সুখভোগকে সে হেয় জ্ঞান করিত। পাপ সম্বন্ধে সে মৃত ছিল। আরব ও উত্তর আফ্রিকা দেশে পঙ্গপাল অদ্যাপি অনেক লোকদের আহার হয়। পঙ্গপালকে খাইতে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে অনুমতি দিয়াছিলেন। (লে ১১, ২১) যোহনের প্রতি তাকাইয়া প্রচারকেরা পৌলের এই কথা স্মরণ করিবে, যে "অন্ন বস্ত্র থাকিলে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।" (১ তী ৬, ৮)

যোহনের প্রচারিত বাক্য এই, "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল।" দেখ ব্যবস্থা ও সুসমাচার। স্বর্গের রাজ্য বা ঈশ্বরের রাজ্য, এই শব্দের অর্থ এই স্থলে ব্যক্ত করিতে হয়। সমস্ত পৃথিবী

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের রাজ্য আছে। কিন্তু প্রেমময় ঈশ্বর যখন ধার্ম্মিকদের অন্তরে বাস করিয়া শাসন করেন, তখন স্বর্গের রাজ্য উপস্থিত হয়। যীশুর রাজ্য স্বর্গের রাজ্য বটে, কারণ তাঁহার রাজ্যদ্বারা স্বর্গের ও পৃথিবীর মিলন হয়। নূতনীকৃত পৃথিবীতে স্বর্গ উপস্থিত হইবে। যিহোবা ইস্রায়েল বংশের রাজা ছিলেন। (গী ৮৯, ১৮। ১ শি ৮, ৭) ইস্রায়েল বংশ তাঁহার লোক এবং রাজ্য। (যা ৬, ৭। ১৯, ৬। দ্বি ৭, ৬) যিরূশালম তাঁহার বাসস্থান। (গী ১৩২, ১৩) মন্দির তাঁহার রাজধানী, এবং নিয়মের সিন্দুক তাঁহার সিংহাসন। ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের যে রাজ্য সে তাঁহার প্রকৃত রাজ্যের প্রতিচ্ছায়া। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যীশুর রাজ্য। যীশু রাজা ব্যবস্থাদ্বারা শাসন করেন না, বরং আপন অনুগ্রহদ্বারা ধার্ম্মিকদের অন্তরে থাকিয়া শাসন করেন। স্বর্গের রাজ্য উপস্থিত হইয়াছে। স্বর্গের রাজ্য দিনে২ আসিতেছে; শেষদিনের পর তাহার মহিমা প্রকাশিত হইবে। স্বর্গের রাজ্য যেন সন্নিকট হয়, এই জন্যে মন ফিরাও, এমন কথা যোহন বলে না। ঈশ্বরের রাজ্য যদি সন্নিকট হয়, তবে আমরা মন ফিরাইতে পারি। প্রথমে ঈশ্বর দেন, তাহার পর তিনি লন। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিলে আমরা অনুতাপ করিতে পারি। আপন ক্ষমতাতে কেহ মন ফিরাইতে পারে না। আপনাহইতে আমরা কাবিল ও ঈষ্করীয়োতীয় যিহূদার ন্যায় নিরাশ হইতাম। পরমেশ্বর এমন কঠিন নহেন যে যাহা বুনেন নাই, তাহাই কাটেন। মন ফিরাওন বিশ্বাসের কর্ম্ম। বিশ্বাসহীন লোক অনুতাপ করিতে পারে না। বঙ্গদেশেও স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইয়াছে। তাহাতে কি তুমি অধিকার পাইয়াছ? সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর।

"পাপমোচনার্থক মনঃপরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় বাপ্তিস্ম।" পরে যিনি উপস্থিত হইবেন তাঁহাতে অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে হইবে, ইহা বলিয়া যোহন মনঃপরিবর্ত্তন সূচক বাপ্তিস্মেতে লোকদিগকে বাপ্তাইজ করিত। (প্রে ১৯, ৪) যাহারা আপন২ পাপ স্বীকার করিল, তাহারা সে পাপের ক্ষমা পাইল। (গী ৩২, ৫)

৪-৬। "যেমন যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে লিপি আছে, যথা, প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব আছে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, এবং তাঁহার রাজপথ সমান কর; প্রত্যেক নিম্ন ভূমি উচ্চ হইবে, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত সকল নিম্ন হইবে; এবং বক্র পথ সরল হইবে, ও উচ্চ নীচ ভূমি সমান মার্গ হইবে; এবং তাবৎ প্রাণী ঈশ্বরের স্বীকৃত পরিত্রাণ দেখিবে।" যিশায়িয় (৪০, ৩-৫) এবং মালাখি (৩, ১) যোহনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছিল। মালাখির কথানুসারে যোহন ঈশ্বরের দূত। (মা ১, ২। ম ১১, ১০) যিশায়িয়ের কথানুসারে যোহন প্রান্তরে বাক্যবাদি এক জনের রব। (যো ১, ২৩) পুরাতন নিয়মের সময়ে প্রতিজ্ঞা; নূতন নিয়মের সময়ে তাহার সফলতা। যিহোবা আপন দেশে ও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া

নিজ রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহার পূর্ব্বে যোহন তাঁহার পথ প্রস্তুত করিল। যীশুর পথ প্রস্তুত করা প্রত্যেক প্রচারকের কর্ম্ম। নিম্ন ভূমি উচ্চ হইবে, অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়চিন্তাতে মগ্ন লোকেরা প্রভুর প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কাম ও লোভ পরিত্যাগ করিবে। পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত সকল নিম্ন হইবে, অর্থাৎ অহঙ্কারি লোকেরা আপন ২ অহঙ্কার ও ক্রোধ ছাড়িয়া দিবে। বক্র পথ সরল হইবে, অর্থাৎ মিথ্যাবাদী ও কপটী সত্যতা গ্রাহ্য করিবে। এমন রূপ আমরা পথ প্রস্তুত করিলে যীশু আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইবেন। "তাবৎ প্রাণী ঈশ্বরের স্বীকৃত পরিত্রাণ দেখিবে।" (যিশ ৫২, ১০) বাক্য মনুষ্যাবতার হইলেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি। (যো ১, ১৪) সকল লোকের প্রতি ঈশ্বর যীশুদ্বারা দয়া করিতে চাহেন। তুমি পাপের বিষয়ে খেদ না করিলে যীশুর দর্শন পাইবা না। তোমার কোন পাপ এমত ক্ষুদ্র নয়, যে তাহার মোচন অনাবশ্যক বলিতে পার। তোমার কোন পাপ এমত বড় নয় যে তাহার মোচন অসাধ্য বলিতে হয়।

৭। "যিরূশালম নগর নিবাসিরা ও তাবৎ যিহূদা দেশের এবং যর্দ্দন নদীর উভয় তীরস্থ লোকেরা বাহিরে যোহনের নিকটে আসিয়া আপন ২ পাপ স্বীকার পূর্ব্বক ঐ যর্দ্দনে তাহাদ্বারা বাপ্তাইজিত হইল।" অনেক ২ লোক যোহনের নিকটে গেল, কেননা মালাখির সময়াবধি ৪০০ বৎসরের মধ্যে ইস্রায়েল লোকেরা আর কোন ভবিষ্যদ্বক্তাকে দেখে নাই। ব্যবস্থার বাক্য শুনিয়া লোকেরা পাপ স্বীকার করিল। পাপ স্বীকার না করিলে পাপ বিষয়ক জ্ঞান নিষ্ফল। "ঐ যোহনদ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার নিমিত্তে যে সকল লোক বাহিরে আইল, তাহাদিগকে সে কহিল, অরে সর্পের বংশ, আগামি কোপহইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল?" যে অনেক ২ ফিরূশি ও সিদূকি লোক বাপ্তাইজিত হওনার্থে আসিয়াছিল, বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি যোহন এই ভারি কথা বলিল, অরে সর্পের বংশ। যেমন পূর্ব্বে এলিয় কর্মিল পর্ব্বতের উপরে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তেমনি এলিয়ের আত্মাবিশিষ্ট যোহন নিজীব সাগরের নিকটে যর্দ্দনের তীরে সাক্ষ্য দিল। যোহন কোন মনুষ্যকে ভয় করিল না, এবং কোন মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিল না। তাহার কোন মুখাপেক্ষা ছিল না। নিজ চক্ষুহইতে আড়কাটা ও কুটা বাহির করাতে সে ইস্রায়েলকে দোষী করিতে পারিল। সে ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক ছিল; মঙ্গল না হইলে মঙ্গল মঙ্গল বলিত না। দীপ্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া (যো ১,৮) সে আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলো করিয়া বলিত না।

ফিরূশি, এই শব্দের অর্থ অন্য লোকহইতে আপনাকে পৃথক্কারী। মাক্কাবীয় বীরগণের সময়ে ফিরূশিদের দল উঠিয়াছিল। ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা ক্ষমতাপন্ন ছিল। ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগের কথা সকল

তাহারা ঈশ্বরের কথা জ্ঞান করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিত। কিন্তু ধারাবাহিক কথাও ঈশ্বরের ব্যবস্থার ন্যায় মানিত। ইহাতে তাহারা ভ্রান্তিতে মগ্ন ছিল। ব্যবস্থার সার যে প্রেম তাহা না জানিয়া তাহারা আপন২ সুক্রিয়াদ্বারা পুণ্যবান গণিত হইতে মনে করিত। যে ইতর লোক শাস্ত্র জানে না, তাহাদের সহিত ফিরূশিদের কোন মিলন ছিল না। অহঙ্কার তাহাদের পরম পাপ। প্রায় সকলে কপটী ছিল।

সিদূকি লোকেরা সাদক নামক এক যিহূদীয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিল। তাহারা সংখ্যাতে অল্প, কিন্তু কুলীন ও ধনবান লোক ছিল। রোমীয় লোকহইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা তাহাদের বন্ধু ছিল। ধারাবাহিক কথা সকল স্পষ্টরূপে অগ্রাহ্য করিয়া সিদূকিগণ মূসার পাঁচ পুস্তক বিনা অন্য সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক অগ্রাহ্য করিত। শারীরিক সুখাভিলাষ ও সম্ভ্রম এবং সুবর্ণ তাহাদের ঈশ্বর ছিল। পুনরুত্থান নাই ও স্বর্গীয় দূত ও আত্মা নাই, এই প্রকার উপদেশ তাহারা দিত। (প্র ২৩,৮) তাহারা সকলে সাংসারিক ও অবিশ্বাসি লোক ছিল। ফিরূশি ও সিদূকিগণ পাপের নিমিত্তে খেদ না করিয়া যোহনের নিকটে গেল। কৌতুক দেখিবার জন্যে, কিম্বা যে ইতর লোক যোহনকে অতিশয় সমাদর করিত, তাহাদের মনোরঞ্জনার্থে তাহারা প্রান্তরে গেল। ফিরূশিগণ সকল লোকদের গুরু ছিল। ফিরূশিদের ও সিদূকিদের কাপট্যরূপ তাড়ী সকল ইস্রায়েল লোকেতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। লোকদের প্রতি, বিশেষতঃ ফিরূশি ও সিদূকিগণের প্রতি যোহন নির্ভয়ে বলিল, অরে সর্পের বংশ, অর্থাৎ শয়তানের বংশ। (আ ৩, ১৫। প্র, ১২, ৯। ২০, ২) যীশুও তাহাদিগকে তদ্রূপ বলিলেন, "তোমরা আপনাদের পিতা শয়তানের সন্তান, এবং সর্পের বংশ। (ম ১২, ৩৪। ২৩, ৩৩। যো ৮, ৪৪) আমরা যেন পরকালের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকি, পরিত্রাণ না পাই, ইহা সর্ব্বদা শয়তানের বাঞ্ছা। সিদূকিগণ শয়তানের প্রবঞ্চনাতে নিশ্চিন্ত থাকিত, কেননা পরকাল নাই এবং পাপের প্রতিফলও নাই, ইহা বলিয়া তাহারা ঈশ্বরের ক্রোধের ও বিচারের বিষয়ে কিছু চিন্তা করিত না। ফিরূশিগণও নিশ্চিন্ত থাকিত। যদ্যপি তাহারা শয়তানের রাজ্যের প্রজা ছিল, তথাপি স্বর্গরাজ্য পাইতে নিশ্চয় ভরসা করিত। আমরা আপন২ সুক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, কখন ক্রোধের পাত্র হইব না, ইহা ফিরূশিগণের বিশ্বাস। "অতএব মনঃপরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও, এবং আমাদের পিতা ইব্রাহীম আছেন, মনে২ এমন কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বর ইব্রাহীমের জন্যে এই২ প্রস্তরহইতে সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন।" যোহন যর্দ্দন নদীর তীরস্থ প্রস্তরের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরূশিদিগকে বলিল, যে যদি তোমরা মন না ফিরাইয়া ঈশ্বরের দয়া অবহেলা কর, তবে ঈশ্বর অনুগ্রহের নূতন পাত্র

মনোনীত করিবেন। আমরা ইব্রাহীমের সন্তান ও ঈশ্বরের মনোনীত লোক আছি; (যো ৮, ৩৩-৩৯) আমাদের বিনা ঈশ্বর আপন ক্রিয়া সাধন করিতে পারেন না, এমন অনুমান ফিরুশিদের ছিল। কিন্তু যদি তাহারা ইব্রাহীমের সন্তান হইত, তবে তাহারা ইব্রাহীমের পদচিহ্ন দিয়া গমন করিয়া তাহার সদৃশ আচরণ করিত। (যো ৮, ৩৯। রো ৪, ১২) ইব্রাহীমের প্রতি দত্ত প্রতিজ্ঞা সফল করণার্থে ঈশ্বর যেমন মৃত্তিকাহইতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তিনি প্রস্তরহইতেও ইব্রাহীমের সন্তান উৎপন্ন করিতে পারিতেন। আমি খ্রীষ্টীয়ান, সুতরাং মনোনীত পাত্র আছি, এমন বলিও না। আমরা যদি মনঃপরিবর্ত্তনের ফলে ফলবান্ না হই, তবে ঈশ্বর দেবপূজকদের প্রস্তরময় অন্তঃকরণকে ভাঙ্গিয়া তাহাদের মধ্যহইতে ইব্রাহীমের বিশ্বস্ত সন্তান উৎপন্ন করিবেন। (রো ৯, ৭, ৮। গাল ৩, ২৯।)

৯। "আর বৃক্ষের মূলে এখনও কুঠার লাগান আছে; অতএব যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।" ঈশ্বর যীশুকে প্রেরণ করিয়া ইস্রায়েলের প্রতি দয়া করিলেন, কিন্তু ইস্রায়েল ফল ধারণ করিল না, অতএব ঈশ্বরের বিচার সন্নিকট। (মাল ৩, ৫। ৪, ১) ইস্রায়েলরূপ বৃক্ষের মূলে রোমীয় লোকরূপ কুঠার লাগান ছিল। এই বৃক্ষটাকে কাটিয়া ফেল, এমন কথা যীশু আপনি শেষে বলিলেন। তাহাতে রোমীয় লোকদ্বারা অবিশ্বাসি ইস্রায়েলের বিনাশ হইল। তুমি কি উত্তম ফল ধারণ করিয়াছ? তোমার যে ফল সে কি তিক্ত বা পচা ও মন্দ? তোমার কি কোন ফল নাই, এবং পাতাও নাই? তুমি কি শুষ্ক বৃক্ষ? যীশু উত্তম ফলের অন্বেষণ করিতেছেন।

১০। "তখন লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি?" ফিরুশি ও সিদূকিগণ পাপে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যোহনকে জিজ্ঞাসিল না। কিন্তু ইতর লোকেরা আগামি কোপহইতে পলায়ন করিতে চাহিয়া এমন জিজ্ঞাসা করিল, পরিত্রাণের নিমিত্তে আমরা কি করিব? যোহনের বাক্য তাহাদের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিয়াছিল।

১১-১৪। "তাহাতে সে উত্তর করিল, যাহার দুই খান বস্ত্র আছে, সে বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে এক খান বিতরণ করুক। আর যাহার কাছে খাদ্য সামগ্রী আছে, সেও তদ্রূপ করুক। পরে করগ্রাহিরাও বপ্তাইজিত হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, আমাদের কর্ত্তব্য কি? তাহাতে সে কহিল, নিরূপিতের অধিক গ্রহণ করিও না। অনন্তর সেনাগণও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদেরই বা কর্ত্তব্য কি? তাহাতে সে বলিল, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, ও মিথ্যা অপবাদ দিও না, এবং আপনাদের বেতনে সন্তুষ্ট হইয়া থাক।" লোকেরা যোহনহইতে নূতন ও ভারি আজ্ঞা পাইতে মনে করিল, কিন্তু সে আপন সমস্ত উত্তরদ্বারা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন কর। প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস

কর, এমন উত্তর সে তাহাদিগকে দিতে পারিল না। (প্র ২, ৩৮। ১৬, ৬১) কিন্তু সে তাহাদিগকে ত্রাতার নিকটে আকর্ষণ করিতে চাহিল; কেননা লোকেরা যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহারা সেই ব্যবস্থা পালন করিতে অপারক হইয়া এবং আপনাদিগকে দীনহীন মহাপাপী জ্ঞান করিয়া ত্রাতার সমীপে পলায়ন করিয়া নূতন অন্তঃকরণ পাইবার চেষ্টাতে প্রার্থনা করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লোকদের প্রতি যোহনের কথার সার এই, যে লোভী হইও না, এবং ভ্রাতাকে আত্মতুল্য প্রেম কর। লোভ সকল পাপের মূল। লোভ যিহূদীয় লোকদের মহাপাপ ছিল। লোভ ত্যাগ না করিলে তোমার প্রার্থনা ও ঘোষণা করা সকলই নিষ্ফল। লোভরূপ যে সূত্র বা শৃঙ্খলদ্বারা শয়তান তোমাকে বন্ধন করিয়া রাখে, তাহা বিশ্বাসপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া ফেল; তাহাতে তুমি প্রেমেতে দান বিতরণ করিতে পারিবা। এক খান বস্ত্র এবং খাদ্য সামগ্রী দেওয়াতে কিম্বা অন্য সুক্রিয়া করাতে মনুষ্য পুণ্যবান হয়, ইহা যোহনের উপদেশ নয়। যদ্যপি করসঞ্চয়কারি ও সেনাগণের পদে অনেক পরীক্ষা ছিল, তথাপি যোহন স্বপদ ত্যাগ করিতে তাহাদিগকে বারণ করিল। পাপ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক স্বপদে বিশ্বস্ত হও, এমন যোহনের সুপরামর্শ।

১৫। "অপর লোকেরা অপেক্ষাতে থাকাতে, ইনি কি অভিষিক্ত ত্রাতা? যোহনের বিষয়ে সকলে ইহা মনে ২ আন্দোলন করিতে লাগিল।" যোহনের কথা নিষ্ফল ছিল না। সে কোন অদ্ভুত ক্রিয়া না করিলেও আপন বাক্যদ্বারা লোকদিগকে এমত জাগাইয়াছিল, যে তাহাদের এই বোধ হইল, যোহন অভিষিক্তত্রাতা আছেন। যোহনের উপদেশদ্বারা খ্রীষ্ট লোকদের অন্তঃকরণের দ্বারে আঘাত করিলেন বটে; কিন্তু যোহন পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞান দিলেও পরিত্রাণকর্ত্তা ছিল না। ত্রাণের বিষয়ে ঐ লোকদের অল্প জ্ঞান ছিল, কেননা যোহনের উপদেশদ্বারা যাহা ২ মনে স্থির করিয়াছিল, তাহার উপরে তাহারা নির্ভর করিত। তথাপি ফিরুশিগণ অপেক্ষা অভিষিক্ত ত্রাতার বিষয়ে এই ইতর লোকদের অধিক জ্ঞান ছিল। ফিরুশি লোক ক্ষমতাপন্ন ও মহিমান্বিত ত্রাতার অপেক্ষাতে থাকিল। কিন্তু কোন সাংসারিক মহিমা না দেখিলেও ঐ ইতর লোক দরিদ্র যোহনকে খ্রীষ্ট জ্ঞান করিত। রোমান্ কাথলিক মণ্ডলী অদ্যাবধি যোহনকে খ্রীষ্ট জ্ঞান করে, কেননা প্রেমের ক্রিয়াদ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান্ গণিত হয়, ঐ মণ্ডলীর এই উপদেশ আছে। তুমি যদি নিজ অনুতাপ ও ক্রিয়ার উপরে নির্ভর রাখিয়া বিবাহবস্ত্র গ্রহণ না কর, তবে যোহন তোমার খ্রীষ্ট আছে, যীশু তোমার ত্রাতা নন।

১৬। "যোহন সকলকে কহিল, আমি তোমাদিগকে জলেতে বাপ্তাইজ্ করিতেছি বটে, কিন্তু (যাঁহার পাদুকা বহিবার এবং নত হইয়া) যাঁহার

পাদুকার বন্ধন খুলিতে আমি যোগ্য নহি, আমাহইতে শক্তিমান এমন *এক ব্যক্তি আসিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে* বাপ্তাইজ করিবেন।" যোহনের বিষয়ে গাব্রিয়েল কহিয়াছিল, যথা, পরমেশ্বরের গোচরে সে মহান্ গণিত হইবে। যোহন তাঁহার সেবা করিতে আপনাকে অযোগ্য জানিয়া নম্রতাদ্বারা মহান্ ছিল। নম্রতা প্রচারকদের ভূষণ। তাঁহার বিষয়ে যোহন বলে, "আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন।" (মাল ৩, ১। যিশ ৪০, ১০) যোহন এবং ঈশ্বরের তাবৎ প্রেরিতহইতে যীশু গুরুতর বটেন; যেহেতুক পুনর্জন্ম আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, কেবল এই জ্ঞান আমরা পাপিদিগকে দিতে পারি। কিন্তু যীশু পাপির পুনর্জন্ম সিদ্ধ করেন। যোহন মনঃপরিবর্ত্তনসূচক বাপ্তিস্মেতে লোকদিগকে জলেতে বাপ্তাইজ করিত, কিন্তু যীশু পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ করেন। ধাতুর বাহ্য মলাকে জলদ্বারা পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু অন্তরস্থ মলাকে অগ্নি বিনা পরিষ্কার করা যায় না। যীশুর বাপ্তিস্মদ্বারা পবিত্র আত্মা অগ্নির ন্যায় লোকদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করেন, যেন তাহারা অধর্ম্ম ও সাংসারিক অভিলাষ ত্যাগ করিতে পারে। পঞ্চাশত্তমী নামক দিনে যীশু শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মাকে ঢালিলেন। তৎকালে অগ্নিরূপ বিভক্ত জিহ্বা প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতিজনের মস্তকে স্থগিত হইয়া থাকিল। (প্রে ২, ৩) পবিত্র আত্মা অগ্নিস্বরূপ আছেন, তাহা সকল বিশ্বাসি লোক টের পায়। কেননা যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত হয়, তাহারা প্রতিদিন কামাভিলাষের সহিত ইন্দ্রিয়কে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া দিনে২ মরিতেছে। দুঃখরূপ অগ্নিতে যীশু আমাদিগকে পাপহইতে পরিষ্কার করেন। লেবির সন্তানদিগকে ঈশ্বর স্বর্ণ ও রূপার ন্যায় পরিষ্কার করিবেন। (মাল ৩, ৩,) *যীশু আপনি নিজ দুঃখভোগ ও মৃত্যুকে একটা বাপ্তিস্ম করিয়া বলিয়াছেন।* (ম ২০, ২২। ২৩ লূ ১২, ৫০) আমাদের প্রতি দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রেমেতে পূর্ণ হয়। (রো ৫, ৫) যীশুর প্রতি যে প্রেম আমাদের আছে, সেই প্রেমেতে আমাদের অহঙ্কার ও কাম এবং লোভ দগ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা যীশুর প্রেমরূপ অগ্নিকে অবহেলা করিয়া পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে আপনাদিগকে উৎসর্গ না করে, তাহাদের ভাগ্যে নরকের অগ্নি হইবে, তাহাতে প্রভুর মণ্ডলী পরিষ্কৃত হইবে। (যোহনের শিষ্যগণ যোহনদ্বারা বাপ্তাইজিত হইলেও পুনর্ব্বার বাপ্তাইজিত হইল, (প্রে ১৯, ৫) কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা যীশুর প্রেরিত, তাহারা পবিত্র আত্মাদ্বারা এবং যীশুর বাক্যদ্বারা পরিষ্কৃত হওয়াতে পুনর্ব্বার বাপ্তাইজিত হইল না।)

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

পূর্ণচন্দ্রেতেও ছায়াবৃত স্থান দেখা যায়। কো-থাব্র-য়ু অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট লোক ছিলেন না; তাহাতে আর বার তিনি অধিক বয়স হইলে শিক্ষা করণে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং মণ্ডলীস্থ অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা অল্প দিনের মধ্যে আপনাদের শিক্ষকাপেক্ষায় যে অধিক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিল, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এই হেতু তিনি তাহাদের সমভিব্যাহারে যে কার্য্য করিতেন, তাহা লোকেরা সমাদর পূর্ব্বক বড় একটা গ্রাহ্য করিত না। তিনি অত্যাশ্চর্য্য রূপে পরের পথ প্রস্তুত করণার্থে ঈশ্বরকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছিলেন। তিনি বা মিশনরিরা বিশেষ লক্ষ্য অথবা চেষ্টা না করিলেও ক্রমে২ টাবয় ও মৌলমীন ও রঙ্গুণ ও আরাকান ইত্যাদি প্রদেশের মধ্যে তিনি স্বজাতীয় লোকদের নিকটে সুসমাচারের প্রথম প্রচারক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সুবিচার বিদিত করণার্থে এ কথা লেখা অতি কর্ত্তব্য যে তিনি স্বয়ং যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহারও উত্তমতা স্বীকার করিতেন। তিনি যে সময়ে টাবয় প্রদেশে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হয়। যখন লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পুত্রের কি নাম রাখিবা? তখন তিনি উত্তর করিলেন, তাহার নাম যূষফ রাখিব। ইহা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কেননা তাহারা অনুমান করিয়াছিল, যে ইনি পুত্রের নাম হয় সুবর্ণপুষ্প কিম্বা পীতপক্ষী নতুবা রূপ্যময় কটি অথবা ঈদৃশ সুশ্রাব্য অন্য কোন নাম রাখিবেন। এ দেশের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান পিতা আপন সন্তানের এই প্রথম বার খ্রীষ্টীয়ান নাম দিলেন। রঙ্গুণে অবস্থিতির সময়ে কো-থা-বিয়ুর সহিত যে এক ভ্রাতার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, তিনি এই কথা লেখেন, তাঁহার পুত্র যেন কারেণ লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করে, এই ইচ্ছাকে তিনি সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওনাবধি বারম্বার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কারেণ ও বর্ম্মা ভাষাদ্বারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহা যেন তাঁহার পুত্র উপার্জ্জন করে, তদর্থে তাঁহার একান্ত বাঞ্ছা ছিল, যেন তাঁহার সন্তান ঐ দুই ভাষার সহিত ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা করে। ফলতঃ তিনি আপনার

বিদ্যাহীনতার দোষ বুঝাতে তাঁহার পুত্র ও তাঁহার পালিত দুই বালক দেশীয় সাধারণ বালকাপেক্ষা অধিক সুশিক্ষিত হয়, ইহা তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল। দেবপূজকপূর্ণ সকল দেশে সত্য জ্ঞান ব্যাপনের এই এক প্রধান প্রতিবন্ধক, যে ধর্ম্মের প্রতি যেমন, তদ্রূপ বিদ্যার প্রতি তাহাদের অত্যন্ত অমনোযোগিতা। কো-থা-বিয়ু এই জ্ঞানের মূল্য সম্পূর্ণ রূপে অবধারণ করিতে পারক ছিলেন না; তথাপি কিঞ্চিৎ২ কিরণ প্রাপ্ত হইয়া বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, যে শিক্ষকেরা ও আর২ বিদেশীয়েরা ও তাহাদের মধ্যে যাহাদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মের কণামাত্র নাই, তাহারাও সাংসারিক বিষয়ে দেশীয় লোকাপেক্ষা বহুগুণে জ্ঞানবান। ইহা বর্ম্মা ও কারেণ লোকেরা কদাপি স্বীকার করে না। এ কথা সত্য বটে যে তাহারা বিদেশীয়দের বুদ্ধির কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হয়, কিন্তু তাহারা সেই কল কৌশল শিক্ষা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ইচ্ছা করে না।

কো-থা-বিয়ুর বাল্যাবধি অতি রাগান্বিত স্বভাব ছিল। তিনি সুসমাচারের শক্তির অধীন হইলেও মধ্যে২ তাঁহার সেই কুস্বভাবের চিহ্ন প্রকাশ পাইত। যাহারা খ্রীষ্টীয় লোকদের মধ্যে জন্ম পাইয়া সভ্য জনদ্বারা সুশিক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের দোষের সহিত কো-থা-বিয়ুর দোষের তুলনা দেওয়া উচিত নয়। কো-থা-বিয়ু যৌবনাবস্থাতে ঘৃণ্যকর্ম্মেতে কাল হরণ করিয়াছিলেন, এই হেতু পশ্চাৎও রাগবশে অনেক বার এমন২ বিষয়ের উক্তি করিতেন, যাহা অন্যের মুখহইতে নির্গত হইলে ভারি দোষের বিষয় বলিতে হয়।

---

৫ অধ্যায়।

১৮৩৩ শালের আরম্ভে কো-থা-বিয়ু টাবয়হইতে মৌলমীনে প্রস্থান করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া অনতি বিলম্বে স্বজাতীয় লোকদিগের নিকটে সুসমাচার প্রচার করণে প্রবৃত্ত হয়েন। মেং বেনেট্ ফেব্রুয়ারি মাসে এই কথা লেখেন, "শুক্ল কেশ বিশিষ্ট কএক সম্ভ্রান্ত প্রাচীন কারেণ লোক আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। কো-থা-বিয়ু টাবয় প্রদেশহইতে অল্প ক্ষণ হইল প্রত্যাগত হইয়া কিঞ্চিৎমাত্র বিশ্রাম না করিয়া তাঁহাদিগকে সুসমা-

চারের বহুমূল্য সত্যতারূপ ধন দানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বৃদ্ধেরা অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরকে অজ্ঞাত হইয়া আপনাদের জীবনকাল প্রায় শেষ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা জীবনকালের একাদশ ঘটিকার সময়ে ত্রাণকর্ত্তার বহুমূল্য মেষালয়ে আনীত হইতেও পারেন। এবং কো-থা-বিয়ুর ভার্য্যার কুটুম্বিনী এক অতি প্রাচীনা স্ত্রীর আত্মীয় লোকেরা, এই বুড়ীহইতে আমাদের নিয়ত কেবল ক্লেশ ঘটিতেছে, এই বিবেচনায় তাহাকে তাড়না করাতে সে আসিয়া কো-থা-বিয়ুর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছে। এ প্রাচীনার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর, আপনার প্রতিপালনার্থে কর্ম্ম করিতে অসমর্থ। হায়, এই দেশে নিষ্ঠুর দেবপূজক লোক কর্তৃক অনেকেই এই রূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এই বৃদ্ধা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক সুসমাচারের কথা শ্রবণ করিতেছে, এবং বোধ হয় তাহাতে ইহার ভক্তি জন্মিয়াছে। ভরসা করি ইনি অল্প দিনের মধ্যে গৌরবযুক্ত পুনরুত্থানের আশাতে প্রভু যীশুর শিষ্যত্ব প্রকাশরূপে স্বীকার করিবেন।"

সে যাহা হউক কো-থা-বিয়ু মৌলমীনে বিস্তর দিন থাকিলেন না। মেং বেনেট্ লেখেন যে "১৮৩৩ শালের বসন্ত কালে কো-থা-বিয়ু আমার সমভিব্যাহারে রঙ্গুণে যান। সে কাল পর্য্যন্ত প্রকৃত বর্ম্মা দেশস্থ কারেণ লোকেরা সুসমাচার কখন শুনিতে পায় নাই, কেননা দেশীয় কি বিদেশীয় কোন উপদেশক তাহাদের নিকটে এক বার যান নাই। ফলতঃ তাহাদের ভাষা যে লিপিবদ্ধ, ও সেই ভাষাতে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিল না, আর তাহাদের জাতীয় অনেক ব্যক্তি যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও তাহারা এক বারও শুনিতে পায় নাই।

"রঙ্গুণে উপনীত হওনের দুই দিবস পরে তিনি নিজ পরিজনকে শিক্ষকদের নিকটে সমর্পণ করিয়া, ও পথ দেখাইবার নিমিত্তে এক জন বর্ম্মা শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গুণের নিকটস্থ কারেণদের গ্রামে গমনোদ্যত হয়েন। তথায় স্বজাতীয় লোকদের পারমার্থিক মঙ্গলার্থে তাঁহার পরিশ্রম ও নিবেদন ও চেষ্টা বিফল হয় নাই; পরন্তু অল্প দিনের মধ্যে তৎফল দৃষ্ট হইতে লাগিল, ফলতঃ ধর্ম্মান্বেষিদের সংখ্যা দিনেং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"

এপ্রিল মাসে নিজ দৈনিক বিবরণ পুস্তকে মেং বেনেট্ এই রূপ লেখেন, "কো-থা-বিয়ু নামক কারেণ প্রচারক, যিনি আমাদের চন্ত-

স্পার্শস্থ অরণ্যে ছিন্ন ভিন্ন কারেণ লোকদিগকে অন্বেষণ ও তাহা-দের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে আমাদের সঙ্গে কএক প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি অদ্য প্রাতে আপনার ভার্য্যা ও সন্তানকে আমাদের নিকটে রাখিয়া, ও স্বকীয় যষ্টি ধারণ ও এক জন বর্ম্মা শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া কারেণদের গ্রামে প্রস্থান করিলেন।"

তাঁহার দিগ্‌ভ্রমণের বিবরণ মে মাসের পত্রিকাতে এই রূপ লিখিত হইয়াছে, "কো-থা-বিয়ু এবার সাত খানা গ্রাম ভ্রমণ ও তত্রস্থ লোকদের নিকটে দেড় শত পুস্তক বিতরণ করিয়া অদ্য প্রাতঃ-কালে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি উৎসাহ পূর্ব্বক এই সমাচার দেন, আমি স্বজাতীয় কারেণ লোকদের নিকটে গিয়াছিলাম, তাহারা আমার প্রচারিত বাক্য প্রথমতঃ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল না, কিন্তু তাহাদের নিকটে আমার গমনের অভি-প্রায় ধীরে২ কহিবাতে তাহারা ক্রমে২ আমার কথায় মনোযোগ করিল। ফলতঃ তাহারা বলিল, যদি এই নূতন ভাষা আমাদের পক্ষে উপকারজনক হয়, ও তন্মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা না থাকে, তবে আমরা অল্প দিন পরে তাহাতে অবশ্য মনোনিবেশ করিব। এ বিষয়ে আমরা কেবল রাজাকে অত্যন্ত ভয় করি।"

অল্প দিন পরে মেং বেনেট্ লেখেন, "কো-থা-বিয়ু অদ্য পুনরায় স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে গেলেন। তাহারা যেন তাঁ-হার কথায় মনোযোগ করিয়া অনন্ত পরমায়ুদায়ক বাক্য গ্রহণ করে, এতদর্থে আমরা ঈশ্বরের নিকটে একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি।"

ঐ মাসের শেষে তিনি পুনরাগমন করিয়া সম্বাদ দিলে মেং বেনেট এই রূপ লেখেন, "কো-থা-বিয়ু মাসাধিক কারেণদের মধ্যে থাকিয়া আপনার এক ভ্রাতৃপুত্রকে সঙ্গে করিয়া অদ্য উপ-স্থিত হইলেন। ঐ যুবাকে ভদ্র সন্তানের মত দেখায়। এবং দূর স্থানে বাসকারি আর এক জন শিষ্য অদ্য এক জন কারেণজাতীয় ধর্ম্মান্বেষিকে সঙ্গে করিয়া আইলেন। সেই অঞ্চলস্থ লোকদের মধ্যে এ ব্যক্তি প্রথম ধর্ম্মান্বেষী। কো-থা-বিয়ু পূর্ব্বে তাহাকে কখন দেখেন নাই। তাহাকেও অতি ভাল মানুষ বোধ হয়। সত্য ধর্ম্ম অবগত হওনার্থে তাহাকে অতি ব্যগ্রচিত্ত দেখিতে পাই। এই ব্যক্তি বর্ম্মা ভাষা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত থাকিলেও কো-থা-বিয়ু তা-হার সহিত নিজ ভাষায় কথোপকথন ও তাহাকে ত্রাণকর্ত্তার

আশ্চর্য্য প্রেমের কথা অবগত করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার সাম্প্রতিক দিগ্ ভ্রমণ কালে তিনি ধর্ম্ম বিষয়ক দুই শত পুস্তক বিতরণ, ও যাহারা পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবগত ছিল না, এমন কতক লোককে সুসমাচার দান করেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করণার্থে তিনি কক্ষ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া কএক নদী পার হন, এবং বর্ষা প্রযুক্ত জল কর্দ্দম পূর্ণ খাল ও গর্ত্তও তাঁহাকে পার হইতে হইয়াছিল। তাঁহার দিগ্ ভ্রমণের সমাচার মধ্যে তিনি এই মনোযোগ যোগ্য বিবরণ অতি উৎসাহ পূর্ব্বক বলেন, আমার জাতীয় লোকদের মধ্যে যাহারা বৌদ্ধ মতাবলম্বী, তাহারা আমার ঘোষণার বাধা জন্মাইয়াছিল; কিন্তু যাহারা সেই মতস্থ নয়, তাহারা প্রায় সকলে আপনাদের সাহসানুসারে আমার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিল। কেননা পাছে বর্ম্মা শাসনকর্ত্তারা সমাচার পাইয়া তাহাদের প্রতি কোপান্বিত হন, এই ভয় তাহাদের ছিল। ঐ অঞ্চলস্থ যে গ্রামের শাসনকর্তৃত্বপদে আমার ভ্রাতা নিযুক্ত আছেন, তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের কএক ব্যক্তিকে পুস্তক পাঠ শিক্ষা করিতে অতিশয় বাঞ্ছিত দেখিলাম। আমরা যদি কেহ ২ তাহাদের গ্রামে মাসেক থাকিয়া তাহাদিগকে পাঠ করিতে শিখাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহাতে বিস্তর ফল দর্শিতে পারে। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে যদি কেবল তিন জন প্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করে, তবে ঐ অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম্ম অতি শীঘ্র ব্যাপিতে পারে, এমন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। এই কার্য্য প্রভুর, অতএব তাহা অবশ্য বৃদ্ধি পাইবে।”

জুলাই মাসে মেং বেনেটের সহিত যে এক জন ধর্ম্মান্বেষী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তাহার বিবরণ এই রূপ লিখিত হইয়াছে, “আর এক জন ধর্ম্মান্বেষী আমাদের নিকটে অদ্য উপস্থিত হইয়াছে, সে থামিং গ্রামে বাস করে। কো-থা-বিয়ু পর্য্যটন কালে তাহাকে যে এক খানি পুস্তক দিয়াছিলেন, সে তাহা পাঠ করিয়া তন্মর্ম্ম অতি ভাল বোধ করাতে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সিদ্ধ পরিত্রাণের পথ বিষয়ক অধিক দীপ্তি প্রাপ্ত্যর্থে আসিয়াছে। পথ সকল এমন মন্দ যে নগরে আগমন করা অতি দুষ্কর।”

তাহার দশ দিবস পরে কো-থা-বিয়ু মৌবীতে বর্ষাকাল যাপন করণার্থে রঙ্গুণহইতে প্রস্থান করেন। মেং বেনেট্ বলেন, “কো-থা-বিয়ু কারেণদের বাসস্থান অরণ্যে গমনার্থে তিন শত পুস্তক

লইয়া অদ্য এ স্থানহইতে যাত্রা করিলেন। বৃষ্টি প্রযুক্ত দেশ ভ্রমণ করা প্রায় অসাধ্য, এই হেতুক তিনি মৌবী স্থানস্থ তাঁহার জাতীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেওনের অনুমতি পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে তাহারা কারেণ ভাষা শিক্ষা করণার্থে অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে।"

আক্টোবর মাসে বর্ষার শেষে কো-থা-বিয়ুর পরিশ্রমের ফল ধরিবার উপক্রম দেখিয়া মেং বেনেট্ মেং জৎসনকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করণার্থে পশ্চাল্লিখিত এই দুই পত্র লেখেন।

রঙ্গুণ ১৮৩৩ শালের ২৮ আক্‌টোবর।

"প্রিয় ভ্রাতা জৎসন। আমাদের দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে সাহায্য প্রাপণাশাতে আমরা আপনকাকে পত্র লিখিতেছি। কএক দিবসাবধি আমাদের গৃহ ও কো-থা-বিয়ুর ক্ষুদ্র ঘর ধর্ম্মজিজ্ঞাসু কারেণ লোকেতে পরিপূর্ণ হইতেছে। ফলতঃ নিজ ভার্য্যার পীড়া প্রযুক্ত কো-থা-বিয়ু ইচ্ছানুসারে যেমন দেশ পর্য্যটনে যাইতে পারিতেছেন না, তেমনি ডালা ও লিইং ও মৌবী ও ক্যাদানাদি নানা স্থানহইতে কারেণ জাতীয় স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা ঝাঁকে২ আমাদের বাটীতে আসিতেছে, ও প্রভু যীশুর বিষয়ে অতি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে। এক জন প্রধান লোক বিধিমতে আমার ও মণ্ডলীস্থ লোকের নিকটে, এবং অন্যান্য অনেকেই কো-থাহা ও কো-থা-বিয়ুর নিকটে অবগাহনের ইচ্ছা নিবেদন করিতেছে। ইহারা সকলে স্কুলের নিমিত্তে বড়ই ব্যগ্র হইয়াছে। এবং কেহ যদি ইহাদের গ্রামে গিয়া ইহাদিগকে শিক্ষা দিতে অঙ্গীকার করে, তবে ইহারা ঘোষণা ঘর ও স্কুল গৃহ প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত আছে। ইহাদের অনেকেই ইতি পূর্ব্বে প্রভুর দিন পালন ও আমাদের দত্ত পুস্তক পাঠ ও সাধ্যানুসারে পরস্পর উপদেশ দান ইত্যাদি সৎকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা প্রতি দিন ট্রাক্ট পাঠ করে, ও প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে সকলে একত্র হইয়া গান ও স্বর্গাধিপতি পরমেশ্বরের সন্নিধানে প্রার্থনা করে। কেবল পরিবারের কর্ত্তারা এই রূপ করেন তাহা নয়, তাঁহারা স্ব২ সন্তানগণকেও শিক্ষা দেন। ইহাদের কথাদ্বারা প্রকাশ পায় যে ইহারা মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছে, এবং নিজ২ বোধানুসারে ধর্ম্মপুস্তকের বিধ্যনুযায়ি আচার ব্যবহার করিয়া থাকে।

"এখন আমরা কি করি? সহস্র২ লোকের মধ্যে কো-থা-বিয়ু এক

মাত্র উপদেশক। তিনি এক কালে সুসমাচার প্রচার করিতে ও স্বজাতীয় ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণার্থে লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন না। বাসীনে গমনার্থে এক জন, এবং প্রোমে ও তদঞ্চলস্থ নদীর তীরে ঘোষণা করণার্থে এক জন, আর মৌবীতে ও তন্নিকটস্থ স্থানে পুরাতন পেগু নগর পর্য্যন্ত যাওনার্থে এক জন, এই কএক প্রচারক চাহি, এবং তৎসংখ্যক শিক্ষকেরও বড়ই প্রয়োজন আছে। হে ভ্রাতঃ এতদ্বিষয়ে আমাদের কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারেন? যদি পারেন, তবে খ্রীষ্টও তাঁহার ধর্ম্মানুরোধে তাহা করুন। কো-থা-বিয়ু অতি অল্প দিনের মধ্যে বহির্গমন করিয়া কোনং কার্য্য সাধন করিতে পারিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে একাকী পারিবেন না। ধর্ম্ম বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে; আর আমাকে যদি কেহ বাতুল না বলে, তবে আমি বলিতে পারি যে অতিশয় বৃষ্টি আসিতেছে। আহা, ইংরাজদের অধীন প্রদেশে যেমন, এই প্রদেশেও তেমনি অবাধে ও স্বচ্ছন্দে কারেণ লোকদের মধ্যে যাইতে যদি আমাদের সাধ্য হইত, তবে শতং লোক প্রভুর নাম স্বীকার পূর্ব্বক মণ্ডলীভুক্ত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি অনুমান করি যে ইংরাজদের অধীন প্রদেশস্থ কারেণ লোকাপেক্ষায় এতদ্দেশস্থ কারেণেরা শ্রেষ্ঠ। আর ইহাদিগকে যদি সংগ্রহ করিয়া সভ্য ও খ্রীষ্টীয় মতাবলম্বী করা যাইতে পারে, তবে ইহারা প্রিয় জাতি হইতে পারে। কখন্ এমন সুখদায়ক সময় উপস্থিত হইবে? হে ঈশ্বর, নিজ সুসময়ে ঐ সময় ত্বরায় আনয়ন কর।"*

রঙ্গুণ ১৮৩৩ শাল তারিখ ১১ নবেম্বর।

"প্রিয় ভ্রাতা জৎসন। নানা কার্য্যবশতঃ আমার অবকাশ না থাকাতে আপনকাকে এখানকার সমস্ত সমাচার বিস্তার ক্রমে লিখিতে

---

* ১৮৫২ শালের যুদ্ধদ্বারা এই প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে. ফলতঃ ঐ প্রদেশ ইংরাজদের অধীন হইয়াছে। এমন জনশ্রুতি আছে, যে তদ্দেশস্থ কারেণ জাতীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা বর্ম্মাদিগের ভয়ানক দৌরাত্ম্য অসহ্য বোধ করাতে তাহাদের অধীনতাহইতে রক্ষা পাইবার ও ইংরাজদের প্রজা হইবার নিমিত্তে পোনেরো বৎসরাবধি নিত্য ২ প্রার্থনা করিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে বর্ম্মাদেশীয় লোকেরা সেই খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে অনেককে খড়্গাঘাতে, এবং অনেককে শূলে কিম্বা ক্রুশে দেওনদ্বারা বধ করিয়াছিল। বিশেষতঃ কোন ২ গ্রামের পুরুষদিগকে সৈন্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের পরিবারাদি সকলকে বারুদে পরিপূর্ণ কোন গৃহে একত্র রাখিয়া বলিত, পুরুষেরা যদি ইংরাজদের সপক্ষ হয়, তবে আমরা এই বারুদে অগ্নি দিয়া এই বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে একেবারে আকাশে উড়াইয়া দিয়া নষ্ট করিব। ইংরাজেরা জয়ী হইয়া

পারিলাম না। কেবল সংক্ষেপে জ্ঞাত করি, কল্য চারি জন কারেণ লোক অবগাহিত হইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিগোচর সুপক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রহইতে ইহাদিগকে প্রথম আটিস্বরূপে প্রাপ্ত হইলাম জানিবা। আমরা সাহায্য চাহি, এবং আমাদের আরো বিশেষ বিশ্বাসের ও ধৈর্য্যের ও ধর্ম্মনিষ্ঠার ও ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বভাবরূপ স্বভাবের প্রয়োজন আছে। আপনারা আমাদের নিমিত্তে ও জীবন রূপ খাদ্য অপেক্ষাকারি কারেণ লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিবেন। তাহারা যতোধিক প্রভু যীশু ও স্বর্গের পথ বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছে, ততই তাহাদের চক্ষু প্রসন্ন হইতেছে। ইহারা এক্ষণে আমাদের নিকটে অল্প সংখ্যক, অর্থাৎ পঞ্চাশ ও ষষ্টি জন ক্রমে আসিতেছে বটে; কিন্তু ইহারা বলিতেছে, যে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ধান্য সংগৃহীত হইলে পর আমরা স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন সঙ্গে করিয়া আসিব; তাহারা সকলেই সুসমাচারের কথা শ্রবণ করিতে ভাল বাসে। আমাদের প্রতিবাসিদের অনেকেও আসিবে, এবং তাহাদের কেহ২ বলে, যে আমরা গেলে আমরা অবগাহিত হইতে নিবেদন করিব। যাহারা অল্প ক্ষণ হইল আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের সকলকে পরীক্ষা করিলে প্রায় সকলকে প্রভু যীশুর প্রকৃত ভক্ত বোধ হইল। কেবল দুই এক জনকে প্রকৃত নাস্তিক জানা গেল। বিশেষতঃ তাহাদের এক জন বলিল, ঈশ্বর ও স্বর্গ ও নরক যে আছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

"যদি তাড়নাকে পরীক্ষার্থক কষ্টিপ্রস্তর বলা যায়, তবে কারেণদের মধ্যে প্রভুর প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি। কারণ ভূতরাজ অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া নিজ সৈন্যসামন্ত রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে। যুদ্ধে কি হয়, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। পরন্তু যাহারা কল্য অবগাহিত হইয়াছে, তাহারা বলিতেছে যে যদি ঊনজী (বিচারকর্ত্তা) আমাদের মস্তক ছেদনার্থে রাজাজ্ঞা প্রকাশ করে, তবে সে আমাদিগকে বধ করে করুক। আমরা প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করিয়াছি, ইহা প্রকাশ করিব। আর আমরা যদি হত হই, তবে তাহাতেই বা কি ক্ষতি? আমরা মরণান্তে

সেই দেশ হস্তগত করাতে এই দুঃখি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যে আনন্দ পাইয়াছে, তাহার বর্ণনা করা যায় না।

প্রভু যীশুর সুখধামে গিয়া পরমানন্দে সুখ ভোগ করিব। আমার যদি প্রচুর অবকাশ থাকিত, তবে আমি এই অরণ্যের অমায়িক সন্তানদের বিষয়ে এই রূপ অনেক মনোহর বিবরণ লিখিতে পারিতাম। এ স্থলে কেবল একটী বৃত্তান্ত লিখিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইতে পারে। কারেণ লোকদের মধ্যে অ ত সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, যে আমি পূর্ব্বে বড় মাতাল ছিলাম, কিন্তু এ ছয় মাস অর্থাৎ কো-থা-বিয়ুর প্রমুখাৎ প্রথমে সুসমাচার শ্রবণ করণাবধি বিন্দুমাত্র মদিরা পান করি নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সত্য ইহা আমি বিশ্বাস করি। অল্প দিন পরে আমি আসিয়া অবগাহিত হইব। শুনিতে পাই, এই ব্যক্তিকে অনেকে ভয় ও মান্য করে। সে যাহা হউক, এখানকার কারেণেরা কেহ২ অল্প কেহ বা অধিক, সকলেই বর্ম্মাভাষা জানে, এই হেতু আমরা এই ভাষাতে তাহাদের পরীক্ষা করিয়া থাকি, কেননা দ্বিভাষাবাদিদ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করণাপেক্ষা আমাদের স্বয়ং কথোপকথন ভাল। আমরা ব্রহ্মভাষাজ্ঞ কএক কারেণ যুবাকে মোলমীনে গিয়া কারেণ ভাষার পাঠাভ্যাস করিতে, ও প্রত্যাগমনের পর স্বজাতীয় লোকদিগকে তাহা শিখাইতে পরামর্শ দিয়াছি। আমি ভরসা করি, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের কেহ২ তথায় যাইবে। যদি তাহাদের ধান্য সংগৃহীত হইত, তবে তাহারা এখনই যাইত; কিন্তু তাহা না হওয়াতে তাহাদিগকে কিছু দিন বিলম্ব করিতে হইল। ফলতঃ তাহারা যাইবে; আর যদি যায়, তবে তাহারা তথায় যে২ বিষয় দেখিবে ও শুনিবে এবং শিখিবে, তদ্দ্বারা স্বদেশীয় লোকদের বিস্তর উপকার করিতে পারিবে। কল্য প্রাতঃকালীন ঈশ্বরারাধনার সময়ে ত্রিশ জন উপস্থিত ছিল; ভজনার পর পরীক্ষাদ্বারা চারি জনকে গ্রাহ্য করা গেলে কো-থা-বিয়ু তাহাদিগকে রাজার পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া অবগাহিত করিলেন।”

মেং বেনেট্ অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে কো-থা-বিয়ুর পারিশ্রমের ও কৃতকার্য্যতার এই কথা লিখিয়াছিলেন, “মোবী গ্রাম নিবাসী এক জন কারেণ লোক আসিয়া বলিল, অদ্য তিন দিবস আম নগরে আসিয়াছি, কিন্তু ইতি মধ্যে আপনকাদের বাটীর তত্ত্ব পাই নাই। এই ব্যক্তি আমাদের নিকটে অল্প ক্ষণ থাকিয়া বলিল, আমি এক্ষণে যাই, ত্বরায় পুনর্ব্বার আসিব।

“যে কারেণ ব্যক্তির বিষয়ে আমি কল্য উল্লেখ করিয়াছি, সে আ-

পনার এক জন প্রতিবাসিকে সঙ্গে করিয়া অদ্য আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের উভয়কে অত্যুত্তম দেখা গেল। যে ব্যক্তি এখানে পূর্ব্বে আইসে নাই, সে কহিল, আমি কো-থা-বিয়ুর-নিটকহইতে আপনকাদের কএক খান পুস্তক পাইয়াছি, তাহা আমি পাঠ করি, এবং নতমস্তক হইয়া অনন্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকি। হে মহাশয়, স্বর্গে গমনার্থে আমাকে আর কি২ করিতে হইবে?

"মৌংথা নামক যে প্রধান কারেণ ব্যক্তির বিষয়ে পূর্ব্বে কোন২ কথা লিখিয়াছি, সে ব্যক্তি অদ্য আরাধনার পর উপস্থিত হইয়া অবগাহনার্থে নিবেদন করিল। তাহাতে তাহাকে যে২ প্রশ্ন করিলাম, সে বিলক্ষণরূপে তদুত্তর দিল। ইহাতে আমি জানিলাম, যে ইনি ঈশ্বরের এক জন মনোনীত পাত্র বটে। কিন্তু ইনি নিজ গ্রামের মধ্যে প্রথমে ধর্ম্মার্থে অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর বিষয়ে আর অধিক অবগত হওয়া ভাল, এই বিবেচনায় ইহাঁকে অবগাহন করণে আর কিছু বিলম্ব করা বিহিত বুঝিলাম। বর্ম্মাদেশস্থ কারেণ লোকদের মধ্যে পবিত্র আত্মা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ পাইতেছি। আমরা সতত এই প্রার্থনা করিতেছি, হে পরমেশ্বর, ব্রহ্মদেশস্থ দরিদ্র অজ্ঞান উপদ্রুত কারেণদের প্রতি হাস্যবদনে কৃপাবলোকন কর। রঙ্গুণের নিকটস্থ কারেণদের মধ্যে এই ব্যক্তি প্রথমে অবগাহনার্থে নিবেদন করিলেন। ইনি যেন অগ্রতের মধ্যে এক জন হন। এই দেবপূজকপূর্ণ রাজ্যমধ্যে এই খ্রীষ্টধর্ম্মের আরম্ভ হইল।

"কো-থা-বিয়ু স্ত্রীর পীড়া প্রযুক্ত বাটীতে থাকিতে বাধ্য হওয়াতে কারেণেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে তাঁহার বাটীতে আসিয়া থাকে।

"ডাল্লা নামক স্থানহইতে অদ্য অনেক লোক উপস্থিত হওয়াতে কো-থা-বিয়ুর বাটী প্রাতঃকালাবধি রাত্রি পর্য্যন্ত লোকেতে পরিপূর্ণ হইল, এবং আমাদের বারাণ্ডার নীচে পর্ব্ব দর্শনার্থে আগত লোকের সমারোহ হইল।

"কো থা-বিয়ু জানান, যে আমার বাটীতে কারেণ লোকদের এমন সমারোহ হইতেছে, যে তাহাতে বুঝি আমার ঘর ভাঙ্গিয়া যায়। ফলতঃ সমস্ত দিন দলে২ লোকদের সমাগম হওয়াতে তিনি প্রাতঃ-

কালাবধি রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রচার করণে ব্যস্ত ছিলেন। এই লোকেরা দেশের নানা অঞ্চলহইতে সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের অনেককেই তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। বিশেষতঃ কো-থা-বিয়ু অথবা অন্য কোন শিক্ষক যেন তাহাদের গ্রামে গিয়া তাহাদিগকে পাঠ করিতে শিখায়, ও তাহাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করে, এতদর্থে বাসিন ও ডাল্লা ও মৌবী স্থানস্থ লোকেরা অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। পরন্তু তাহারা আপন ইচ্ছায় শিক্ষকের গৃহ ও পাঠশালা প্রস্তুত করিতে স্বীকার করিল। এই সুপক্ব শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সুবর্ণ শস্য সংগ্রহ করণার্থে ছেদক কোথায়?

"রঙ্গুণের চতুর্দ্দিকস্থ কারেণ লোকেতে আমাদের বাটী অদ্য পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহারা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক সুসমাচার শ্রবণ করিতেছে। এ স্থানস্থ কারেণ লোকদের প্রায় সকলে ব্রহ্মভাষা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। তৎপ্রযুক্ত এখানে দ্বিভাষকের প্রয়োজন রাখে না। 'আহা! দুঃখি কারেণ লোক আমরা অতি অজ্ঞান, আমরা শিক্ষা চাহি,' তাহাদিগকে এই প্রকৃত কথা স্বীকার করিতে যখন শ্রবণ করিলাম, তখন তাহাদের মঙ্গলার্থে আমার অন্তঃকরণ কেমন করুণার্দ্র হইল। কিন্তু ফিরুশিরূপ ব্রহ্মলোকেরা কেমন প্রভিন্ন, তাহারা অভিমান করে যে আমরা অন্যান্য লোকদের সদৃশ নহি, বিশেষতঃ ঐ কাঙ্গালি কারেণ লোকদের ন্যায় নহি।"

"প্রভুর দিবসে ঈশ্বরারাধনার পর তিন জন কারেণ আসিয়া অবগাহনার্থে নিবেদন করিল। তাহাদের দুই জন উত্তমরূপে পরীক্ষা দিল; এবং যদি বর্ম্মা ভাষা ভালরূপে কহিতে পারিত, তবে বোধ হয় যে তৃতীয় ব্যক্তিও তদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত। দেশীয় ভ্রাতৃগণ তাহাদের ত্বরিত উত্তর ও সুসমাচারের যথার্থ জ্ঞানের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহারা যে পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে জানা গেল। ইহারা বলে যে ছয় মাস হইল, যখন আমরা কো-থা-বিয়ুর প্রমুখাৎ প্রভু যীশুর প্রসঙ্গ শুনিতে পাইলাম, তখনি আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলাম, আর সেই সময়াবধি অনন্ত ঈশ্বরের সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। ইহারা প্রভুর দিন পালন করে, ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে ও পরস্পর শিক্ষা দিতে একত্র হয়।

ইহাদের এক জন বলিল, যে অল্প দিন হইল, আমার এক জন প্রতিবাসী ও তৎভার্য্যা আমাকে তাহাদের সঙ্গে দৈত্যের পূজা করিতে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াছিল, কিন্তু আমি এই কথা কহিয়া তাহা করিতে অস্বীকার করিলাম, আমি অসুরের পূজা করিব না, কেননা আমি আমার যাবজ্জীবন প্রভু যীশুর ভজনা করিতে মানস করিয়াছি। ইহাতে প্রতিবাসী আমাকে জিজ্ঞাসিল, যীশু কি দৈত্যহইতে রক্ষা করিতে পারেন? আমি বলিলাম, তাহা আমি জানি না: কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে তিনি রক্ষা করিতে পারেন, এবং আমি এ কথা বিশ্বাস করি। দেখ এই ব্যক্তি জানিয়াছিল, যে বলিদান নৈবেদ্যাদি দিয়া দৈত্যের পূজা করিলেও সে পীড়া ও মৃত্যুহইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এবং সে রঙ্গুনে গিয়া প্রভু যীশু বিষয়ক আরো অধিক শিক্ষা প্রাপণের মানস করিয়াছিল। যখন ইহাকে বলিলাম, তোমার প্রতিবাসী শয়তানকর্ত্তৃক চালিত হইয়া তোমাকে দৈত্য পূজাতে প্রবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিল, তখন সে উত্তর করিল, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাকে আমার তদ্রূপ কিছু বোধ হইয়াছিল বটে। যে প্রধান লোকের বিষয়ে পূর্ব্বে কোন কথা লেখা গিয়াছিল, তিনি পায়ের পীড়া প্রযুক্ত অদ্য আসিতে না পারাতে, এবং এই লোকদের বিষয়ে ভাল রূপে অবগত হওনার্থে আমাদের ইচ্ছা হওয়াতে তাহাদিগকে আগামি রবিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিলাম। তৎকালে মণ্ডলীস্থ লোক তাহাদিগকে আর এক বার পরীক্ষা করিয়া গ্রাহ্য করিলে অবগাহিত করা যাইবে।"

ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রতি পরামর্শ।

গ্রীসদেশস্থ দেমস্থেনেস্ নামক বিখ্যাত বক্তা (খ্রী, পূ. ৩৪০ বৎসর) বলিয়াছেন, যথা, বাক্‌পটুতাদ্বারা দেবতাদিগকেই সন্তুষ্ট কর। যদি ঐ দেবপূজক সদ্বক্তা এমন কথা উক্ত করিয়াছেন, তবে খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকেরা অবশ্য বলিবে, যে আমার বাক্যেতে আমার ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা, কেবল এই অভিপ্রায় আমাদের আছে।

তোমার রুদ্ধ অন্তরাগার যদি তোমার বিদ্যালয় হয়, তবে তোমার প্রচারাসন তোমার সিংহাসন হইবে।

যে প্রচারকেরা প্রার্থনা ও ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনাদ্বারা প্রচার করণার্থে আপনাদিগকে প্রস্তুত না করে, তাহারা গিবিয়োন গ্রামহইতে যিহোশূয়ের কাছে আগত দূতগণের তুল্য। তাহারা আপনাদের গর্দ্দভগণের উপরে পুরাতন ছালা এবং পুরাতন ও জীর্ণ ও তালীযুক্ত দ্রাক্ষারসের কুপা চাপাইয়া এবং পুরাতন তালীযুক্ত চর্ম্মপাদুকা পায়ে দিয়া এবং শুষ্ক ও ছাতাপড়া রুটী লইয়া প্রতি রবিবারে মণ্ডলীর সাক্ষাতে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা দূরস্থানহইতে আইসে নাই।

বলীকৃত মেষশাবকের প্রসঙ্গ প্রচার কর, কেননা কেবল সেই প্রসঙ্গ শ্রোতার আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

যে প্রচারকেরা পাপিদের প্রতি যীশুর প্রেমেতে আকর্ষিত হয়, তাহাদের বাক্য প্রবল।

যে প্রচারকদ্বারা যীশু আপনি প্রচার করেন সেই ধন্য।

যত বার তুমি প্রচার করিতে আপনাকে প্রস্তুত কর, তত বার তোমার এমন বোধ হউক, যে কি জানি, আমার শ্রোতাদের মধ্যে কোন এক জন, পরিত্রাণার্থে আমার কি করা কর্ত্তব্য? এমন জিজ্ঞাসা করিয়া মরণের পূর্ব্বে শেষ বারে গীর্জা ঘরে উপস্থিত হইবে। তাহাতে তুমি ঈশ্বরকে নিবেদন কর, হে প্রভো, স্বর্গীয় জ্ঞান আমাকে প্রদান কর, এবং আমার মুখ খুলিয়া দেও, পাছে সেই শ্রোতা পরলোকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে বলে, অরে সুসমাচারের প্রচারক, আমার মরণের পূর্ব্বে আমি তোমার গীর্জা ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসিলাম, পরিত্রাণার্থে আমার কি করা কর্ত্তব্য? কিন্তু তুমি ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর দিলা না।

যে প্রচারক ধর্ম্মপুস্তকের এক বাক্য সম্প্রাপণে প্রচারে অপারক হয়, সে ধর্ম্মোপদেশকপদের অযোগ্য।

তোমার যাহা নাই, তাহা প্রার্থনা ও প্রচার করণ সময়ে কথা বা দৃষ্টিদ্বারা ছলগ্রাহক হইও না।

যে ধর্ম্মোপদেশের প্রশংসা হয়, সে প্রায় সর্ব্বদা উত্তম নহে; কিন্তু যে ধর্ম্মোপদেশের নিন্দা হয়, সে অনেক বার অতি উত্তম বটে। যশস্বী হওনের উদ্‌যোগ করা প্রচারকদের বড় পাপ। নিরাশ হওন প্রচারকদের বড় পরীক্ষা। মনুষ্যদের প্রশংসা তোমাকে অহঙ্কারী না করুক, এবং মনুষ্যদের নিন্দা তোমাকে নিরাশ না করুক।

যাহারা মণ্ডলীর লোকদিগকে দুগ্ধ পান করায়, এবং যাহারা তাহাদিগকে কঠিন দ্রব্য ভোজন করায়, কেবল এমন প্রচারকেরা নাই। অনেক২ প্রচারকেরা লোকদিগকে কেবল অস্থি দেয়।

যীশুর কথানুসারে প্রচারকেরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ, এ জন্যে এলোভ্‌লো হইও না।

জগতের মধ্যে সকল প্রচারকাপেক্ষা শয়তান শ্রমী প্রচারক আছে। সে আপন মণ্ডলীকে কখন ত্যাগ করে না; সে কখনও নিষ্কর্ম্মে বসে না। সত্যধর্ম্ম নিবারণ করা ও মিথ্যা বিশ্বাস রক্ষা করা, ও দেবপূজা স্থাপন করা, এই সকল দিবানিশি ঐ মিথ্যাবাদ প্রচারকের কর্ম্ম।

যাহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে, তাহারা শয়তানের ও নরকের ও সমুদয় কুজগতের ক্রোধ আপনাদের বিরুদ্ধে জন্মায়। ধর্ম্মোপদেশকের যত নম্রতা, শ্রোতার তত নিষ্ঠা; কারণ নম্রতা গাঁথে, কিন্তু অহঙ্কার ভাঙ্গে। শিশুবৎ প্রচারকেরা অত্যুত্তম।

যাহারা মণ্ডলীর সেবা করে, তাহারা আপনাদিগকে অবশ্য ক্ষুদ্র করিবে; কেননা অনেক বার দেখা যায় যে কোন বিধবা কিম্বা রাখাল মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক আছে।

যাহারা ক্রুশে হত যীশুর সুসমাচার প্রচার না করে, তাহারা মূসার আসনে বসে না, এবং যীশুর আসনেও বসে না; অতএব তাহাদের কথা ও ক্রিয়ানুসারে করিও না।

যে প্রচারকের মনঃপরিবর্ত্তন হয় নাই, সে সাক্ষী হইয়া কেবল বিলিয়মের গর্দ্দভীর তুল্য আছে।

মৃত প্রচারক যখন মৃত পাপিদিগকে জীবিত ঈশ্বরের জীবনদায়ক কথা প্রচার করে, তখন ঈশ্বরের বড় অসন্তোষ জন্মে।

যে জন উত্তম মেষপালক হইতে বাঞ্ছা করে, সে প্রথমে ক্ষুদ্র মেষপালের এক উত্তম মেষ হউক।

দুঃখ ও পরীক্ষা প্রচারকদের উত্তম বিদ্যালয়; কেননা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সর্ব্বদা স্মরণার্থে তাহাদিগকে দুঃখভোগ করিতে হয়, এবং আমাদের ত্রাতার কণ্টকমুকুট স্মরণার্থে এক কণ্টক তাহাদের শরীরে অবশ্য বিদ্ধ হইবে।

ঈশ্বর তোমাকে বিস্মৃত না হইয়া নিরূপিত সময়ে প্রচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু তোমার ঈপ্সিত স্থানে তোমাকে প্রেরণ করিবেন না। অনিপ্সিত স্থানে তুমি সুসমাচার প্রচার করিবা।

ঈশ্বরদত্ত দানে সন্তুষ্ট হও, কেননা সকলেই পৌল ও যোহন হইতে পারে না। তীমথি ও তীতও মণ্ডলীর আবশ্যক আছে।

আমি কি পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি? আমি কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? এমন জিজ্ঞাসা করা ধর্ম্মোপদেশকের কর্ত্তব্য। পবিত্র আত্মার দানের এবং পুনর্জন্মের চিহ্ন এই যে তুমি স্বীকার কর, আমার যীশুর সুসমাচার প্রচার না করিলে আমার সন্তাপ হইবে।

যে প্রচারকেরা পাপের বিষয়ে লোকদিগকে প্রবোধ না দেয়, এবং পাপক্ষমার উপায় প্রকাশ না করে, তাহারা নরকের দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করে।

ঘড়ীর ক্ষুদ্রতম চাকা বিকল হইলে যেমন সমস্ত কল অচল হয়, তেমনি ধর্ম্মোপদেশের এক বাক্য উচিত স্থানে না বলিলে তোমার সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ নিষ্ফল হইতে পারে।

স্বর্ণ বা রূপা ধরিবার আশয়ে নয়, বরং মনুষ্যদিগকে ধরিবার আশয়ে প্রেরিতেরা জাল ফেলিত। এতদ্রূপ অনেক প্রচারকদিগকে আমি মরণের পূর্ব্বে ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছি, এমন কথা অতি পূর্ব্বকালে গ্রেগোরি নামক এক ধার্ম্মিক লোক কহিতেন।

যদি শয়তানকে তোমার মণ্ডলীর মধ্যে সহ্য কর, তবে সে তোমার মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইতে প্রাণপণ করিবে।

দীর্ঘোপদেশদ্বারা শ্রোতাদিগকে যাতনা দিও না; লোকেরা বাক্যেতে তৃপ্ত হইলে সদ্বক্তা বক্তৃতা সমাপ্ত করিবে।

যদি তুমি প্রচারান্তে সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে পার, আমেন্, তবে শ্রোতারাও অবশ্য বলিবে, আমেন্।

যীশু খ্রীষ্টের যোদ্ধাগণ স্বপ্রাণত্যাগ করিয়াও তাঁহার ক্রুশরূপ পতাকা ছাড়ে না।

বর্ত্তী যেমন দেদীপ্যমান হইয়া ক্ষয় পায়, তদ্রূপ ধর্ম্মোপদেশক।

শিশুবোধক নিদর্শন।

৩৯। নিদর্শন। ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নি।

অপর মূসা মিদিয়নের যাজক আপন শ্বশুর যিথ্রোর মেষপাল চরাইতে লাগিল। এক দিন সে মেষপাল লইয়া অরণ্যের পশ্চাদ্ভাগে হোরেব নামক ঈশ্বরের পর্ব্বতে আইলে, ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখাতে ঈশ্বরের দূত

তাহার নিকটে প্রত্যক্ষ হইল। তখন সে দৃষ্টি করিয়া দেখিল ঝোপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছে, তথাপি ঝোপ নষ্ট হয় না। অতএব মূসা কহিল, ঝোপ দগ্ধ হয় না কেন? আমি এক পার্শ্বে যাইয়া এই মহা আশ্চর্য্য দেখিব। যাত্রা ৩; ১৩।

অতএব হে শিশু, আইস, আমরাও মূসার ন্যায় এক পার্শ্বে ফিরিয়া এই মহাদৃষ্টির বিষয় বিচার করি। কি নিমিত্তে ঈশ্বর মূসাকে এই রূপ দর্শন দিলেন? হইতে পারে তিনি এই দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাকে ইস্রায়েল লোকদের অবস্থা দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। ইস্রায়েলেরা ঝোপস্বরূপ, ও তাহাদিগের শোকজনক দুঃখই অগ্নিস্বরূপ ছিল। তাহাতেই যাহারা তাপ পাইলেও বিনষ্ট হইল না, বরং দুঃখিত হইলেও তাহাদের বংশ অধিক বৃদ্ধি পাইল। যাত্রা ১; ১,২। ঐ ঝোপ ভস্ম হইল না, ইহার কারণ এই যে প্রভু সে স্থানে ছিলেন। তদ্রূপ ইস্রায়েল লোকেরাও নষ্ট হইল না, কারণ প্রভু তাহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। এবং অদ্যাপি তিনি আপন লোকদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিপৎসময়ে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

প্রমাণবচন।

আমরা পদে ২ দায়গ্রস্ত হইয়াও ব্যাকুলিত নহি, এবং উপায়হীন হইয়াও নিরাশ নহি, এবং তাড়িত হইয়াও অনাথ নহি এবং অধঃপতিত হইয়াও নষ্ট নহি। ২করিন্থ ৪, ৮, ৯।

তুমি জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে নদী তোমাকে মগ্ন করিবে না, এবং তুমি অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিলেও দগ্ধ হইবা না, ও তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না; যিশ ৪৩, ২।

পরে রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর চমৎকৃত হইয়া অরায় উঠিয়া মন্ত্রিদিগকে কহিল, আমরা কি তিন জনকে বদ্ধ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি নাই? তাহারা কহিল, হাঁ মহারাজ। তখন রাজা কহিল, তবে চারি জনকে কেন দেখিতেছি? ইহারা মুক্ত হইয়া অগ্নির মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, তাহাদের কাহারো কোন ক্ষতি হয় না; বিশেষতঃ ঈশ্বরের পুত্রের ন্যায় চতুর্থ জনের মূর্ত্তি হইতেছে। তখন নিবূখদ্‌নিৎসর ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দ্বারের নিকটে গিয়া, হে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের সেবক, হে শদ্রক ও মৈশক ও অবেদ্‌নিগো, তোমরা বাহির হইয়া আইস; ইহা বলিয়া আহ্বান করিল। তাহাতে শদ্রক ও মৈশক ও অবেদ্‌নগো অগ্নিহইতে নির্গত হইলে অধ্যক্ষগণ ও অধিপতিগণ ও শাসনকর্ত্তৃগণ ও রাজকর্ত্তৃগণ একত্র হইয়া, এই তিন জনের শরীরে অগ্নির কোন চিহ্ন নাই, এবং মস্তকের কেশও দগ্ধ হয় নাই, ও বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, এবং গাত্রে অগ্নির গন্ধও নাই, ইহা দেখিল। দানিয়েল ৩; ২৪-২৭।

উপদেশক।

জূলাই ১৮৫৩ (৭৯) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

৩ অধ্যায়।

১৭। "তাঁহার হস্তে কুলা আছে; তিনি আপন শস্যমর্দ্দনস্থানস্থুপরিষ্কৃত করিয়া গোম ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিবেন; কিন্তু অনির্ব্বাণ অগ্নিতে ভূষি দগ্ধ করিবেন।" মালাখির কথা (৩, ৪ অধ্যায়) স্মরণ করিয়া যোহন আত্মাদ্বারা যীশুর আগমনের এবং পুনরাগমনের দিন দেখিল। যে যীশু আমাদের ত্রাণের নিমিত্তে আসিয়াছেন, তিনি বিচার করিবার নিমিত্তে পুনরায় আসিবেন। কিন্তু ইহকালেও যীশু গুপ্তরূপে বিচার করেন। যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস না করে, সে এখনই দণ্ডের পাত্র হয়। (যো ৩, ১৮। ৯, ৩৯) বিচারদিনে যীশুর গুপ্ত বিচার প্রকাশিত হইবে। শস্যমর্দ্দনস্থান যীশুর মণ্ডলী ও রাজ্যকে বুঝায়। যে কুলা তাঁহার হস্তে আছে, সে তাঁহার বিচারাজ্ঞা। আমার নিকটে আইস, বা আমাহইতে দূর হও, এমন বাক্যরূপ কুলাদিয়া যীশু শস্য সকল শুদ্ধমতে ঝাড়িবেন। ধার্ম্মিক লোকরূপ গোমকে যীশু স্বর্গরূপ ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিবেন। ধার্ম্মিকগণ যীশুর শ্রীমুখ দেখিয়াও কাঁপিবে না, কেননা তাহাদিগের যে২ দোষ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা তাহাদের স্বর্গীয় প্রেমরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু নামধারি খ্রীষ্টীয়ান ও অবিশ্বাসি যে লোকেরা নিজ২ প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা তাহা হারাইবে। তাহারা ভূষির ন্যায় গণিত হইয়া নরকের অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দ্বিতীয় মৃত্যু ভুগিবে। তাহাদের কীট মরিবে না। (যিশ ৬৬, ২৪। মা ৯, ৪৪-৪৮) তুমি কি ভূষি বা গোম? তুমি কি যীশুর ভাণ্ডারে বা অনির্ব্বাণ অগ্নিতে বাস করিবা? যেন শয়তানের চালুনীতে বিনষ্ট না হও, তদ্বিষয়ে সাবধান হও। (লূ ২২, ৩১) প্রভু ইস্রায়েল লোককে কুলাতে ঝাড়িয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। (যির ১৫, ৭) যে জন অগ্নিতে বাপ্তাইজিত না হয়, সে অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, কেননা অগ্নিরূপ লবণেতে সকলকে লবণাক্ত করা যাইবে (মা ৯, ৪৯)।

১৮। "এই প্রকার আরো অনেক উপদেশ কথাদ্বারা যোহন লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিত।" প্রভুর হস্তে যে কুলা আছে, তাহা দেখা-

ইয়া দিলে পর সে লোকদিগকে বলিল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক যে জগতের পাপভার লইয়া যায়। ব্যবস্থা ও সুসমাচার উভয়কে প্রচার কর, তাহাতে তোমার বাক্য নিষ্ফল হইবে না।

১৯-২০। "অপর হেরোদ রাজা ফিলিপ নামক সহোদরের স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয় এবং আপনার তাবৎ দুষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত যোহনদ্বারা অনুযোগ পাইলে সে পাপের উপরে পাপ করিয়া যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করিল।" যাহা লূক এই স্থানে লিখিয়াছে, তাহা কিছু কাল পরে ঘটিল। (ম ১৪, ৩-৫। মা ৬, ১৭-২০) যোহন ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস হওয়াতে রাজধানী নিবাসি রাজাকেও নির্ভয়ে বলিল, মন ফিরাও। (লূ ৯, ৭-৯)।

২১-২২। যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম।

(ম ৩, ১৩-১৭। মা ১, ৯-১২। যো ১, ৩১-৩৪)

২১-২২। যীশু খ্রীষ্ট বাপ্তিস্মের দিনে পিতা কর্তৃক খ্রীষ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন। যেমন যিহূদীয়দের মধ্যে লেবীয় লোক ও যাজকগণ ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মন্দিরের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিত, (গ ৪,১-৩, ৪৭) তেমনি আমাদের মহাযাজক যীশু ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আমাদের পরিত্রাণের কর্ম্ম করণার্থে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। "তৎকালে যীশুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিল।" "যোহনদ্বারা তাবৎ লোকের বাপ্তাইজিত হওন সময়ে যীশুও যোহনদ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্যে গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরহইতে তাহার নিকটে যর্দ্দনে আইলেন।" মনুষ্যপুত্র যীশু আপন কর্ম্মের ভার জানিয়া ত্রাতার পদ ধারণ করিতে উদ্যত ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। খ্রীষস্তম বলে, "বাপ্তাইজিত হওনার্থে দাসদিগের মধ্যে প্রভু এবং অপরাধিদের মধ্যে বিচারকর্ত্তা আইলেন।" যীশুকে দেখিয়া যোহন ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা বুঝিল, ইনি ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত ত্রাণকর্ত্তা। অতএব সে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে কহিল, "তুমি কেন আমার নিকটে আসিতেছ? বরং তোমাদ্বারা বাপ্তাইজিত হওন আমার আবশ্যক আছে," অর্থাৎ মনঃপরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় আমার বাপ্তিস্ম দীনহীন পাপিদের নিমিত্তে আছে, কিন্তু তুমি পাপী নও। ক্ষুদ্র লোক মহৎ লোক কর্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। (ইব্রি ৭, ৭) পাপী যে আমি, আমাকে কে বাপ্তাইজিত করিবে? তুমি আমাহইতে শ্রেষ্ঠতর হওয়াতে পবিত্র আত্মাতে ও অগ্নিতে আমাকে বাপ্তাইজিত কর। তখন যীশু উত্তর করিলেন, "এখন অনুমতি দেও, কেননা এই প্রকারে সকল ধর্ম্ম সাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য।" দেখ নিষ্পাপ যীশু পাপ স্বীকার করিতে অপারক হওয়াতে আপন পুণ্য স্বীকার করিলেন। পাপের সহিত মনুষ্যপুত্রের কোন সম্পর্ক নাই। মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপমোচন তাঁহার আবশ্যক নাই। স্ত্রীজাত ও ব্যবস্থার অধীন

হওয়াতে তিনি এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধীয় ঈশ্বরের শেষ আজ্ঞা যে যোহনের বাপ্তিস্ম, সেই আজ্ঞাও যীশু পালন করিলেন। ব্যবস্থার সেবক যে যোহন, তাহাকে যীশু বলিলেন, সকল ধর্ম্ম সাধন করা আমার ও তোমার কর্ত্তব্য। যে আজ্ঞা পরমেশ্বর দিয়াছেন, তাহা আমি পালন করি, তুমিও তাহা পালন কর। লূথের বলে, "আমরা যদি সমস্ত পাপ স্বীকার করি, এবং বিশ্বাস করি যে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে খ্রীষ্টদ্বারা বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাইয়া পুণ্যবান্ গণিত হই, তবে সকল ধর্ম্ম সাধন করি। সাধু যোহন এক মহাপাপির ন্যায় খ্রীষ্ট কর্তৃক বাপ্তাইজিত হইতে চাহিল, এবং নিষ্পাপ মনুষ্যপুত্র যীশু এক দীনহীন পাপির ন্যায় যোহনদ্বারা বাপ্তাইজিত হইলেন।" তাহাতে যোহন অনুমতি দিল। যীশু যর্দ্দন নদীতে নামিয়া যোহন কর্তৃক বাপ্তাইজিত হইলেন। এই সময়ে যোহন কি কথা বলিল, তাহা লিখিত নাই। যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলহইতে উঠিবামাত্র প্রার্থনা করিলেন। হে পিতঃ, তোমার ও আমার নামের মহিমা প্রকাশ কর, এই প্রার্থনা করিলেন, এমন বোধ হয়। স্বর্গস্থ পিতা আপন পুত্রের প্রার্থনা শুনিলেন। "তাহাতে তাঁহার নিমিত্তে স্বর্গদ্বার মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন।" যোহনকর্তৃক জলেতে বাপ্তাইজিত হওন সময়ে যীশু আপন স্বর্গস্থ পিতাহইতে পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইলেন। মহাযাজকের পদে নিযুক্ত মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। (প্রে ১০, ৩৮) ঈশ্বর তাঁহাকে অপরিমিতরূপে আত্মা দিয়াছেন। (যো ৩, ৩৪) "পরমেশ্বরের আত্মা অর্থাৎ বিদ্যা ও বুদ্ধিদায়ক আত্মা ও মন্ত্রণা ও পরাক্রমদায়ক আত্মা এবং জ্ঞান ও পরমেশ্বরের ভক্তিজনক আত্মা তাঁহার উপরে আবির্ভূত হইবেন," যিশায়িয়ের এই যে ভবিষ্যদ্বাক্য (১১,২। ৬১,১) তাহা সফল হইল। কপোত অহিংসক ও শুচি পক্ষী। "পবিত্র আত্মা মূর্ত্তিমান হইয়া কপোতের ন্যায় যীশুর উপরে নামিলেন। এবং 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমার পরম সন্তোষ,' স্বর্গহইতে এমন এক বাণী আইল।" প্রভু পরমেশ্বর আপনি স্বীকার করিলেন যে যীশু আমার অদ্বিতীয় পুত্র। (যো ১৭, ২৪, ২৬। ইফ ১, ৬, ৭। কল ১, ১৩) তাঁহাতে ঈশ্বরের পরম সন্তোষ। (যিশ ৪২, ১) কারণ এই যীশু সমুদয় ব্যবস্থা পালন করিয়া আপন ভ্রাতৃগণের জন্যে প্রাণ দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি দুঃখ ও মৃত্যুরূপ বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত না হইলেন, সে পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্ম সাধন করিলেন। মার্ক ও লূকের কথানুসারে যীশু আপনি স্বর্গদ্বার মুক্ত এবং আত্মাকে নামিতে দেখিলেন, এবং তাঁহার প্রতি স্বর্গহইতে এই বাণী হইল যে তুমি আমার প্রিয় পুত্র। স্বর্গস্থ পিতার এই অভিপ্রায় যে মনুষ্যপুত্র যীশু পবিত্র আত্মাতে অভিষিক্ত হইয়া এবং আপন স্বর্গীয় মহিমা স্মরণ করিয়া পরীক্ষার ও ক্লেশভোগের সময়েও সর্ব্বদা এই বিশ্বাস ধারণ

করেন যে আমি ঈশ্বরের পুত্র। বোধ হয়, যীশু ব্যতিরেকে কেবল যোহন ঈশ্বরের এই অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিল। যীশু যে লোকসমূহের সাক্ষাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছেন এমন লিখিত নাই। লোকদের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রসন্ন না হওন প্রযুক্ত তাহারা ঐ অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিতে পাইল না। কিন্তু যোহন যীশুকে বাপ্তাইজিত করিয়া ঈশ্বরহইতে এই নিশ্চয় জ্ঞান পাইল, যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং জগতের ত্রাতা। খ্রীষ্ট ইস্রায়েলের মধ্যে উঠিয়াছেন, ইহা যোহন জ্ঞাত ছিল। তাহার মাতা ইলীশেবা তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল, তদনুসারে তাহার এই বিশ্বাস ছিল যে যীশু ত্রাতা আছেন। কিন্তু "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ," স্বর্গহইতে এই বাণী যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে শুনিলে পর সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিল যে যীশু অভিষিক্ত ত্রাতা। এই জন্যে যোহন সাক্ষ্য দিয়া কহিল, "আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গহইতে নামিয়া উহাঁর উপরে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। আর আমি উহাঁকে চিনিলাম না, কিন্তু যিনি জলে বাপ্তাইজ করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি এই কথা কহিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবা, তিনিই পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করিবেন। আর আমি তাহা দেখিয়াছি, এবং ইনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহার সাক্ষী হইয়াছি।" (যো ১, ৩২-৩৪) অদ্যাপি পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা বাপ্তিস্মেতে উপস্থিত হন। মুক্ত স্বর্গদ্বার ও পবিত্র আত্মা এবং প্রেমময় ঈশ্বরের বাক্য আমাদের নিমিত্তেও আছে। যখন প্রভু আপনাকে প্রকাশ করেন, তখন তিনি আকাশ ভেদ করিয়া নামেন। (যিশ ৬৪, ১, যিহি ১। ১। প্রে ৭, ৫৫) প্রভুর শিষ্যগণ স্বর্গকে মুক্ত এবং ঈশ্বরের দূতগণকে মনুষ্যপুত্র দিয়া উঠিতে ও নামিতে দেখে। (যো ১, ৫১) যীশুদ্বারা সাহস পাইয়া আমরা পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি। মরণ কালেও আমাদের ভয় হইবে না, কারণ স্বর্গদ্বার মুক্ত। যীশুর মহিমা প্রকাশ করিযা পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরেও প্রবেশ করেন। যেমন এক কপোত জিতবৃক্ষের পত্র মুখে লইয়া নোহকে এই সংবাদ দিল যে জলপ্লাবনের হ্রাস হইয়াছে, তদ্রূপ ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদিগকে এই সান্ত্বনা দেন যে যীশু পাপরূপ সাগরহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা যদি বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যীশুর ভ্রাতা হই, তবে আমরাও ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। "মনুষ্যদিগেতে সন্তোষ হয়," এই কথা বলিয়া স্বর্গীয় দূতগণ প্রভুর জন্মদিনে ঈশ্বরের স্তব করিয়াছিল।

২৩-৩৮। যীশুর বংশাবলী।

(ম ১, ১-১৭)

২৩-৩৮। যীশু প্রকৃত ঈশ্বর, ইহার প্রমাণ পরমেশ্বর আপনি তাঁহার বাপ্তিস্ম দিবসে দিয়াছিলেন। এবং যীশু যে প্রকৃত মনুষ্য ছিলেন, ইহার প্রমাণ

লূক বংশাবলীদ্বারা দেন। যীশু আমাদের ন্যায় আদমের রক্তহইতে উৎপন্ন, এবং তিনি ইব্রাহীমের পুত্র ও যিহূদা জাতির বীর এবং দায়ূদের বংশহইতে উৎপন্ন। তাহাতে ঈশ্বরের অঙ্গীকার সকল সম্পূর্ণ হইয়াছে। যীশুর বংশাবলির মধ্যে অনেক পাপি লোকদের নাম (বিষেশতঃ তামরের ও রাহবের ও বাৎশেবার নাম) আমরা দেখি। "যীশু পাপিদের সহিত গণিত হইলেন," তাহা সত্য বটে। (যিশ ৫৩, ১২)।

মথি যূষফের বংশাবলী এবং লূক মরিয়মের বংশাবলী লিখে। যূষফ ও মরিয়ম উভয়ে দায়ূদের বংশহইতে উৎপন্ন। যীশু লৌকিক জ্ঞানেতে যে যূষফের পুত্র ছিলেন, সেও দায়ূদের বংশহইতে উৎপন্ন ছিল। দায়ূদের সুলেমান নামক পুত্র যূষফের আদিপুরুষ ছিল, এবং দায়ূদের নাথন নামক পুত্র মরিয়মের আদিপুরুষ ছিল। মথির কথানুসারে যূষফ যাকূবের পুত্র বটে, কিন্তু লূক বলে যে যূষফ এলির পুত্র। যিহূদীয় ধারাবাহিক কথানুসারে সেই এলি মরিয়মের পিতা ছিল। এই জন্যে বোধ হয় ভ্রাতার অভাব প্রযুক্ত মরিয়ম পিতার অধিকার পাইয়া থাকিবে। (লূ ২, ৩-৫) যূষফ মরিয়মকে বিবাহ করিলে পর যিহূদীয় লোকদের রীত্যনুসারে সে শ্বশুরের বংশাবলির মধ্যে আপন নাম লিখিয়া দিল। (গ ২৭, ৮। ৩৬, ৮, ৯। নি ৭, ৬৩) যে যিহূদীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নিমিত্তে এবং তাবৎ যিহূদীয়দের নিমিত্তে মথি আপন সুসমাচার লিখিয়া যীশুর বংশাবলীদ্বারা এই প্রমাণ দেয় যে যীশু ইব্রাহীমের নিকটে অঙ্গীকৃত পুত্র এবং ইস্রায়েলের ত্রাতা। কিন্তু লূক ভিন্নজাতীয়দের নিমিত্তে আপন সুসমাচার লিখিয়া এই প্রমাণ দেয় যে যীশু আদমের পুত্র এবং তাবৎ জগতের ত্রাতা। যীশুর বংশাবলী আশ্চর্য্য বটে। কেননা কোন মহিমান্বিত রাজাও এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত আপন বংশাবলী নির্ণয় করিতে পারে না। কিন্তু যীশুর বংশাবলী চতুঃসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নির্ণীত আছে।

যীশুর বংশাবলিদ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে এই সান্ত্বনা দেন, যে যীশু প্রকৃত মনুষ্য হইয়া আমাদের ভ্রাতা আছেন। হে প্রভো, আমাদের নাম জীবনপুস্তকে লিখ, এই আমাদের প্রার্থনা।

---

৪ অধ্যায়।

১-১৩। শয়তানদ্বারা যীশু খ্রীষ্টের পরীক্ষা।

(ম ৪, ১-১১। মা ১, ১২, ১৩)

"যীশু আপনি পরীক্ষিত হইয়া যে দুঃখভোগ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা পরীক্ষিতগণের উপকার করণে সমর্থ হন।" (ইব্রি ২, ১৮) যত দিন মনুষ্যপুত্র পৃথিবীতে গমনাগমন করিলেন, তত দিন তিনি শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত

ছিলেন। যীশুর পরীক্ষা ক্রীড়ামাত্র নয়। তিনি শয়তানের সহিত বড় যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন, তৎপ্রযুক্ত আমরাও জয়ী হইতে পারি। “জগজ্জয়ী যে জয় সেই আমাদের বিশ্বাস।” (১ যো ৫, ৪) যীশু শয়তানের নানাবিধ খলতা সর্ব্বদা নিবারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শয়তান যীশুর সহিত বড় যুদ্ধ করিল, কেননা এই যীশু আমাদের পরিত্রাণের কর্ম্ম করিতে এবং অন্ধকারের রাজ্য নষ্ট করিতে পবিত্র আত্মার অভিষেকদ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া শয়তান যীশুকে এবং আমাদিগকে নষ্ট করিতে প্রাণপণ করিল। ঈশ্বরের পুত্র পাপ করিতে পারেন না, ইহা শয়তান জ্ঞাত ছিল; কিন্তু মনুষ্যপুত্র যীশু নিষ্পাপ থাকিবেন তাহা শয়তান কোন প্রকারে বুঝিতে পারিল না। শয়তান প্রেমরহিত হওয়াতে ঈশ্বরের প্রেমের বিষয় বুঝিল না। যীশু পরিত্রাণের কর্ম্ম না করেন, এমন বাঞ্ছা কি শয়তানের ছিল? তাহা আমরা বলিতে পারি না। হইতে পারে যে শয়তানের মহাখলতা প্রযুক্ত এই ইচ্ছা ছিল যে যীশু যিহূদীয় লোকদের ইচ্ছানুসারে এক সাংসারিক ত্রাতা ও মহারাজ হইয়া যিরূশালমে রাজধানী ও সিংহাসন স্থাপন করিয়া রোমীয় লোকদিগকে কিনান দেশহইতে বহিষ্কৃত করেন, এবং জগতের তাবৎ রাজত্ব বলেতে পরাস্ত করেন, এবং দুঃখভোগ ও ক্রুশ এড়াইয়া আপন স্বর্গস্থ পিতাকে ত্যাগ করিয়া অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সাংসারিক ভাবে পূর্ণ করণদ্বারা বড় মহিমাতে আপন রাজ্য স্থাপন করেন।

১-২। “পরে বাপ্তাইজিত হইবামাত্র যীশু পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া যর্দ্দন নদীহইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং আত্মার দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।” স্বর্গদ্বার যীশুর নিমিত্তে মুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু স্বর্গেতে ফিরিয়া যাওনের পূর্ব্বে তিনি শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হইবার জন্যে আত্মাদ্বারা প্রান্তরে আকর্ষিত হইলেন। তুমিও যীশুহইতে অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার অভিষেক পাইলে পর সন্নিকট পরীক্ষার জন্যে জাগ্রৎ হইয়া থাক। পৌল প্রেরিত স্বর্গীয় সুখস্থানে নীত হইলে পর প্রহারকারি শয়তানের দূতস্বরূপ এক কণ্টক তাহার শরীরে বিদ্ধ হইল। (২ ক ১২, ১-৭) যেমন সূর্য্য কিরণ দিলে ছায়া আইসে, তেমনি পবিত্র আত্মা তোমার অন্তরে দীপ্তি দিলে শয়তান নিকটবর্ত্তী হয়। বিশ্বাসের পরীক্ষা আবশ্যক আছে। প্রভু যদি পরীক্ষিত হইলেন, তবে তাঁহার শিষ্যও পরীক্ষিত হইবে। তুমি আপনি পরীক্ষার জন্যে দৌড়াদৌড়ি করিও না। কিন্তু যখন পরীক্ষিত হইবার জন্যে তোমাকে পবিত্র আত্মা আকর্ষণ করেন, তখন ভয় করিও না। যেন পরীক্ষাতে না পড়, এই জন্যে ও এই প্রার্থনা কর, হে প্রভো, পরীক্ষায় আমাকে আনিও না।

কোন্ প্রান্তরে যীশু পরীক্ষিত হইলেন, তাহা সপষ্টরূপে জানি না। কএক জন বলে যিরীহো নগরের নিকটস্থ কারান্তানিয়া নামক প্রান্তরে যীশু ছিলেন, এবং অন্য ব্যক্তিদের বোধ হয়, ইস্রায়েল লোক যে আরব দেশস্থ প্রান্তরে

৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিল, তথায় যীশু থাকিলেন। মার্ক বলে, যীশু প্রান্তরে বন্য পশুদের সঙ্গে থাকিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার হিংসা করিতে পারিল না। (১ শি ১৭, ৩৪-৩৭। দা ৬, ২২-২৩) এদন উদ্যানে আদম পরীক্ষাতে পড়িলে পৃথিবী ঈশ্বরের অভিশাপদ্বারা প্রাপ্তর হইল। কিন্তু যীশু প্রান্তরে পরীক্ষককে জয় করিলে সেই অভিশাপ দূরীকৃত হয়, তাহাতে পৃথিবী নূতনীকৃত হইবে। ৪০ সংখ্যাকে পবিত্র জানিবা। মূসা ৪০ দিন সীনয় পর্ব্বতে, (যা ১৪,২৮) ও ইস্রায়েল লোক ৪০ বৎসর প্রান্তরের মধ্যে, (দ্বি ৮,২) এবং এলিয় ৪০ দিন হোরেব পর্ব্বতে (১ রা ১৯,৮) অবস্থিতি করিয়াছিল।

যীশু প্রান্তরে আপন স্বর্গস্থ পিতার সহিত আমাদের পরিত্রাণের কর্ম্ম বিবেচনা করিলেন। সেই ৪০ দিবস পর্য্যন্ত যীশু শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হইলেন। শয়তান স্বর্গস্থ পিতাহইতে মনুষ্যপুত্রকে পৃথক্ করিতে চাহিল। এমনই ভয়জনক পরীক্ষা ছিল, যে যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে তদ্বিষয়ের এক কথাও বলেন নাই। এই ৪০ দিন যীশু অনাহারে থাকিলেন। মূসা ও এলিয় তদ্রূপ উপবাস করিয়াছিল। (দ্বি ৯, ৯,১৮। ১ রা ১৯, ৮) পৌল ইন্দ্রিয় দমন করিয়া শরীরকে বশীভূত রাখিত। (১ ক ৯, ২৭) যেমন প্রান্তরে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের দত্ত মান্না ইস্রায়েলের আহার ছিল, তেমনই ৪০ দিবস পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য যীশুর আহার ছিল,পরে সেই চল্লিশ দিন সম্পূর্ণ হইলে যীশু ক্ষুধিত হইলেন। তিনি প্রকৃত মনুষ্য হওয়াতে আমাদের দুর্ব্বলতা ধারণ করিলেন। ক্রুশে টাঙ্গান হওন সময়ে তিনি পিপাসিত হইলেন।

৩-৪। "তাহাতে শয়তান যীশুর নিকটে আইল।" এক শয়তান আছে, আদিভাগের এবং অন্তভাগের এই উপদেশ। (আ ৩,১-১৫। দ্বি ৩২,১৭। গী ১০৬, ৩৭। যূব ১, ৬-১২। যিখ ৩,১। ম ১২, ২৬। ১৩, ৩৯। যো ৮, ৪৪। ১৪, ৩০) শয়তান ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এক দূত হওয়াতে প্রথমে তাঁহার সেবা করিয়াছিল। অহঙ্কারদ্বারা ঈশ্বরের তুল্য হইতে বাঞ্ছা করাতে সে পতিত হইয়া স্বর্গহইতে বহিষ্কৃত হইল। মনুষ্যদের পরীক্ষা করা শয়তানের প্রধান কর্ম্ম। (১ ক ৭,৫। ১পি ৫,৮) এই জন্যে মথি শয়তানকে পরীক্ষক করিয়া বলে। কোন্ আকৃতি শয়তান গ্রহণ করিল, তাহা আমরা জানি না। ইহা জানা অনাবশ্যক। পরীক্ষক যীশুর নিকটে আইল, কেননা নিষ্পাপ যীশুর নির্ম্মল অন্তঃকরণে কোন পাপিষ্ঠ বিবেচনা স্বযং উঠিতে পারিত না। মনুষ্যদের পরীক্ষা করণ সময়ে শয়তান কোন বিশেষ আকৃতি গ্রহণ করে না, কেননা আমাদের মন্দ অন্তঃকরণে সে অনায়াসে মন্দবিবেচনা সকল গুপ্তরূপে জন্মাইতে পারে।

শয়তান যীশুকে কহিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে আজ্ঞাদ্বারা এই প্রস্তরগুলাকে রুটী কর।" ঈশ্বর যীশুকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র।" কিন্তু শয়তান এখন বলিতে চাহে, দেখ, ঐ আকাশবাণী প্রবঞ্চনামাত্র, কেননা ঈশ্বরের পুত্র কখনও ক্ষুধিত হইতে পারেন না।

তোমার পিতাহইতে তুমি পরিত্যক্ত হইয়াছ, নতুবা যদি ঈশ্বরের পুত্র ও ত্রাতা বট, তবে অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া তাহার প্রমাণ দেও। শয়তানের ইচ্ছা এই যে যীশু আপন স্বর্গস্থ পিতার বাক্যে আর বিশ্বাস না করিয়া আপনার ত্রাণকর্ত্তা হইয়া আমাদের দুর্ব্বলতা আর ধারণ না করেন।

যীশু শয়তানের সহিত কোন কথাবার্ত্তা করিলেন না। আমি ঈশ্বরের পুত্র বটি, এবং পিতা আমাকে বলিয়াছেন, তুমি আমার প্রিয় পুত্র; কিম্বা বৃদ্ধ সর্পের মস্তক যিনি চূর্ণ করিবেন, সেই ব্যক্তি আমি, এমন কোন কথা যীশু বলিলেন না। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্য এবং অনাদি বাক্য যে যীশু, তিনি ঈশ্বরের লিখিত বাক্য বিশ্বাসপূর্ব্বক ধারণ করিয়া শয়তানকে এই উত্তর করিলেন, "এই মত লিপি আছে, মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের যে ২ বাক্য তাহাদ্বারাই বাঁচে।" (দ্বি ৮,৩) যে যীশু আপন শক্তিরূপ বাক্যেতে সকলি ধারণ করিয়া (ইব্রি ১, ৩) পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্যদ্বারা পাঁচ সহস্র লোককে পরিতৃপ্ত করিলেন, তিনি আপনার জন্যে কোন অদ্ভুত ক্রিয়া করিলেন না এবং পরের জন্যেও প্রস্তরকে রুটী করিলেন না। আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমার দশা এই রূপ আছে, ইহা জানিয়া যীশু বিশ্বাস করিলেন যিনি ৪০ দিন পর্য্যন্ত আমাকে পুষিলেন, তিনি আমাকে আরও প্রতিপালন করিবেন। "আমার প্রেরণকর্ত্তার অভিমত সিদ্ধ করা এবং তাঁহারই কর্ম্ম সম্পন্ন করা, এই আমার আহার," ইহা যীশু মনে করিলেন। (যো ৪,৩৪ যীশু আপনার ত্রাতা না হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত দরিদ্র রহিলেন। ধার্ম্মিক স্ত্রীগণ আপন সংস্থান তাঁহাকে দিত। মস্তক রাখিবার স্থান তাঁহার ছিল না।

পরীক্ষকের সহিত হবার ন্যায় কথাবার্ত্তা করিও না। শয়তান আমাদের মধ্যেও কোন ২ লোককে বলে, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে তোমার এত দুঃখ কেন? দেখ, ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তোমার প্রতি অবলোকন করেন না। কি জন্যে তাঁহার প্রতিজ্ঞাতে আর বিশ্বাস করিবা। তুমি আপনি আপনাকে রক্ষা কর।" শয়তান তোমাকে বলে, "পাপ কি। পাপকর্ম্ম না করিলে তুমি বিনষ্ট হইবা। এক মিথ্যা কথার হানি কি। সাহেবদিগের অনেক ধন আছে, কিছু অধিক টাকা তাহাদের নিকটহইতে লইলে তোমার উত্তমরূপে উপকার হয়," ইত্যাদি। শয়তান তোমাকে বলে, "তুমি কেন পারমার্থিক উপবাস করিতেছ? কেন সর্ব্বদা কামাভিলাষের সহিত ইন্দ্রিয়কে ক্লেশে হত করিতেছ? তোমার লেশমাত্র আমোদ নাই। খ্রীষ্টের সেবা কর, কিন্তু তোমার উদরের সেবাও কর।" এমন পরীক্ষার সময়ে শয়তানের সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া বিশ্বাসরূপ ঢাল এবং ঈশ্বরের বাক্যরূপ আত্মার খড়্গ ধারণ কর, তাহাতে জয়ী হইবা। দুঃখের সময়ে জিজ্ঞাসা করিও না, আমি কি খাইব? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে ক্ষুধাও তোমার আহার হইতে পারে। ইস্রায়েলের ন্যায় বচসা করিও না। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিও না। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস কর।

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

মৌবী গ্রামহইতে অদ্য বিংশতি কারেণ লোক আমাদের নিকটে আসিয়াছে। ইহাদেরই চারি জন অবগাহনার্থে গত বিশ্রামবারে নিবেদন করে। সায়ংকালীন আরাধনার সময়ে ইহাদের দ্বাদশ জন উপস্থিত ছিল। ভজনার পরে ইহারা জিজ্ঞাসানুসারে যে রূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিল, তাহা যদি আমেরিকা দেশস্থ আমাদের বন্ধুগণ শুনিতেন, তবে তাঁহারা অবশ্য অতিশয় আপ্যায়িত হইতেন। ফলতঃ কেবল কএক মাস মাত্র হইল ইহারা প্রথম বার সুসমাচারের কথা শুনিতে পাইল, ও ইহাদের শিক্ষার্থে কোন ব্যক্তি বিশেষ সাহায্য করে নাই, ইহা বিবেচনা করিলে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইহারা উপরহইতে অর্থাৎ ঈশ্বরকর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের চারি জন কল্য অবগাহিত হওনাভিপ্রায়েই আসিয়াছে।

প্রভুর দিবসে ভজনা করণার্থে কারেণদের বত্রিশ জন উপস্থিত হইল। আরাধনার পর ইহাদের চারি জনকে পরীক্ষা করণানন্তর গ্রাহ্য করা গেলে। তাহারা অনতি বিলম্বে নগরের প্রান্তে এক সরোবরের কূলে উপস্থিত হইয়া তথায় অবগাহিত হইল। অদ্যকার বৈকালে প্রভুর ভোজও হয়, তৎকালে দ্বাবিংশতি জন সহভাগী উপস্থিত ছিলেন। এবং সন্ধ্যা কালীয় ভজনার পর কারেণদের সহিত বিস্তর সুখজনক কথোপকথন হয়। সেই সময়ে দেখা গেল যে অবগাহিত লোক ছাড়া প্রভু যীশুকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম করে, এমন আর অনেক লোক আছে। ইহারা ভূতাদির পূজারূপ প্রাচীন ভ্রান্তি ও অত্যন্ত বিহ্বলকারি মদিরাপানরূপ লোভনীয় পাপ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যে অবধি খ্রীষ্টধর্ম্ম কথা শুনিয়াছে, সেই অবধি বিশ্রামদিন পালন করিয়া আসিতেছে। এত দিনের পর সত্য ধর্ম্মের কথা আমাদের কর্ণগোচর হইল, এ প্রযুক্ত কারেণেরা আনন্দ করত অদ্য স্ব২ গৃহে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যাকালে কো-থা-বিয়ু ও কান্তশায় নামক যে ব্যক্তি সম্প্রতি অবগাহিত হইয়াছে, ইহারা প্রস্তাব করিল যে এই সকল কারেণদের গ্রামে লোকদের নিকটে খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ প্রচারার্থে কোন শিক্ষকের তথায় যাওয়া কর্ত্তব্য।

ইহা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু কি করি? এক্ষণে রঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইতে পারি না।

মৌলমীনহইতে টৌনা ও পানলা নামক দুই জন সুসমাচার-প্রচারক অদ্য উপস্থিত হইল। স্বজাতীয় লোকদের নিকটে তাহাদের পরিশ্রম সফল হইবে, আমরা এমত ভরসা ও প্রার্থনা করি।

অদ্য প্রাতঃকালে কারেণেরা মৌবীতে গমনার্থে যাত্রা করিল, কিন্তু গমন কালে পথিমধ্যে কো-থা-বিয়ুর ও তৎসঙ্গি আর কএক জন কারেণের সাক্ষাৎ হইলে সকলে একত্র ফিরিয়া আইল। মৌবী গ্রামে কো-থা-বিয়ুর এক পাঠশালা আছে, তাহাতে বার বা পোনের জন ছাত্র পাঠ করে।

১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেং বেনেট ইহা লেখেন, যে দুই জন শিক্ষক মৌবীতে ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে স্বজাতীয়দের নিকটে ঘোষণা করণে ও পাঠশালায় শিক্ষা দানে প্রবৃত্ত ছিলেন, টৌনা ও পানলা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মৌলমীনের নিকটস্থ কোন গ্রামে স্ব২ পরিজনগণকে দেখিবার মানসে অদ্য প্রাতে প্রস্থান করিলেন। জাহাজ লঙ্গর তুলিয়া ভাটিয়া যাইবার অনতি বিলম্বে কো-থা-বিয়ু নামক আমাদের কারেণ সহকারী মৌবী গ্রামস্থ কএক লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিয়া ব্যগ্রচিত্তে এই নিবেদন করিল, যাহারা অবগাহিত হইতে ইচ্ছুক আছে, তাহাদিগকে অবগাহন করাওনার্থে মৌলমীনহইতে কোন শিক্ষক শীঘ্র আইলে বড় ভাল হইবে। এই সমস্ত লোক বনমধ্যে সুপক্ক ফলসদৃশ, কেবল তাহাদিগকে সংগ্রহ করিলেই হয়। এমন কখন২ ঘটে যে মিশনরিগণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিলেও কোন ফল দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় ইহাও কখন২ ঘটে যে যেখানে কোন ব্যক্তি কখন বীজ বপন করে নাই, এমন স্থানেও সুপক্ক শস্য পূর্ণ আটি পাওয়া যায়। হায়, এই দীনহীন লোকেরা কখন বিধ্যনুসারে ত্রাণকর্ত্তার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পরমানন্দিত হইবে? ইহারা এমন নিষ্কপট ও যাথার্থিক ও সরলান্তঃকরণ এবং খ্রীষ্টের প্রতি প্রেমেতে এমন পূর্ণ, যে ত্রাণকর্ত্তার কৃত পরিত্রাণের আস্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ইহাদের কথা শুনিয়া কখন স্থির থাকিতে পারে না, ইহা আমি অদ্য কথোপকথনে জানিতে পাইয়াছি। ইহারা অদ্য প্রাতে যে এক উত্তম বিষয় স্থির করিয়াছে, বোধ হয়,

তাহা সফল হইবে না। ফলতঃ ইহারা যেন আপনারা পাঠশালা স্থাপন করিয়া আপনাদের ভাষাতে শিক্ষা দিতে পারে, ও যে কোন ধর্ম্ম ইচ্ছা করে তাহা যেন গ্রহণ করিতে পারে, অথচ যেন পূর্ব্ববৎ স্বাধীনতা থাকে, এতদ্বিষয়ের অনুমতি পাইবার জন্যে ঊনজীর নিকটে নিবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছে। ইহারা যদি এই অনুমতি পায়, তবে ইহাতে বুদ্ধমতাবলম্বিদের সংখ্যার প্রায় কিছু হানি হইবে না। কেননা কারেণেরা প্রায় সকলে পূর্ব্বাবধি প্রতিমাপূজা ঘৃণা করিয়া আসিতেছে।

যে কারেণদের কথা কল্য লিখিয়াছি, তাহারা অদ্য প্রাতঃকালে আসিয়া কহিল, যাবৎ মৌলমীনহইতে কোন শিক্ষক না আইসেন, তাবৎ তোমরা রঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কদাপি যাইবা না, আপনাদিগকে এমন অঙ্গীকার করাইতে আমরা মৌবী স্থানস্থ ভ্রাতৃগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। এক জন উপদেশক যেন ত্বরায় মৌলমীনহইতে আইসেন, এতদর্থে নিবেদন করিবার জন্যে আমরা কল্য ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তথাপি আমরা উচ্চৈঃস্বরে টৌনাকে বারম্বার ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু দূরত্ব প্রযুক্ত তিনি জাহাজহইতে শুনিতে পাইলেন না। পরে আমরা নৌকা করিয়া জাহাজ ধরিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলাম না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাবৎ কোন শিক্ষক এখানে না আইসেন, সে পর্য্যন্ত আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে সাহস করিতে পারি না।

অনন্তর মেং বেনেট রঙ্গুণহইতে প্রস্থান করাতে মেং ওএব তত্রস্থ মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করেন। তিনি কো-থা-বিয়ুর পরিশ্রম ও তৎফল প্রসঙ্গে সেপ্‌টেম্বর ও আকুটোবর মাসে এই ২ কথা লিখেন। "মৌবী গ্রামহইতে পাঁচ জন কারেণ লোক উপস্থিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি আপনাদের গ্রামস্থ লোকদের বিশেষ অনুরাগ বিষয়ক নানা মনোহর বিবরণ বলিল। মৌলমীনহইতে আগত আমাদের দুই প্রিয় ভ্রাতা ও তিন জন যুবা যাহারা পূর্ব্বে বিবী হাংককের পাঠশালায় ছাত্র ছিল, ইহারা মৌবী গ্রামে চারি পাঁচ মাসাবধি পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা বলে, আমরা যে তিন চারি স্থানে শিক্ষা দিয়া থাকি, সেই ২ স্থানে রবিবারে এক শত, কখন বা দুই শত কারেণ

লোক ভজনার্থে উপস্থিত হয়; ইহাদের নিকটে আমরা উপদেশ দি ও প্রার্থনা করি এবং আমাদের সেই গ্রন্থ পাঠ করি। ফলতঃ অদ্যাবধি ঐ ভাষাতে কেবল এক বর্ণমালা এবং ধর্ম্মবিষয়ক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছাপান হইয়াছে। এই কথা অতি স্মরণীয় যে দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এই দীনহীন ও অবজ্ঞাত লোকদের ভাষাতে লিখিত একটি অক্ষরমাত্র না থাকিলেও এক্ষণে ইহারা স্বচ্ছন্দে পাঠ করিতে ও লিপিদ্বারা স্ব ২ অভিপ্রায় অন্য ব্যক্তিকে অবগত করিতে পারে। যখন এই কারেণ ভ্রাতারা আমাদের নিকটে উপনীত হইল, তখন ইহাদের প্রতি মৌলমীনস্থ কারেণ লোকদের প্রেরিত চৌদ্দ খান পত্র পাইয়াছিলাম।”

বিশ্রামদিনের পূর্ব্বে আমাদের নিকটে উপনীত হইবার মানসে মৌবী গ্রামহইতে সতের জন কারেণ লোক দুই দিনের পথ এক দিনে চলিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া আমাদের বাটীতে আ-ইল। ইহাদের মধ্যে সাত জন স্ত্রীলোক। রঙ্গুণহইতে মেং বেনে-টের প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সেই চারি জনকে পরীক্ষা পূর্ব্বক গ্রাহ্য করা গিয়াছিল, কিন্তু অবগাহন করা যায় নাই। বর্ম্মা ভাষায় ঈশ্বরারাধনার সময়ে ইহারা একটী কারেণ গীত গাইল, পরে আরাধনা সমাপ্ত হইলে বারাণ্ডাতে আপনাদের থাকিবার স্থানে গিয়া আপনারা সায়ংকালে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা উৎ-সর্গ করিল। এই সরলমনা কারেণ লোকেরা বর্ম্মাদের মত ভ্রান্ত-বুদ্ধি না হওয়াতে সুসমাচারের কথা হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রবণ করে। ঐ সতের জন কারেণ লোক আমাদের নিকটে অদ্যাপি আছে। ইহারা কো-থা-বিয়ুর ঘোষণাতে ঈশ্বরের পথাবলম্বী হইয়াছে, এমন বোধ করে। আমি এক দিবস ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-লাম, ঈশ্বরের ভজনার্থে কি কারেণদের অধিকাংশ লোক উপ-স্থিত হয়? ইহারা উত্তর করিল, হাঁ, উপস্থিত হয়, কেবল কতকগুলি ফিরুশী লোক আইসে না। জিজ্ঞাসা। বোধ হয় আরাধনা করণানন্তর তোমরা স্ব ২ গৃহে গিয়া কোন ২ কা-র্য্যেতে প্রবৃত্ত হইয়া থাক? উত্তর। না মাহাশয়, আমরা বা-টীতে যাই না, পরন্তু আমরা তথায় সকলে একত্র থাকি। জিং। কিন্তু তোমরা একত্র থাকিয়া সমস্ত দিন কি কর? উং। আমরা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রচার এবং পাঁচ ছয় বার প্রার্থনা করি।

ইহাদের এক জন গ্রামের মণ্ডল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে এই উত্তর করিয়াছিল, "আমি যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, কিন্তু দৈত্যের বা মন্দিরের অথবা কোন প্রতিমার পূজা ও মদ্যপান আর করি না। আমি এখন অনন্ত ঈশ্বরের সেবা করি।" এই রূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করাতে মণ্ডল তাহার ৬৫ টাকা দণ্ড করিয়া তাহাকে বিদেশি ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করে। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, বোধ হয় ইহাতে তোমরা বড় ভয় পাইয়া থাকিবা? তাহারা উত্তর করিল, হাঁ, কতক লোক ভয় পাইয়াছে বটে, কিন্তু শিষ্যেরা কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হয় নাই, ফলতঃ যীশু খ্রীষ্টের বিধি ব্যবস্থা শ্রবণ করণার্থে প্রতি বিশ্রামদিনে এক শত দুই শত লোক উপস্থিত হয়। আমি কহিলাম, দেখ, শাসনকর্ত্তা তোমাদেরও নিকটহইতে টাকা লইবে, ও তোমাদিগকে কশাঘাত করিবে, ইহা তো জানা যাইতেছে, তথাপি যে তোমাদের ভয় হয় না, ইহার কারণ কি? ইহাতে সে ব্যক্তি বিশেষ ভক্তি ভাবে এই উত্তর করিল, অনন্ত ঈশ্বর রাজত্ব করেন, ইহা জানিয়া আমরা ভয় করি না।

কল্য মেং কটর ও তাঁহার ভার্য্যা এবং কো স্বা বে ও কো সানলোন নামক দুই জন বিজ্ঞ বর্ম্মা ভ্রাতা, ইহারা এবং আমরা মণ্ডলীতে গ্রাহ্য করণার্থে নয় জন কারেণ লোকের পরীক্ষা করিলাম। ইহাদের তিন জনকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কেননা দুই জনের বয়স অল্প, ও অন্য জন আপন অন্তঃকরণের মন্দতার বিলক্ষণ উপলব্ধি পায় নাই, এমন বোধ হইল। ইহাদের পরীক্ষা করণে সমস্ত দিন গেল, ফলতঃ দেড় ঘণ্টা কাল বিশ্রাম ব্যতিরেকে প্রাতঃকালের নয় ঘণ্টাহইতে বৈকালের পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহাদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথোপকথন ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ছয় জনকে গ্রাহ্য করিতে পারিলাম। ইহারা এবং যে চারি জন ছয় মাস হইল গ্রাহ্য হইয়াছিল, এই দশ জনকে আমি অদ্য প্রাতে অবগাহিত করিলাম। আহা এই সুখদায়ক প্রাতঃকালে মন অতিশয় প্রফুল্ল হইল। ফলতঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ শত২ মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াতে সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ পতিত হওয়াতে দেদীপ্যমান রূপে প্রকাশ পাইয়া দর্শকদিগের চক্ষু ঊর্দ্ধদিগে সত্য ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ করিতেছিল, ফলতঃ মন্দিরে পূজার্থে আগমনকারি-

দিগকে যেন এই আদেশ করিতেছিল, হে বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ, যিনি সূর্য্যকে সৃজন ও কিরণদান করিয়াছেন, আমাদের ঊর্দ্ধে বাসকারি সেই পরমেশ্বরের অর্চ্চনাতে অনুরক্ত হও। তৎকালে আমরা নিকুঞ্জ সদৃশ এক মনোহর আম্র উদ্যান দিয়া গমন করিতে২ দেখিলাম, যে ঐ বৃক্ষের শাখা সকলেতে হিমবৎ শুভ্রবর্ণ অসংখ্য বক পক্ষিগণ উপবেশন করিয়া স্ব২ নীড়াদি রক্ষণ করিতেছে। ঐ বৃক্ষগণের অন্তরালে ব্রহ্মচারিদিগের আশ্রম সকল দৃষ্ট হইতেছিল। ঐ উদ্যান উত্তীর্ণ হইয়া আমরা রাজার পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলাম। এটী অতি রম্য সরোবর বটে, কেননা এ দীর্ঘিকা সুচারু তরুগণে বেষ্টিত। এই সরোবরে আমি ঐ কএক জনকে অবগাহিত করিলাম। এবং বর্ম্মা ভাষাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিলে পর কারেণেরা আপনাদের বাসস্থান বনে প্রস্থান করিল, এবং আমরা স্ব২ গৃহে আইলাম। আমার জীবন কালের মধ্যে এই এক অপূর্ব্ব দর্শন করিলাম, এমন দিন দেখিবার লালসা দশ বৎসরাবধি করিয়া আসিতেছি। এই অজ্ঞানান্ধ দেবপূজক লোকদিগকে প্রভু যীশুর নিকটে আনয়ন ও তাঁহার মণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করাওনার্থে, ও সভ্য ভব্য করিবার জন্যে, ও ঈশ্বর নিরূপিত পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যতা ও গৃহ ব্যাপার বিষয়ে শিক্ষা দেওনাভিপ্রায়ে আমরা আমাদের জন্মভূমি ও বাটী ও পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধব ও অতি প্রিয় বস্তু সকল ও সুখভোগাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আর ইহা আনন্দজনক বিনিময় বটে। স্বর্গস্থ মুকুট বিনা আমরা পার্থিব মুকুট ও রাজদণ্ড প্রাপণার্থ এতাদৃশ পরিশ্রম ত্যাগ করিতাম না।

শনিবারে আর দশ জন কারেণ লোক আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইল, ইহাদের ছয় জন অবগাহনার্থে নিবেদন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারি জনকে এক্ষণে গ্রাহ্য করা ভাল নয়, এমন বিবেচনা করিলাম। অপর দুই জনকে আগামি রবিবারে অবগাহিত করা যাইবে। যে চারি জনকে বিলম্ব করাইতে স্থির হইল, তাহাদের মধ্যে কো টৌংয়ো নামক এক বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা মনোযোগযোগ্য বটে। ঐ বৃদ্ধ বলেন, আমি অনন্ত ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করি, ও আমার এ প্রত্যয় সর্ব্বদা আছে। আমার পিতা মাতা আমাকে বালক কালে এই শিক্ষা দিয়াছেন, হে পুত্র, যে রূপ বৃক্ষ-

লোকেরা বলে, তদ্রূপ এ জগৎ আপনা আপনি উৎপন্ন হয় নাই, পরন্তু ইহা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি স্বয়ম্ভূ ও অনাদি অনন্ত; তাঁহাকে কারেণেরা কচয়ূয়া বলে। হে পুত্র, তুমি কদাপি প্রতিমার ও মন্দিরের এবং পুরোহিতগণের ও পুস্তকের পূজা করিও না, কেবল কচয়ূয়ার সেবা করিবা। কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধ পাপের বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান এই বৃদ্ধের নাই, এই অনুমানে ইহাঁকে আর কিছু দিন অপেক্ষা করিতে কহিলাম।

কল্য সন্ধ্যাকালে বার জন কারেণ লোক আসিয়াছে, ইহাদের ছয় জন অবগাহনার্থে নিবেদন করিয়াছে। ইহাদিগকে এবং গত বিশ্রামবারে যে দুই জন গ্রাহ্য হয়, তাহাদিগকে আমি অদ্য বৈকালে অবগাহিত করিলাম।

অদ্য আর চারি জনকে অবগাহিত করিয়াছি। আমাদের নিকটে কারেণ দ্বিভাষক ছিল না, কিন্তু ইহারা সকলে বর্ম্মা ভাষাতে কথা কহাতে পরীক্ষার সময়ে আমাদের প্রত্যাশার অতিরিক্ত উপকার দর্শিল। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি সর্ব্বশুদ্ধ বাইশ জনকে অবগাহিত করিয়াছি। শুনিতে পাই, আর অনেকে অবগাহনার্থে বাঞ্ছা করিতেছে। ভ্রাতৃগণ বলেন, যে তাহারা সকলেই সল্লোক। এই অনুগ্রহের মহৎ কার্য্য সাধনের অস্ত্র তিন জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও পোনের বৎসরের নূনবয়স্ক দুই জন বালক; ইহারা সকলে বর্ম্মা ভাষা প্রায় কিছুই পড়িতে পারে না, ও বুঝিতেও পারে না। ইহারা কিছু২ কারেণ ভাষা পড়িতে পারে বটে, কিন্তু এই ভাষাতে ৬ পৃষ্ঠার এক ক্ষুদ্র পুস্তক ও ৩৩ পৃষ্ঠার এক খান বর্ণমালা ব্যতিরেকে অন্য কোন গ্রন্থ নাই।

পরমেশ্বর মহানুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান এমন সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি তাহাতে একান্ত বিশ্বাস করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার অন্তঃকরণের পবিত্রতা ও আত্মার পরিত্রাণার্থে প্রয়োজনীয় প্রচুর জ্ঞান এক বালকও তাহাকে দিতে পারে।

তাড়না আরম্ভ হইলে কো-থা-বিয়ু বিখ্যাত ব্যক্তি হওন প্রযুক্ত স্বজাতীয়দের পরামর্শে মৌবী স্থান পরিত্যাগ করিয়া পেগুতে পলাইয়া গেলেন। ১৮৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেং ওএব লেখেন, যে কারেণ নদীতীরনিবাসি কিওক খেঃ নামক এক ব্যক্তি

কারেণ কল্য সন্ধ্যার সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত রাত্রি আমাদের বাটীতে থাকে। কারেণদের নদীতীরবর্ত্তি তাবৎ গ্রাম মৌবী নগরের অধীন। আমি এই কারেণের প্রমুখাৎ মনোযোগযোগ্য অনেক কথা শুনিলাম, তন্মধ্যে যে কথাটী সর্ব্বাপেক্ষা অতি আনন্দজনক, তাহা এস্থলে লিখি, কেননা ঐ অঞ্চলস্থ লোকদের দুঃখের আরম্ভাবধি আমরা তথাকার কোন কথা শুনিতে পাই নাই। মৌবীর শাসনকর্ত্তার অধীনে হাজার ঘর প্রজা আছে। তাড়না ঘটনের পূর্ব্বে ময়া-থা নামক এক ব্যক্তি কারেণ খ্রীষ্টীয়ান ঐ শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক এক শত প্রজার উপরে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হয়েন। যখন উপদ্রব উপস্থিত হইল, তখন ময়া-থাকে ও সকল খ্রীষ্টীয় লোককে ধৃত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত টাকা দণ্ড দিতে হইল। ইহা তাহাদের পক্ষে ভারী দণ্ড বলিতে হয়, কেননা কোন কারেণের এক শত টাকারও সম্পত্তি নাই। ময়া-থা পদচ্যুত হইলে তৎপদে কিওক খেঃ নিযুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমার অধীন এক শত প্রজার মধ্যে চৌদ্দ জন খ্রীষ্টীয়ান, তাহাদের সকলকে ধর্ম্ম প্রযুক্ত দণ্ড দিতে হইয়াছিল। এ ব্যক্তি অদ্যাপি অবগাহিত হন নাই। কিন্তু ইনি বলেন যে আমি ও আমার স্ত্রী ও আত্মীয় লোক আমরা সকলে পরমেশ্বরের সেবা করি, এবং সকলে তাড়না ভোগ করিয়াছি। ইনি এ কথাও বলেন যে "কারেণেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভয় করে। পরন্তু তাহারা প্রতি দিন ঈশ্বরের ভজনা করে। তাহারা আর দৈত্যের বা মন্দিরের পূজা করে না।" এ ব্যক্তি যে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন, সে সমুদায়ই অতি সুখজনক বটে।

আমরা চারি মাস পর্য্যন্ত কো-থা-বিয়ুর নিকটহইতে কোন সংবাদ পাই নাই। কিওক খেঃ বলেন, কো-থা-বিয়ু পেগুতে থাকিয়া তন্নিকটবর্ত্তি দুই হাজার কারেণ লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, ইহা আমি শুনিয়াছি। দেখ, যে সময়ে মৌবীতে তাড়না উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার রক্ষার্থে পলাইবার পরামর্শ দিল। অতএব প্রেরিতদের ন্যায় তিনি এক গ্রামে তাড়িত হওয়াতে অন্য গ্রামে পলাইয়া থাকেন।

১৮৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মেং হেৌয়ার্ড কো-থা-বিয়ুর পরিশ্রমের স্থান মৌবীতে প্রথম বার গিয়া এই রূপ লেখেন, "যাহাদের মধ্যে কোন মিশনরি অদ্যাপি যান নাই, এমন মৌবী ও তন্নিকটবর্ত্তি

গ্রামস্থ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে দেখিবার মানসে নবেম্বর মাসের ১৮ তারিখে আমি মেং বিনটন ও মেং আবটের সমভিব্যাহারে রঙ্গুণহইতে যাত্রা করিলাম। তথায় গমনের সমস্ত বিবরণ মেং বিনটান আপনকাদের নিকটে বিস্তারক্রমে লিখিয়া পাঠাইবেন, এই হেতুক তদ্বৃত্তান্ত এই ক্ষণে বিশেষ রূপে লিখন নিষ্প্রয়োজন। কেবল প্রমাণার্থে এই কথা লিখিতেছি, অরণ্যের সন্তানগণমধ্যে আমরা যে সপ্তাহ কাল যাপন করি, সেই সপ্তাহের মধ্যে যে এক শত সাতষট্টি জন অবগাহিত হয়, তাহারা সকলে উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল। ফলতঃ পাপিদের দুরবস্থা, ও কেবল খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণ হয়, এই ২ রূপ উপদেশ সকলে বিলক্ষণ রূপে বুঝিয়াছে, এমন স্পষ্ট বোধ হইল। প্রভু যীশুর নাম স্বীকার করিলে তাহাদের প্রতি দারুণ তাড়না উপস্থিত হইবে, ইহা তাহারা জানিলেও, আমি যাঁহাতে প্রত্যয় করিয়াছি, তাঁহাকে জানি, এমন বাক্যবাদি ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের বিশ্বাস ও আনন্দ ছিল। এ অঞ্চলে অবগাহনাকাঙ্খি এক শত বা দুই শত বিশ্বাসি কারেণ লোক আছে। যাহারা এক্ষণে বিশ্বাসি রূপে গণিত হইয়াছে, তাহারা বলে, আমাদের কেহ ২ এক, কেহ বা দুই কিম্বা তিন বৎসরাবধি, অর্থাৎ সুসমাচার প্রথম বার শ্রবণাবধি বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। প্রভু দেশীয় প্রচারকগণের বিশেষতঃ কো-থা-বিয়ুর দ্বারা এ কার্য্য এ পর্য্যন্ত সাধন করিয়াছেন।

খাড়ি গ্রামে ওলা উঠা রোগের সংক্ষেপ বিবরণ।

সন ১৮৫৩ শাল তারিখ ৬ জুন।

গত জানুয়ারি মাসের শেষে আমাদের গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগেতে ওলা উঠা রোগের আরম্ভ হওয়াতে অনেক লোক পরকালে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে মুখুজেরমাল সাকিনে আমাদের দুই ঘর পরিবার বাস করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যে উক্ত রোগ উপস্থিত হওয়াতে মোহন ধাড়ার দ্বিতীয় পুত্র ও জামাতা গোপালচন্দ্র আড়ি পরকালে গমন করিল। তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোন ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন হয় নাই; কিন্তু গোপালচন্দ্রের বিষয়ে এই কথা শুনিতে পাইলাম যে সে ব্যক্তি অনেক বার প্রার্থনা করিল, ও আপনার কৃত পাপের জন্যে অনেক বার

বড় খেদ প্রকাশ করিল। তাহার ভ্রাতা তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্যে সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকাতে তাহার মুখহইতে নিম্নে লিখিত গীত গান করিতে শুনিল, যথা, "চেতন হও ও মন দুরাচার, যদি বিচার দিনে হবে পার।" এই গীত গান করিতে২ বাক্যরোধ হইল। এই ব্যক্তি যদ্যপি মণ্ডলীর অংশী ছিল না, তথাপি তাহার স্বভাবের ও চরিত্রের মধ্যে কোন দোষ প্রায় পাই নাই, এবং সাধ্যানুসারে ধর্ম্মেতে মনোযোগী ছিল।

কিছু দিন পরে আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিগে উক্ত রোগ আরম্ভ হওয়াতে অনেক লোক মরিতে লাগিল, তাহাতে আমাদের লোকদের মধ্যে অতিশয় ভয় উপস্থিত হওয়াতে লোকেরা ধর্ম্মেতে মনোযোগ করিতে লাগিল, এবং যাহারা ধর্ম্মের পক্ষে অতি শীতল ছিল, তাহারাও জাগ্রৎ হইতে লাগিল; বিশেষতঃ রবিবার দুই বেলা লোকেরা ভজনালয়ে মনোযোগ করিতে লাগিল, এবং ঘরে২ প্রার্থনার সভা ও ভজনালয়ে দুই প্রহরের পরে প্রত্যেক দিন প্রার্থনার সভা হইতে লাগিল, আর অনেকেই অবগাহনার্থে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর আমাদের গ্রামের পশ্চিমেতে কএক ঘর খ্রীষ্টীয়ান লোক বাস করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে উক্ত রোগ উপস্থিত হওয়াতে মধুসূদন মাখালের দুইটি সন্তান পরকালগামী হইল। কএক দিন পরে উক্ত ব্যক্তি উক্ত রোগগ্রস্ত হইয়া পরকালে গমন করিল। তাহার সঙ্গে আমাদের কাহারো সাক্ষাৎ কিম্বা কোন কথোপকথন হয় নাই, কারণ তৎকালে আমাদের গ্রামে উক্ত রোগ উপস্থিত থাকা হেতুক আমরা অতি ব্যস্ত থাকাতে তাহার নিকটে যাইতে পারি নাই।

মার্চ্চ মাসের ১৮ তারিখে রামধন বরের স্ত্রী দয়া ও তাহার কন্যা ঝাটী এই দুই জন উক্ত রোগেতে পীড়িতা হইবামাত্র আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ইংরাজি ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলাম। কিন্তু অতি শীঘ্র পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে আমি ঝাটীকে কহিলাম, তুমি আপনার সকল ভার ঈশ্বরেতে অর্পণ কর। তাহাতে সে কহিল, তাহাই করিতেছি। আমি তাহাকে কহিলাম, আপনার কৃত পাপের সকল ভার খ্রীষ্টের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছ? সে কহিল, হাঁ, তাহাই করিতেছি। পরে আমাকে কহিল, এই বার আমি বাঁচিব না, অতএব আমার ছোট ভগিনী-

কে ও মাসীকে শীঘ্র পাঠাইয়া দেও। ইহাতে আমি অতি শোকাকুল হইয়া ঘরে আইলাম। তাহার প্রতিকারের জন্যে আমি কএক বার ঈশ্বরের নিকট বড় যত্নপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তাহাকে জগতে রাখিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। রামধন বরের স্ত্রী দয়ার শ্রবণশক্তি না থাকাতে তাহার সঙ্গে আমাদের কোন কথা হইল না, বিশেষতঃ ইহার পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে বাক্য বন্ধ হইয়াছিল। উক্ত দিনের বেলা এক প্রহর থাকিতে২ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। পরে কাটীর পীড়া ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই রূপে রাত্রি দুই প্রহরের পরে অতি স্থিরচিত্তে পরকালে গমন করিল। এই যুবতী স্ত্রীর আচার ব্যবহার অতি সন্তোষজনক ছিল, এবং সে ধর্ম্মেতে মনোযোগী ছিল।

উক্ত মাসের ২১ তারিখ সোমবার প্রাতঃকালে খড়্গেশ্বর মাখালের স্ত্রী ওলা উঠা রোগে পীড়িতা হইল। এই স্ত্রী গর্ব্ভবতী থাকাতে অতি শীঘ্র বড় দুর্ব্বল হইল। দুই প্রহরের পরে আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কিছু শিক্ষা দিতে ও ধর্ম্ম কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তৎকালে সে এত যাতনা ভোগ করিতেছিল যে তাহাকে যে সকল শিক্ষা দিলাম তাহা শুনিতে পারিল না, এবং যাহা২ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কোন উত্তর পাইলাম না। তাহার স্বভাব এক প্রকার ভাল ছিল, কিন্তু ধর্ম্মেতে বড় মনোযোগী ছিল না। পরে আমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া চলিয়া আইলাম। তাহার মৃত্যুকালের পূর্ব্বে এক ভ্রাতা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছিল। প্রার্থনা সাঙ্গ হইবামাত্র পরকালে গমন করিল।

উক্ত মাসের ২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার ধরণী জানার স্ত্রী ওলা উঠা রোগেতে পীড়িতা হওয়াতে তাহার উপশমার্থে অনেক চেষ্টা করা গেলেও ক্রমিক রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে আমি তাহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বর্গ ও নরকের ও পরিত্রাণের এবং খ্রীষ্টের বিষয় যাহা ২ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কোন কথার উত্তর না পাওয়াতে আমি অতি নিরাশ হইয়া ঘরে আইলাম। তাহার আচার ব্যবহার আহ্লাদজনক ছিল না। কালাচাঁদ মণ্ডল উক্ত স্ত্রীর বিষয় নিম্নে লিখিত কথা প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র সেখানে উপ-

স্থিত হইয়া ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করিয়া পাপের ভয়ের বিষয় ও পরিত্রাণের বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তৎকালে রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না। পরদিবস আমি তাহার নিকটে গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া পূর্ব্ব মত তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, যীশু খ্রীষ্ট আমার ত্রাণকর্ত্তা, এবং তাঁহার মরণে আমার সকল পাপ ক্ষমা হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, পরে আমি ঘরে আইলাম।

উক্ত মাসের ২৯ তারিখ মঙ্গলবার আমাদের মণ্ডলীর অংশি রামপ্রসাদ বর ওলা উঠা রোগেতে পীড়িত হইলে দুই প্রহরের পরে আমি ও কালাচাঁদ মণ্ডল আমরা উভয়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সে আমাদিগকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া অতি নম্রতা পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কহিল, আমি কোন মতে বাঁচিব না। কিঞ্চিৎ পরে তাহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলাম তাহার পরিত্রাণের ভরসার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, খ্রীষ্টের অমূল্য রক্তেতে আমার সকল ভরসা; কারণ তিনি আমার প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা আমি একান্ত মনে বিশ্বাস করিতেছি। এই রূপে যাহা২ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সকল কথার উত্তর পাওয়াতে আমি অতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম্মপুস্তকের কোন্ কথা শুনিতে চাহ? সে কহিল, খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও বিশ্বাসিদের সান্ত্বনার কথা শুনিতে চাহি। তাহাতে আমি যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায় ১৭—৩৭ পদ পর্য্যন্ত পাঠ করিলাম, এবং রোমীয় ৮ অধ্যায় ১২—৩০ পদ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিলাম। পরে কালাচাঁদ মণ্ডলকে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে কহিয়া আইলাম। তাহার সঙ্গে নিম্ন লিখিত মতে কথোপকথন হইয়াছিল, যথা, প্রথমতঃ এই ব্যক্তি আপনার দেনা পাওনার বিষয় আমাকে জানাইল, পরে আমি দুই দিন পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করিলাম, বিশেষতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার পাপের মুক্তিদাতা কে? এবং তিনি কি রূপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন? তাহাতে সে কহিল, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট, এবং তিনি আমার পাপের জন্যে আপনার প্রাণ দিয়াছেন। আর

এই সময়ে তিনি আপনার নিকটে আমাকে স্থান দেন, এমত প্রার্থনা করিতেছি। পরে আমি যোহনের ১৪ অধ্যায় ১—২৪ পদ, পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিয়া চলিয়া আইলাম। এই রূপে ৩১ তারিখ বৃহস্পতিবার স্থিরচিত্তে পরকাল গমন করিল।

এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ রবিবার কামদেব ধাড়ার স্ত্রী প্রাতঃকালে ভজনালয়ে উপস্থিত ছিল, পরে বৈকালে ওলা উঠা রোগেতে পীড়িতা হওয়াতে কবিরাজ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিয়া কহিল, ইহার বাঁচিবার আশা নাই; তথাপি তাহাকে বিস্তর ঔষধ সেবন করাণ গেল। উক্ত দিন দুই বেলা আমি উপদেশ দেওয়াতে শ্রান্ত থাকাতে সন্ধ্যাকালে যাইতে পারিলাম না। সোমবার প্রাতঃকালে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুর চিহ্ন দেখিয়া ধর্ম্ম বিষয় কোন২ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোন কথার উত্তর না পাওয়াতে দুঃখিত হইলাম পরে আমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিয়া ঘরে আসিবার সময় কালাচাঁদ মণ্ডলকে কহিলাম, যে পাপের জন্যে ঐ স্ত্রী মণ্ডলীর বাহির হইয়াছিল তাহা স্বীকার করে কি না, বিশেষ রূপে তাহা জানিতে চেষ্টা করিবা। পরে দুই প্রহরের সময়ে পরকালে গমন করিল। কালাচাঁদ মণ্ডলের সহিত যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা এই, যথা, ওলা উঠা রোগের আরম্ভ হইলে উক্ত স্ত্রী শয্যাগত হইবামাত্র আমি তাহার সহিত ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করিতে উপস্থিত হইলাম। অনেক বিষয় তাহাকে জানাইলাম ও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোন কথার উত্তর ভাল রূপে না পাওয়াতে আমি বোধ করিলাম যে পরিত্রাণের বিষয় তাহার কোন ভরসা নাই। যে দোষের জন্যে এই স্ত্রী মণ্ডলীর বহির্ভূত হইয়াছিল সেই দোষ স্বীকার করে কি না, তাহা জানিবার জন্যে আমি অতি যত্ন করিয়া তদ্বিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কোন মতে তাহা স্বীকার করিল না, ইহাতে আমি অতি দুঃখিত হইলাম।

উক্ত মাসের ১৩ তারিখ বুধবার বেলা এক প্রহরের সময়ে কামদেব ধাড়া ওলা উঠা রোগেতে পীড়িত হইবামাত্র ইংরাজি ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলাম। পরে আমি দুই প্রহরের পরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে সে আমাকে দেখিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিয়া কহিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালন

করিয়াছ, তাহাতে আমি বাধিত হইলাম, সম্প্রতি আমি আর বাঁচিব না। তাহাতে আমি তাহাকে কোন ২ সান্ত্বনার কথাতে প্রবোধ দিতে লাগিলাম। অবশেষে আমি রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের ৮ অধ্যায় ১—১১ এবং ৩১ পদাবধি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিলাম। পরে বৈকালে তাহাকে দেখিতে গেলাম বটে, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলাম না, কারণ তৎকালে সে অতি দুর্ব্বল ছিল। কালাচাঁদ মণ্ডলের সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তদ্বিবরণ এই, যথা, তাহার ওলা উঠা রোগ আরম্ভ হইবামাত্র তাহার উপশমার্থে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ইংরাজি ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলাম, কিন্তু রোগ ক্রমিক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার বাঁচিবার আর আশা না থাকাতে যাকুব মণ্ডল এক অধ্যায় পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিল। পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, খ্রীষ্টের মৃত্যু যন্ত্রণা তুমি কি মনে করিতে পার? সে কহিল, 'হাঁ, তাহা পারি। আর ঐ যন্ত্রণা আমাদের পাপের কারণ ছিল; আর আমরা যেন নরকজ্বালাহইতে রক্ষা পাই, তজ্জন্যে আমাদের বদলে খ্রীষ্ট ঐ সকল যন্ত্রণা ভোগ করিলেন।' পরে আমি তাহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম। অপর সন্ধ্যাকালে কামদেব আমাকে ডাকিতে লাগিল, তাহাতে আমি উপস্থিত হওয়াতে আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং কহিল, সম্প্রতি আমার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইয়াছে, আমার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর। পরে আমি প্রার্থনা করিয়া বসিলে পর আমাকে কহিল, ঈশ্বর আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, ও খ্রীষ্ট আমার পরিত্রাণকর্ত্তা, এবং পবিত্র আত্মা আমার মন পরিষ্কারকর্ত্তা; এই তিনে এক ঈশ্বর; ইহাঁর নিকট আমি যাইতেছি, তাহা তোমাকে জানাইলাম। এই প্রকার কথা ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তি আর কোন কথা কহিতে পারিল না। এই রূপে রাত্রি এক প্রহরের পরে অতি স্থিরচিত্তে পরকালে গমন করিল। এই ব্যক্তির আচার ব্যবহার সন্তোষজনক ছিল। তাহার স্বভাব অতি মৃদু ও নম্র, এবং সর্ব্বদা প্রকাশিত ঈশ্বরারাধনাতে মনোযোগ করিতে প্রাণপণ করিত, আর তাহাতে প্রায় সকলের প্রিয় পাত্র ছিল। এই ব্যক্তি মণ্ডলীর অংশী ছিল।

উক্ত মাসের ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা এক প্রহরের পরে

গোবিন্দ ঘুঘুর স্ত্রী ওলা উঠা রোগে পীড়িতা হওয়াতে ইংরাজি ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হইয়া ক্রমিক রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে আমি ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করিতে চেস্টা করিলাম, কিন্তু ঐ স্ত্রী পীড়া প্রযুক্ত এমন কাতর ছিল, যে তাহার সঙ্গে কোন কথা কহিতে পারিলাম না। আমি কেবল এক অধ্যায় পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করিতে কোন ব্যক্তিকে তাহার নিকটে রাখিয়া ঘরে আইলাম। পরে ১৫ তারিখ শুক্রবার পরকালে গমন করিল। এই স্ত্রীর চরিত্র আহ্লাদজনক ছিল এবং ধর্ম্মেতে অতি মনোযোগী ছিল, আর অবগাহিত হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছিল সে তাহার উত্তর প্রত্যুত্তরেতে বড় তুষ্ট ছিল।

গত এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ শুক্রবার ষষ্টিচরণ ভুঁয়ের স্ত্রী এক পুত্র প্রসব করিল, পরে প্রসূতাগারেতে হঠাৎ বিকার রোগ উপস্থিত হওয়াতে আমাদিগকে ডাকিতে লাগিল কিন্তু কেহ আমাদিগকে সমাচার না দেওয়াতে আমরা যাইতে পারিলাম না। পরে সন্ধ্যাকালে কোন এক স্ত্রী লোক সমাচার দেওয়াতে আমিও যাইতে পারিলাম না, কিন্তু কিছু ঔষধ পাঠাইয়া দিলাম। পরে প্রাতঃকালে সমাচার পাইলাম যে কিঞ্চিৎ সুস্থা হইয়াছে। পরে কোন সমাচার পাইলাম না, কিন্তু ২২ তারিখ শুক্রবার দুই প্রহরের সময়ে তাহার মৃত্যুর সমাচার পাইয়া আমি অতি ত্বরায় সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে জ্ঞাত হইলাম, হঠাৎ পীড়া বৃদ্ধি হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, ইহাতে আমরা অতি দুঃখিত হইলাম। এই স্ত্রী মণ্ডলীর অংশী ছিল। কএক বৎসর হইল তাহার কোন দোষ প্রযুক্ত আমরা তাহাকে মণ্ডলীহইতে বাহির করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃত পাপের জন্যে উপযুক্ত খেদ করাতে তাহাকে পুনর্ব্বার মণ্ডলীতে গ্রাহ্য করা গিয়াছিল। সেই পর্য্যন্ত সাধ্যানুসারে প্রভুর সেবা করিত, বিশেষতঃ ঘরে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিত ও প্রার্থনাতে মনোযোগী ছিল, এবং তাহার স্বভাব ও চরিত্র আহ্লাদজনক ছিল। আর এই বার যে পরকালে গমন করিবে, তাহা পীড়ার আরম্ভ কালে কএক লোকের নিকটে আপনি প্রকাশ করিয়াছিল।

শিশুবোধক নিদর্শন।

৪০ নিদর্শন। মেঘস্তম্ভ ও অগ্নিস্তম্ভ।

যে দিবসে আবাস স্থাপিত হইল, সেই দিবসে মেঘ আবাসকে অর্থাৎ সাক্ষ্যরূপ তাম্বুকে আচ্ছন্ন করিল, এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি ঐ আবাসের উপরে অগ্নিবৎ আকার প্রকাশ পাইল। এই রূপে নিত্য২ দিবসে মেঘ ও রাত্রিতে অগ্নিবৎ আকার আবাসকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। পরে আবাসের উপরহইতে ঐ মেঘ উর্দ্ধে নীত হইলে ইস্রায়েল বংশ যাত্রা করিত। এবং ঐ মেঘ যে স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েল বংশ সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিত। ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যাত্রা করিত ও পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে শিবির স্থাপন করিত, এবং ঐ মেঘ যাবৎ আবাসোপরি অবস্থিতি করিত, তাবৎ তাহারা আপন২ শিবিরে বাস করিত। এবং যে সময়ে ঐ মেঘ আবাসোপরি বহুদিন বিলম্ব করিত, তৎকালে তাহারা যাত্রা না করিয়া পরমেশ্বরের রক্ষণীয় রক্ষা করিত। এবং ঐ মেঘ অল্প দিবস আবাসের উপরে থাকিলে তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তদবধি শিবিরে বাস করিত পরে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যাত্রা করিত। এবং মেঘ সন্ধ্যাকালাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রাতঃকালে উর্দ্ধে নীত হইলে তাহারা যাত্রা করিত, এবং দিবসে কিম্বা রাত্রিতে মেঘ উত্থাপিত হইলেই তাহারা যাত্রা করিত। এবং দুই দিবস কিম্বা এক মাস কিম্বা সম্বৎসর আবাসোপরি মেঘ অবস্থিতি করিলে ইস্রায়েল বংশও তত দিবস যাত্রা না করিয়া আপন শিবিরে বাস করিত কিন্তু তাহা উত্থাপিত হইলে তাহারা যাত্রা করিত। এই রূপে তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে শিবিরে বাস করিত ও মুসাদ্বারা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের রক্ষণীয় রক্ষা করিত। গণনা ৯. ১৫-২৫।

এই রূপে ঈশ্বরকর্তৃক নীত ও চালিত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞামতে যাইতে তুমিও কি তুষ্ট হও? যদি তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখ, তবে তাঁহা কর্তৃক উত্থাপিত হইবা। তিনি মেঘস্তম্ভ বা অগ্নিস্তম্ভ মধ্যে তোমার সম্মুখে আর গমন করিবেন না। কিন্তু তিনি নিজ বাক্যেতে ও পবিত্র আত্মাতে তোমার গমন পথ আলোকময় করিবেন, এবং প্রার্থনা করিলে উত্তর প্রদান করিয়া নিজ ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা তোমার পথ সুগম করিবেন।

উপদেশক।

আগষ্ট ১৮৫৩ (৮০) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

৪ অধ্যায়।

৯-১১। এই দ্বিতীয় পরীক্ষা, ইহা মথির প্রমাণে প্রকাশ পায়। শয়তান পুণ্যনগরে অর্থাৎ যিরূশালমে যীশুকে লইয়া গিয়া মন্দিরের চূড়াতে বসাইয়া কহিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে এই স্থানহইতে নীচে পড়।" যীশু এই পরীক্ষকহইতে পলায়ন না করাতে আপনাকে কেমন ক্ষুদ্র করিলেন! কেমন করিয়া শয়তান যীশুকে যিরূশালমে লইয়া গেল, তাহা জানা অনাবশ্যক। প্রান্তরের মধ্যেও অনেক উচ্চ পর্ব্বত ছিল। কিন্তু শয়তান যীশুকে যিরূশালমে লইয়া গেল, কারণ শয়তানের এই বাঞ্ছা যে মন্দিরের চতুর্দিগে প্রার্থনা করণার্থে উপস্থিত লোকসমূহের সাক্ষাতে অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা যীশু এই প্রমাণ দেন যে আমি ইস্রায়েলের নিকটে অঙ্গীকৃত ত্রাতা। যে সময়ে যীশু ক্রুশে টাঙ্গান ছিলেন, তৎকালে প্রধান যাজকেরা শয়তানহইতে কুপ্রবৃত্তি পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "যদি যীশু ইস্রায়েলের রাজা হন, তবে এখনি ক্রুশহইতে নামুন, তাহাতে আমরা তাহাকে প্রত্যয় করিব।" (ম ২৭, ৪২) তেজস্বি দূতের সদৃশ বেশধারী হইয়া শয়তান ধর্ম্মপুস্তকের কথাদ্বারা প্রমাণ দিবার জন্যে যীশুকে বলিল, "কেননা এমন লেখা আছে, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন, তাহাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, একারণ তাহারা তোমাকে হস্তে তুলিয়া লইবে।" (গী ৯১, ১১, ১২) শয়তানও ধর্ম্মপুস্তক জানে। গীতে লিখিত আছে, "ঈশ্বর তোমাকে তাবৎ পথে রক্ষা করিতে" ইত্যাদি। 'তাবৎ পথে,' এই কথা পরীক্ষক বলিল না। উক্ত গীতের কথা সত্য বটে, কিন্তু যাহাদের পথ ঈশ্বরের পথ হয়, কেবল এমত ধার্ম্মিক লোকের প্রতি খাটে। স্বর্গীয় দূতগণ যদি ঈশ্বরের সেবা করণ পূর্ব্বক আমাদের রক্ষা করিতে পারে, তবে অবশ্য আমাদের সেবা করিবে। কিন্তু যাহারা শয়তানের পরামর্শানুসারে উচ্চস্থানহইতে লম্ফ দেয়, তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা দূতেরা

হইবে না। দূতগণ দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না। যদি মনুষ্যপুত্র পরীক্ষকের কথা শুনিতেন, তবে ঈশ্বরের দূতগণ তাঁহাকে হস্তে তুলিয়া লইত না; বরং যে শয়তান তাঁহাকে মন্দিরের চূড়ার উপরে বসাইয়াছিল, সে বিস্ময়াপন্ন লোকদের সাক্ষাতে ঐ চূড়াহইতে তাঁহাকে ফেলিয়া দিত। কিন্তু যীশু আপন পথ জানিলেন। ঈশ্বরের বাক্য তাঁহার পাদের প্রদীপ ছিল। ধর্ম্মপুস্তকের কথা ধরিয়া যীশু শয়তানকে উত্তর করিলেন, "ইহাও উক্ত আছে, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইও না।" (দ্বি ৬, ১৬) নম্রভাবে কথিত এই বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া যীশু অহঙ্কারি পরীক্ষককে আঘাত করিলেন। মন্দিরের চূড়ার উপরে দণ্ডায়মান যীশু নীচস্থ যিরূশালমের প্রতি না তাকাইয়া উপরিস্থ যিরূশালমের প্রতি এবং আপন স্বর্গস্থ পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে আরও তিন বর্ষ পর্য্যন্ত দুঃখ ও নিন্দা ভোগ করিতে এবং প্রাণ দিতে উদ্যত ছিলেন।

শয়তান ধার্ম্মিক লোককে সেই রূপ পরীক্ষা করে। তাহার প্রবঞ্চনাদ্বারা লোকেরা ঈশ্বরের দয়ার ও ক্ষমতার আশ্চর্য্য প্রমাণ পাইতে চাহে। (যা ১৭, ২, ৭। গী ৯৫, ৯। ১ ক ১০, ৯) তোমার মনোনীত পথে গমনকালে ঈশ্বর তোমাকে গমন করাইবেন, তুমি কি ইহা ভাবিতেছ? ঈশ্বরের সম্মতি ব্যতিরেকে কর্ম্ম করণ সময়ে তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, তোমার কি এমন বোধ হয়? শয়তান বলে, সঙ্কীর্ণ দ্বার অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এবং স্বর্গের পথ দুর্গম ও বক্র। তুমি কি সর্ব্বদা বিশ্বাস করিবা? যাকুবের কথানুসারে মনুষ্য ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হয়। এই জন্যে তোমার সৎক্রিয়ার উপরে ভরসা রাখ, তাহাতে সৎক্রিয়াদ্বারা তোমার সম্ভ্রম ও প্রশংসা হইবে। এই রূপে শয়তান ধর্ম্মপুস্তকের কথা উল্টাপাল্টা করিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরহইতে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করে। শয়তান তোমাকে বলে, "যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর।" কিন্তু সে এই কথা ত্যাগ করে যে 'যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর।' পবিত্র আত্মার আবির্ভাব ব্যতিরেকে যেমন কেহ যীশুকে প্রভু করিয়া কহিতে পারে না, তেমনি পবিত্র আত্মার আবির্ভাব ব্যতিরেকে কেহ ধর্ম্মপুস্তক বুঝিতে পারে না। "পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইও না।" যদ্যপি ঈশ্বর বলেন, "তুমি নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে নদী তোমাকে মগ্ন করিবে না, এবং তুমি অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিলে দগ্ধ হইবা না," তথাপি তুমি অগ্নিতে ও জলেতে ঝাঁপ দিও না। নম্রভাবে প্রভুহইতে রক্ষার অপেক্ষা কর। যথায় সোপান তথায় লম্ফ আবশ্যক নাই। সকল উচ্চ স্থান ঈশ্বরের ঘৃণিত। যদি শয়তান তোমাকে উচ্চ স্থানে বসায়, তবে তুমি যেন পতিত না হও, এই বিষয়ে সাবধান। আমাদের প্রভু সেবা পাইতে নয়, কিন্তু সেবা করিতে আসিয়াছেন। পরীক্ষিত যীশুর প্রতি

দৃষ্টি করিয়া শয়তানকে এই উত্তর দেও, ধর্ম্মপুস্তকে এই লেখা আছে, "তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইও না।"

৫-৮। "আর বার শয়তান যীশুকে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া এক নিমিষের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। পরে শয়তান তাঁহাকে বলিল, এই সকল রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ আমি তোমাকে দিব; কেননা তাহা আমার স্থানে সমর্পিত আছে। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহা দিতে পারি। অতএব তুমি যদি আমাকে প্রণাম কর, তবে এ সকলি তোমার হইবে।" মিথ্যার উৎপাদক যে শয়তান, সে আপনাকে ঈশ্বর-রূপে প্রকাশ করিল। (২ থি ২, ৪) "আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহাতে আমি তোমার অধিকারের নিমিত্তে অন্য দেশীয়দিগকে, ও তোমার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে দিব," (গী ২, ৮) যীশু যে এই অঙ্গীকার পাইয়াছিলেন, শয়তান তাহা জ্ঞাত ছিল। তথাপি সে বলিল, "সে সকল আমার স্থানে সমর্পিত আছে।" যীশু আপনি এবং পৌল প্রেরিত শয়তানকে জগৎপতি করিয়া বলে। (যো ১২, ৩১। ১৪, ৩০। ২ ক ৪, ৪) পাপিষ্ঠ জগতের মধ্যে শয়তান জগৎপতি বটে। কিন্তু যে যীশু তাহার রাজ্য নষ্ট করিতে আসিয়াছেন, তিনি শয়তানের সহিত কোন প্রকারে মিলন করিতে পারেন না। সকল রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ আশ্চর্য্য দর্শনেতে দেখাইয়া এবং সে সকল যীশুকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শয়তান ভরসা করিল, যীশু খ্রীষ্ট এক ভাক্ত খ্রীষ্ট হইবে। কিন্তু দুঃখভোগ করিলে পর আমি পিতার বাক্যানুসারে দায়ূদের অনন্ত সিংহাসনে আরোহণ করিব, যীশু এমন বিশ্বাস করিয়া শয়তানকর্তৃক দাতব্য সিংহাসনের পরিবর্ত্তে দুঃখভোগ ও ক্রুশ মনোনীত করিলেন। যীশু শয়তানকে বলিলেন, "আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান; লেখা আছে, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও এবং কেবল তাঁহারি সেবা করিও।" (দ্বি ৬, ১৩। ১০, ১২। যা ২০, ৩, ৫। ১ শি ৭, ৩। গী ৮১, ৮-১০) যে ব্যবস্থা যীশু পালন করিতেন, এবং যাহার উপরে তিনি নির্ভর রাখিতেন, সে ব্যবস্থার প্রথম আজ্ঞার উল্লেখদ্বারা তিনি শয়তানকে পরাভব করিলেন। পিতা কর্তৃক দত্ত ক্রুশ যীশুর সিংহাসন হইল। তাহাতে পিতা স্বর্গের ও পৃথিবীর যাবৎ কর্ত্তৃত্বের ভার যীশুতে অর্পণ করিলেন।

কুজগৎ শয়তানের বশে থাকিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া থাকে। (২ তী ২, ২৪) মনুষ্যদের অধিকাংশ ধন ও সম্ভ্রম পাইতে প্রাণপণ করে। এই জগতের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ তাহাদের ঠাকুর। তাহারা নিঃসন্দেহে শয়তান-কে প্রণাম করে। শয়তান মনুষ্যদিগকে সমস্ত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য একেবারে দেখায় না। সে কেবল এক টাকা বা এক বস্ত্র কিম্বা এক ক্ষেত্র ও গোরু কিম্বা কিছু সম্ভ্রম বা কিঞ্চিৎ শারীরিক সুখ দেখাইলে সাংসারিক লোকেরা

তাহাকে একেবারে প্রণাম করে। কিন্তু ধার্ম্মিকের প্রতি শয়তান বলে, দেখ, দেখি, লোকেরা যে তোমাকে সর্ব্বদা ক্ষুদ্র করে, তাহা ঈশ্বরের বাঞ্ছা নয়। কত ক্লেশ তোমার হইয়াছে! আপনাকে আর ক্ষুদ্র করিও না। দাসত্ব করিও না, কিন্তু শাসন কর। ক্রুশের পরিবর্ত্তে মুকুট লও। শয়তান তোমাকে বলে, দেখ, ক্রুশে হত খ্রীষ্টের বিষয়ে নীরব হইয়া অবিশ্বাসি লোকদের সহিত আলাপ কর। তোমার প্রেমের প্রমাণ তাহাদিগকে দেও, তাহাতে তুমি ক্রমে২ তাহাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে আনয়ন করিবা। শয়তান বলে, বহু টাকা সঞ্চয় করিয়া অনেক প্রচারকদিগকে জগতের মধ্যে প্রেরণ কর, এবং সুন্দর পাঠশালা ও উচ্চ গ্রীজাগৃহ নির্ম্মাণ কর, তাহাতে ঈশ্বরের রাজ্য শীঘ্র স্থাপিত হইবে। এমন পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও তাঁহার ব্যবস্থা বিশ্বাস পূর্ব্বক ধরিয়া শয়তানকে দূর কর। শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকটহইতে পলায়ন করিবে। (যাক ৪, ৭)

১৩। পরে শয়তান পরীক্ষা সকল শেষ করিয়া ক্ষণেক কাল তাঁহাহইতে প্রস্থান করিল। যীশু এই সময়ে শারীরিক সুখাভিলাষ ও চক্ষুর সুখাভিলাষ এবং ঐহিক গর্ব্ব, এই তিন পাপের পরীক্ষা পরাজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত যীশু নিষ্পাপ হইয়াও আমাদের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হইলেন। (ইব্রু ৪, ১৫) বিশেষতঃ তাঁহার দুঃখভোগের সময়ে শয়তান তাঁহার অন্তঃকরণে ভয় জন্মাইতে চেষ্টা করিল। (ম ২৬, ৩৬-৪৬) পরীক্ষিত যীশু আমাদের দয়ালু মহায়াজক হন। আমাদের নিমিত্তে তিনি পরীক্ষিত ও জয়ী হইলেন। জগৎপতির দণ্ডাজ্ঞা করা গিয়াছে। (যো ১৬, ১১) ভ্রাতৃগণের অপবাদক অধঃপতিত হইয়াছে। (প্র ১২, ১০) ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনাদ্বারা এবং মেষশাবকের রক্ত ও আপন২ সাক্ষ্য বাক্যদ্বারা আমরা পরীক্ষককে পরাজয় করি। (ইফ ৬, ১৭, ১৮। প্র ১২, ১১) কিন্তু শয়তান ক্ষণেক কাল আমাদিগকে ত্যাগ করিলেও পুনর্ব্বার আসিয়া মরণ পর্য্যন্ত আমাদিগকে পরীক্ষা করে। অতএব তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আমাদের উচিত।

শয়তান যীশুকে ছাড়িলে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। ঈশ্বর আপন পুত্রকে দিব্য দূতগণ অপেক্ষা অল্প কাল ন্যূন করিয়াছিলেন। (ইব্রু ২, ৭) অতএব উৎকট পরীক্ষার সময়ে প্রান্তরে ও গেৎশিমানী উদ্যানে তাঁহাকে শক্তি দিবার নিমিত্তে দূতগণ তাঁহার সেবা করিল। দূতগণ যেমন এলিয়ের নিমিত্তে আহার আনিল, তেমনি যীশুর নিমিত্তেও আহার ও গুপ্ত মান্না আনিল। যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, দূতগণ কি তাহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্তে প্রেরিত সেবাকারী আত্মা নয়? (ইব্রু ১, ১৪)

আদম এদন উদ্যানে শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত ও পরাজিত হইয়া পাপ

করিয়াছিল। এই জন্যে আদম অবধি মনুষ্য সকল মৃত্যুর বশে থাকে। যিনি দ্বিতীয় আদম তিনি, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু, পরীক্ষিত হইয়া জয়ী হইলেন, এবং তাঁহার জয় আমাদের জীবন।

১৪-৩০। নাসরৎ গ্রামে যীশুর উপদেশ দেওন।

(ম ১৩, ৫৩-৫৮। মা ৬, ১-৬)।

প্রান্তরে পরীক্ষিত হওনানন্তর যীশু যিহূদাদেশে যোহনের নিকটে গেলেন। তৎপরে কান্না ও কফরনাহূম নগরে গেলে পর তিনি নিস্তারপর্ব্বের নিমিত্তে যিরূশালমে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে তিনি মন্দির পরিষ্কার এবং নীকদীমের সহিত কথোপকথন করিলেন। তাহার পর তিনি শোমিরোণ প্রদেশের মধ্য দিয়া গালীল দেশে গেলেন। (যো ১, ১৯—৪, ৫৪)

১৪-১৫। "তখন যীশু আত্মার প্রভাবে পুনর্ব্বার গালীল প্রদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তাঁহার সুখ্যাতি দেশের চারি দিগে ব্যাপিল। এবং তিনি তাহাদের ভজনালয়ে উপদেশ দিয়া সকলের কাছে প্রশংসিত হইতে লাগিলেন।" অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নাসরতে মৌনীভাবে কাল যাপন করিলে পর যীশু ঈশ্বরের শক্তিতে গালীল দেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রবল উপদেশ দিতে এবং লোকদের হিতার্থে অদ্ভুত ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। "কাল সম্পূর্ণ হইল, ও ঈশ্বরের রাজত্ব নিকট হইল, অতএব তোমরা মন ফিরাও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর," এই তাঁহার বাক্য। (মা ১,১৫) প্রেমের কথা শুনিয়া ও প্রেমের ক্রিয়া দেখিয়া লোকেরা তাঁহার প্রশংসা করিল। কিন্তু যাহারা যীশুর প্রশংসা করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিল, তাহারা অল্প দিনের পর যীশুকে ও তাঁহার সুসমাচারকে ঘৃণা করিল। তুমি যখন সুসমাচারে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া প্রার্থনা স্থানে কাঁদ, তখন একেবারে আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিও না।

১৬। "তদনন্তর তিনি আপন পালনের স্থান নাসরৎ নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন ব্যবহারানুসারে বিশ্রামবারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন।" (অনেকে এই সন্দেহ করে, যে মথি ও মার্ক যাহা লিখে, তাহা অন্য সময়ে ঘটিল। কিন্তু মথি ও মার্ক লূকের ন্যায় আনুপূর্ব্বিক লিখে না। তাহাদের কথা লূকের কথার সহিত স্পষ্টরূপে মিলে।) যীশু আপন শিষ্যদের সঙ্গে নাসরতে গেলেন। বালককালাবধি তিনি বিশ্রামবারে নম্রভাবে ঐ নগরস্থ ভজনালয়ে যাইতেন, এবং তথায় ঈশ্বরের যে বাক্য পাঠ হইত, তাহা শ্রবণ করিতেন। ভ্রান্ত প্রচারকেরা যখন উপদেশ দিত, তখন তিনি তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেন। ইত্যার সময়াবধি প্রতি দিন প্রার্থনা করিবার জন্যে এবং

বিশ্রামদিনে ব্যবস্থার ও ভবিষ্যদ্বাক্যের পাঠ ও তদ্বিষয়ক উপদেশ শুনি-বার নিমিত্তে যিহূদীয়েরা বিশেষ২ গৃহে একত্র হইত। এমত গৃহের নাম সুনাগোগ কিম্বা ভজনালয়। প্রভুর সময়ে যিরূশালম নগরে এমত ভজনালয় ৪৮০ ছিল। যে যিহূদীয়েরা ছিন্নভিন্ন হইয়া বিদেশে বাস করিত, তাহারাও প্রত্যেক প্রধান নগরে ভজনালয় নির্ম্মাণ করিত। এবং যিরূশালমেও তাহাদের বিশেষ ভজনালয় ছিল। (প্রে ৬, ৯) যীশু যিহূদা ও গালীল দেশের নানা ভজনালয়ে গিয়া প্রচার করিতেন। ঐ ভজনালয় ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে স্থাপিত হইয়াছিল, কিম্বা ঈশ্বর কর্তৃক নিরূপিত প্রচারকেরা তন্মধ্যে উপদেশ দিত, এমন নয়; এই জন্যে ধর্ম্মপুস্তকজ্ঞ প্রত্যেক লোক তাহাতে উপদেশ দেওনের অনুমতি পাইত। যখন কোন যিহূদীয় রাব্বি (অর্থাৎ উপদেশক বা গুরু) প্রচার করিতে মনস্থ করিত, তখন সে পাঠক হইবার বাঞ্ছাতে উঠিয়া দাঁড়াইত। তাহাতে ভজনা-লয়ের অধ্যক্ষ তাহার হস্তে ধর্ম্মপুস্তক সমর্পণ করিত। প্রত্যেক বিশ্রাম-বারের নিমিত্তে দুই শাস্ত্রীয় পাঠ নিরূপিত ছিল। প্রথমে মূসার ব্যবস্থা-হইতে উদ্ধৃত পারাশা নামক পাঠ; পরে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণস্থহইতে উদ্ধৃত হাফ্-থারা নামক দ্বিতীয় পাঠ। (প্রে ১৩, ১৫) ইস্রা যাজক মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যবস্থার পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। (নী ৮, ১-৫) সেই সময়াবধি ইস্রায়েলের উপদেশকেরা দাঁড়াইয়া পাঠ ও প্রচার করিত। যিহূদীয় ভজনালয়ে ঈশ্বরের সেবার সময়ে যে২ রীতি ছিল, প্রায় তদ্রূপ রীতি প্রথম খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর মধ্যেও ছিল। পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি লিখে, "যে সময় তোমরা একত্র হও, তৎকালে তোমাদের মধ্যে কা-হারও গীত আছে, ও কাহারো উপদেশকথা আছে, ও কাহারো পরভাষা আছে, ও কাহারো ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, ও কাহারো অর্থদায়ক কথা আছে, সকলি নিষ্ঠার নিমিত্তে হউক। (১ ক ১৪, ২৬) কিন্তু তীমথিয়ের ও তীতের প্রতি পৌলের পত্রদ্বারা আমরা স্পষ্টরূপে দেখি যে সম্মিলনের সংবাদ প্রচার করণের সেবকপদ ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন।

১৭। ঐ দিনের প্রথম পাঠ সমাপ্ত হইলে যীশু পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। "তাহাতে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইলে তিনি সে পুস্তক খুলিয়া এই বচন যে স্থানে লেখা আছে সেই স্থান পাইলেন।" (ঐ দিনের নিরূপিত পাঠ যিশায়িয়ের পুস্তকে লিখিত ছিল, কিন্তু যীশু যে স্থান আপন পিতার ইচ্ছানুসারে পাইলেন, সেই স্থান পাঠ করিলেন।)

১৮-১৯। "পরমেশ্বরের আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা তিনি দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া-ছেন, এবং ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করিতে এবং বন্দি লোকদের প্রতি মুক্তির ও অন্ধদিগের প্রতি চক্ষুদানের কথা প্রচার করিতে ও বদ্ধদিগকে নিস্তার করিতে এবং পরমেশ্বরের গ্রাহ্য বৎসর প্রচার করিতে আমাকে

প্রেরণ করিয়াছেন।” (যিশ ৬১, ১) আত্মাবিষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা খ্রীষ্টের বিষয়ে এই সকল কথা কহিয়াছিল। অভিষিক্ত যীশুতে পবিত্র আত্মা অধিষ্ঠান করিতেন। পবিত্র আত্মার গুণে ঈশ্বরের পুত্র মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই আত্মার গুণে ঈশ্বরের তাবৎ পূর্ণতা খ্রীষ্টে বাস করিত। বাপ্তিস্ম দিনে পিতা পবিত্র আত্মার অভিষেক তাঁহাকে দিয়াছিলেন। পুরাতন নিয়মের সময়ে রাজা ও মহাযাজক ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তৈলে অভিষিক্ত হইয়া পবিত্র আত্মার নানা দান প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে অপরিমিতরূপে আত্মা দিয়াছেন। অভিষিক্ত যীশু আমাদের খ্রীষ্ট আছেন। (মশীহ, এই ইব্রীয় শব্দের, এবং খ্রীষ্ট, এই গ্রীক শব্দের তাৎপর্য্য অভিষিক্ত।) খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত আমরা খ্রীষ্টীয়ান নামে বিখ্যাত হই। কিন্তু পবিত্র আত্মাতে অভিষিক্ত না হইলে তোমার খ্রীষ্টীয়ান নাম অলীক হয়।

অভিষিক্ত ত্রাতা দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতেন। যাহারা আপনাদিগকে দীনহীন মহাপাপী জ্ঞান করে, এবং আত্মাতে দরিদ্র হয়, তাহারা যীশুর নিকটে আপন২ মনে বিশ্রাম পায়। যীশুর সুসমাচার উত্তম ঔষধ। যাহারা ভগ্নান্তঃকরণে তাহা শুনে, তাহারা যীশুর ক্ষতদ্বারা সুস্থ হয়। যাহারা পাপকারাগারে বদ্ধ, তাহাদের মুক্তিদাতা যীশু হন। যাহারা পাপদ্বারা অন্ধ, তাহাদের চক্ষু যীশুকর্তৃক প্রসন্ন হয়। যাহারা পাপের সেবাতে ভারাক্রান্ত এবং ব্যবস্থাতে পরিশ্রান্ত, তাহারা যীশুর লঘু যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লইয়া ধন্য হয়। এই সুসমাচারদ্বারা পরমেশ্বরের গ্রাহ্য বৎসরের আরম্ভ হইল। ইস্রায়েলের বিশ্রামবৎসরের ও মহোৎসবের বৃত্তান্ত লেবীয় গ্রন্থের ২৫ অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় বিবরণের ১৫ অধ্যায়ে পাঠ কর। নূতন নিয়মের যে সময়, তাহাই প্রকৃত মহোৎসব ও ঈশ্বরের গ্রাহ্য বৎসর। কেননা যীশু আমাদের পাপরূপ ঋণ পরিশোধ করিয়া তাবৎ বিষয়ে আমাদের মুক্তিদাতা হইয়াছেন, এবং পাপদ্বারা যে স্বর্গীয় অধিকার আমরা হারাইয়াছিলাম, তাহা তিনি আমাদিগকে পুনর্ব্বার দেন। “দেখ, এখন শুভ সময়, এখন পরিত্রাণের দিবস।” (২ ক ৬, ২) কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিফল দানের দিন সন্নিকট আছে, ইহাও জানিবা।

২০-২১। “পরে তিনি গ্রন্থ বন্ধন পূর্ব্বক সেবকের হস্তে দিয়া আসনে বসিলেন। তাহাতে ভজনালয়ে যত লোক ছিল, সকলে তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমাদের কর্ণগোচরে প্রকাশিত এই শাস্ত্রীয় বচন অদ্য সিদ্ধ হইল।” যিহূদীয়দের এই রীতি ছিল যে প্রথমে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, পরে তদ্বিষয়ক উপদেশ হইত। যীশুও এই রীতিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে অদ্যাবধি আমরা ঐ রীতি ব্যবহার করি। যীশু গ্রন্থ বন্ধন করিলেন, কিন্তু আমরা উপদেশের

সময়ে গুপ্ত বন্ধন করিব না। যীশু প্রচার করিতে বসিলেন। তিনি ঐ পাঠের মনোহর কথা এমত রূপে পাঠ করিয়াছিলেন, যে সকল শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হইয়া বাক্যের অভিপ্রায় তাঁহাহইতে শুনিতে বাঞ্ছা করিল। তাহাতে যীশু উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশের সার এই, "তোমাদের কর্ণগোচরে প্রকাশিত এই শাস্ত্রীয় বচন অদ্য সিদ্ধ হইল।" আদিভাগের ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ যীশুর এই বাক্য। যিশায়িয়ের বাক্য যেন কেবল তাহাদের কর্ণকুহরে নয়, বরং অন্তরেও স্থান পায়, এই হেতু যীশু ঐ লোকদিগকে বিনতি পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "যিনি যিশায়িয়ের প্রমুখাৎ এই কথা বলিয়াছেন, তিনি অদ্য তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। আমি তোমাদের নিকটে অঙ্গীকৃত ত্রাতা।"

২২। "তাহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দিতে ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত অনুগ্রহের কথাতে আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল; এবং কহিল, এ কি যূষফের পুত্র নহে?" (এই কি মরিয়মের পুত্র সূত্রধর নহে? এ কি সূত্রধরের পুত্র নহে? এবং যাকুব ও যোশি ও শিমোন ও যিহূদা, এই সকলে কি ইহার ভ্রাতৃগণ নহে? এবং ইহার ভগিনীগণ কি আমাদের মধ্যে নাই? তবে এ কোথাহইতে এই সকল পাইল? ম, মা) ইহার এমন জ্ঞান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া কোথাহইতে হইল? এবং আপন হস্তদ্বারা এই প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে ইহাকে কিরূপ জ্ঞান দত্ত হইল? যীশুর মনোহর বাক্যদ্বারা অনেকের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু শয়তান তাহাদের অন্তঃকরণহইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া তাহাদের অন্তরে এই বোধ জন্মাইল, আমরা কি সূত্রধরের কথা মানিব? এ কি ফিরূশিদের চরণহইতে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে? আমরা কি ইহার তুল্য নহি? ইহার সমস্ত জ্ঞাতি কি আমাদের মধ্যে নাসরতে বাস করে না? আমরা ইহাতে বিশ্বাস করিব না। যীশুর ভ্রাতৃগণ যূষফের ও মরিয়মের সন্তান ছিল, কিম্বা কেবল যীশুর জ্ঞাতি ছিল, ইহা নিশ্চয় নাই। বোধ হয়, মরিয়মের অন্য সন্তান যদি থাকিত, তবে যীশু মরণ কালে আপন মাতাকে যোহনের প্রতি সমর্পণ করিতেন না। (যো ১৯, ২৬ ২৭) প্রভুর মাতার ভগিনী যে ক্লিয়পার স্ত্রী মরিয়ম তাহার সন্তান ঐ যাকুব ও যোশি। (যো ১৯, ২৫। ম ২৭, ৫৬) এই ভ্রাতারাও যীশুতে বিশ্বাস করিত না। (যো ৭, ৫) যীশুর মৃত্যুর পর এই ভ্রাতৃবর্গ বিশ্বাসিদের মধ্যে ছিল, কিন্তু প্রেরিতদিগের মধ্যে গণিত ছিল না। (প্রে ১, ১৪)

২৩। "তখন তিনি কহিলেন, তোমরা আমাকে অবশ্য এই কথা বলিবা, হে চিকিৎসক, আপনাকে সুস্থ কর; কফরনাহূমে যাহা২ করিয়াছ শুনিলাম, সে সকল ক্রিয়া এই স্বদেশেও কর।" যীশু তাহাদের অন্তরস্থ বিতর্ক জানিয়া এই কথা বলিলেন। নাসরতীয় লোকদের অন্তঃকরণ দুই হুড়কাতে বদ্ধ ছিল।

প্রথম তাহাদের বিঘ্নজনক যীশুর দরিদ্রতা। তাহারা মনে করিত যদি, তিনি কুঠারের পরিবর্ত্তে রাজদণ্ড গ্রহণ করিতেন, তবে আমরা ত্রাণের কথা শুনিতাম। যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বিশ্বনির্ম্মাতার পুত্র তিনি আছেন, (হি ৩০. ৪) ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। দ্বিতীয়তঃ যীশু নাসরৎ গ্রামে কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন নাই, তদ্বিষয়ে তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল। যীশু যে কফরনাহূম নিবাসি রাজপুরুষের পুত্রকে সুস্থ করিয়াছিলেন, (যো ৪, ৩৬-৫৩) তাহা শুনিয়া তাহারা ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত নাসরৎ গ্রামকেও এমন আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা প্রসিদ্ধ দেখিতে চাহিল। "গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা ভাল," ইহা তাহারা বুঝিল না। তিনি যে আমাদিগকে ধনবান্ করিবার জন্যে নিধন হইলেন, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। হে চিকিৎসক, আপনাকে সুস্থ কর, এই কথা যীশু ক্রুশে টাঙ্গান হইলে পুনরায় শুনিলেন। (ম ২৭, ৪২।)

২৪। "তিনি আরও কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, কোন ভবিষ্যদ্বক্তাই স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না।" (আপন দেশে ও আপন কুটুম্বের ও পরিবারের নিকট ব্যতিরেকে আর কুত্রাপি ভবিষ্যদ্বক্তা অসম্ভ্রান্ত হয় না, ইহা মার্ক লিখে।) যদি আমরা যীশুর সেবক হইয়া সম্ভ্রান্ত না হই, এবং আমাদের কথা যদি লোকদের নিকটে গ্রাহ্য না হয়, তবে তাহা কেবল লোকদের দোষ নয়, কিন্তু আমাদেরও দোষ। কেননা আমরা পূর্ব্বে পাপ করিতাম, এবং প্রতিদিন পাপ করিয়া থাকি, তাহা লোকদের নিকটে গুপ্ত নয়। বিশ্বাসদ্বারা আমরা পুণ্যবান গণিত হই, তাহা না বুঝিয়া তাহারা আমাদিগকে কপটী জ্ঞান করে। আমরা যদি মন ফিরাইয়া উপদেশক হই, তবে অনেকের, বিশেষতঃ স্বদেশস্থ লোকদের অন্তঃকরণে কণ্টকস্বরূপ হই। কিন্তু যীশু নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না। তিনি নম্র ভাবে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে আপনাকে গণনা করিতেন। তিনি আপন বাক্যদ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণের চিকিৎসক হইতে বাঞ্ছা করিলেন।

কো-থা-বিয়ুর চরিত্র।

৬ অধ্যায়।

১৮৩৭ শালে কো-থা-বিয়ু মৌলমীনে থাকেন বটে, কিন্তু এপ্রিল মাসে তিনি মেং আবটের সমভিব্যাহারে রঙ্গুণে পুনরায় গমন করেন। মেং আবট তাঁহার বিষয়ে এই কথা লেখেন, "আমরা

এ স্থানে উপনীত হইলে কো-থা-বিয়ু অনতি বিলম্বে কারেণদের বাসস্থান অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মোবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ও নিকটবর্ত্তি যে২ গ্রামে তিনি পূর্ব্বে সুসমাচার প্রচার করিয়া স্বজাতীয়দের বহু জনকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে গিয়া খ্রীষ্টীয় লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি এ বার কেবল খ্রীষ্টীয় লোকদিগকে উপদেশ দেওনে প্রবৃত্ত হইয়া তথায় প্রায় ছয় মাস কাল যাপন করেন। এই বৃদ্ধের দিগ্ ভ্রমণের সময় গত হইয়া গিয়াছে, ফলতঃ তাঁহার বাত রোগ ও দৃষ্টির ক্ষীণতা প্রযুক্ত তিনি দুর্গম স্থানে গমনে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ হইয়াছেন। মোবার অন্তগত গ্রাম সকল পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ও এক পল্লীহইতে অন্য পল্লীতে যাওনের সুগম পথ থাকাতে তিনি এক গ্রামে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করত বিশ্রাম করিয়া উপদেশ দেওনার্থে গ্রামান্তরে গমন করিতেন। অবিশ্বাসিদের নিকটে তাঁহার সুসমাচার প্রচার না করণের আর এক কারণ এই, যে কারেণদের অনেক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে বর্ম্মাদেশীয় অধিপতি শঙ্কিত হইয়া তৎপ্রতিকার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ ঐ শাসনকর্ত্তা কর্তৃক খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা উপদ্রুত ও অর্থদণ্ডিত ও কারাবদ্ধ ও অকথ্য নানা দুঃখগ্রস্ত হইতে লাগিল। নীচস্থ বর্ম্মা রাজপুরুষেরা আপনাদের রাজভক্তি ও স্বদেশের বিধির মান্যতা প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে খ্রীষ্টীয় লোকদিগকে তাড়না করণে আপনাদিগকে রাজাজ্ঞাপিত বোধ করিয়া বিস্তর সম্বাদদাতা অর্থাৎ গৈন্দা নিযুক্ত করিয়াছিল। এমন দুঃসময়ে বৃদ্ধ কো-থা-বিয়ু অবিশ্বাসি লোকদের নিকটে ঘোষণা না করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কেবল খ্রীষ্টীয় লোকদের মধ্যে অবস্থিতি করিতে যে বিহিত বুঝিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি তাঁহার গমনের ও প্রচার করণের শক্তি থাকিত, তবে তিনি প্রচার করিতে গিয়া অবশ্য অতি ত্বরায় ধৃত হইতেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষীণ হওয়াতে এবং ইংরাজ ও বর্ম্মা লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকাতে তিনি নবেম্বর মাসে মৌলমীনে পুনরাগমন করিলেন। ১৮৪০ শালে যখন আমি মৌলমীনহইতে যাত্রা করি, তখন বর্ম্মাহইতে কোন সাহায্যকারী যে পাইব, ইহা নিশ্চয় রূপে না জানিবাতে আমি কো-থা-বিয়ুকে আহ্বান করিলাম; তাহাতে তিনি সপরিবারে

আমার সহিত স্যাণ্ডোয়াতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে আমার বাসস্থানহইতে কএক ক্রোশ দূরবর্ত্তি এক খান কারেণীয় গ্রামে আমি তাঁহাকে অবিলম্বে প্রেরণ করিলাম। তিনি তথায় কএক দিবস অবস্থিতি করিয়া সুসমাচার প্রচার করেন, পরে প্রত্যাগত হইয়া কতক গুলীন বালককে শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সময়ে আমার পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে বসন্ত রোগ উপস্থিত হইল, তখন তাহার শিশুদের পূর্ব্বে বসন্ত না হওয়াতে কো-থা-বিয়ু ঐ নিকটবর্ত্তি গ্রামে পুনরায় গমন করিয়া বাস করিলেন। সেই গ্রামের চারি জন কারেণ অবগাহিত হইয়াছে। এবং সম্প্রতি আর কতক লোক অবগাহনের নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছে; এবং নামধারি খ্রীস্টীয়ানও অনেক আছে; এ সমস্ত লোক কো-থা-বিয়ুর প্রমুখাৎ প্রথমে সুসমাচার শ্রবণ করিয়াছিল।”

এ স্থানে তিনি যখন পারমার্থিক কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রতি শমন আইল, ফলতঃ এই যে গ্রাম পূর্ব্বে অরণ্যস্বরূপ ছিল, কো-থা-বিয়ু ইহাতে সম্প্রতি প্রবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম করাতে অন্যান্য স্থানের ন্যায় যখন এ স্থানে ধর্ম্মের অঙ্কুর ও মুকুল নির্গত হওন প্রযুক্ত শোভা পাইতে লাগিল, এমত কালে তিনি সিদ্ধ আত্মাগণের বাসস্থানে আহূত হওয়াতে বিশ্বাসের স্থিরতা জন্য সান্ত্বনাযুক্ত হইয়া এ ভুবনহইতে প্রস্থান করিলেন।

মেং আবট বলেন, “কো-থা-বিয়ুর বাত রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় যাতনাদায়ক হইবাতে অনেক বার তিনি চলিতে কিম্বা উঠিয়া দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। আমার নিকটহইতে তাঁহার যাওনের কএক সপ্তাহ পরে ঐ রোগ তাঁহার বক্ষঃস্থলে ধরাতে তদুপলক্ষ্যে একটা অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইল। তাহাতে ঐ বৃদ্ধ আপনার মৃত্যু নিকটবর্ত্তি হইতেছে, ইহা জানিতে পারিলেন। তখন বর্ষাকাল প্রযুক্ত আমি তাঁহার নিকটে যাইতে না পারাতে, এবং তিনি আমার নিকটে আসিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা পূর্ব্বে আমাকে জ্ঞাত করাতে আমি নৌকা পাঠাইয়া আমার বাটীতে তাঁহাকে আনাইলাম। তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে চলিতে অসমর্থ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে ইনি আর অল্প দিন বাঁচিবেন। তিনি প্রাণত্যাগ করিতে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছুক ছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র ভয় ছিল না। ‘ঈশ্বরের

ইচ্ছা পূর্ণ হউক,’ এই রূপ তাঁহার মনের ভাব সতত প্রকাশ পাইতেছিল। আমি যে ডাক্তরকে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার প্রতি নিয়ত বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেও তিনি বাতরোগে উত্তর২ বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। তৎপ্রযুক্ত তাঁহার খিটিমিটে ভাব ও বৃদ্ধস্বভাব স্বতঃ অনেক সময়ে প্রকাশ পাইল। এ সময়ে তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন ছিল। তিনি রাত্রিকালে এই কথা বলিয়া পুনঃ২ ডাকিতেন, ‘হে গুরো২, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া আমার গাত্র চাপিয়া দিউন।’ তাহাতে আমি বার২ গিয়া তদ্রূপ করিয়া দিতাম। কেননা তিনি বোধ করিতেন যে আমি যেমন তাহা করিতে পারিব, তেমনি আর কেহ করিতে পারিবে না। সে যাহা হউক, তিনি বিস্তর ক্লেশ পাইলেও অনেক সহিষ্ণুতা করিয়া ১৮৪০ শালের সেপ্টেম্বর মাসের ৯ দিবসে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। পরকালের শেষগতি বিষয়ে তিনি অন্তিমকালেও কিঞ্চিৎমাত্র উদ্বিগ্ন ছিলেন না। কেননা তদ্বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসানুসারে তিনি বারম্বার এই উত্তর দিতেন, গুরো, পরমেশ্বর আমার নিস্তার করিবেন।”

আহা, দেখ, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কেমন মঙ্গলজনক, তদ্দ্বারা কোন্ রিপু দমিত না হয়। এমন ভ্রষ্ট ভাব ও দুষ্ট স্বভাব নাই যে তদ্দ্বারা বিনষ্ট ও উৎপাটিত না হয়। তাহাহইতে সদোষ অন্তঃকরণ বিশ্রাম ও শান্তি পায়। এই ধর্ম্ম মনঃপীড়ার প্রতিকারার্থে নিশ্চয় অরোগ্যকারক মহৌষধি। ইহার সংস্থাপকের অঙ্গীকার কেমন অমোঘ। তদ্ধর্ম্মগুণে পৌল প্রেরিত প্লেটোর ও জেনোর দাম্ভিক শিষ্যগণমধ্যে নির্ভয়ান্তঃকরণে মুখোত্তোলন করিয়া ক্রুশে হত খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ গর্ব্ব করত প্রচার করিতেন। প্লেটোর গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কিন্তু মনুষ্যদের বিবেচনা ও স্বভাবের উপরে কর্ত্তৃত্বকারি তাহার গরিমা প্রস্থান করিয়াছে। দেখ, জেনোর শিষ্যগণও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বিদ্যমানতার চিহ্নমাত্র নাই, কেবল তাহাদের পাঠশালার কাঁথড়া মাত্র আছে। পরন্তু অমনুষ্যকে মনুষ্যভাবাপন্ন করণার্থে, ও যাহাদের সম্মুখে ধার্ম্মিকেরা অবসন্ন হয়, এমন পাষণ্ডকে পবিত্র আত্মাতে ও বিশ্বাসেতে পরিপূর্ণ সল্লোক করিবার জন্যে খ্রীষ্টবিষয়ক উপদেশ অদ্যাপি জাজ্জ্বল্যমান রূপে বিদ্যমান আছে, এবং পরে ও সদা কাল

থাকিবে। খ্রীষ্টাশ্রিত ব্যক্তি যে স্থানে যায়, সে স্থানে আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ করে; ও এই জগতের মধ্যে যে পথ দিয়া গমন করে, তাহা প্রদীপ রূপে প্রকাশ পায়। এবং,

তাঁহাকে স্মরিলে হয় সুচিন্তা উদয়।
পুষ্পের সৌরভ যথা সুকোমল হয়॥
সূর্য্য অস্ত কালে কাল যেরূপ সুস্থির।
কুঞ্জেতে মধুর রব যেমন পক্ষির॥
মেঘধনু রূপ আভা যেরূপ উজ্জ্বল।
শরত চন্দ্রের আলো যেমন নির্ম্মল॥

মহোদধি পরিভ্রমণকারি শ্রান্ত নাবিকদের চক্ষুর সন্তোষজনক পেগু দেশস্থ নীল গিরি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, সে স্থানে কো-থা-বিয়ু মহানিদ্রা গেলেন। তাঁহার সমাধির উপরে স্মরণার্থক স্তম্ভ বা চিহ্নার্থক মূর্ত্তি নাই বটে, পরন্তু অনন্তকালীয় পর্ব্বত তাঁহার স্মরণার্থক স্তম্ভ, ও নিকটস্থ খ্রীষ্টীয় লোকদের বাসস্থান গ্রাম সকল তাঁহার পরিচায়ক বর্ণাবলী জানিবা।

এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করণার্থে পাদরি বিন্‌টান সাহেব কো-থা-বিয়ুর যথার্থ গুণ বর্ণন এই রূপ করিয়াছেন, যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সে সৎকর্ম্ম করিতে চাহে। সুসমাচার প্রচার করণে কো-থা-বিয়ু যাদৃশ প্রেম করিতেন, তদ্রূপ আর কেহ কস্মিন কালে করে নাই। অন্যান্য কার্য্যাপেক্ষা তিনি সুসমাচার প্রচার কার্য্যকে অত্যন্ত গুরুতর জানিতেন। তিনি তদ্‌-বিষয়ে কখন কিঞ্চিৎমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই, পরন্তু পাপিদের নিকটে সুসমাচার প্রচার বিষয়ে এক দূতস্বরূপ হওন বোধে তিনি সর্ব্বদা আনন্দ করিতেন। পূর্ব্বে কথিত ছিল, যাহারা প্রতিমাপূজা ঘৃণা করে, কো-থা-বিয়ু তাহাদের অগ্রগণ্য। এক্ষণে বলি, যাহারা সুসমাচার প্রচারে প্রেম করিয়া থাকে, কো-থা-বিয়ু তাহাদেরও অগ্রগণ্য। সুসমাচারের প্রতি তাঁহার প্রেমই তাঁহাকে স্বদেশীয় লোকদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে অত্যন্ত বাঞ্ছিত করিল। প্রভুর বাক্য তাঁহার অস্থি মধ্যে গুপ্ত অগ্নিস্বরূপ ছিল। অতএব আমি কাহাকে পাঠাইব? ও আমাদের মধ্যে কে যাইবে? এই জিজ্ঞাস্য হইলে, তিনি সর্ব্বদা এই উত্তর দিতেন, আমি উপস্থিত আছি, আমাকে প্রেরণ করুন। তিনি

আপনার এই প্রিয় কার্য্য অনিব্বার্য্য রূপে সম্পন্ন করিতেন, ইহাতে কদাপি শ্রান্তপ্রায় হইতেন না। তিনি আর২ কার্য্যে অলস ও অনাসক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রুশে হত খ্রীষ্ট যীশু বিষয়ক সুসমাচার প্রচার কার্য্যে তাঁহার মন অসাধারণ প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ উদ্‌যোগী ছিল। ফলতঃ তিনি সর্ব্বদা নূতন২ স্থানে যাওনের কল্পনা করিতেন। এবং কাহার কাছে প্রাতঃকালাবধি সায়ং-কাল পর্য্যন্ত সুসমাচার প্রচার করিতে পাইলে যেমন আহ্লা-দিত হইতেন, তদ্রূপ আর কোন বিষয়ে আনন্দিত হইতেন না। তিনি বিশেষ২ সময়ে পৌলের ন্যায় কেবল দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ঘোষণা করিতেন এমন নয়, পরন্তু অনেক বার রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি ক, খ আদি বর্ণ সকল যেমন সুজ্ঞাত ছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকের প্রধান২ উপদেশ কথা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি সেই সকল কথা প্রচার করিতে অতিশয় আনন্দিত হইতেন, ফলতঃ তাঁহার বক্তৃতার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তকের বিস্তর কথা গাঁথা থাকিত। তিনি অন্যান্য বিষয়ের কথা প্রায় কিছুই জানিতেন না, পরন্তু ধর্ম্মবিয়যক কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এবং এই সকল কথাতে মন যে নূতনীকৃত হয়, ইহা স্বীয় অন্তঃকরণে জানিতে পাইয়াছিলেন ; কেননা তিনি সতত এই কথা কহিতেন, যে এই সমস্ত বাক্যের এমন গুণ আছে যে ইহা সিংহকে মেষশাবক করিতে পারে। এই হেতু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে এই সকল বাক্য কার্য্যেতে ও সত্যতাতে ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানস্বরূপ বটে। তিনি সাত্ত্বিক ভাবে এই কথা কহিতেন. যে আমাদের প্রতিনিধি খ্রীষ্টেরই মৃত্যু আমাদের ভরসার ভিত্তিমূলস্বরূপ। তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের দোষের দণ্ড ভোগ করিলেন, এই জন্যে আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারি। ধর্ম্মের এই মুখ্য কথাটী তিনি প্রায় প্রত্যেক উপদেশ মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সমস্ত লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহারা 'বিশ্বাসেতে যে পরিত্রাণ হয়,' ইহা বিলক্ষণ জানিত।

তিনি মণ্ডলীর অধ্যক্ষতা কার্য্য সাধনার্থে যোগ্য ছিলেন না। পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া তন্মধ্যে বীজ বপন করাই তাঁহার

বিশেষ কার্য্য ছিল। কোন নূতন স্থানে তাঁহাকে পাঠাইলে সকলই তাঁহার বশীভূত হইত; কিন্তু তিনি সেই স্থানে অধিক বিলম্ব করিলে তত্রস্থ লোকদের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাঁহার কথা শুনিয়া আপনাদের মনঃপরিবর্ত্তন হওন জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়াছিল, তাহারাই পরে কো-থা-বিয়ুর পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আপনাদের উপদেশক রূপে গ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্ত হইত। তথাপি দেশীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিরূপিত কার্য্য কালে তাঁহাকে যেমন প্রেম করিত, তদ্রূপ আর কাহাকে করিত না। তিনি সুসমাচার প্রচার কার্য্য এমন উত্তম রূপে নিষ্পাদন করিতেন, যে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কণামাত্র লজ্জাস্পদ হইতে হইত না। তিনি এ কার্য্যে শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা প্রকাশ করিতেন। কোন কার্য্যের সফলতা যদি তৎকার্য্যকারকের পারকতার প্রমাণ হয়, তবে সুসমাচার প্রচার কার্য্যে কো-থা-বিয়ুর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেননা প্রেরিতদের কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রচার কার্য্যে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদের সহস্র লোকের মধ্যে এক জনও এই সরলবুদ্ধি কারেণের ন্যায় এত লোকের পরিত্রাণের হেতু স্বরূপ হইতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে সরলবুদ্ধি লোক বলিলাম; তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বলিতে পারিতাম, কেননা ক্রুশে হত খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ প্রচার করণ তাঁহার প্রিয় কার্য্য ব্যতিরেকে আর সমস্ত বিষয়ে তিনি অতি অজ্ঞান ছিলেন। তিনি অতি সামান্য বিষয়ে অবোধ ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় বার২ মূর্খতা প্রকাশ করিতেন। যথা, তিনি এক বার বলিলেন, যে আমি যেন ভাল রূপে দেখিয়া পাঠ করিতে পারি, তদর্থে বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠায় "ধর্ম্মপুস্তক" শব্দের যে রূপ বড়২ অক্ষর দেখিয়াছি, তদ্রূপ বড়২ অক্ষরে সমুদায় ধর্ম্মপুস্তক প্রস্তুত করিতে আপনি ছাপাকরকে প্রবৃত্তি দিউন। আর এক সময়ে তিনি আমাকে কাকোক্তি পূর্ব্বক বলিলেন, মহাশয়, আপনি রঙ্গুণ ও তন্নিকটস্থ গ্রাম সকল অধিকার করণার্থে এক দল অস্ত্রধারি সৈন্য প্রেরণ করিতে ইংরাজ অধ্যক্ষের নিকটে নিবেদন করুন, তাহা হইলে আমি বন্ধু বান্ধবের নিকটে পুনরায় গিয়া স্বচ্ছন্দে সুসমাচার প্রচার করিতে পারিব।

সুসমাচার প্রচার বিষয়ে কো-থা-বিয়ুর আর এক গুণ ছিল, সে গুণকে তাঁহার এক বিশেষ স্বভাব বলিতে পারি, তাহা থাকা প্রযুক্ত তাঁহার পরিশ্রমে এত অধিক ফল দর্শিয়াছিল। ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করণ তিনি জীবনের সারকার্য্য বোধ করিতেন, তদ্ব্যতিরেকে তিনি আর কোন কর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন না। তিনি যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানের সহিত তুলনাতে আর২ বিষয়কে কেবল ক্ষতি ও মলস্বরূপ জ্ঞান করিতেন; তাহা কেবল নয়, আপন স্বর্গীয় গুরুর ন্যায় অন্যকে তত্ত্বজ্ঞান দান করণ আপনার খাদ্য ও পেয় বোধ করিতেন। এই অভিলষিত বিষয় প্রাপণার্থে তিনি প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। তিনি আর কোন বিষয় প্রাপ্ত হওনার্থে নিজ প্রাণকে বহুমূল্য বোধ করিতেন না। জলে মগ্নপ্রায় হওন সময়ে তাঁহার এই সাত্ত্বিক ভাব অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। ফলতঃ স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবের সহিত আর দেখা হইবে না, ও জলে মগ্ন হইবায় নিশ্বাসাবরোধ হইয়া মরিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে চিন্তিত হইলেন না। পরন্তু ক্রন্দন করত এই কথা কহিলেন, হে গুরো, এক্ষণে আমরা সকলে ডুবে মরি; হায়, আমি আর ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করিতে পাইব না।

প্রচার করণ সময়ে তিনি পারমার্থিক ভাবে এমন ভোর হইয়া যাইতেন, যে বাহ্য বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান থাকিত না। ঘোষণারম্ভে কোন পুস্তক পাঠ করা তাঁহার ব্যবহার ছিল। এবং এক দুই ও তিন চারি পৃষ্ঠা পাঠ করণ পর্য্যন্ত মধ্যে২ কিঞ্চিৎ২ তদ্ভাবার্থও প্রকাশ করিতেন, ইতো মধ্যে তাঁহার মনে বিশেষ ভাব উদয় হইবামাত্র তিনি পাঠ করণে ক্ষান্ত হইতেন, তথাপি তাঁহার চক্ষু পুস্তকের প্রতি এমন স্থির দৃষ্টিতে থাকিত, যে তাহা দেখিলে বোধ হইত যে তিনি তখনও পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহার এই রূপে প্রচার করণ কালে শ্রোতারা কএক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিত, তাহাতে এমন বোধ হইত, যে বক্তার শ্রান্তি হয় না, ও শ্রোতাদের অধৈর্য্য জন্মে না। তাঁহার ঘোষণার আরম্ভে কখন২ এমন হইত, যে তাঁহার নিকটহইতে সকল লোক চলিয়া যাইত, এক জন দাঁড়াইয়া থাকিত না, তথাপি তিনি এমন মনোযোগ পূর্ব্বক

কথা কহিতেন, দেখিলে বোধ হইত যেন তিনি সহস্র২ শ্রোতার নিকটে বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি যখন বক্তব্য বিষয় শেষ করিয়া দেখিতেন যে তাঁহার সমস্ত শ্রোতা চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি ভগ্নসাহস হইতেন না, প্রত্যুত তৎপরে আর যে২ লোকের দেখা পাইতেন, তাঁহাদের নিকটে নূতন অনুরাগ পূর্ব্বক ঘোষণা করিতেন।

ধর্ম্ম বিষয়ের প্রসঙ্গ করণের আরম্ভে বিশেষ শিষ্টাচারের কোন প্রয়োজন নাই, তিনি এমন বোধ করিতেন। তাঁহার এই স্থির জ্ঞান ছিল যে ধর্ম্ম বিষয় প্রসঙ্গ করণে কোন সময় বা স্থান অনুপযুক্ত নয়। আমি কো-থা-বিয়ুর সহিত অনেক বার দিক্ ভ্রমণে গিয়াছিলাম, আমার স্মরণ হয় না যে তিনি কোন পথিককে পাইয়া পথ মধ্যে তাহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক কিঞ্চিৎ কথোপকথন না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বরং ইহা দেখিয়াছি, যে কোন পথিক সম্মত হইলে কো-থা-বিয়ু তাহার সহিত পথ পার্শ্বে বসিয়া তাহার কাছে দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিতেন। তিনি এই প্রকার করাতে তাঁহার সঙ্গিরা তাঁহাকে অনেক বার ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গিরা দিগ্ভ্রমণহইতে ফিরিয়া আসিয়া এই কথা কহিল, কো-থা-বিয়ু পথ পার্শ্বে দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন, ক্লান্ত হইলেন না, আমরা ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া আইলাম।

কো-থা-বিয়ুর মনের শক্তি যদিও অত্যল্প ছিল, তথাপি তিনি উত্তম বিষয়ে সেই শক্তির প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার ন্যায় সকল শক্তি একাগ্র করিয়া কোন এক বিষয়ে নিযোগ করা অতি অল্প লোকের সাধ্য। তথাপি তাঁহার ঘোষণার এতাদৃশ সফলতার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে আমাদিগকে অন্য কোন হেতু অনুসন্ধান করিতে হয়। আমাদের এক জন প্রাচীন বিজ্ঞ সহকারী এই কথা বলিয়াছিলেন, অবিদ্বান ও অতি অবোধ ব্যক্তি হইলেও কো-থা-বিয়ু আমাদের সকল অপেক্ষা অধিক ফল উৎপন্ন করিয়াছেন, কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন। এক সময়ে কোন রাজমন্ত্রী নিজ পরিজনগণের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সাধনের মানসে রাজার নিকটে কিছু দিনের নিমিত্তে অবকাশ যাচ্ঞা করাতে ভূপতি কহিলেন, তুমি আমার কার্য্যে মনোযোগ কর,

তাহাতে আমিও তোমার সমস্ত বিসয়ে মনোযোগ করিব। তদ্রূপ সে ব্যক্তি প্রভুর কার্য্যার্থে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করে, সে দেখিতে পাইবে যে পরমেশ্বর তাহার কার্য্য সিদ্ধ করণার্থে ও প্রয়োজনীয় সমস্ত মঙ্গল দানার্থে তাহার সঙ্গে আছেন। কো-থা-বিয়ুর সহিত যে ঈশ্বর ছিলেন তাহা সত্যই বটে।

যদি জিজ্ঞাস্য হয় যে এমন অল্পবুদ্ধি মানুষ কি রূপে সুসমাচারের এমন প্রচারক হইয়া উঠিল? আমি উত্তর দিই যে তিনি প্রার্থনা-শীল ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার এই নিয়ত প্রার্থনা ছিল, "হে প্রভো, তুমি যদি আমার সহিত না যাও. তবে তুমি আমাকে এ স্থানহইতে লইয়া যাইও না।" আমি নিজে অসার, কিছুই করিতে পারি না, কিন্তু " প্রভুর নামে আমি সমস্ত করিতে পারি।" আপনাকে অসার জানিয়া কো-থা-বিয়ু করুণাসনের সন্নিধানে গিয়া তথায় দীর্ঘকাল থাকিতেন। যখন তিনি প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত না থাকিতেন, তখন পাঠ ও প্রার্থনাতে প্রবৃত্ত হইতেন। ব্যক্ত অথচ মৃদুস্বরে পাঠ ও প্রার্থনা করণ তাঁহার রীতি ছিল, এবং আমি জানি যে তিনি এই রূপে সমস্ত দিন কাটাইতেন। সায়ংকালীন আরাধনার পর তিনি পুনরায় আরম্ভ করিয়া নয়, দশ, কখন বা এগার ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ভজনা করিতেন, পরে শয়ন করিতে যাইতেন। তিনি রাত্রির মধ্যে তিন চারি বার, অর্থাৎ যত বার নিদ্রা ভঙ্গ হইত, তত বার প্রার্থনা করিতেন; এবং কেহ২ বলে যে তিনি কখন২ সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিতেন। অতএব এমন লোক যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এতাদৃশ সম্ভ্রান্ত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এবং তিনি আত্মাতে ও ক্ষমতাতে পরিপূর্ণ হইয়া সুসমাচার প্রচার করিলে তাঁহার বেতনস্বরূপ অনেক প্রাণিকে যে তাঁহার কাছে গচ্ছিত করা যাইবে, ইহাতে বা আশ্চর্য্য কি? "যে কেহ আমাকে মর্য্যাদা করে, আমি তাহার মর্য্যাদা করিব।" আমরা যেমন অপেক্ষা করিয়াছিলাম তদ্রূপ ফল দৃষ্ট হইল।

কোন লোক দূতের ন্যায় বুদ্ধি ও সুবক্তৃতা পাইলে পাইতে পারে, কিন্তু সে সমস্ত যদি প্রার্থনাদ্বারা পবিত্রীকৃত না হয়, তবে তাহাতে প্রচারকের প্রধান গুণের অভাব হইবে, এবং তাহার হস্তে প্রভুর বাক্য অগ্নি ও মুদ্গরস্বরূপ না হইবাতে

কোন কার্য্যসাধক হইবে না। তাহাতে পরমেশ্বর অন্যদের হস্তে সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন; তাহারা যদি দুর্ব্বল হয়, তবে তিনি তাহাদিগকে বলবান করিবেন, "তাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে কোন প্রাণী আত্মশ্লাঘা করিতে পারে না।" এই বিষয় মীমাংসা করণার্থে এ স্থলে বিলম্ব করণের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ঐশ্বরিক গভীর বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে ঐ পারমার্থিক বিষয় বোধগম্য হওনার্থে আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করণ বিষয়ে প্রার্থনাতে এক বিশেষ শক্তি আছে। তাঁহারা ইহাও জানেন, যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন গভীর বিষয়ের সুস্পষ্ট উজ্জ্বল জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তিনি তাহা অন্যের নিকটে সতেজ রূপে প্রকাশ করিতে প্রায় ত্রুটি করেন না। ফলতঃ কো-থা-বিয়ুর প্রচার কার্য্যের এতাদৃশ সফলতার এই এক গুপ্ত কারণ জানিবা। তিনি অন্যান্য বিষয়ে অতি মূর্খ ও জড় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় কার্য্যে অর্থাৎ সুসমাচার প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র তিনি বুদ্ধির প্রভা ও ব্যাখ্যা করণের বিশেষ শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিতেন, যে তাহা দেখিয়া শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতেন।

খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি নিবেদনপত্র।

নিম্নলিখিত পত্র কোন্ সময়ে প্রথম বার ছাপান হইয়াছিল, তাহা এখন আর নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। বোধ হয়, যে সকল লোকের প্রতি তাহা প্রথমে পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এখন এক জনও জীবদ্দশাতে অবশিষ্ট নাই। তাহা যে অতি পুরাতন, ইহা রচনাদ্বারা প্রকাশ পায়।

হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা দেশস্থ যে২ ভাই ও ভগিনী প্রভু যিশু খ্রীষ্টের আশ্রিত তাহারদের প্রতি শ্রীকেরি সাহেব তথা শ্রীমার্সমন সাহেব তথা শ্রীওয়ার্ড সাহেবের প্রেমের সহিত নমস্কার।

প্রিয় ভাই ও ভগিনী।

তোমরা যে এ জগৎহইতে পৃথক্ হইয়াছ ও যে জাতির বন্ধন ছাড়িয়াছ ও দেবের নিরর্থক পাপ সেবাহইতে ও সকল উৎসব ও যাত্রার মিথ্যা খেলারূপ অশুচি ক্রিয়াহইতে যে মুক্ত হইয়াছ

ইহাতে আমারদের পরমানন্দ। কিন্তু এই সকল হইলে আর একটা মুক্তির আবশ্যক আছে। জাতির জিঞ্জির অপেক্ষা করিয়া স্বাভাবিক পাপের জিঞ্জির বরং অতি মন্দ, এবং যদি তোমরা পাপের সেবা কর তবে দেবের সেবা ছাড়িয়া কিছু লাভ হইল না।

যিনি সত্য খ্রীষ্টিয়ান তিনি আপন পাপের বিষয়ে অতিশয় মনস্তাপিত ও মনেতে ভারগ্রস্থ। কেননা তিনি এই জ্ঞান পাইয়াছেন যে আপনার পাপেতে ঈশ্বরের অতিশয় অপমান ও তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন হইয়াছে এবং তাহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপর পড়িয়াছে। সে নিমিত্ত তিনি আপনার পাপের বিষয়ে বিস্তর শোক করেন ও আপনাকে অতি দোষগ্রস্ত জানিয়া অতি ভয় করেন ও অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পরমেশ্বরের নিকটে পাপের মাফ প্রার্থনা করেন।

সত্য খ্রীষ্টিয়ান আপনার পুণ্যেতে কিছু ভরসা করে না কিন্তু ত্রাণের জন্যে কেবল খ্রীষ্টের পুণ্যেতে বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা করেন যে খ্রীষ্টের মরণরূপ প্রায়শ্চিত্তেতে তাহার সকল পাপের মোচন হয় এবং স্থিরভক্তি করিয়া তিনি আপনার শরীর ও আপনার প্রাণ প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নিকটে পবিত্র নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করেন এবং যিশু খ্রীষ্ট তাহাকে এখন পাপের অধীনতাহইতে ও পরলোকে নরকহইতে নিস্তার করিবেন।

খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিয়া তিনি আপনার স্বাভাবিক পাপ দমন করেন ও আপন ইন্দ্রিয় বশ করেন। তিনি আপন ইচ্ছানুসারে আচার করেন না কিন্তু ধর্ম্মপুস্তক দেখিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে আচরণ করেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি গ্রিজাঘরে যান ও ঈশ্বরের প্রতি নিত্য প্রার্থনা করেন, ও এ জগৎকে শত্রুর দেশের মত জ্ঞান করেন। পরীক্ষক অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই রূপে অনন্ত ও নিষ্পাপ স্বর্গবাসের নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করেন।

সত্য খ্রীষ্টিয়ান যিনি তিনি নিতান্ত ধার্ম্মিক কিন্তু পাপাচরণকারী নহেন এই নিশ্চয় জান। স্বামী হউক কিম্বা স্ত্রী হউক কিম্বা সন্তান হউক কিম্বা দাস হউক কিম্বা দাসী হউক সকল পদেতে তিনি উত্তম। তিনি সত্য বাক্য ও ক্রিয়া নিতান্ত পালনকারী তিনি মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা নিতান্ত ত্যাগকারী তিনি হিংসিত হইয়া প্রতিহিংসা করেন না ও

গালাগালি পাইয়া গালাগালি দেন না কিন্তু শীঘ্র পরদোষ ক্ষমা করেন। যাহাতে তিনি ঋণগ্রস্ত না হয়েন এ কারণ তিনি বিস্তর চেষ্টা করেন কিন্তু ঋণগ্রস্ত হইলে তিনি যথার্থরূপে শোধকারী। তিনি দুষ্টের সঙ্গী নহেন। যাহাতে তাহার বুদ্ধি নষ্ট কিম্বা শরীর ক্ষীণ হয় এমন মাদক দ্রব্য খান না এবং যাহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি পায় এমন অলঙ্কার লোভ করেন না। জুয়া খেলা ইত্যাদি করেন না ও ভণ্ড গান শ্রবণ করেন না। দেবতার সকল সেবামাত্র ঈশ্বরনিন্দা জ্ঞান করিয়া তিনি ষোল আনা তাহার ত্যাগ করেন। আপন পরিজনের মধ্যে তিনি নিত্য গ্রিজা করেন ও আপনার সন্তানকে সদ্বিদ্যা দেন। আপনার পরিজন কিম্বা প্রতিবাসীরদের সহিত ঝগড়া করেন না। গ্রিজাঘরে গেলে অন্যমনস্কতা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের কথা শ্রবণ ও তাহাতে মনোনিবেশ করিতে তাহার নিতান্ত চেষ্টা। অপরঞ্চ আপনার মৃত্যু নিকট জানিয়া এ জগৎ-হইতে বিদায়ের কারণ প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করেন।

হে ভাই ও ভগিনী তোমরা এমন খ্রীষ্টিয়ান কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত আপনার মন ও আচরণ বিচার কর। পাউল প্রেরিত এক স্থানে এমন লিখিয়াছেন যে তাহার জ্ঞাত কোন২ লোক ছিল যে খ্রীষ্টের নামেতে খ্যাত হইয়াও খ্রীষ্টিয়ানের মতাচরণ কিছু করিত না। অতএব হে ভাই ও ভগিনী তোমরা অতি সাবধান হও যে তোমরা সত্য খ্রীষ্টিয়ান হও অর্থাৎ যে তোমরা অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের প্রতি ফির ও যে তোমরা পাপের নিমিত্ত মনস্তাপিত হইয়া ও খ্রীষ্টের উপর স্থির প্রত্যয় করিয়া ও ধর্ম্মাচরণ করিয়া নিত্য কালযাপন কর।

যে২ পাপেতে এ দেশস্থ ভাই লোক অনায়াসেতে পড়িতে দেখিলাম সে পাপের বিষয়ে এই পরামর্শ লও।

প্রথম দফা। লোভ ও সাংসারিক মনের বিষয়ে সাবধান হও। খ্রীষ্টিয়ান হওনের সময় তোমরা সকল সংসারত্যাগী হইলা তখন তোমাবদের জ্ঞানের মধ্যে এই স্থির হইল যে জগৎ মিথ্যা ও খ্রীষ্ট সত্য অতএব এখন এ ত্যক্ত জগতের কারণ তোমরা যদি আপনারদের প্রাণ হারাও তবে কেমন পাগলামি কর।

দ্বিতীয় দফা। গাঞ্জা আফিম ইত্যাদি যে কোন মাদক সামগ্রী তাহাতে তোমরা সাবধান হও কেননা আমরা দেখিতে পাই-

য়াছি যে ভাই লোকের মধ্যে যে কোন লোক এমন সামগ্রী খায় সে পাপাচারী হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে দুই তিন ভাই শরীর ও প্রাণ শুদ্ধা নষ্ট করিয়া অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। গাঞ্জা এমন অখ্যাতিকর ও বিনাশী দ্রব্য যে তাহার নাম খ্রীষ্টিয়ান লোকের মধ্যে কহা অনুচিত।

তৃতীয় দফা। গুপ্ত প্রার্থনা ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা ও গির্জাতে যাওয়া কদাচ ত্যাগ করিও না এবং যাহার ভার্য্যা আছে সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া গির্জাঘরে লইয়া যাউক কেননা তোমারদের স্ত্রীরা অজ্ঞান ও ঘরে কএদ রাখিলে তাহারা কখন উত্তম ভার্য্যা হইবে না। তোমারদের স্ত্রীলোকেরদিগকে লিখা পড়া এবং ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতে শিক্ষাও এবং প্রত্যেক স্বামী আপন জায়াকে বন্ধুর মত রাখ কিন্তু আপন দাসীর মত নয় এবং সঙ্গে করিয়া তাহারদিগকে ঈশ্বরের ঘরে লইয়া যাও এমন করিলে তাহারা ভাল জায়া ও আপন সন্তানেরদের উত্তম মাতা হইবে।

চতুর্থ দফা। হিন্দুরদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিরোধ ও মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিস্তর চলে তোমরা এই সকল পাপের বিষয়ে সাবধান হও। প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট বলেন সামঞ্জস্যকারীরা ধন্য কেননা তাহারা ঈশ্বরের সন্তান খ্যাত হইবে। এবং তিনি আর এক স্থানে এমন কহিয়াছেন যে তোমরা আপনাদের দোষ পরস্পর মাফ কর যে কেহ আপনার ভাইয়ের দোষ ক্ষমা না করে পরমেশ্বর তাহার দোষ ক্ষমা করিবেন না। ধর্ম্মপুস্তকে এই লিখিত আছে, যে সকল মিথ্যাবাদী নরকে পড়িবে। অতএব সত্য খ্রীষ্টিয়ান কখন মিথ্যাবাদী হইতে পারিবে না। প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট আর এক স্থানে কহিয়াছেন সরলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য অতএব প্রবঞ্চক কখন ধন্য নয়।

শেষে এই নিশ্চয় জান যে তোমরা পরমেশ্বরের সেবা ও পাপের সেবা এই দুই করিতে পার না। যদি পাপের পক্ষে হও তবে ঈশ্বরের পক্ষে কোনরূপে হইতে পারিবা না এবং পাপের পক্ষে থাকিলে যদি প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নাম তোমার মুখে থাকে তথাপি নিতান্ত নরকে যাইবা।

কিন্তু যদি তোমরা পাপ নিতান্ত ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ ও পাপের বিষয়ে রোদন কর ও য়িশু খ্রীষ্টে আশ্রয় কর ও

ধর্ম্মক্রিয়া আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হও তবে খ্রিস্ত খ্রীষ্ট শেষ দিনে তোমারদিগকে আপনার শরণাগতেরদের মত গ্রাহ্য করিবেন ও অনন্ত পরমায়ু ভোগ করিতে দিবেন।

হে প্রিয় ভাই ও ভগিনী আমরা এই রূপ পত্র তোমারদের নিকট লিখিতেছি যে তোমারদের ধার্ম্মিক স্বভাব বৃদ্ধি পায় ও তোমারদের কাহারো প্রাণ হারাণ না যায় এবং এই পত্রের কথা বার২ পাঠ কর ও মনের মধ্যে রাখিলে অবশ্য তোমারদের মঙ্গল হইবে। ইতি।

শিশুবোধক নিদর্শন।

৪১। নিদর্শন। মেঘস্তম্ভ ও অগ্নিস্তম্ভ।

২ প্রকরণ।

তখন ইস্রায়েল বংশের সৈন্যাগ্রে গমনকারি ঈশ্বরের দূত তাহাদের পশ্চাৎ২ আইল, ও মেঘস্তম্ভ তাহাদের সম্মুখহইতে যাইয়া তাহাদের পশ্চাৎ দাঁড়াইল। সে মেঘস্তম্ভ মিস্রীয়দের ও ইস্রায়েল বংশের উভয় শিবিরের মধ্যে থাকিল, তাহাতে সে তাহাদের প্রতি মেঘ ও অন্ধকারস্বরূপ হইল, কিন্তু রাত্রিতে ইস্রায়েল বংশের প্রতি আলোক করিল, এই নিমিত্তে সমস্ত রাত্রি এক দল অন্য দলের নিকটে আসিতে পারিল না। যাত্রা ১৪.১৯,২০।

তদ্রূপ ঈশ্বর এখনও তাঁহার শত্রুদের প্রতি শঙ্কা ও অন্ধকারস্বরূপ, এবং তাঁহার প্রজাদের প্রতি আলোক ও সান্ত্বনাদায়ক। হে শিশু, তোমার প্রতি ঈশ্বরীয় মনস্থ সকল কেমন? তুমি কি তাহা ভয়ানক জ্ঞান কর? কিম্বা তাঁহার উৎকৃষ্টতাতে কি সে সমস্ত তোমার প্রতি সান্ত্বনা ও আনন্দজনক জ্ঞান কর?

প্রমাণবচন।

তুমি মিথ্যাবাদিদিগকে নষ্ট করিবা, এবং হে পরমেশ্বর, তুমি হত্যাকারি ও কপটিদিগকে অশ্রদ্ধা করিবা। কিন্তু আমি তোমার প্রচুর অনুগ্রহেতে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিব, ও তোমার ধর্ম্মধামের দিগে সম্মুখ হইয়া সভয়ে তোমার ভজনা করিব। অতএব হে ঈশ্বর, তাহাদিগকে দণ্ড দিবা, তাহাতে তাহারা আপন২ পরামর্শদ্বারাই পতিত হইবে; এবং তাহা-

দের বহুদোষের দ্বারা তাহাদিগকে অধঃক্ষিপ্ত করিবা, কেননা তাহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। কিন্তু যাহারা তোমার শরণাগত, তাহারা আনন্দিত হইবে, এবং তোমার দ্বারা রক্ষিত হওন প্রযুক্ত সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইবে; এবং যাহারা তোমার নামে প্রেম করে, তাহারা তোমাতে আনন্দিত হইবে। হে পরমেশ্বর, তুমি পুণ্যবান লোককে আশীর্ব্বাদ করিয়া অনুগ্রহরূপ ঢালেতে আবৃত করিবা। গীত ৫; ৬, ৭, ১০-১২।

আমাদিগকে মঙ্গল কে দেখাইবে? এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকে; হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি আপন শ্রীমুখের দীপ্তি প্রকাশ কর। গীত ৪, ৬।

তখন প্রহরিবর্গ তাহার ভয়েতে কম্পান্বিত হইয়া মৃতবৎ হইল। এবং ঐ দূত স্ত্রীদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না। মথি ২৮, ৪, ৫।

---

৪২ নিদর্শন।

গিদিয়োনের ছিন্ন মেষলোম।

গিদিয়োন্ ঈশ্বরকে কহিল, আপনি যদি আপন বাক্যানুসারে আমার দ্বারা ইস্রায়েল বংশকে মুক্ত করেন, তবে আমি শস্য মর্দ্দন স্থানে মেষের ছিন্ন লোম রাখিব, কেবল সেই লোমের উপরে যদি শিশির থাকে, এবং সমস্ত ভূমি শুষ্ক থাকে, তবে আপনি আপন বাক্যানুসারে আমার হস্তদ্বারা ইস্রায়েল বংশকে মুক্ত করিবেন, ইহা জ্ঞাত হইব। তাহাতে সেই রূপ ঘটনের পরদিবসে সে প্রত্যূষে উঠিয়া সেই মেষলোম চাপিয়া তাহাহইতে পূর্ণ এক বাটী শিশির নিঙ্গড়িয়া ফেলিল। তখন গিদিয়োন ঈশ্বরকে কহিল, আপনি আমার প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল আর এক কথা কহি, বিনয় করি, আমি লোমদ্বারা আর এক বার পরীক্ষা লইব; এখন কেবল লোম শুষ্ক ও সকল ভূমির উপর শিশির থাকুক। পরে ঈশ্বর সে রাত্রিতে সেই রূপ করিলেন; তাহাতে কেবল লোম শুষ্ক থাকিল, ও সকল ভূমিতে শিশির পড়িল। বিচার ৬; ৩৬ ৪০॥

তদ্রূপ, হে শিশুগণ, যাহারা শুষ্ক ও ফলহীন বৃক্ষস্বরূপ, এমন অধার্ম্মিকদের মধ্যে থাকিতে হইলেও পরমেশ্বরের সান্ত্বনাদায়ক আত্মার গুণ বাহুল্যরূপে তোমার প্রতি বর্ত্তিতে পারে। এবং রঙ্গরসাদিতে আসক্ত সাংসারিক লোকদের মধ্যে থাকিতে হইলেও পরমেশ্বর সেই ঘৃণার্হ পাপমদহইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন।

উপদেশক।

সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ (৮১) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

৪ অধ্যায়।

নাসরতীয় লোকেরা যীশুতে বিশ্বাস করিতে সম্মত ছিল না। যে দরিদ্র যীশু তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া পূর্ব্বে সূত্রধর ছিলেন, তিনি তাহাদের বিঘ্নস্বরূপ হইলেন। মার্ক কহেন, যীশু তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং কএক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের গাত্র স্পর্শ করিয়া কেবল তাহাদের সুস্থ করণ বিনা (বোধ হয় ইহা উপদেশের অগ্রে গুপ্ত রূপে ঘটিল।) সেই স্থানে আর কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিলেন না। কেননা তাহারা অবিশ্বাস করিল। যীশু অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা বিশ্বাসিদের বিশ্বাস বাড়াইয়া দিতেন, কিন্তু তাহাদ্বারা অবিশ্বাসিদিগকে বিশ্বাস প্রদান করেন নাই। মন ফিরাও, এই কথা প্রচার করণার্থে মৃত লোকদের কোন জন উঠিবে না।

২৫-২৭। যীশু শেষে ধর্ম্মপুস্তকের দুই কথা লোকদিগকে বলিলেন। তাহাদ্বারা তাহারা বুঝিতে পারিল যে যীশু ত্রাতা আছেন, কিন্তু আমরা ত্রাণের অযোগ্য পাত্র। "আমি তোমাদিগকে যথার্থ বলি, এলিয়ের বর্ত্তমান সময়ে যখন সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আকাশ বদ্ধ থাকাতে সমুদয় দেশে মহাদুর্ভিক্ষ জন্মিল, তখন ইস্রায়েল দেশে অনেক২ বিধবা ছিল; কিন্তু এলিয় তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকটে প্রেরিত না হইয়া কেবল সীদোন্ প্রদেশের সারিফৎ নগর নিবাসিনী এক বিধবার নিকটে প্রেরিত হইল। আর ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তার বর্ত্তমান সময়ে ইস্রায়েল দেশে অনেক২ কুষ্ঠী ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ পরিষ্কৃত হইল না, কেবল সুরিয়া দেশীয় নামান্ পরিষ্কৃত হইল।" (১ রা ১৭। ২ রা ৫,) যাকুবের ন্যায় যীশু ধারাবাহিক কথাদ্বারা স্পষ্ট রূপে জানিলেন, যে এলিয়ের প্রার্থনাদ্বারা সাড়ে তিন বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। (যাক ৫, ১৭, ১৮। ১ রা ৮, ১) যেমন এলিয়ের সময়ে ইস্রায়েল দেশের বিধবাগণ অবিশ্বাস প্রযুক্ত

প্রতিপালিত হইল না, এবং যেমন ইলীশায়ের সময়ে ইস্রায়েল দেশের কুষ্ঠিরা আপন অবিশ্বাস প্রযুক্ত সুস্থ হইল না, তেমনি নাসরৎ গ্রামস্থ লোকেরা অবিশ্বাস প্রযুক্ত যীশুহইতে রক্ষা পাইতে পারিল না। ইস্রায়েলীয় লোকদের পরিবর্ত্তে দেবপূজক লোক ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাদের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাদের অদ্ভুত ক্রিয়া প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়ার প্রতিচ্ছায়া ছিল। যীশু প্রকৃত দরিদ্রদিগকে আহার দেন, এবং তিনি প্রকৃত কুষ্ঠিদিগকে সুস্থ করেন।

২৮-২৯। "এই কথা শুনিয়া ভজনালয়স্থিত লোকেরা সকলে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল।" তাহারা যীশুর মনোহর বাক্য একেবারে বিস্মৃত হইল। তাঁহার উপদেশদ্বারা নিজ দর্পের বিষয়ে চেতনা পাইয়া তাহারা ক্রোধানলে পরিপূর্ণ হইয়া "উঠিয়া তাঁহাকে নগরহইতে বাহির করিয়া যে পর্ব্বতের উপর তাহাদের নগর স্থাপিত আছে, ঐ পর্ব্বতহইতে নীচে নিক্ষেপ করণার্থে তাহার শিখরে তাঁহাকে লইয়া গেল।" আমরা দেবপূজকদের তুল্য নহি, এবং আমরা অযোগ্য পাত্র নহি, ইহা অহঙ্কার প্রযুক্ত মনে করিয়া তাহারা আপন ত্রাতাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বিশ্রামদিনেও তাহারা নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাত করিতে ভয় করিল না। যাহারা সত্যতা গ্রাহ্য না করে, তাহারা সত্যতা ঘৃণা করে। লূথের বলে, সুসমাচার গোলমাল জন্মায়। "আমরা সকলে মহাপাপী হই," যত দিন তুমি ইহা প্রচার করিবা, তত দিন বিশ্রাম ও মনুষ্যহইতে প্রশংসা পাইবা। "তুমি সেই মনষ্য," এমত কথা নাথান্ ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় (২ শি ১২, ৭) লোকদিগকে বলিলে অনেক ২ লোক তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবে।

৩০। "কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিয়া চলিয়া গেলেন।" তাহা এক আশ্চর্য্য চিহ্ন বটে। (যো ৮, ৫৯) মেষশাবক যীশু সিংহও আছেন। তাঁহার ঈশ্বরত্বের এক কিরণ তাঁহার চক্ষুহইতে নির্গত হইলে ঐ লোকদের হস্ত বদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন না। মনুষ্যদের পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন। নাসরতীয় লোকেরা ত্রাতাকে আপনাদের নগরহইতে দূর করিলে পর দাঁড়াইল, বিস্ময়াপন্ন হইল, অন্বেষণ করিল, লজ্জিত হইল, অভিশাপ করিল, ছিন্ন ভিন্ন হইল।

৩১-৩৭ অশুচি ভূত ছাড়াওন।

[মা ১, ২১-২৮]

৩১। যীশু নাসরৎ নগর পরিত্যাগ করিয়া গিনেষরৎ সমুদ্রের তীরে সিবূলূন্ ও নপ্তালি এই উভয় প্রদেশের সীমার নিকটস্থ যে কফরনাহূম সেই নগরে গিয়া বাস করিলেন। (ম ৪, ১৩-১৬) গালীল দেশের লোকেরা

দেবপূজকদের সমীপে বাস করিয়া তাহাদের সহিত নানা প্রকারে মিলন করিয়াছিল। কিন্তু এই যে লোকেরা অন্ধকারে বসিয়া থাকিত, তাহারা মহা আলো দেখিল। যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য (৯, ১, ২) সফল হইল। কফরনাহূম শব্দের অর্থ এই সান্ত্বনার স্থান। এই নাম যথার্থ বটে, কেননা যিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনা তিনি সেই স্থানে বাস করিলেন। কফরনাহূম নগরে শিষ্যদের সহিত উপস্থিত হইয়া যীশু বিশ্রামবারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

৩২। "এবং সকলে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল, কারণ তাঁহার কথা ক্ষমতা বিশিষ্ট ছিল।" তিনি অধ্যাপকগণের ন্যায় উপদেশ দিতেন না। (ম ৭, ২৯) পাপি লোকদের প্রতি যীশুর যে প্রেম ছিল, সেই প্রেমদ্বারা তাঁহার কথা প্রবল হইত। অধ্যাপকগণ শ্রোতাদিগকে প্রেম না করিয়াও প্রচার করিত। প্রেমময় যীশুর বাক্য লোকদের অন্তঃকরণকে জাগাইল। কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইয়াও মন ফিরাইল না। অতএব যীশুর এই বাক্য যে "হায় ২ কফরনাহূম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত আছ, কিন্তু নরকে নিক্ষিপ্ত হইবা।" (ম ১১, ২৩) ইদানীন্তন অনেক প্রচারকেরা অধ্যাপকগণের ন্যায় সুন্দর উপদেশ দেয়, কিন্তু তাহাদের কথা ক্ষমতা বিশিষ্ট হয় না, কেননা তাহারা লোকদিগকে প্রেম না করিয়া ও তাহাদের ত্রাণের বিষয়ে ভাবিত না হইয়া আপন ২ কথা শুনিতে ভাল বাসে। অনেক ২ এমত লোকও আছে যে উপদেশকের প্রশংসা করিয়া তাহার কথা সকল অগ্রাহ্য করে। "ঈশ্বরের রাজত্ব কথাতে নয়, কিন্তু ক্ষমতাতে।" (১ ক ৪, ২০)

৩৩। "তখন ঐ ভজনালয়ে অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক মনুষ্য ছিল।" ভূতগ্রস্ত লোকদের বিষয় অতি গোপনীয় আছে। এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ এই। যে সময়ে শয়তানের দাসত্ব হইতে মনুষ্যদিগকে মুক্ত করণার্থে এবং শয়তানের কর্ম্ম বিনষ্ট করণার্থে যীশু পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে শয়তান ও তাহার অপবিত্র ভূতগণ মনুষ্যদের পরিত্রাণের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিল। ইস্রায়েল বংশের মধ্যে এমত অনেক লোক ছিল, যে পাপের বিষয়ে চেতনা পাইয়াও আপনাদের তুষ্টিজনক পাপকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এমত লোকেরা পাপের সহিত (বিশেষতঃ কামের সহিত) বৃথা যুদ্ধ করিয়া অন্তরস্থ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওনার্থে কুৎসিত আকাঙ্ক্ষাতে আপনাদিগকে মগ্ন করিত। এমত রূপে ইহাদের শরীর ও আত্মা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল। বিশ্রাম পাওনার্থে মনুষ্যদেহে বাস করিতে বাঞ্ছা করে যে অপবিত্র ভূতগণ, তাহারা শয়তানের আজ্ঞানুসারে এমত লোকদের ক্ষীণ শরীরে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে হতজ্ঞান করিতে এবং ত্রাণের জন্যে প্রত্যেক প্রার্থনা বিনষ্ট করিতে ভূতগণ ইচ্ছুক ছিল। যে লোক পূর্ব্বে সম্মত হইয়া শয়তানের কর্ম্মে রত ছিল, তাহারা ভূতগ্রস্ত

হইয়া হতজ্ঞানদের ন্যায় শয়তানদ্বারা বহিয়া গেল। এই লোকদের অন্তঃকরণে পরিত্রাণ জন্য যে গুপ্ত বাঞ্ছা ছিল, যীশু ইহা জ্ঞাত হইয়া ভূতকে ছাড়াইয়া তাহাদের শরীরকে সুস্থ করিলেন। সুস্থ হইলে পর যীশুর পক্ষ কিম্বা পাপের পক্ষ হইতে তাহাদের সাধ্য হইল।

আদিভাগে ভূতগ্রস্ত লোকের বিষয়ে কোন কথা নাই। যিহূদীয়েরা বাবিল দেশে বাস করিলে পর তাহাদের মধ্যে ভূতগ্রস্ত লোকদের বিষয়ে কথা হইল। ভ্রান্তির সহিত যাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না এমত যে যীশু তিনি স্পষ্ট রূপে স্বীকার করিলেন যে ভূতগ্রস্ত লোক ছিল। এক শয়তান আছে, ও তাহার দূতগণও আছে। (ম ২৫, ৪১। প্র ১২, ৯) শয়তানের দূতগণের মধ্যে নানা বর্গ আছে। (ইফ ৬, ১২) যেমন নানা প্রকার বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া তাহা নষ্ট করে, তেমনি পাপাত্মাও মনুষ্যদের শরীরে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। যোষীফস্ ও যুস্তিনস্ এই দুই জনের ন্যায় অনেকে বোধ করে যে ঐ ভূতগ্রস্ত লোকদিগেতে শয়তানেরা বাস করিত না, কিন্তু অপবিত্র মৃত লোকদের আত্মা বাস করিত। বর্ত্তমান সময়ে ভূতগ্রস্ত লোক আছে কি না? প্রথম খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর সময়ে যেমন অনেকে ভূতগ্রস্ত ছিল, তেমনি এক্ষণে অধিক ভূতগ্রস্ত নাই। শয়তান বিচারিত হইয়াছে, এবং শেষদিনে তাহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে। যদ্যপি এক্ষণে অনেকের শরীরে অপবিত্র ভূতগণ বাস করে না, তথাপি যাহাদের অন্তরে ভূত ও শয়তান বসতি করিয়া থাকে, এমত অনেক লোক আছে। যত পাপ তোমার আছে, তত অপবিত্র ভূত তোমার মনে থাকে। কুজ্ঞগং ভূতগ্রস্ত হওয়াতে এক শয়তান ও তাহার রাজ্য আছে, ইহা অস্বীকার করে। কিন্তু তুমি প্রার্থনা করিতে২ শয়তানের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেবল তোমার ঈশ্বরের সেবা কর।

৩৪। কফরনাহূমের ভজনালয়ে যে অপবিত্র ভূতগ্রস্ত মনুষ্য ছিল সে চীৎকার শব্দ করিল। কারণ যীশুর আগমনদ্বারা ভূত যন্ত্রণা পাইল। ঐ মনুষ্যের মুখ দিয়া অপবিত্র ভূত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "হে নাসরতীয় যীশু, আমাদিগকে থাকিতে দেও। তোমার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি আমাদিগকে নষ্ট করিতে আইলা? তুমি কে, তাহা আমি জানি; তুমি ঈশ্বরের পবিত্র লোক।" ভূতেরাও প্রত্যয় করিয়া কম্পিত হয়। (যাক ২, ১৯) মনুষ্যদের অপেক্ষা ভূতেরা যীশুকে ভালরূপে চিনিত। এই নাসরতীয় যীশু ঈশ্বরের পবিত্র লোক এবং জগতের ত্রাতা ও বিচারকর্ত্তা আছেন, ইহা তাহারা জানিত। বিচারদিনের নিমিত্তে তাহাদের ভয় লাগে। (ম ৮, ২৯। ২ পি ২, ৪। প্র ১২, ১২। ২০, ২, ৩, ১০) যীশুর প্রতি ভূতদিগের এই ভয়ানক প্রার্থনা যে আমাদিগকে থাকিতে দেও। স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা কহিতে পারিলেও যদি কেহ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম না করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। (১ ক ১৩, ১। ১৬, ২২) যীশু কে, তাহা শয়তান জানে, এবং তাঁহার বিষয়ও বলিতে পারে। কিন্তু শয়তান যীশুকে প্রেম করিতে পারে

না। তুমি শয়তানস্বরূপ হইলেও যীশুকে জানিতে এবং তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পার। কিন্তু এমন সাক্ষ্য দিলে তোমার অনন্ত দণ্ড আপনি বাড়াইবা। যীশুর পুণ্য কেবল ঈশ্বরের প্রেমকারিদের অধিকার হয়। ত্রাণের বিষয়ে যে জ্ঞান তোমার আছে, তাহাকে কখনো তোমার ত্রাণকর্ত্তা করিয়া মানিও না।

৩৫। "তখন যীশু তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন, নীরব হও. এবং উহাহইতে বহির্গত হও।" যীশু ভূতদিগের সাক্ষ্য ও প্রশংসা অগ্রাহ্য করিলেন। ঈশ্বর দুষ্ট লোককে কহেন, "আমার বিধি প্রকাশ করিতে ও নিয়মের কথা মুখে আনিতে তোমার কি অধিকার?" (গী ৫০, ১৬। প্রে ১৬, ১৭, ১৮) যে ভূতগণকে ঈশ্বর বিচার করিয়াছেন এবং বিচারার্থে রাখিয়াছেন, তাহাদের প্রতি প্রেমময় যীশু কোন দয়া না করিয়া বলিলেন, নীরব হও, উহাহইতে বহির্গত হও। ঈশ্বর অবিশ্বাসি প্রচারকের মুখ বন্ধ না করিয়া তাহার বিচার করিতেছেন। "তাহাতে সেই ভূত তাহাকে মধ্যস্থানে ফেলিয়া দিয়া [তাহাকে মুচড়াইয়া] কিছু হানি না করিয়া [অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া] তাহাহইতে বহির্গত হইল।" শয়তানের ক্ষমতা দেখিয়া তোমার ভয় করা কর্ত্তব্য। যীশুর যে ক্ষমতা আছে তাহা দেখিয়া সাহস করা কর্ত্তব্য। বলবান্ শয়তানহইতে প্রবল হওয়াতে যীশু তাহাকে পরাভব করেন। যে পাপরূপ শৃঙ্খলেতে তুমি বদ্ধ আছ, তাহা যদি প্রভুর ক্ষমতাতে ভাঙ্গিতে চাও, তবে পাপ তোমার অন্তঃকরণকে মুচড়াইবে। "প্রসব কালের ন্যায় বেদনা কি তোমাকে আকর্ষণ করিবে না?" (যির ১৩, ২১) ভূত চীৎকার করিয়া বহির্গত হইল, কিন্তু সে আর কোন কথা বলিল না, কেননা বিচারকর্ত্তা তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন।

৩৬-৩৭। "তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, এ কি? (এ কেমন নূতন উপদেশ?) ইনি প্রভাবে ও পরাক্রমেতে অপবিত্র ভূতদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা বহির্গত হয় (তাঁহার আজ্ঞাবহ হয়।) পরে চতুর্দ্দিকস্থ দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপিল।" পরমেশ্বর যিশায়িয়ের প্রমুখাৎ কহিয়াছিলেন, "পরাক্রমিদের ধৃত দ্রব্য পুনর্ব্বার নীত হইবে, ও ভয়ঙ্করহইতে লুট দ্রব্য মুক্ত করা যাইবে; কেননা আমি তোমার বিপক্ষে সংগ্রামকারিদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার বালকদিগকে ত্রাণ করিব।" (যিশ ৪৯, ২৫) এই যে বাক্য যীশুর অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা সফল হইত, তাহার ফল দেখিয়া লোকেরা চমৎকৃত হইয়া বলিত, এ কেমন নূতন উপদেশ? আশ্চর্য্য ক্রিয়া যীশুর উপদেশের সত্যতার প্রমাণ ছিল। যীশুর উপদেশ নূতন উপদেশ বটে, কেননা ফিরুশি ও অধ্যাপকগণ এমত উপদেশ দিতে পারিল না।

———

৩৮-৪৪। পিতরের শ্বশ্রূকে ও নানাবিধ রোগিকে সুস্থ করণ।

(ম ৮, ১৪-১৭। মা ১, ২৯-৩৯)

৩৮। অনন্তর যীশু (শিষ্যদের সহিত) ভজনালয়হইতে বাহির হইয়া (যাকুবের ও যোহনের সহিত) শিমোনের বাটীতে আইলেন। শিমোন ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় যীশুর শিষ্য হইয়াছিল। যিনি রাজাদের রাজা তিনি নম্রতাপূর্ব্বক সেই দরিদ্র মৎস্যধারিদের ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন শিমোনের শশ্রূ জ্বরেতে অত্যন্ত পীড়িতা ছিল। প্রভুর প্রধান প্রেরিত যে পিতর, তাহার স্ত্রী ছিল; সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইত। (১ ক ৯, ৫) সুতরাং ধর্ম্মোপদেশক কখন বিবাহ করিবে না, রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মবিধির এই মূল ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে নাই। যীশু সেই শয্যাগতা স্ত্রীকে দেখিয়া সদয় হইলেন। শিষ্যেরা সেই স্ত্রীর নিমিত্তে যীশুকে শীঘ্র বিনতি করিল।

৩৯। তাহাতে তিনি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে তর্জন করিলে তাহার জ্বরত্যাগ হইল। তিনি তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে উঠাইলেন। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কৃতজ্ঞ ভাবে যীশুর ও শিষ্যদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। পিতর যীশুর শিষ্য হইয়াছিল, এই হেতুক তাহার পরিবারও সাংসারিক আশীর্ব্বাদ পাইল। যে পরিবারের মধ্যে এক জন প্রার্থনা করিয়া থাকে, সে পরিবারের প্রতি ঈশ্বরহইতে সাংসারিক ও পারমার্থিক আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে। কেননা যে ঘরের মধ্যে যীশুর শিষ্য বাস করে, সে ঘরহইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত এক পথ আছে, এবং সেই পথে দূতগণ গমনাগমন করে।

৪০-৪১। "পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে লোক সকল নানা প্রকার পীড়াতে ক্লিষ্ট আপন২ পরিজনদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল। (নগরস্থ তাবৎ লোক দ্বারেতে একত্র হইল।) তাহাতে তিনি প্রত্যেক জনের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। তাহাতে অনেক লোকহইতে ভূতগণও বহির্গত হইয়া চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, তুমি ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। কিন্তু তিনি অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল, এ প্রযুক্ত তাহাদিগকে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন।" ভূতদিগকে তিনি কথাদ্বারা ছাড়াইতেন। অন্য রোগিদিগকে তিনি (বিশ্বাস জন্মাইবার ও তাহার পরীক্ষা করিবার জন্যে) হস্তার্পণ করিয়া সুস্থ করিতেন। যীশু লোকদের আরোগ্যকারী কেন? তাহা মথি (৮, ১৭) বলে, যথা, "তাহাতে 'তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল ধারণ করিলেন ও ব্যাধি সকল লইলেন,' এই যে কথা যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা (৫৩, ৪) উক্ত হইয়াছিল, তাহা তখন সিদ্ধ হইল।" যে বড় ব্যাধি যীশু লইলেন সে আমাদের পাপ। ইহার দণ্ড ও ফল আমাদের

সমস্ত দুঃখ ও রোগ আছে। যীশু রোগিকে সুস্থ করিয়া বলিতেন, দেখ, তুমি পাপী, এখন সুস্থ হইলা। আমি পাপিদের ত্রাতা; তোমার পাপের ফল তোমাহইতে দূর করিলাম। যেন অধিক দুর্দ্দশা না ঘটে, এই জন্যে আর পাপকর্ম্ম করিও না। বরং তোমার পাপিষ্ঠ মন আমাকে দেও, আমি তাহাকেও সুস্থ করিতে পারি। যীশুর প্রত্যেক সুস্থ করণ এক প্রতিজ্ঞা আছে, যে শেষ দিনের পর যীশুদ্বারা নূতনীকৃত পৃথিবীতে মরণ কি শোক কি রোদন কি ব্যথা আর কখনও হইবে না। কিন্তু এক্ষণে আমরা দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও বলি, পরমেশ্বর আমাদের আরোগ্যকারী। ঔষধ ও বৈদ্যের উপরে বিশ্বাস রাখিও না, কারণ ঈশ্বর কহেন, "যে জন মনুষ্যকে বিশ্বাস করে সে শাপগ্রস্ত।" (যির ১৭, ৫) ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ না দিলে সকল ঔষধ নিষ্ফল।

৪২। "অপর প্রভাত হইলে তিনি বাহিরে যাইয়া কোন নির্জন স্থানে গমন করিলেন, এবং সে স্থানে প্রার্থনা করিলেন।" নানা সময়ে যীশু নির্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন। (লূ ৫, ১৬। ৬, ১২। ৯, ২৮) ঈশ্বরের নিকটে *প্রার্থনা করিতে ২ তিনি কখন ২ সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন।* যীশু অনবরত প্রার্থনা করাতে বলিতে পারিলেন, আমি স্বর্গেতে আছি। কখন ২ তিনি কুজগৎহইতে পৃথক্ হইয়া আপন স্বর্গস্থ পিতার নিকটে একাকী থাকিতে চাহিতেন। যীশু প্রকৃত মনুষ্য হওন প্রযুক্ত কর্ম্মদ্বারা শরীরেতে শ্রান্ত ক্লান্ত এবং আত্মাতে পরিশ্রান্ত হইয়া শক্তি পাইবার জন্যে আপন পিতার নিকটে যাইতেন। পিতা ব্যতিরেকে পুত্র কিছু করিতেন না। লোকদিগকে উপদেশ দিলে পর যীশু আপন পিতাহইতে পুনরায় লইতেন। যীশু যদি নির্জন স্থানে প্রার্থনা করিলেন, তবে নির্জন স্থানে প্রার্থনা করা অবশ্য আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের অস্থির মন কেবল রুদ্ধ অন্তরাগারে সুস্থির হয়। *বিশেষতঃ নাদাব ও আবীহূ এই দুই জনের ন্যায় অনাজ্ঞাপিত সাধা*রণ অগ্নি পরমেশ্বরের সম্মুখে উৎসর্গ করণ বিষয়ে প্রচারকেরা সাবধান হউক। (লে ১০, ১) যে প্রচারক প্রার্থনা না করে, সে কেবল শব্দকারক ভেরি ও কাংস্য করতালস্বরূপ হয়। যে জন গোপনে যীশুর কাছে প্রার্থনা না করে, সে কোন পারমার্থিক দান প্রদান করিতে পারে না। শূন্য সিন্দুকহইতে কিছু বাহির হয় না।

"পরে লোকেরা যীশুর অন্বেষণ করিল এবং তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিল। শিমোন্ ও তাহার সঙ্গিরা তাঁহার পশ্চাৎ গেল, এবং তাঁহার উদ্দেশ পাইলে পর তাঁহাকে কহিল, তাবৎ লোক তোমার অন্বেষণ করিতেছে।"

৪৩-৪৪। "কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, (আইস, আমরা নিকটস্থ সকল নগরে যাই;) ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে অন্য ২ নগরেও আমাকে যাইতে হইবে। কেননা তন্নিমিত্তেই আমি প্রেরিত হই-

য়াছি।" কেবল অদ্ভুত ক্রিয়া করিতে তিনি পিতা কর্তৃক প্রেরিত ছিলেন না। অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা যীশু সুসমাচারের সত্যতার প্রমাণ দিলেন।

পরে যীশু গালীলের নানা ভজনালয়ে উপদেশ দিলেন, (মাং, "এবং ভূতগণকে ছাড়াইলেন।")

---

৫ অধ্যায়।

১-১১। পিতরের অনেক মৎস্য ধরণ।

(ম ৪, ১৮-২২। মা ১, ১৬-২০)

যোহন বাপ্তাইজকের শিষ্য আন্দ্রিয় যীশুকে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। সে আপন সহোদর শিমোনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে যীশুর নিকটে আনিল। তৎকালে শিমোন্ যীশুহইতে কেফা বা পিতর অর্থাৎ প্রস্তর এই নাম পাইল। (যো ১, ৪০-৪২) যদ্যপি শিমোন্ যীশুর শিষ্য, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। যে বিবরণ মথি (৪, ১৮, ২২) এবং মার্ক (১, ১৬-২০) অতি সংক্ষেপে, কিন্তু লূক (৫, ১-১১) স্পষ্ট রূপে লিখে, তাহাদ্বারা আমরা শুনি কিরূপে শিমোন্ যীশুর প্রকৃত পশ্চাদ্গামী হইল।

১-২। "অনন্তর এক দিন যীশু গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইলে লোকেরা ঈশ্বরের কথা শ্রবণার্থে তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিতেছিল, এমন সময়ে তিনি হ্রদের ধারে দুই খান নৌকা বদ্ধ দেখিলেন, কেননা মৎস্য ব্যবসায়িরা তাহা ত্যাগ করিয়া জাল ধুইতেছিল।" গিনেষরৎ হ্রদ বা গালীল সাগর। যিহোশূয়ের সময়ে "কিন্নেরৎ হ্রদ" তাহার এই নাম ছিল। (যি ১৩, ২৭) যীশু হ্রদের কূলে দাঁড়াইয়া অনেক লোকদের সাক্ষাতে স্বর্গরাজ্যের প্রসঙ্গ প্রচার করিলেন। তাঁহাকে দর্শনার্থে এবং তাঁহার মিষ্ট সুসমাচার শ্রবণার্থে প্রত্যেক জন তাঁহার নিকটে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কএক মৎস্যব্যবসায়িরা নৌকা ত্যাগ করিয়া জাল ধুইতেছিল। কেননা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র মৎস্য না পাইয়া কেবল কর্দ্দম ও শুক্তি জালে পাইয়াছিল। কিন্তু কি নিমিত্তে তাহাদের কর্ম্মের ফল হয় নাই, তাহা তাহারা শীঘ্র জ্ঞাত হইল।

৩। "অতএব তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে এক খানে অর্থাৎ শিমোনের নৌকাতে উঠিয়া কূলহইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে তাহাকে বিনতি করিলেন।" তাবৎ উপস্থিত লোক যেন আমাকে দর্শন করিতে ও আমার কথা শুনিতে পায়, এই বাঞ্ছা করিয়া যীশু শিমোনের নৌকাতে উঠিলেন। তিনি নম্রভাবে সেই দরিদ্র মৎস্যধারিকে বিনতি পূর্ব্বক কহিলেন, কূলহইতে কিঞ্চিৎ দূরে

যাও। তাহাতে শিমোন্ পিতর আপন প্রভুর বিনয় কথার বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া নৌকা কূলহইতে কিঞ্চিদ্দূরে লইল। "অপর যীশু নৌকাতে বসিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।" পিতরের নৌকা যীশুর উপদেশকাসন। হ্রদের কূল লোকদের প্রার্থনা স্থান। বোধ হয় পিতর প্রভুর প্রত্যেক কথা শুনিয়া মনে করিল, যে যীশু কেবল আমার নিমিত্তে এই কথা কহিতেছেন।

৪। "পরে কথা সাঙ্গ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, তুমি গভীর জলে গিয়া মৎস্য ধরিতে জাল নিক্ষেপ কর।" এ কেমন আশ্চর্য্য আজ্ঞা। হে শিমোন, মৎস্য ধরিও না, কিন্তু আমার সহিত সুসমাচার প্রচার কর, এমন কথা প্রভু তাহাকে বলেন না। যে কোন কর্ম্ম আমরা যীশুর নামেতে করিতে পারি, সেই কর্ম্ম ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভাল।

৫। "তাহাতে শিমোন উত্তর করিল, হে প্রভো, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র মৎস্য পাই নাই, কিন্তু আপনকার আজ্ঞাতে আমি জাল ফেলিব।" এই মৎস্যধারিরা যীশুর নামেতে জাল না ফেলিয়া সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কিছু পায় নাই। অন্য মৎস্যধারিরা যীশুর বিষয় চিন্তা না করিয়াও গিনেষরৎ হ্রদে সেই রাত্রিতে মৎস্য ধরিয়াছিল, এমন বোধ হয়। কিন্তু পিতর ও তাহার সঙ্গিরা যীশুর শিষ্য হইলেও ঐ রাত্রিতে প্রার্থনা করিল না, এই হেতু আশীর্ব্বাদ পাইল না। যদি ধার্ম্মিক লোক প্রার্থনা না করিয়া কর্ম্ম করে, তবে ঈশ্বর কৃপা পূর্ব্বক ঐ কর্ম্মের ফল দেন না। অধার্ম্মিক লোকদের যে সাংসারিক মঙ্গল সে ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর বিচার। গভীর জলে জাল নিক্ষেপ কর, প্রভুর এই আজ্ঞা পিতর বুঝিল না। কূলের নিকটে রাত্রিতে মৎস্য ভাল রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু যীশু দিবসে গভীর জলে যাইতে শিমোনকে আজ্ঞা দিলেন। হে প্রভো, আপনি উত্তম উপদেশক; কিন্তু আমার কর্ম্ম আমি বুঝি; এক্ষণে গভীর জলে কোন মৎস্য পাইব না, এমন উত্তর শিমোন দিল না; বরং সে সকল বিতর্ক খ্রীষ্টের বশীভূত রাখিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক বলিল যে আপনকার আজ্ঞাতে আমি জাল ফেলিব। হে প্রভো, তোমার আজ্ঞাতে অদ্য তোমার নামের মহিমার নিমিত্তে জাল ফেলিব, ও তোমার অঙ্গীকার ধরিয়া অদ্য আপন কর্ম্ম করিব, এমন প্রার্থনা দিনে২ প্রাতঃকালে আমাদিগকে করিতে হয়। প্রার্থনা বিনা তুমি দিবানিশি কর্ম্ম করিলেও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবা না। তুমি আপন ইচ্ছানুসারে কিম্বা মনুষ্যদের আজ্ঞাতে জাল ফেলিলে পঙ্ক ও শেয়ালা ও শামুক ও ভেক পাইবা। শয়তানের আজ্ঞাতে জাল ফেলিলে অনির্ব্বাণ অগ্নি পাইবা।

যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

হেরোদরাজ আপনার নিমিত্তেও এক অতি বড় ঐশ্বর্য্যশালি দিব্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই রাজবাটী কালক্রমে যিরূশালমস্থ রোমীয় রাজপ্রতিনিধিদের বাসস্থান হইয়াছিল। যিরূশালমস্থ সকল অট্টালিকার মধ্যে এই প্রাসাদ অতিশয় শোভাযুক্ত ছিল। তিনি কেবল নিজ রাজ্য মধ্যে নয়, পরন্তু রোম রাজ্যের সর্ব্বত্র আপন ঐশ্বর্য্যের কীর্ত্তি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে অন্য দেশীয়দের নগরেও নানা অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহাতে দেশ পর্য্যটনকারিগণ দিগ্ ভ্রমণ করিতে২ কোন নগরে উপনীত হইলে এই কথা প্রায় শুনিতে পাইত, যে এই নগরের এই প্রাচীর কিম্বা চান্দনী কিম্বা মল্লযুদ্ধ গৃহ কিম্বা নাট্যশালা কিম্বা মন্দির কিম্বা স্নানাগার কিম্বা বাজার কিম্বা পয়নালা যিহুদি দেশের অতি বড় দাতা হেরোদ নামক রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর তিনি স্থানে২ নিকুঞ্জ বন প্রস্তুত ও সাধারণ ক্রীড়া স্থাপন ও কোন২ নগরের মঙ্গলার্থে বিপুল অর্থ দান করিতেন। বিদেশীয়দের হিতার্থে তাঁহার এই রূপ অপরিমিত দান তাঁহার প্রজাদিগের দুঃখের হেতু ছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধ্যর্থে কোন মতে ত্রুটি করেন নাই ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার স্থাপিত কৈসরিয়া নগর তাঁহারই যত্নেতে ঐ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নৌকাশ্রয় হইয়া উঠিল। তদ্ভিন্ন তিনি কএক নগরের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া শোভাযুক্ত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শোমিরোণ নগর নানা উপায়ে মনোহর করিয়া আগষ্ট মহারাজের মান্যার্থে তাহার নাম সিবাস্তী (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত।) রাখিয়াছিলেন। এই কার্য্য অতি ভারী ও প্রজাহিতজনক হইলেও আমরা যিহূদীয় ইতিহাসে দেখিতে পাই যে প্রজারা তৎপ্রযুক্ত কৃতজ্ঞ না হইয়া ঐ সকল কার্য্য নিষ্পাদন করিবার জন্যে তাহাদের নিকটহইতে যে অর্থ সংগ্রহ করা যাইত তন্নিমিত্ত বরং আর্ত্তস্বর করিত।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে মার্ক আণ্টনি হেরোদ রাজার উন্নতির মূলীভূত ছিলেন, কেননা তাঁহার আনুকূল্যে হেরোদ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হেতুক যখন আণ্টনির ও অক্টেবিয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন হেরোদ আণ্টনির পক্ষ হই-

লেন ; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ অজ্ঞানতাতে অন্ধীভূত হইয়া নিশ্চয় বিনাশ্য পথে বেগে ধাবমান হইতেছে, এমন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা রাখিলে আমার মঙ্গলের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনা নাই, ইহা হেরোদ শেষে বিবেচনা করিয়া সময় থাকিতে২ আণ্টনির পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অক্টেবিয়ের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। তাহাতে অক্টেবিয় হেরোদের সেবা কার্য্য অতিশয় গ্রাহ্য করিলেন ; এবং তিনি আগস্ট উপাধি গ্রহণ করিয়া যখন রোম রাজ্যের একাধিপতি হইলেন তখন হেরোদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ ও আন্তরিক প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্যের বৃদ্ধি হওয়াতে সুলেমানের সময়াবধি সকল রাজার অধিকারাপেক্ষা তাঁহার রাজ্য অতি প্রশস্ত হইয়া উঠিল। ফলতঃ কেবল দান্ অবধি বের্শেবা পর্য্যন্ত দেশ সমূহ তদ্রাজ্যান্তর্গত ছিল, এমন নয়, বরঞ্চ যর্দ্দন নদীর পরপারেও ইস্রায়েলের কোন রাজা কস্মিন্ কালে যত দেশ অধিকার করিয়াছিল, তত দেশ তখন হেরোদের অধীন হইল। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি সুরিয়া প্রদেশে মহারাজের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত ছিলেন ; তাঁহার সম্মতি বিনা ঐ প্রদেশের অধ্যক্ষ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। হেরোদের প্রতি মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত স্নেহ ছিল তাহা আমরা যিহূদিরাজের পরিবারমধ্যে সতত ঘটিত বিবাদের ভঞ্জনার্থে নিবেদনানুসারে মহারাজ মধ্যে২ যে ক্লেশ স্বীকার করিতেন তদ্দ্বারা নির্ণয় করিতে পারি। হেরোদ রাজের দুষ্ট স্বভাব প্রযুক্ত যে দুই ভারী বিবাদ হয় তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত ব্যাপার, অর্থাৎ মরিয়ম্নীর গর্ব্ভজাত দুইটী সর্ব্ব গুণান্বিত পুত্রের হত হওন রূপ দুর্ঘটনা হেরোদের দীর্ঘকাল ব্যাপি রাজত্বের শেষাংশে ঘটিয়াছিল।

তৎপরবৎসরে অঙ্গীকৃত অভিষিক্ত ত্রাতার অগ্রগামি যোহন অবগাহকের জন্ম হওয়াতে তাহা স্মরণীয় হইয়াছে।

ফাদঃ রাজার সহিত বিরোধ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে হেরোদ রাজা আরবীয় পিত্রা প্রদেশ দিয়া কতক গুলি সৈন্য সামন্ত লইয়া যাওয়াতে তাঁহার সহিত আগষ্ট মহারাজের সদ্ভাবের বিচ্ছেদ হইল। ফলতঃ আগষ্ট মহারাজের সম্মুখে ঐ ব্যাপারটী মিথ্যা কথাদ্বারা সাজাইয়া এমন উত্তম রূপে বর্ণনা করা গিয়াছিল, যে তা-

হাতে তাঁহার সত্য বোধ হইবাতে তিনি সেই অবধি হেরোদের প্রতি অতি রুষ্ট হইয়া এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, যে আমি আর তোমাকে মিত্র জ্ঞান না করিয়া প্রজা বোধে তোমার প্রতি ব্যবহার করিব। অতএব অন্যান্য প্রদেশস্থ প্রজাদের ন্যায় যিহূদা প্রদেশস্থ প্রজাদিগকে লোকসংখ্যানুযায়ি করের অধীন করণাভিপ্রায়ে তাহাদের নাম লিখিয়া লইবার নিমিত্তে কুরীণিয় নামক এক জন অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে প্রেরিত হন, কেননা সেই পর্য্যন্ত হেরোদের অধিকারস্থ প্রজাবর্গ ঐ কর বিষয়ে মুক্ত ছিল। তাহাতে সমুদায় লোকের নাম লিখন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু কর সংস্থাপন করা হয় নাই; কেননা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের প্রকৃত বিবরণ অবগত করাতে হেরোদের প্রতি আগষ্টের বৈগুণ্যভাব দরীভূত হইলে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ববৎ প্রেম প্রবাহ চলিতে লাগিল।

প্রজারা স্ব২ পৈতৃক নগরে থাকিয়া আপনাদের নাম লিখিয়া দিবেক, এই রাজাজ্ঞানুক্রমে তৎকালে প্রবাসে বাসকারি বহুসংখ্যক লোকদিগকে আপন২ পৈতৃকগ্রামে আসিতে হইল। তাহাতে যাহারা দায়ূদ বংশোদ্ভব, তাহারা বৈৎলেহম নগরে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যূষফ নামে এক জন সূত্রধর মরিয়ম্ নাম্নী নিজ বাগ্‌দত্তা ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরহইতে আইল। কিন্তু উত্তরণীয় গৃহ পূর্ব্বাগত লোকেতে পরিপূর্ণ হওয়াতে স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহারা তৎসংক্রান্ত গোশালায় অবস্থিতি করে। ঐ স্থানে মরিয়ম একটী পুত্র প্রসব করিলে তাহাকে জাবপাত্রে রাখিল। সেই পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাতা, যাঁহার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এত কাল ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, ও যাঁহার সময় দেখিতে ভূপতিবর্গ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মেতে স্বর্গ মধ্যে আনন্দ ধ্বনি হইল, ফলতঃ দূতগণ পূর্ণানন্দ হইয়া পৃথিবীর শান্তি ও মনুষ্যের মঙ্গলসূচক গান করিলেন। এবং তৎকালে যে মেষপালকেরা রাত্রিযোগে ক্ষেত্রে থাকিয়া মেষপাল রক্ষা করিতেছিল, তাহারাও তাঁহাদের কর্তৃক ত্রাণকর্ত্তার জন্ম স্থানে যাওনার্থে প্রদর্শিত হইল।

ইহার কিছু দিন পরে যিরূশালম নগরবাসিগণ পূর্ব্ব দেশহইতে আগত তিন জন জ্যোতির্বেত্তার জিজ্ঞাস্য কথা শুনিয়া

অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। ফলতঃ সেই জ্যোতির্জ্ঞেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যিহূদীয়দের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা তাঁহার জন্মবোধক নক্ষত্র দর্শন করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে ও তাঁহাকে দর্শনী দিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি। পরে তাহারা বৈৎলেহম নগরে গিয়া গোশালার মধ্যে জাবপাত্রে তাঁহার দর্শন পাইল। কিন্তু তাহারা রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকটে প্রত্যাগমন না করিয়া অন্য পথ দিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। যিহূদীয়দের রাজা কোথায়? জ্যোতির্বেত্তাদের এই রূপ অনুসন্ধানের কথাতে ঐ দুরাত্মা রাজা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, এবং সংবাদ দিবার জন্যে তাঁহারা পুনরাগমন না করাতে, তাহাদের পূজ্য ব্যক্তি কে? ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি প্রচণ্ড ক্রোধভরে ভৃত্যদিগকে এই নির্দয় আজ্ঞা দিলেন তোমরা অবিলম্বে যাইয়া বৈৎলেহম নগরস্থ দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাবৎ শিশুকে সংহার কর। রাজা মনে করিলেন যে ইহাতেই উদ্দেশ্য বালক অবশ্য বিনষ্ট হইবে। কিন্তু যূষফ ইতি পূর্ব্বে আপন বাগ্দত্তা স্ত্রীকে এবং ঐ শিশুকে মিসর দেশে লইয়া যাওনার্থে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আর যাবৎ হেরোদের মৃত্যু না হইল তাবৎ তাঁহারা সে দেশহইতে প্রত্যাগমন করিলেন না।

ইহার অল্প দিন পরে হেরোদের মৃত্যু উপস্থিত হইল। ফলতঃ তাঁহার ঊনসত্তরি বৎসর বয়সে নাড়ী মধ্যে সাংঘাতিক একটি রোগ জন্মিল; তাহাতে তাঁহাকে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইল, ইহা কেবল নয়, তিনি শরীরের দুর্গন্ধ প্রযুক্ত আত্ম পর সর্ব্ব জনের দৃষ্টিতে সর্ব্বতোভাবে অতি ঘৃণ্য হইলেন। হায়, এমন বিষম দুঃখের সময়েও তাঁহার নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। তাঁহার মরণ জন্য প্রায় কেহ শোক ও বিলাপ করিবে না, ইহা মনে জানিয়া তিনি পদাতিকগণকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা ভদ্র২ লোকদিগকে এক দুর্গমধ্যে বদ্ধ কর; আমার মৃত্যু হইবামাত্র তাহাদিগকে বধ করিবা, তাহাতে আমার মরণে যিরূশালম পুরীতে ক্রন্দনধ্বনি হইবে। * পরে হেরোদ সপ্তত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়া সত্তরি বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

---

* পরন্তু এই নিষ্ঠুর আজ্ঞানুযায়ি কার্য্য করা যায় নাই।

হেরোদ মৃত্যুকালে আর্খিলায় ও আণ্টিপা এবং ফিলিপ নামক আপনার এই তিন পুত্রকে মিয়ম পত্রদ্বারা স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। ফলতঃ আর্খিলায়কে রাজ্যের শিরোভাগ অর্থাৎ যিহূদা ও শোমিরোণ ও ইদোম প্রদেশ, এবং আণ্টিপাকে গালীল ও পিরীয়া প্রদেশ আর ফিলিপকে ত্রাখোনিতী ও গৌলনিতী ও বাটানিয়া ও পানিয়া নামক চারি ক্ষুদ্র প্রদেশ দান করেন। রাজস্বানুসারে অধিকারের মূল্য নির্ণীত হয়। আর্খিলায়ের রাজ্যের কর বৎসরে ছয় শত, ও আণ্টিপার অধিকারের কর দুই শত, এবং ফিলিপের অধিকারের কর এক শত তালন্ত আদায় হইত। আগষ্ট মহারাজ এই বিভাগের নিয়মে সম্মত হইলেন, তথাপি আর্খিলায়কে কেবল প্রদেশাধ্যক্ষ রূপে স্বীকার করিয়া কহিলেন, উত্তর কালে তোমার ব্যবহার যদি সন্তোষজনক দেখা যায়, তবে তোমাকে রাজা উপাধি দেওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে আপনাদের রাজা রূপে মান্য করিয়া মঙ্গলের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু হেরোদের মধ্যে কখন২ যে কোন২ সদ্গুণ দৃষ্ট হইত, পুত্র তদ্বিবর্জ্জিত হইয়া অল্প কালের মধ্যে স্বীয় পিতার তুল্য অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজত্বের আরম্ভেই সর্ব্ব সাধারণ লোকের কোন প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে মন্দির মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইলে তিনি তৎপ্রতিকারার্থে নিজ সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাহারা অন্যূন তিন সহস্র লোককে বধ করিল। এই কার্য্য এবং ইহার সদৃশ আর২ কএক নিষ্ঠুর কার্য্য প্রযুক্ত হেরোদ বংশের কর্তৃত্বে প্রজাবর্গের পুনর্ব্বার অভক্তি জন্মিল। এই হেতু ঐ রাজবংশের যে কএক জন দানপত্রদ্বারা যে২ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা যখন সেই প্রাপ্তব্য বিষয়ের অধিকার প্রাপণার্থে রোম দেশে গমন করে, তৎকালে যিহূদীয়েরা স্বাধীনতার ছলে যেন আর উপদ্রুত না হয়, পরন্তু রোমীয় শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া আপনাদের ব্যবস্থানুসারে কাল যাপন করিতে পায়, এতদর্থে আবেদন করিতে কএক জন প্রতিনিধি লোককে রোম নগরে প্রেরণ করিল। কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। হেরোদের দানপত্রের নিয়ম বজায় থাকিল।

ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রতি নিবেদনপত্র।

যে ২ ভাই প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার অন্য লোকের কাছে ঘোষণা করে তাহারদের প্রতি কেরি ও মার্সমন ও ওয়ার্ড ভাই এই পত্র লিখে।

হে প্রিয় ভাইরা আমরা অনেক দিনাবধি এমন পত্র তোমারদের নিকটে লিখিতে বড় ইচ্ছা করিয়াছি কিন্তু অবকাশ পাইলাম না। যে কার্য্যে তোমরা নিযুক্ত আছ সে বড় ভারি কার্য্য এবং ঈশ্বরের আত্মা মানুষের উপরে না থাকিলে কেহ উপযুক্ত মত তাহা করিতে পারে না।

প্রথম দফা। যে ব্যক্তি প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার প্রকাশ করিতে চাহে ও এই কর্ম্ম অন্য লোককে শিখাইতে চাহে তাহার আবশ্যক হয় যে সে আপনি সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইয়া প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের একশীল হয় কেননা খ্রীষ্ট তাহার মধ্যে না থাকিলে সে এ কার্য্যেতে কিছুই করিতে পারে না এবং খ্রীষ্ট দুষ্টেরদের অন্তঃকরণে বাস করিবেন না ও তাহারদের উপকারী হইবেন না। যথা দায়ূদের ৫০ গীত ১৬-১৭ পদ। দুস্ট লোককে ঈশ্বর, কহিলেন আমার শাস্ত্র কহিতে ও আমার বন্দোবস্ত মুখে লইতে তোমার কি কার্য্য কেননা উপদেশ লইতে তুমি ঘৃণা করিতেছ ও তোমার পাছে আমার কথা ফেলিয়া দিয়াছ। কিন্তু সকল সত্য খ্রীষ্টিয়ানও এ কর্ম্মের উপযুক্ত নয়। সত্য শিক্ষক যে সে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও বড় দয়াশীল ও জিতেন্দ্রিয়। কেননা এমন না হইলে সে ঈশ্বরের কর্ম্মেতে নিত্য প্রবৃত্ত হয় না ও পাপি লোকের নরকে গমন দেখিয়া তাহারদিগকে ফিরাইতে তাহার বড় চেষ্টা হইবে না ও সে শিষ্যেরদের নমুনা হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় দফা। যে ব্যক্তি শিক্ষকপদেতে নিযুক্ত তাহার আবশ্যক হয় যে সে ধর্ম্ম পুস্তকের মত নিশ্চয় জানে কেননা আপনি জ্ঞাত না হইয়া অন্য লোকেরদিগকে শিক্ষাইতে কি রূপে পারে। এবং খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কেবল বুদ্ধিতে জানা যায় না ধর্ম্মাত্মা অন্তঃকরণের মধ্যে থাকিয়া মানুষকে না শিখাইলে ও না লওয়াইলে সাংসারিক বুদ্ধি ও বিদ্যাতে অতি অল্প উপকার হয়। ধর্ম্মাত্মার আলো মনের মধ্যে প্রকাশ হইলে অবিদ্য ব্যক্তিও ঈশ্বরের গম্ভীর বিষয়

বুঝিতে পারে। অতএব হে প্রিয় ভাই যদি পাপিষ্ঠ লোকেরদিগকে নরকের পথহইতে ফিরাইতে চাহ ও ঈশ্বরের পথে খ্রীষ্টের শরণাগতেরদের উপকারী হইতে চাহ তবে নিত্য প্রার্থনা কর ও সতত ধর্ম্ম পুস্তকের অর্থ ধ্যান কর ও ঈশ্বরের সঙ্গে আপন মন সংলগ্ন কর তাহাতে ঈশ্বর তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিবেন এবং ধর্ম্ম জ্ঞান নিত্য তোমাকে দিবেন এবং ধর্ম্ম পুস্তকের অর্থ তোমার কাছে স্পষ্টরূপে (আসিবে।) কিন্তু যদি তোমার মন ঈশ্বরহইতে পৃথক্ থাকে কিম্বা যদি তুমি আপন বুদ্ধিতে অহঙ্কারী হও তবে লোকেরদের শ্রবণে শব্দমাত্র দিবা কিন্তু তোমার কথাতে রস থাকিবে না ও ধর্ম্ম পুস্তকের অর্থ লোকেরা পাইবে না ও খ্রীষ্টের প্রতি তাহারদের মন আকৃষ্ট হইবে না।

তৃতীয় দফা। যে জন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে নিযুক্ত হয় তাহার ইহাও আবশ্যক আছে যে আপন অন্তঃকরণে এই স্থির করে যে সকল লোক পাপেতে ডুবিয়া গিয়াছে ও ঘোর নরকে পড়িতেছে ও খ্রীস্ট বিনা আর উদ্ধারকর্ত্তা নাই কেননা মানুষেরদের নরকাপদ দেখিয়া যদি তাহার মনে দুঃখ না হয় এবং সে যদি বুঝে যে অন্য আশ্রয়েতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার প্রয়োজন দেখিবে না ও তাহারদের বিষয় বিস্তর চেষ্টা করিবে না। কিন্তু লোকেরদের নরক গমনরূপ আপদ যদি তাহার মনে নিশ্চয় হয় ও তাহারদের বিষয়ে সে নিত্য দুঃখী হয় তবে পরিত্রাণের পথ প্রকৃতরূপে আপনি বুঝিতে তাহার বড় চেষ্টা হইবে এবং সে ঘরে ২ গ্রামে ২ দেশে ২ গমন করিয়া লোকেরদের পুরোচনা করিবে এবং সকলপ্রকার চেষ্টা করিবে যে খ্রীষ্টের প্রেম তাহারদের অন্তঃকরণে লাগে ও খ্রীষ্টের মরণে আশ্রয় করিয়া তাহারদের প্রাণ বাঁচে। এমন দয়াশীল ও খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার প্রকাশকারী ব্যক্তি আপন নানাপ্রকার ক্ষতিও স্বীকার করিয়া লোকেরদের পরিত্রাণ চেষ্টা করিবে। আলস্য যুক্ত হইয়া আপন ঘরে থাকিবে না ও আপন শারীরিক সুখ বিস্তর চেষ্টা করিবে না ও গ্রীষ্ম কি শীত কি বৃষ্টি কি পরিশ্রম কি লোকনিন্দা কি প্রহার ইহার ভয় করিবে না কিন্তু যে লোক জলে ডুবিয়া মরিতেছে তাহার উদ্ধারকর্ত্তার মত আপন প্রাণ বিয়োগ স্বীকার করিয়া ও পাপ সমুদ্রহইতে লোকেরদের উদ্ধার

চেষ্টা করিবে। আরও এই সকল শ্রমের মধ্যে ঈশ্বরের কাছে লোকেরদের পরিত্রাণ প্রার্থনা করিবে কেননা সে জানিবে যেমন বৃষ্টি না হইলে কৃষি কর্ম্ম নিষ্ফল তেমন এ ভারি কার্য্যেতে অর্থাৎ মানুষের মন ফিরাইতে ও নূতন করিতে ঈশ্বরের দয়া ও পরাক্রম বিনা কিছু হয় না। পাওল আপন দেশি লোকেরদের ত্রাণের জন্যে কেমন চেষ্টিত ছিল ইহা রোমাণের ৯ পর্ব্বের প্রথম পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইবা।

চতুর্থ দফা। যখন এক জন কোন এক বিশেষ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর উপর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে সে লোক সে মণ্ডলীর শিক্ষক ও রক্ষকের মত হয় অর্থাৎ শিক্ষার ভার ও দুষ্ট পথহইতে রক্ষার ভার তাহার উপরে থাকে অতএব এমন লোকের আবশ্যক যে সে দিবা রাত্রি ধর্ম্ম পুস্তক ধ্যান করে তাহা না হইলে সে সে পুস্তকের সকল অর্থ কেমন করিয়া দিতে পারে। এবং ইহাও আবশ্যক যে ধর্ম্ম পুস্তকের বাক্য তাহার মনে নিত্য থাকে কেননা ধর্ম্ম পুস্তকের কথাতে তাহার যদি সন্তোষ না হয় তবে সে কথা শিখাইতে তাহার সন্তোষ হইতে পারিবে না। সে মণ্ডলীর ভাই ও ভগিনীর ঘরে২ যাইবেক ও দেখিবেক যে তাহারদের ঘরে প্রার্থনা ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও সত্য কথা কথন ও সত্য ক্রিয়া ও প্রেম ব্যবহার এবং বালক শাসন ও শিক্ষা ও চাকরের শিক্ষা করা যায় এই সকল বিষয় উপযুক্ত উপদেশ দিবেক। এবং যদি কোন ঘরে পরস্পর বিরোধ হয় তবে তাহা মিলন করাইতে চেষ্টা করিবেক এবং আপন ঘরে ও অন্য স্থানে মণ্ডলীর মঙ্গল প্রার্থনা করিবেক ও ঈশ্বরের দিনে সকল ভাই ভগিনী একত্র করাইয়া তাহাদের সহিত গ্রিরিজা করিবেক। এবং মণ্ডলীতে কোন বিরোধ ও পাপ প্রতিপালন না হয় ও কোন অনাস্তিক ও পাপ কারী গৃহীত না হয় ও ন্যায় বিনা অন্যায় বিচার না হয় এই২ চেষ্টা করিবেক। সে মণ্ডলীতে শাসনকর্ত্তার মত থাকিবে না কিন্তু হিতোপদেশকের মত। এবং কেহ যেন মণ্ডলীর রক্ষকের উপর শ্লেষ কথা কহিতে না পারে কিন্তু সকল লোক তাহার ধর্ম্ম আচরণ দেখিয়া ঈশ্বরের স্তব করে ও খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষিত হয় সে আপনার বাটীতে ও আপনার সকল ক্রিয়াতে ভাই ভগিনীদের নমুনা হবেক। যথা ১ তিমতি ৩ পর্ব্ব ১ পদ অবধি ৪

পদপর্য্যন্ত। যদি কোন কেহ আচার্য্যের ক্রিয়া চাহে তবে সে জন ভাল ক্রিয়া চাহে এই কথা সত্য অতএব নির্দ্দোষী এক স্ত্রীর স্বামী চৌকিশীল সল্লোক সদাচারী আতিথ্যশীল শিক্ষা করাইতে যোগ্য মদিরা পানশীল নয় মারক নয় সমল লভ্য-লোভী নয় কিন্তু সহিষ্ণু ও নির্ব্বিরোধ ও ধনলোভী নয় আপন ছালিয়াদিগকে বশ করিয়া সর্ব্বতোভাবে গাম্ভীর্য্যেতে আপন বাটীর সুশাসক আচার্য্য যে এমন লোক হয় ইহার আবশ্যক। এবং প্রেরিতের ক্রিয়া ২০ পর্ব্ব। মিলেটসহইতে তিনি এফেসসে লোক পাঠাইয়া মণ্ডলীর প্রাচীন লোকেরদিগকে ডাকিলেন। তাহারা তাহার নিকটে উত্তরিলে তিনি তাহারদিগকে এ কথা কহিলেন যে প্রথম দিনে আমি আসিয়ায় আইলাম সে দিনাবধি আমি যে মতে বড় নম্রাত্মা হইয়া ও নেত্রাম্বুতে পূর্ণ হইয়া য়িহোদীয়েরদের আড় লইয়া লুকিয়া থাকনেতে যে অনেক পরীক্ষা আমাকে ঘটিল তাহাতে পরীক্ষিত হইয়াও প্রভুর সেবা করণেতে আমি যে রূপে তোমারদের নিকটে ছিলাম এবং আমি তোমারদের হিতকারী কিছু যে ছাপিয়া রাখিলাম না কিন্তু প্রকাশিত রূপে ও ঘরে য়িহোদি ও গ্রীক এই দুই লোকেরদের কাছে ঈশ্বরের প্রতি পরামনন ও আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের আবশ্যকের প্রমাণ দিতে তোমারদিগকে যেরূপ জানাইলাম ও শিক্ষা করাইলাম এই২ সকল তোমরা জ্ঞাত আছ। বন্ধন ও দুঃখ যে আমাকে অপেক্ষা করে ধর্ম্মাত্মা প্রতি শহরে এ প্রমাণ দেন এতদ্ব্যতিরেকে আমাকে য়িরোশালমে যে২ ঘটিবে সে সকল বিষয় অজ্ঞান হইয়া আমি এখন আত্মাতে বদ্ধ হইয়া সেখানে যাই। কিন্তু আমি ইহার কোন বিষয়েতে উদ্বিগ্ন নয়ি এবং আমার পদের সকল কার্য্য আনন্দপূর্ব্বক পূর্ণ করি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহবিষয়ক মঙ্গল সমাচারের প্রমাণ দিবার কারণ যে সেবা আমি প্রভু যীশুর কাছে পাইয়াছি সে সেবাও পূর্ণ করি এই কারণ আমি আপন প্রাণকে প্রিয় করিয়া জানি না আমি সকল লোকেরদের রক্তহইতে পরিষ্কৃত যে হই ইহার সাক্ষ্য আমি তোমারদিগকে আজি দি কেননা তোমারদিগকে ঈশ্বরের সকল নিয়ম জানাইতে আমি ছাড়ি নাই। অতএব ঈশ্বর যে মণ্ডলী আপন রক্তেতে ক্রয় করিয়াছেন সে মণ্ডলীকে যত্নপূর্ব্বক প্রতি-

পালন করিতে আপনাদিগকে ও যে সকল পালের উপর ধর্ম্মাত্মা তোমারদিগকে প্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন সে পালকেও সাবধান করিয়া রাখ। আমি তিন বৎসরপর্য্যন্ত যেমতে প্রতিজনকে নেত্রাম্বুর সহিত দিবারাত্রি প্রত্যাদেশ করিতে ত্যাগ করিলাম না তোমরা ইহা মনে করিয়া চৌকি দেও। আমি কোন কাহার রূপা কিম্বা সোনা কিম্বা বস্ত্রের লোভ করিলাম না আমার আপনার দরিদ্রতা ও আমার সহিত যে লোকেরা ছিল তাহারদের দরিদ্রতা শান্ত করার সেবা যে এ হাত করিয়াছে ইহাও তোমরা জান। তিনি এ কথা কহিয়া হাঁটু গাড়িয়া তাহারদের সকলের সহিত প্রার্থনা করিলেন। এবং তাহারা সকলেই বড় হায়২ করিয়া পাওলের গলা ধরিয়া তাহারা যে আর কখন তাহার মুখ দেখিবে না তিনি এ যে কথা কহিয়াছিলেন সে কথাতেই অধিক শোকান্বিত হইয়া তাহাকে চুম্বন করিল।

পঞ্চম দফা। হে প্রিয় ভাইরা আমরা এই মিনতি করি যে তোমরা বার২ এ পত্র পাঠ কর ও ধর্ম্ম পুস্তকে এ২ বিষয় যে আছে তাহার উপরে তোমরা নিত্য ধ্যান কর। তোমরা যদি খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সেবক না হও তবে তোমারদের অতিশয় মন্দ নিতান্ত ঘটিবে। যথা খজকীহা ৩৩ পর্ব্ব ৭।৮।৯ পদ। হে মনুষ্যের সন্তান আমি তদ্রূপে তোমাকে য়িশরালের বংশের কারণ চৌকিদার করিয়াছি অতএব তুমি আমার প্রমুখাৎ কথা শুনিবা ও আমার কথাতে তাহারদিগকে সমাচার দিবা আমি যখন দুরাচারকে কহি হে দুরাচার মানুষ তুমি অবশ্য মরিবা তবে সে দুরাচার মানুষকে তাহার পথহইতে ফিরাইবার জন্যে যদি তুমি না কহ তবে সে দুরাচার আপন পাপে মরিবে বটে কিন্তু তোমার হাতহইতে আমি তাহার রক্তের নিশা লইব। কিন্তু দুরাচার আপন পথ ছাড়ে এই কারণ যদি তুমি তাহার পথের বিষয়ে তাহাকে প্রবোধ কর তবে সে যদি আপন পথহইতে না ফিরে সে আপন অযাথার্থ্যে মরিবে বটে কিন্তু তুমি আপন প্রাণ উদ্ধার করিয়াছ। যদি প্রাণপণ পর্য্যন্ত তোমরা এ মঙ্গল সমাচার ঘোষণা ও মণ্ডলীর মঙ্গল চেষ্টা কর তবে শেষ দিনে অর্থাৎ মহাবিচারের দিনে প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের কাছে অতিশয় অক্ষয় ফল পাইবা। যথা ২ তিমোতি ৪ পর্ব্ব। ৮ পদ। পাওল বলে আমি

উত্তম যুদ্ধ করিয়াছি আমি কোচে দৌড়ন পূর্ণ করিয়াছি আমি ভক্তি পালন করিয়াছি যাথার্থ্য বিচারকর্ত্তা প্রভু সে দিনে যাহা আমাকে দিবেন ও আমাকেই কেবল তা নয় কিন্তু যত লোক তাঁহার প্রকাশ ভাল বাসে সে সকলকে দিবেন এমন যথার্থতা রূপ মুকুট আমার কারণ সঞ্চিত আছে।

শ্রীরামপুর ১ মে ১৮ ১৩ ইঙ্গরেজী।

লেখালেখি।

শ্রীযুক্ত উপদেশক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েষু।

নীচে লিখিত কএক পংক্তি মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছি, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপদেশক পত্রিকাতে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম বিষয়ে মূর্খ লোক ছিলাম যে আমরা, আমাদের প্রতি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বহু অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইংলণ্ড দেশীয় ধার্ম্মিকগণের দ্বারা এই বঙ্গ দেশের পাপরূপ ঘোর অন্ধকার নাশ করিয়া ধর্ম্ম আলো প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্যোগী করিয়া আমাদিগের পরম হিত করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে খ্রীষ্টের গৌরব ও ধন্যবাদ ও প্রশংসা যুগে ২ এতদ্দেশে এবং সর্ব্বদেশে হউক। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় ভ্রাতৃগণ এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের পথদর্শক কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপ হইয়াছেন। আর এতদ্দেশে যাহাতে ঈশ্বরের গৌরব হয়, এবং তাঁহার পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়, এ জন্যে তাঁহারা বহু শ্রম ও চেষ্টা এবং নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছেন, এবং বহু প্রকার সাহায্যও করিতেছেন, যথা শারীরিক শ্রম ও অর্থব্যয় ইত্যাদিদ্বারা যে বহু চেষ্টা ও নিতান্ত প্রয়াস ইহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এবং পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপন আত্মাদ্বারা তাঁহাদের শ্রমের বহু ফলও দিয়াছেন ও দিতেছেন, এবং ততোধিকও দিবেন, ইহা প্রত্যাশা করিতেছি। অতএব হে প্রিয় খ্রীষ্টে বিশ্বাসি লোক সকল, তোমরা জগতিস্থ লোকদের সাক্ষাতে সত্য খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় দেখাও, যেহেতুক যদি আমরা খ্রীষ্টীয়ান আছি, তবে যেন খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় আচরণ ও ব্যবহার করি। আর খ্রীষ্ট উপদেশদ্বারা যে শিক্ষা দিতেন, আচরণ ব্যবহারদ্বারা তাহা প্রামাণ্য করিতেন। অতএব আমরা তাঁহার আশ্রিত হইয়া খ্রীষ্টীয়ান নাম ধারণ করিয়াছি, ও জগৎ ও জগতিস্থ লোকহইতে পৃথক্ হইয়াছি, ইহা আচার ব্যবহারের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান ইত্যাদি লোকদের নিকটে

প্রকাশ করিতে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ান লোকের অতি আবশ্যক। এবং আমাদের দ্বারা জগতিস্থ লোকদের নিকটে খ্রীষ্টের নামের নিন্দা না হইয়া যাহাতে তাঁহার গৌরব ও মহিমা প্রকাশ পায়, এই জন্যে আপন ২ আচরণ ব্যবহারের প্রতি সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ যাহারা শিক্ষক তাঁহাদের উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ আচরণ ব্যবহারের বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা অতি আবশ্যক, যেহেতুক খ্রীষ্টীয়ান ও দেবপূজক সকল লোকদের দৃষ্টি তাঁহাদের আচরণ ব্যবহারের প্রতি থাকে, অতএব তাঁহারা যেমন শিক্ষা দেন, তদনুসারে আচরণ ব্যবহার করা নিতান্ত উচিত। যাহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করে তাহারা ফিরুশিদের মত। যেমন প্রভু কহিয়াছেন, তাহারা বলে বটে কিন্তু করে না, অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শও করে না। অতএব যাহারা আপন ২ আচরণ ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ না করে, তাঁহারা দেবপূজক লোকদের সম্মুখে বাধাস্বরূপ হইয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেহ ২ এই বিষয়ে মনোযোগ করে না, এবং জগতিস্থ লোকদের সাক্ষাতে আমাদিগকে দীপ্তির ন্যায় প্রকাশ পাইতে হইবেক, তাহা মনে না করিয়া এমত বিবেচনা করে যে জগতের লোক নিন্দা করিলে আমার কি ক্ষতি? এমত ভ্রান্তির কথা আমি কোন শিক্ষকের মুখে শ্রুত হইয়াছি। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, এমন ভ্রান্তি শয়তান যে বিশ্বাসি লোকদের মধ্যে দেয় ইহা কি আশ্চর্য্য? হায় ২ এমন ভ্রান্তি বর্ত্তমান কালে শয়তান যে কোন বিশ্বাসি লোকের মধ্যে জন্মায়, এই অতি দুঃখের বিষয়। আমাদের আচরণ ব্যবহারের প্রতি খ্রীষ্টীয়ান ও দেবপূজক লোকদের দৃষ্টি আছে, ইহা বিবেচনা না করিয়া কোন ধর্ম্মপ্রচারক কিম্বা মণ্ডলীর অধ্যক্ষ যদি লোকদের নিন্দাস্পদ হন, তবে সেই স্থানে খ্রীষ্টের নামে কলঙ্ক ও দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইবে, এবং অনেক বৎসরের শ্রমদ্বারা লোকদের যে পরম হিত ও খ্রীষ্টের যে গৌরব হইয়াছিল তাহা অতি অল্প দিনের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইতে পারে, বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা লোকদের অধিক অহিত ও খ্রীষ্টের অগৌরব জন্মিবে। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই সকল বিষয়ে আমাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। অতএব যাহাতে আমাদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের নিন্দা না হয়, একারণ সর্ব্বদা সাবধান থাকি; এবং পৌলোক্ত এই কথা আমরা সর্ব্বদা মনে রাখি, যথা, "পাপের ছায়াহইতেও দূরে থাক।" তাহা হইলে আমরা কোন প্রকারে জগতিস্থ লোকদের বাধাস্বরূপ হইব না। অতএব যাহাতে আমরা আচার ও ব্যবহার এবং সর্ব্ব প্রকার পারমার্থিক গুণেতে নিত্য ২ বৃদ্ধি পাই, এ জন্যে বাহুল্য রূপে পবিত্র আত্মার কারণ খ্রীষ্টের নিকটে প্রার্থনা করি। ইতি।

জিজ্ঞাসা।

লূক ১৬; ৯।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তদ্বারা সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। পরে তিনি এক গৃহাধ্যক্ষের দৃষ্টান্ত দিলেন, যথা, সেই অধ্যক্ষ অপব্যয়ী হওয়াতে তাহার প্রভু তাহাকে পদচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিলে সেই গৃহাধ্যক্ষ অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ করিল। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্ত সাঙ্গ করিয়া কহিলেন, "তোমরাও অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ কর, তাহাতে তোমরা দীনহীন হইলে তাহারা তোমাদিগকে নিত্যস্থায়ি আশ্রয়ে গ্রহণ করিবে।" অতএব মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্পষ্ট রূপে উক্ত ৯ পদের কথা বিস্তারিত রূপে অর্থ করিয়া আপনকার উপদেশপত্রিকাতে লিখিবেন। যেহেতুক আমি এই কথা বুঝিতে পারি না, কারণ খ্রীষ্ট এই প্রকার অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ করিতে কহিলেন, এ কেমন কথা? অতএব মহাশয়; এই কথা যাহাতে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারি, এমন ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি।

সত্যতার প্রেমকারি জনস্য।

আমাদের পাঠকদের মধ্যে কেহ কি এই জিজ্ঞাসার উত্তর লিখিতে পারে? তাহা না হইলে সম্পাদক ইহার পরে উত্তর লিখিবেন।

শিশুবোধক নিদর্শন।

৪৩ নিদর্শন। গিদিয়োনের সৈন্য।

পরে পরমেশ্বর গিদিয়োনকে কহিলেন, লোকেরা এখনও অধিক আছে। তাহাদিগকে জলের নিকটে আন; আমি তোমার জন্যে সেখানে তাহাদের পরীক্ষা লইব; তাহাতে যাহার বিষয়ে কহিব, যে এই ব্যক্তি তোমার সহিত যাইবে, সেই তোমার সহিত যাইবে; এবং যাহার বিষয়ে বলিব, এই ব্যক্তি যাইবে না, সে তোমার সহিত যাইবে না। তাহাতে সে জলের নিকটে লোকদিগকে আনিলে পরমেশ্বর গিদিয়োনকে কহিলেন, যাহারা কুক্কুরের ন্যায় জিহ্বাদ্বারা জল চাটিয়া খায় তাহাদিগকে, ও যাহারা পান করিতে হাঁটু গাড়ে তাহাদিগকে তুমি পৃথক্ করিয়া রাখ। তাহাতে তিন শত সংখ্যক লোক মুখে হাত তুলিয়া জল চাটিয়া খাইল, কিন্তু অন্য সমস্ত লোক পান

করিতে হাঁটু গাড়িল। পরে পরমেশ্বর গিদিয়োনকে কহিলেন, চাটিয়া জল পানকারি এই তিন শত লোকদ্বারা আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিব, এবং মিদিয়নীয়দিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব, এবং অন্য সমস্ত লোক আপন ২ স্থানে প্রস্থান করুক। বিচার ৭, ৪-৭।

যাহারা ঈশ্বরীয় সৈন্যরূপে মনোনীত হয়, এই তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পশু যেমন জলে মুখ ডুবাইয়া পান করে, তদ্রূপ সাংসারিক লোকেরা নত হইয়া বিস্তীর্ণ মুখে সুখ ভোগ করে। হে শিশুগণ, যিনি আমাদিগকে সৈন্য হইবার জন্যে ডাকেন, তাঁহাকে তুষ্ট করিতে যদি চাহ, তবে সাবধানে ঐহিক সুখের আস্বাদন কর, কেননা তদ্দ্বারা শরীরকে ভারী না করিয়া সবল করা আমাদের উচিত। মনের উপরে কর্তৃত্ব না করিয়া তাহার দাসত্ব করা শরীরের কর্ম্ম।

প্রমাণবচন।

যীশু খ্রীষ্টের এক জন উত্তম যোদ্ধার ন্যায় ক্লেশ সহ্য কর। কেননা সৈন্য পদে নিযোগকর্ত্তার তুষ্টির জন্যে যোদ্ধা ব্যক্তি সাংসারিক ব্যবহারে আসক্ত হয় না। ২ তীমথিয় ২; ৩, ৪।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে এই বিনয় করিয়া বলি, তোমরা প্রবাসি ও বিদেশি লোকদের ন্যায় মনের প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক সুখাভিলাষহইতে নিবৃত্ত হও। ১ পিতর ২, ১১।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অবশিষ্ট সময় অতি সংক্ষেপ; অতএব যাহাদের স্ত্রী বর্ত্তমানা আছে, তাহারা স্ত্রীহীনের ন্যায়; এবং যাহারা রোদন করে, তাহারা অরোদনকারির ন্যায়; এবং যাহারা আনন্দিত, তাহারা নিরানন্দের ন্যায়; ও যাহারা ক্রয় করে, তাহারা অনধিকারিদের ন্যায় হউক; আর যাহারা এই সংসারের ব্যবসায় করে, তাহারা অবিহিত রূপে না করুক; যেহেতুক এই জগতের অভিনয় লুপ্ত হইয়া যায়। ২ করিন্থ ৭, ২৯-৩১।

---

৪৪ নিদর্শন। মন্দিরের উচ্ছিন্নতা।

দেখ, যিরূশালম নগরে ঈশ্বরের মন্দির কিবা সুদৃশ্য ছিল, এবং সেই গৃহ ও তাহার স্তম্ভ সকল ও তাহার পাত্র দ্রব্যাদি সকল ও শিল্প কার্য্য কিবা উত্তম ছিল। শেষে সেই মন্দির উচ্ছিন্ন হইল, ও তাহার কড়িকাষ্ঠ সকল দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইল, এবং এক প্রস্তরের উপর অন্য প্রস্তর থাকিল না। তাহাতে ভবিষ্যদ্বক্তা কিবা আড়ম্বরে বিলাপ করিত! "হায় ২ একাকিনী নগরী।" বিলাপ ১, ১।

এখন আইস, হে শিশু, তুমিও বিলাপ কর। নষ্ট প্রস্তরময় মন্দিরের

নিমিত্তে বিলাপ কর, তাহা আমি বলি না, কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণ নষ্ট হইয়াছে, ইহার নিমিত্তে বিলাপ কর। সেই অন্তঃকরণ মন্দিরস্বরূপ, তাহা অতি পবিত্র এ গৌরবান্বিত, এবং অন্য কোন গৃহ অপেক্ষা ঈশ্বরের বাসোপযুক্ত স্থান ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে পাপরূপ শত্রু প্রবিষ্ট হইয়া প্রভুর সেই মন্দির বিনষ্ট করিয়াছে। তদবধি স্বর্গীয় অগ্নিতে প্রজ্বলিত প্রার্থনারূপ ধূপের সৌগন্ধ স্বর্গের প্রতি আর উঠে না; এবং ঈশ্বরীয় ধর্ম্মাত্মার দানস্বরূপ সপ্ত প্রদীপের আলোক তথায় আর দেখা যায় না; এবং ধর্ম্মগীতের বাদ্য বা ধন্যবাদের ধ্বনি ঈশ্বরের প্রতি আর উঠে না; পবিত্রতা ও সত্যতা ও ভদ্রতা তথায় আর নাই। রোমীয় ৭; ১২।

অতএব হে শিশু, বিলাপ কর, এই দুঃখজনক বিনাশের বিষয়ে তোমাকে বিনয়েতে বিলাপ করিতে পরমেশ্বর বলেন। "ঈখাবোদ্; ঈশ্বরের তেজ প্রস্থান করিল।" ১ শিমূ ৪; ২১।

প্রমাণবচন।

কিন্তু সুলেমান্ তাঁহার জন্যে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিল। তথাপি সর্ব্বোপরিস্থ যিনি, তিনি যে কোন হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন এমত নয়। প্রেরিত ৭, ৪৭; ৪৮।

তাহারা ঈশ্বরের মন্দির দগ্ধ করিল, ও যিরুশালমের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অগ্নিদ্বারা সকল অট্টালিকা দগ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত উত্তম ২ পাত্র বিনষ্ট করিল। ২ বংশাবলি ৩৬; ১৯।

তিনি বাগানের বেড়ার ন্যায় আপন বেড়া দূর করিয়া আপন সভাস্থান বিনষ্ট করিলেন; পরমেশ্বর সিয়োনের মধ্যে মহোৎসব ও বিশ্রামবার বিস্মৃত করাইলেন, ও প্রচণ্ড ক্রোধ করিয়া রাজাকে ও যাজকগণকে অবহেলা করিলেন। পরমেশ্বর আপন যজ্ঞবেদি ত্যাগ করিলেন, ও আপন পবিত্র স্থান ঘৃণা করিলেন; তিনি তাহার অট্টালিকার ভিত্তি শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরে মহোৎসবের দিনের ন্যায় কোলাহল করিল। পরমেশ্বর সিয়োনের কন্যার প্রাচীর ভগ্ন করিতে নিরূপণ করিয়া সূত্রপাত করিলেন; এবং ভগ্ন করণহইতে তাঁহার হস্ত নিবৃত্ত হইল না; অতএব তিনি দুর্গ ও প্রাচীরকে বিলাপ করাইলে তাহারা দুর্ব্বল হইল। বিলাপ ২; ৬-৮।

বৈরিগণ তোমার সভার মধ্যে গর্জ্জন করে, ও চিহ্নের নিমিত্তে আপনাদের চিহ্ন স্থাপন করে। কুঠারদ্বারা বৃহৎ বৃক্ষ ছেদনকারির ন্যায় তাহারা দেখায়। তাহারা এক্ষণে কুঠার ও হাতুড়িদ্বারা তাহার শিল্প কার্য্য একেবারে ভগ্ন করে। তাহারা তোমার ধর্ম্মধামে অগ্নি নিক্ষেপ করে; তোমার নামের বাসগৃহ ভূমিপাত করিয়া অশুচি করে। গীত ৭৪; ৪-৭।

উপদেশক।

অক্টোবর ১৮৫৩ (৮২) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

৫ অধ্যায়।

৬। "পরে তাহারা জাল ফেলিলে যথেষ্ট মৎস্য ধরা পড়িল।" সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তাবৎ রূপা আমার, ও তাবৎ স্বর্ণ আমার। (হগ ২, ৮) পৃথিবী তাঁহার এবং সমুদ্রও তাঁহার। সুতরাং তাবৎ মৎস্যও তাঁহার, এবং তৎকর্তৃক তাহা গণিত হইয়াছে। যিহোবা যীশু জগতের প্রভু। তিনি আজ্ঞা দিয়া পিতরের জালে এই মৎস্য সকল প্রবেশ করাইলেন। "পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ধনবান্ করে, এবং তিনি তাহার সহিত কোন দুঃখ উপস্থিত করেন না।" (হি ১০, ২২) যেখানে ঈশ্বর কিছু রাখেন নাই, সেখানে তুমি কিছু পাইবা না। তোমাকে কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বর আশীর্ব্বাদদাতা আছেন। "বেগগামি লোক পণ পায় না, ও পরাক্রমি লোক জয় পায় না, এবং জ্ঞানবান্ অন্ন ও বুদ্ধিমান ধন ও পণ্ডিত অনুগ্রহ পায় না।" (উ ৯, ১১) যদি পিতর রাত্রিতে যথেষ্ট মৎস্য ধরিত, তবে তাহার বোধ হইত, ইহা আমার বুদ্ধির ও শ্রমের ফল। কিন্তু এক্ষণে সে বুঝিল, যীশুর বাক্য ও আশীর্ব্বাদ আমাকে ধনবান্ করিল। পিতর যীশুকে আপন নৌকা দিল, তাহাতে যীশু প্রচুর রূপে পুরস্কার দিয়া তাহার নৌকা মৎস্যেতে পরিপূর্ণ করিলেন।

৭। "তাহাতে জাল ছিঁড়িলে তাহারা অন্য নৌকাস্থিত সঙ্গিদিগকে উপকারার্থে আসিতে ইঙ্গিতে ডাকিল। তাহারা আইলে মৎস্যেতে দুই নৌকা এমন পূর্ণ করিল, যে নৌকা ডুবিবার ভয় হইল।" পিতর মৎস্যেতে আপন নৌকা পরিপূর্ণ করিলে পর আর যে মৎস্য জালেতে ছিল, তাহা সমুদ্রে না ফেলিয়া ঈর্ষ্যা বিনা আপন সঙ্গিদের নৌকাও পরিপূর্ণ করিল। মৎস্য সকল পিতরের নৌকাতে থাকে, ইহা আবশ্যক নাই। হে মনুষ্যধারি, যদি যীশু তোমার জালে আশীর্ব্বাদ দেন, তবে আনন্দ কর; এবং যদি তিনি কোন এক ভ্রাতার জালে আশীর্ব্বাদ দেন, তবে ঈর্ষ্যা বিনা আনন্দ করিয়া ভ্রাতার সাহায্য কর। নৌকা ডুবিবার ভয় হইল, কিন্তু যীশু উপস্থিত হওয়াতে নৌকা ডুবিল না। যীশুহইতে আশীর্ব্বাদ

প্রাপ্ত হইয়া তুমি সাবধান হও, যেন তোমার অন্তঃকরণরূপ নৌকা অহঙ্কার-রূপ সাগরে না ডুবে।

৮-১০। "তখন শিমোন পিতর তাহা দেখিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া কহিল, আমার নিকটহইতে প্রস্থান করুন, কেননা হে প্রভো, আমি পাপি মনুষ্য। কারণ জালে পতিত মৎস্যের ঝাঁকেতে শিমোন ও তাহার সঙ্গিরা চমৎকৃত হইল, এবং শিমোনের সহভাগি সিবদিয়ের পুত্র যাকুব ও যোহন, ইহারাও তদ্রূপ হইল।" আশীর্ব্বাদ পাইলে পরে যাহারা নম্রভাবে আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদের অযোগ্য পাত্র জ্ঞান করে, এমন অনেকে নয়। তুমি এই দাসের প্রতি যেরূপ দয়া ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, তাহার কিঞ্চিতেরও যোগ্য আমি নহি, এমন কথা (আ ৩২, ১০) যাকুবের ন্যায় অল্প লোক বলে। প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়া পিতরের জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন করিয়াছিল। তাহাতে পিতর আপন প্রভুর প্রেম ও মহিমা দেখিল। পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমার কৃত ক্রিয়া সকল যখন মার্জনা করিব, তখন তুমি স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইও, ও লজ্জা প্রযুক্ত আর এক কথাও কহিও না। (যিহি ১৬, ৬৩) পিতর আপন পাপ স্মরণ করিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া কহিল, হে প্রভো, আমি পাপি মনুষ্য। মূসার ব্যবস্থাপেক্ষা যীশুর অনুগ্রহ মনুষ্যকে ক্ষুদ্র করে। পিতর ভীত হইয়া যীশুকে বলিল, আমার নিকটহইতে প্রস্থান করুন। তাহার আশ্চর্য্য নিবেদনের ভাব এই, আমি পাপী এবং অযোগ্য পাত্র; তুমি আমার নিকটে থাকিতে পার না। বিশ্বাস করিলেও সে বিবেচনা না করিয়া ঐ নিবেদন করিল। কিন্তু গিদেরীয় লোকেরা অবিশ্বাস প্রযুক্ত এই প্রার্থনা করিল, আপনি আমাদের সীমাহইতে প্রস্থান করুন। (ম ৮, ৩৪) পবিত্র ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিলে পাপির অন্তরে ভয় উঠে। (লূ ১, ১৩। ২, ১০) এই হেতু পুরাতন নিয়মের সময়ে এই কথা ছিল, যে জন ঈশ্বরকে দেখে, সে অবশ্য মরে। (বি ৬, ২৩। ১৩, ২২। দা ১০, ১৭)

অন্তর্যামি যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয় করিও না, অদ্যাবধি তুমি মনুষ্যধারী হইবা। (ম, মাঃ, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব।) ভয় করিও না, তোমার পাপ তোমাকে আমাহইতে পৃথক্ করিতে পারে না, কেননা আমি পাপিদের ত্রাতা। তুমি নিজ পাপ স্বীকার করিতেছ, এই জন্যে আমি তোমাদ্বারা আশ্চর্য্য ক্রিয়া সিদ্ধ করিব। যেমন তুমি আমার আজ্ঞাতে যথেষ্ট মৎস্য ধরিলা, তদ্রূপ নিজ সঙ্গিদের সহিত অদ্যাবধি স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে মনুষ্যদিগকে ধরিবা। ইহার জন্যে আমি নিজ সুসমাচাররূপ আশ্চর্য্য জাল তোমাদের প্রতি সমর্পণ করি।

পরমেশ্বর যিরিমিয়ের প্রমুখাৎ কহিলেন, দেখ, আমি অনেক ধীবর প্রেরণ করিয়া যিহূদীয়দিগকে মৎস্যের ন্যায় ধরাইব, অর্থাৎ তাহাদিগকে বাবিল দেশহইতে যিহূদা দেশে ফিরিয়া আনিব। (যির ১৬, ১৬) এবং

যিহিস্কেল এই দর্শন পাইল, যে মন্দিরের কপালির নামোহইতে জল নির্গত হইল। সে নদীস্বরূপ হইল, এবং প্রভু ভবিষ্যদ্বক্তাকে বলিলেন, যে “এই নদীতে বিস্তর মৎস্য হইবে, এবং ঐন্‌গিদি অবধি ঐন্‌-ইগ্লাইম পর্য্যন্ত ধীবরগণ তাহার তীরে দাঁড়াইবে, ও জাল বিস্তার করণের স্থান হইবে, এবং মৎস্যগণ জাত্যনুসারে বৃদ্ধি পাইয়া মহাসমুদ্রের মৎস্যের ন্যায় প্রচুর হইবে।” (যিহি ৪৭, ১০)

১১। “অনন্তর নৌকা সকল কূলে আনিলে তাহারা সকলই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল।” আমরা কি ভোজন করিব? ও কি পরিধান করিব? এবং আমাদের বেতন কি হইবে? এমন জিজ্ঞাসা পিতর ও তাহার সঙ্গিরা করিল না। তাহারা মনুষ্যের সহিত পরামর্শ না করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যীশুর শিষ্য হইল।

প্রভুকে অস্বীকার করিলে পর পিতর মনুষ্যধারী হইতে সাহস পাইল না, এই হেতু কবরহইতে উত্থিত প্রভু গিনেষরৎ হ্রদের তীরে তাহাকে দর্শন দিলেন। প্রভুর আজ্ঞাতে জাল ফেলিয়া পিতর একেবারে বড়২ এক শত তিপ্পান্নটা মৎস্য ধরিল। প্রভু পুনরায় আশীর্ব্বাদ দিয়া পিতরকে বলিলেন, আমার মেষগণকে পালন কর। (যো ২১, ১-১৭) আগুষ্টীনস বলে, “যীশু খ্রীষ্ট বাক্য হইলে এই বাক্যের ক্রিয়াও বাক্য হয়।” পিতর পুনরায় সাহস পাইয়া পঞ্চাশত্তমী নামক দিনে সুসমাচাররূপ জাল যীশুর নামেতে নিক্ষেপ করিয়া খ্রীষ্টের মণ্ডলীর নিমিত্তে একেবারে প্রায় তিন সহস্র লোককে ধরিল। (প্রে ২, ৪১) যীশুর অদ্ভুত ক্রিয়া ও বাক্য স্মরণ করিয়া পিতর আপন কঠিন পদে সর্ব্বদা সান্ত্বনা ও সাহস পাইল।

প্রচারকেরা ও শিক্ষকেরা যখন আপন কর্ম্মের ফল দেখিতে পায় না, তখন দুঃখিত হয়। পিতরের ন্যায় তাহারা বলে, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র মৎস্য পাই নাই। এমন বিলাপ করিলেও হইতে পারে তুমি নির্দোষ আছ। ডুম্বুরবৃক্ষেতে ফল ধরিল না, কিন্তু তাহাতে মালির দোষ নাই। (লূ ১৩, ৬-৯) তথাপি তোমার জাল ধোও। তোমার তিন প্রকার জাল আছে, অর্থাৎ উপদেশ ও পরার্থে প্রার্থনা এবং আচার ব্যবহার। তুমি আপনার পরীক্ষা করিয়া দেখ, এই তিন জাল বিশ্বস্তরূপে ফেলিলা কি না? তুমি যীশুর ক্রুশের প্রসঙ্গ পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে প্রচার করিয়াছ কি না? তুমি ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে কান্দিতে২ অনবরত প্রার্থনা করিতেছ কি না? আচার ব্যবহারদ্বারা তুমি দীপ্তি ও লবণস্বরূপ আছ কি না? তোমার আচার ব্যবহার ধর্ম্মোপদেশস্বরূপ কি না? যীশুর আহ্বান বিনা মনুষ্যধারির পদে নিযুক্ত হইতে সাহস করিও না। যীশু প্রকৃত মনুষ্যধারী। তিনি আপন সিংহাসনে বসিয়া আপন আত্মাদ্বারা সমস্ত জগতে দিবানিশি জাল ফেলিয়া মনুষ্য সকলকে ধরিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। তুমি যীশুর জালে ধৃত মৎস্য কি না? তুমি কি অহঙ্কাররূপ

বক্ষেতে ঐ জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিয়াছ? যে জন যীশুর ধৃত মৎস্য নয়, সে মনুষ্যধারী হইতে পারে না। (স্পাঙ্গেন্‌বের্গ নামক এক পুরোহিত সাগরের তীরে নৌকাতে গিয়া দেখিল যে খালাসি লোক এক বড় মৎস্য ধরিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত খেলাইয়া শেষে নৌকাতে তুলিল। ঐ পুরোহিত জিজ্ঞাসিল, তোমরা মৎস্য ধরিয়া পুনঃ২ রজ্জু ছাড়িয়া দিলা কেন? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, মৎস্য আপন রক্ত ও শক্তি না ত্যজিলে কেমন করিয়া তাহাকে তুলিতে পারি? তখন স্পাঙ্গেন্‌বের্গ মনে করিল, যীশু আমাকে শত বার টানিলেন, কিন্তু আমি শত বার কুজগতের মধ্যে ফিরিলাম; তথাপি তাঁহার প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ ছিলাম। যে পর্য্যন্ত আমি দুর্ব্বল না হইলাম, সে পর্য্যন্ত যীশু আপন নৌকাতে আমাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।) যদি তোমাকে যীশু মনুষ্যধারী করেন, তবে রূপা ও স্বর্ণ ধরিবার নিমিত্তে জাল ফেলিও না। যে দীনহীন পাপিদের আত্মা মুক্তার ন্যায় বহুমূল্য, তাহাদিগকে ধরিতে বিশ্বস্ততাতে জাল ফেল; কেননা শয়তান মনুষ্যদের জন্যে দিবানিশি জাল ফেলিয়া থাকে। যে প্রচারকেরা কেবল ব্যবস্থারূপ জাল ফেলে, তাহারা কেবল মৃত মৎস্য ধরিবে। অতএব ব্যবস্থা ও সুসমাচাররূপ জাল ফেল। গভীর জলে জাল নিক্ষেপ কর, এমন আজ্ঞা যীশু অদ্যাবধি দেন; অর্থাৎ তিনি বলেন, কুজগতের মধ্যে রাজপথে ও বৃক্ষতলে যাইয়া দেবপূজকদের নিকটে পুনঃ২ আমার নাম প্রকাশ কর। কোন ফল না দেখিলেও ভীত হইও না, এবং আমার বাক্য ও প্রতিজ্ঞা বিশ্বাসপূর্ব্বক ধারণ কর। আমরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা করিলে প্রভুর আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিব। আশীর্ব্বাদ পাইয়া আমরা নম্রতাপূর্ব্বক স্বীকার করিব, হে প্রভো, আমরা দীনহীন পাপী; সকল মহিমা তোমার। ভীত ও কম্পবান্ হইয়া আমরা যীশুর মেষগণকে চরাইব। তাহা করিলে আমরা দিনে২ প্রভুর এই কথার উপরে নির্ভর রাখিতে পারি, যে ভয় করিও না, তুমি মনুষ্যদিগকে ধরিবা। বিলম্ব হইলেও খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রসঙ্গ শেষে লোকদের কঠিন অন্তঃকরণ ভাঙ্গিবে।

প্রথম খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী এই মৎস্য ধারণের কথা অতিশয় ভাল বাসিত। তাহাদের এই রূপ গীত ছিল, যথা, ত্রাতা যীশু মৎস্যধারী, পাপরূপ সাগরহইতে পবিত্র মৎস্য ধরিতেছ, ইত্যাদি। তাহারা আপন পাত্রাদিতে ও অঙ্গুরীতে মৎস্যের আকৃতি মুদ্রাঙ্কিত করিত, এবং তাহা দর্শন করিয়া বলিত, আমরাও যীশুর মৎস্য; তিনি আমাদিগকেও ধরিয়াছেন।

১২-১৬। কুষ্ঠিকে সুস্থ করণ।

(ম ৮, ২-৪। মা ১, ৪০-৪৫)

১২। "তদনন্তর যীশু কোন এক নগরে থাকিলে এক জন সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া ভূমিতে অধোমুখ হইয়া বিনতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,

হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন।” লেবীয় পুস্তকের ১৩, ১৪ অধ্যায়ে কুষ্ঠরোগের বিষয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লিখিত আছে। তাহা অতি ভয়জনক। কুষ্ঠরোগরূপ বিষ শরীরমধ্যে বহুবৎসর পর্য্যন্ত গুপ্তভাবে থাকিয়া শেষে চর্ম্মোপরি শ্বেতবর্ণ রূপে চরণে বা হস্তে প্রকাশিত হয়। কোন মনুষ্য এই রোগ লুকাইতে পারে না। তাহাদ্বারা শরীরের অঙ্গ ক্রমে২ পচিয়া গলিয়া যায়। এই রোগের কোন ঔষধ নাই। কোন কবিরাজ কুষ্ঠিকে সুস্থ করিতে পারে না। গ্রীস দেশের লোকেরা ইহা বলিত, “মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুষ্ঠরোগ।” কুষ্ঠি ব্যক্তি পচা শবের তুল্য। বহুকালাবধি যাতনা ভোগ করিয়া সে হঠাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। যিহূদীয়দের এমন কথা ছিল, ঈশ্বর কবিরাজ বিনা কুষ্ঠিরা মুক্ত হইতে পারে না। এই রোগ ছোঁয়াচিয়া, এবং যাহার পিতা মাতা কুষ্ঠরোগী, তাহার পুত্রাদির উপরে তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত এই রোগ বর্ত্তে। ইস্রায়েলের যাজকগণ কুষ্ঠিকে নিরীক্ষণ করিয়া যিহোবার ব্যবস্থানুসারে তাহাকে অশুচি করিয়া মণ্ডলীহইতে পৃথক্ করিত। তাহাতে সে নির্জন স্থানে রহিত। ঈশ্বরের মনোনীত লোকের মধ্যে কোন মৃত্যুজনক বিষ থাকিতে পারিল না। আপন নিজন স্থানে যখন কুষ্ঠিগণ সুস্থ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিত, তখন তাহারা বস্ত্রদ্বারা মুখ ঢাকিয়া “অশুচি ২” এই রব করিত। প্রত্যেক জন তাহাদিগকে ভয় করিত। কুষ্ঠ ব্যাধি ঈশ্বরের দণ্ড বটে।

আমাদের পাপ কুষ্ঠরোগের তুল্য। প্রত্যেক পাপ মনুষ্যের অন্তঃকরণে কুষ্ঠরোগের চিহ্নস্বরূপ। আমাদের যে পাপ দিনে ২ বাড়ে, তাহাদ্বারা শরীর ও আত্মা ক্রমে২ বিনষ্ট হয়। শেষে পাপের বেতন মৃত্যু। যাজকদের ন্যায় ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা আমাদিগকে পাপরূপ কুষ্ঠরোগের বিষয়ে প্রমাণ ও চেতনা দেয়। আমরা পাপদ্বারা অশুচি হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যহইতে বিভিন্ন হই। ব্যবস্থা আমাদিগকে অশুচি করিয়া কহে, সুস্থ করিতে পারে না। কিন্তু পুণ্যব্যবস্থার যে কর্ম্ম অসাধ্য, তাহা ঈশ্বর নিজ পুত্রদ্বারা সাধন করিলেন। যীশু আমাদের কবিরাজ। তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমরা পাপরূপ কুষ্ঠরোগহইতে মুক্ত হই।

এমন এক কুষ্ঠরোগী কোন প্রকারে মনুষ্যকর্তৃক রক্ষিত া হইয়া রক্ষার্থে যীশুর সন্নিধানে গেল। এতদ্রূপ কুষ্ঠী যীশুর ও তাঁহার ক্রিয়ার সম্বাদ পাইয়া বিশ্বাস করিল, তিনি আমার প্রতিও দয়া করিবেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে সমাদর করণপূর্ব্বক ভূমিতে অধোমুখ হইল। তাহার বিশ্বাস থাকিলেও ত্রাতার বিষয়ে অধিক জ্ঞান ছিল না। হইতে পারে তাঁহাকে সে বড় ভবিষ্যদ্বক্তা জ্ঞান করিল। কিন্তু বিশ্বাসপূর্ব্বক সে বিনতি করিয়া বলিল, হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন। অবিশ্বাসিরা বলে, আপনি যদি কিছু করিতে পারেন,

তবে উপকার করুন। (মা ৯, ২২) যাহারা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহাদের এই কথা, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমার রক্ষা করিতে পারেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাসিগণ বলে, হে প্রভো, তুমি আমার রক্ষা করিতে পারক ও ইচ্ছুক হইয়া দয়াপূর্ব্বক আমার রক্ষা করিবা। যীশুর কাছে প্রার্থনা করিলে আমরা পাপহইতে নিশ্চয় মুক্তি পাইয়া অবশ্য ত্রাণ পাইব। শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ যখন উপস্থিত হয়, তখন আমরা এই প্রার্থনা করিব, হে প্রভো, তোমার অভিমত সিদ্ধ হউক, কেননা এমন হইতে পারে যে যীশু প্রেম প্রযুক্ত আমাদের হিতার্থে এই ক্লেশহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন না।

১৩। "তখন যীশু সদয় হইয়া হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও।" লেবীয় ব্যবস্থানুসারে কেবল যাজকগণ কুষ্ঠিকে স্পর্শ করিতে পারিল। যেমন এলিয় এবং ইলীশায় মৃতদিগকে স্পর্শ করিয়াও অশুচি হইল না, তেমনি যীশু যিনি ব্যবস্থার প্রভু এবং আমাদের মহাযাজক, তিনি কুষ্ঠিকে স্পর্শ করিয়াও অশুচি হইলেন না। যীশুর বাক্য জীবনদায়ক বটে, তথাপি রোগগ্রস্ত লোকদের অল্প বিশ্বাস বৃদ্ধি করণার্থে তিনি দয়াপূর্ব্বক তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করিতেন। কুষ্ঠী বলিয়াছিল, "যদি আপনকার ইচ্ছা হয়।" যীশু বলিলেন, "আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও।" বিশ্বাসি লোকদের প্রার্থনা যীশু ত্বরায় সিদ্ধ করেন। "তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠহইতে মুক্ত হইল।" যীশুর হস্তার্পণ ও বাক্যদ্বারা ঐ অশুচি কুষ্ঠী তৎক্ষণাৎ শুচি হইল। তাবৎ মনুষ্যদের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া যীশু এই সাক্ষ্য দেন, তোমাদিগকে পরিষ্কার করিতে আমার স্পৃহা আছে। আমাদের দুঃখ দেখিয়া যীশু সদয় হইয়া রক্ষার্থে সর্ব্বদা উদ্যত আছেন। রক্ষার বিলম্ব হইলেও আইস আমরা শান্ত এবং স্থির হইয়া বিশ্বাস করি। যে হস্তে প্রেকের চিহ্ন আছে, আমাদের উপরে সেই হস্ত অর্পণ করিয়া যীশু নিরূপিত সময়ে অবশ্য আমাদের রক্ষা করিবেন। যীশু আপন বাক্যদ্বারা অনেক বার আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী হন।

১৪। "পরে যীশু (তাহাকে বিদায় করিয়া দৃঢ়) আজ্ঞা দিলেন, (সাবধান) এই কথা কাহাকেও কহিও না।" এমন নিষেধ যীশু অনেক বার লোকদিগকে করিতেন। কারণ নম্র যীশু মনুষ্যদের প্রশংসা এবং সাংসারিক ইস্রায়েলের রাজমুকুট চাহিলেন না। ঐ কুষ্ঠী যেন প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ না হারায়, এমন অভিপ্রায় যীশুর ছিল। যেমন সুগন্ধি তৈলপাত্রের মুখ বন্ধ না করিলে সুগন্ধিত্ব দূরে যায়, তেমনি যীশু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদের বিষয়ে তুমি অনেক কথা বলিলে অন্তরস্থ আশীর্ব্বাদ তোমাহইতে বহির্গত হয়। অহঙ্কার ছাড়িয়া তোমার সৎক্রিয়া আচ্ছাদন কর। ত্রাতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা এই কথা বলিল, "কলহ কিম্বা উচ্চ শব্দ তিনি করিবেন না, ও রাজপথে

কেহ তাঁহার রব শুনিতে পাইবে না।" (যিশ ৪২, ১) যে জন যীশুর ন্যায় কেবল স্বর্গস্থ পিতার মহিমার বিষয় চিন্তা করিয়া মৌনীভাবে থাকে, এবং আপন ভ্রাতাকে বলে, "এ কথা কাহাকেও কহিও না," সে অদ্ভুত ক্রিয়া করিতে যীশু কর্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছে। যীশু কুষ্ঠিকে আরও কহিলেন, " কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং তাহাদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে আপনার শুচি হওনের জন্যে মুসার আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।" প্রকৃত মহাযাজক যীশু ব্যবস্থার লোপ না করিয়া বরং তাহা পালন করিয়া নম্রভাবে ঐ কুষ্ঠিকে তৎক্ষণাৎ যাজকের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সেই যে কুষ্ঠী সুস্থ হইয়াছিল, যাজক তাহার রোগ অস্বীকার করিতে পারক না হইয়া তাহার সুস্থ হওনের বিষয়ে প্রথম সাক্ষ্য দিল। যাজক তাহাকে শুচি করিয়া প্রমাণ পাইল যে যীশু ত্রাতা; এই ব্যক্তিদ্বারা যীশু যাজকদিগকে অবিশ্বাসহইতে সুস্থ করিতে চাহিলেন।

১৫-১৬। "তথাপি যীশুর সুখ্যাতি ততোধিক প্রকাশ পাইতে লাগিল।" কেননা এই সুস্থ কুষ্ঠী প্রস্থান করিয়া যীশুর আশ্চর্য্য কর্ম্ম বিস্তার রূপে প্রচার করিতে লাগিল। সে কৃতজ্ঞ হইয়াও যীশুর আজ্ঞা পালন করিল না। "যীশুর কথা শুনিতে এবং আপন২ রোগহইতে মুক্তি পাইতে লোকসমূহের সমাগম হইল।" কিন্তু প্রায় সকলে শারীরিক সুস্থতার জন্যে আইলে তাহাদিগেতে যীশুর সন্তোষ হইল না। এই জন্যে তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করণার্থে নির্জন স্থানে গেলেন। মাঃ, তথাপি চতুর্দ্দিগহইতে লোকেরা তাঁহার নিকটে আইল।

১৭-২৬ পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করণ।

[ম ৯, ১-৮। মা ২, ১-১২]

যীশু পুনর্ব্বার কফরনাহূম নগরে প্রবেশ করিলেন। মথি ঐ নগরকে যীশুর নিজ গ্রাম করিয়া বলে, কেননা যীশু সেই স্থানে কখন২ বাস করিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিতেন। যে স্থানে যীশুর বাসস্থান সেই স্থান ধন্য। কফরনাহূম, এই নামের অর্থ নাহূমের নগর কিম্বা সান্ত্বনার নগর। সেই সান্ত্বনার নগর ইস্রায়েলের সান্ত্বনাহইতে কোন সান্ত্বনা চাহিল না, এই হেতু যীশুর এই কথা, হায়২ কফরনাহূম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত আছ, কিন্তু নরকে নিক্ষিপ্ত হইবা। (ম ১১, ২৩) তোমার গ্রাম কি যীশুর নিজ গ্রাম? তোমার মন কি যীশুর নিজ স্থান?

১৭। যীশু ঘরে আছেন, এই জনরব হওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে এত লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, যে দ্বারের চতুর্দ্দিগেও আর লোকের স্থান হইল না। গালীল ও যিহূদা প্রদেশের সকল নগরহইতে এবং যিরূশালমহইতে আগত ফিরূশি লোক ও ব্যবস্থাপকেরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। যীশু গৃহে বসিয়া লোকদিগকে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে উপদেশ

দিতেছিলেন, এমত সময়ে লোকদিগকে সুস্থ করণেতে প্রভুর ক্ষমতা প্রকাশ পাইল। তখন শুভ সময় ও পরিত্রাণের দিবস উপস্থিত ছিল। আমাদের নিকটেও প্রভু আসিয়েছেন, অতএব তাঁহার জীবনদায়ক কথা শ্রবণার্থে তাঁহার সমীপে যাও।

১৮-১৯। "পরে কতক লোক (চারি মনুষ্য) খট্টাতে শয়ান এক জন পক্ষাঘাতিকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জনতা প্রযুক্ত আনিবার পথ না পাইয়া ছাতে উঠিয়া ইষ্টক খুলিয়া খট্টার সহিত ঐ পক্ষাঘাতিকে যীশুর সম্মুখে গৃহের মধ্যে নামাইল।" চারি মনুষ্য প্রেমেতে এক পক্ষাঘাতি ভ্রাতাকে যীশুর নিকটে লইয়া গেল। এবং তাঁহার নিকটে যাইবার কোন যো না দেখিলেও তাহারা ফিরিয়া যাইতে বিবেচনা করিল না। প্রেমকারী শীঘ্র ভীত হয় না। এই চারি জন ক্লেশ পাইয়াও শ্রান্ত ক্লান্ত না হইয়া যেখানে পথ নাই সেখানে পথ প্রাপ্ত হইল। তাহারা গৃহের উপরে গিয়া ছাত খুলিয়া রজ্জুতে খট্টাকে বান্ধিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে যীশুর সম্মুখে নামাইল। সাংসারিক লোক সকল পক্ষাঘাতী। তাহারা ত্রাণরূপ পথে চলিতে এবং প্রার্থনা করণার্থে হস্ত বিস্তার করিতে পারে না। তাহাদিগকে প্রার্থনারূপ শয্যার উপরে বিশ্বাস পূর্ব্বক যীশুর নিকটে লইয়া যাও।

২০। "তাহাদের এই রূপ বিশ্বাস দেখিয়া তিনি ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন হে মনুষ্য, (সুস্থির হও,) তোমার পাপ ক্ষমা হইল।" যীশু ঐ পক্ষাঘাতির ও চারি জন বাহকের বিশ্বাস দেখিলেন। অন্তরস্থ বিশ্বাস প্রদীপস্বরূপ, যে লুকাইয়া থাকিতে পারে না। সেই পক্ষাঘাতী আপন রোগ পাপের দণ্ড জ্ঞান করিয়া খেদ পূর্ব্বক বিশ্বাস করিল, যীশু আমার ত্রাতা হইবেন। বাহকেরাও বৃথা বিশ্বাস করিল না। সুবুদ্ধি কন্যারা আপন তৈল কাহাকেও দিতে পারে না। কেহ নিজে বিশ্বাস না করিলে ভ্রাতৃগণের বিশ্বাস ও প্রার্থনাদ্বারা ত্রাণ পাইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্য লোককে বিশ্বাস দেন, ইহা আমরা বিশ্বাস ও প্রার্থনাদ্বারা সিদ্ধ করিতে পারি; কারণ যে ঈশ্বর পরের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে আমাদিগকে সুপ্রবৃত্তি দেন, সেই ঈশ্বর তাহাকে উদ্ধার করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। মনিকা নাম্নী এক স্ত্রী আপন দুষ্ট পুত্রের নিমিত্তে রোদন করিলে এক পুরোহিত তাহাকে বলিল, "তোমার নেত্রজল ও প্রার্থনা নিষ্ফল হইতে পারে না; ঈশ্বর তোমার পুত্রের অন্তঃকরণকে ভাঙ্গিয়া তাহাকে বিশ্বাস দিবেন, ইহা তুমি অবশ্য দেখিবা।" ঘটনাক্রমে মনিকার সেই দুষ্ট পুত্র আগুষ্টীনস মন ফিরাইয়া যীশুর মণ্ডলীর এক প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া উঠিল।

যীশু সেই পক্ষাঘাতিকে বলিলেন না, তুমি সুস্থ হও। যদ্যপি সে পাপ-ক্ষমার জন্যে নিবেদন করে নাই, তথাচ যীশু এই সান্ত্বনাদায়ক কথা তাহাকে বলিলেন, হে বৎস, সুস্থির হও, তোমার পাপ ক্ষমা হইল

কারণ অন্তর্যামি যীশু জানিলেন যে এই রোগী রোগ অপেক্ষা পাপদ্বারা যন্ত্রণা পাইতেছে এবং আপন পাপের জন্যে অতি দুঃখিত আছে। এই হেতু যীশু তাহার ক্লেশের পাপরূপ মূল কাটিলেন। যেমন বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে তাহার শাখা ও ফল শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি মনুষ্য পাপ ক্ষমা পাইলে তাহার পাপের ফল দূরীকৃত হয়। যেখানে পাপমোচন সেখানে অনন্ত পরমায়ুঃ। বড় বিষয় দেওনার্থে ক্ষুদ্র বিষয়ে যে প্রার্থনা আমরা করি, ঈশ্বর তাহা একেবারে দেন বা কখনও দেন না। নম্র ভাবে যীশুর চরণে হাঁটু পাতিয়া তোমার সকল দুঃখ তাঁহাকে জ্ঞাত কর, এবং এই পরম প্রার্থনা কর, হে প্রভো, আমার পাপ মার্জনা কর।

যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

আর্খিলায় স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া বিরোধি প্রজাবর্গের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করাতে রাজ্যের নানা স্থানে নূতন ২ গণ্ডগোল হইতে লাগিল। ফলতঃ রাজ্য প্রাপণাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা পর বৎসর রোমীয়দের বিপক্ষে উত্থিত হইয়া নানা উপদ্রব করিল। বিশেষতঃ কতকগুলি পরাক্রমি দস্যুদল রাজ্যমধ্যে নিয়ত উৎপাত করত সর্ব্বজনের মহাত্রাস এবং দেশের এক প্রদেশহইতে প্রদেশান্তরে গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মাইল। অবশেষে আর্খিলায়ের দুরাচরণ ও রাজ্য শাসনের অযোগ্যতা এমন সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইল, যে রোমীয় কর্ত্তারা প্রজাগণের আবেদনে আর অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি রাজত্বের দশম বৎসরে পদচ্যুত হইয়া গল দেশের বিয়েন্না নগরে প্রেরিত হইলেন।

তৎকালাবধি যিহূদাদেশ রোম রাজ্যের অধীন ও সুরিয়া দেশের অন্তর্গত হইয়া রোমীয় শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। এই রূপ রাজ্য শাসনের পরিবর্ত্তন হওয়াতে পূর্ব্বে রাজারা যে ক্ষমতা পকাশ করিতেন, তাহা এক্ষণে ঐ শাসনকর্ত্তাদের হস্তে পতিত হইল। ফলতঃ রোমীয়েরা নিজে কর আদায় করিতে লাগিলেন, ও প্রাণ হরণ করণের শক্তি কেবল তাঁহাদের হস্তগত হইল। অধ্যক্ষেরা রোমের নামে ও ব্যবস্থানুসারে রাজকীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ শাসনকর্ত্তারা মহারাজকর্ত্তৃক পদ প্রাপ্ত হইয়া কৈসরিয়া নগরে আসিয়া অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন, তাহাতে ঐ নগর অল্প কালের মধ্যে দেশের প্রসিদ্ধ রাজধানী হইয়া উঠিল। ঐ নগরীতে হেরোদ রাজা আপনার নিমিত্তে যে মহৈশ্বর্য্যশালি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে ঐ প্রদেশাধ্যক্ষদের বাসস্থান হইল। বার্ষিক মহাপর্ব্ব সময়ে বহু সংখ্যক অসন্তুষ্ট যিহূদিদের যিরূশালমে একত্র হওয়াতে যদি কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তবে তৎপ্রতিকার অবিলম্বে করিব, এই অভিপ্রায়ে শাসনকর্ত্তারা সৈন্যদল সমভিব্যাহারে যিরূশালম নগরে প্রতি বৎসর যাইতেন। যিহূদাতে ছয় দল সৈন্য নিয়ত রাখা যাইত; অর্থাৎ কৈসরিয়া নগরে পাঁচ দল ও যিরূশালম নগরে এক দল সতত থাকিত। এবং ঐ যিরূশালমস্থ সৈন্যদলের একাংশ মন্দির ও শাসনকর্ত্তাদের বাটী রক্ষার্থে আণ্টোনিয়া দুর্গে অবস্থিতি করিত।

রাজ্য সুস্থির রাখন ও রাজস্বের আদায় ও বিচার নিষ্পাদনাদি প্রদেশাধ্যক্ষদের কার্য্য ছিল। যিহূদা প্রদেশে সমাগত রাজপ্রতিনিধিদের মধ্যে কেহ২ স্বাধীন রূপে, কেহ২ বা সুরিয়া দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তার, যাহার বাসস্থান আণ্টিয়খ নগরে ছিল, তাঁহার অধীনে রাজকীয় কার্য্য নিষ্পাদন করিতেন। রোমীয়দিগকে কর দেওয়া যিহূদিদের পক্ষে অতি বৈরক্তিজনক ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেবপূজকদিগকে ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের কর দেওয়া অবৈধ বোধ করিত। যাহাদের এই রূপ বিবেচনা ছিল, অর্থাৎ যাহারা এই বিবেচনারূপ আচ্ছাদনে আপনাদের বৈরক্তিভাবকে আচ্ছাদিত করিত, তাহারা জেলট অর্থাৎ বড় উদ্যোগি লোক রূপে বিখ্যাত হইয়াছিল।

ইহারা অনেক ভয়ঙ্কর দস্যুদলের সংযোগ করিয়া রোমীয় কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে নানা উপদ্রব করণে প্রবৃত্ত হইত। এবং যে যিহূদিরা রোমীয় শাসনাধীনে সুস্থির রূপে কাল যাপন করিতে বাঞ্ছা করিত, তাহাদিগকে ইস্রায়েলের ভ্রষ্ট সন্তান ও কুলাঙ্গার জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিত। ইহাতে রাজ্যমধ্যে উত্তরোত্তর নানা গণ্ডগোল ও অপহরণ ও উপদ্রব হইতে লাগিল।

যাহারা আপনাদের উদ্ধারের কোন ভরসা না দেখিয়া রোমীয় শাসনাধীন হইয়া সুস্থিররূপে কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করিত, তাহারাও কর দেওয়া মনে২ ঘৃণা করিত। এই হেতু যে যিহূ-

দীয়েরা কর সঞ্চয় কার্য্যে সাহায্য করিত, তাহারা চণ্ডালের ন্যায় ঘৃণাস্পদ ও স্বদেশের শত্রু ও রোমীয়দের পক্ষে অত্যাচারি রূপে গণিত হওয়াতে অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছিল। সুতরাং কর আদায় কার্য্যের ভার অতি অন্ত্যজ লোকদের হস্তে অর্পিত হইত; তাহাদের আচার ব্যবহারে তাহাদের দুষ্টতা প্রকাশ পাইত। সাধারণের মঙ্গল করণরূপ মহৎ ইচ্ছা প্রযুক্ত নয়, পরন্তু আমরা পরমেশ্বরের বিশেষ লোক, এই অভিমানে যিহূদীয়েরা রোমীয় কর্তৃত্বের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিত। এতদ্ব্যতিরেকে রোমীয়েরা দেবপূজক, সুতরাং ভ্রষ্ট ও ঘৃণিত লোক, এই বিবেচনায় যিহূদীয়েরা তাহাদের সহিত ভোজন পান ও আর২ কোন ব্যাপার করিতে ঘৃণা করিত। রোমীয় জাতির প্রতি যিহূদীয়দের এই রূপ বিশেষ ঘৃণা থাকা প্রযুক্ত পরাজিত যিহূদীয়দের প্রতি জয়কারি রোমীয় লোকদের কোন রূপে প্রেম জন্মিতে পারিল না।

রোমীয়দের প্রতি যিহূদীয়দের দ্বেষ করণের কোন কারণ ছিল না, কেননা তাহারা তাহাদিগকে অবাধে আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে এবং আপনাদের মন্দিরে ও ভজনালয়ে ঈশ্বরারাধন করিতে দিত। এবং তাহাদের সমস্ত ব্যবস্থানুসারে প্রায় তাহাদের বিচার নিষ্পাদন করিত।

যিহূদা প্রদেশ রোম রাজ্যের বিশেষ রূপে অধীন হইলে পর যে রাজনীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা হেরোদ আণ্টিপার ও ফিলিপের অধিকারে ব্যাপ্ত হইল না। ঐ নৃপতিদ্বয় রোমীয়দের অনধীন রূপে স্ব২ রাজ্য শাসন করিতেন। আণ্টিপার নাম সুসমাচার মধ্যে হেরোদ নামে পুনঃ২ উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪ শালে তিবিরিয় মহারাজ আগস্তের পদাভিষিক্ত হইলে আণ্টিপা তাঁহার অনুগ্রহপাত্র হইবার নিমিত্তে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি গিনেসরৎ হ্রদের কূলে এক নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার নামানুসারে সেই নগরের নাম তিবিরিয়া রাখিলেন, তৎপ্রযুক্ত ঐ হ্রদেরও নাম তিবিরীয় হইল।

যিহূদা প্রদেশে রোমীয় রাজপ্রতিনিধিগণের বার২ পরিবর্ত্তন হইত। কোন২ ব্যক্তি ছাড়া পুরাতন অধ্যক্ষাপেক্ষা নূতন অধ্যক্ষের আচার ব্যবহার আরও মন্দ হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার বিবরণ লেখিতব্য ও যাঁহার নাম ধর্ম্মপুস্তকের পাঠকবর্গ

অবগত আছেন, সেই পন্তীয় পীলাতের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লিখি। তিনি ২৫ শালে যিহূদায় আসিয়া দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। প্রথমাবধি তাঁহার আচার ব্যবহারে লোকদের অসন্তোষ জন্মিয়াছিল, কেননা তিনি অতি উগ্র ও লোভী ও হত্যাকারী ও দৌরাত্ম্যকারী ছিলেন, এবং তিনি উৎকোচ গ্রহণ ও প্রজার ধনাপহরণ ও নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডও করিতেন। প্রতিমার প্রতি যিহূদীয়দের আত্যন্তিক ঘৃণা ছিল, ইহা রোমীয় লোক বিলক্ষণ অবগত থাকিলেও তিনি বিশেষ চেষ্টায় কৈসর মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি যিরূশালম নগরে আনাইয়া যুদ্ধপতাকার উপরিভাগে সংস্থাপন করিলেন। তিনি ইহার সদৃশ অন্যান্য বৈরক্তিজনক কার্য্য ও অত্যাচারদ্বারা রোমীয় কর্ত্তৃত্ব স্বীকারকারি এবং শান্তভাবে কাল যাপনকারি যিহূদীয়দেরও অসন্তোষ জন্মাইলেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওন ও মনুষ্যের পরিত্রাণের কার্য্য সাধন এবং মৃত্যু হওন প্রযুক্ত পীলাতের শাসন সময় বিশেষ রূপে স্মরণীয় হইয়াছে। প্রভুর জন্ম বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যাবৎ প্রচ্ছন্নভাবে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তিনি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক না হইলেন, তাবৎ তাঁহার তৎকালীন বিবরণ প্রায় কিছু ব্যক্ত নাই। কেবল এই মাত্র জানা যাইতেছে যে হেরোদ রাজার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পিতা মাতা মিসর দেশ ত্যাগ করিয়া গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরে বাস করিলে তিনিও তাহাদের নিকটে ছিলেন। যোহন অবগাহক অগ্রেই প্রভুর ত্রাণকর্ত্তৃরূপে উপস্থিত হওনের সংবাদ দিয়াছিলেন। ঐ যোহন অরণ্যের নিভৃত স্থানে বাস করিতেন, ও লোমজাত বস্ত্র পরিধান, এবং শলভ ও বনমধু ভোজন পান করত কালক্ষেপ করিতেন। পরে তিনি তথাহইতে যর্দ্দন নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পাপ মোচনার্থে মনঃপরিবর্ত্তনের কথা প্রচার করিলে তাঁহার নিকটে কতক লোক আসিয়া অবগাহিত হইল। তদ্দর্শনে আর ২ অনেক লোকের মন আকৃষ্ট হইল। কিন্তু যখন তিনি প্রকাশ করিলেন, যে যাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি অযোগ্য এমন এক ব্যক্তির অগ্রগামি দূতস্বরূপ হইয়া আমি আইলাম, তখন লোকদের বিশেষ মনোযোগ জন্মিল। ফলতঃ বহু কালাবধি অপেক্ষিত অভিষিক্ত ত্রাতার আগমনের সময় সন্নিকট হইল, যিহূ-

দীয়দের মধ্যে এই ব্যাপক প্রত্যাশার সহিত ঐ কথার ঐক্য হইল। দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁহার আগমন বিষয়ক সময়ের যে গণনা করেন, তদ্দ্বারা তাহাদের ঐ রূপ প্রত্যাশা জন্মিয়াছিল। এবং যাঁহার বিষয়ে মূসা ও অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তা লিখিয়াছিলেন, সেই নাসরতীয় যীশুই অভিষিক্ত ত্রাতা, ঐ গণনা এতদ্বিষয়ের এক দৃঢ়তর প্রমাণস্বরূপে অদ্যাপি গ্রাহ্য হইতেছে। কিন্তু যিহূদীয়েরা প্রত্যাশিত ত্রাণকর্ত্তার চরিত্র ও কার্য্যাদি বিষয়ে নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছিল, কেননা তাহারা মনে করিয়াছিল যে তিনি গৌরবান্বিত রূপে অবতীর্ণ হইয়া দায়ূদের সিংহাসন অধিকার করিবেন, এবং ইস্রায়েল লোক যাবৎ আপনাদের স্কন্ধ ক্ষয়কারি যোঁয়ালি ভগ্ন না করে, ও তাবজ্জাতীয়দের মধ্যে প্রধান না হয়, এবং তাহাদের অহঙ্কারি শত্রুগণ যাবৎ তাহাদের পদধূলি না চাটে, তাবৎ তিনি উত্তরোত্তর জয় করিবেন, এই রূপ প্রত্যাশা থাকা প্রযুক্ত যিহূদীয়েরা রোমীয় কর্ত্তৃত্বের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়াছিল।

অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ করণ বিষয়ক লেখালেখি।

প্রথম পত্র।

শ্রীযুত উপদেশক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েষু।

গত সেপ্টেম্বর মাহার পত্রিকাতে দৃষ্ট হইল যে 'সত্যতার প্রেমকারি জনস্য' নামাঙ্কিত কোন এক ব্যক্তি লূকলিখিত ১৬, ৯ পদ সপস্ট রূপে বুঝনের নিমিত্তে পত্রিকাতে প্রশ্নস্বরূপ প্রকাশ করেন। তদ্‌হেতুক আমি আপনি ঐ পদের যে অর্থেতে তৃপ্ত আছি, তদ্দ্বারা তাহাকেও তৃপ্ত করিতে মনস্থ করিয়া কএক পংক্তি লিখিয়া মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিতেছি; এক্ষণে আপনকার নিকটে বিনয় করি, আপনকার বিবেচনায় এই অর্থ যথার্থ জ্ঞান হইলে উপদেশক পত্রিকাতে স্থান দান করিবেন।

লূক ১৬ অধ্যায়, ৯ পদ।

"আর আমিও তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্র লাভ কর, তাহাতে তোমরা শক্তিহীন হইলে তাহারা তোমাদিগকে নিত্যস্থায়ি আবাসে গ্রহণ করিবে।"

প্রভু আপন প্রিয় শিষ্যদিগকে দৃষ্টান্তের যে সার বা মুখ্য ভাগ তাহা সর্ব্বদাই শিক্ষা দিতেন; এতদভিপ্রায় আমরা বোধ করি যে অযাথার্থিক দেওয়ানের বুদ্ধির কৌশল তাহার জীবিকার জন্যে যে উপায় স্থির করিয়াছিল, তদ্দৃষ্টান্তের যে সার ভাগ, তাহা এই স্থানে প্রভু আপন শিষ্যদিগকে জ্ঞাপন করান।

১। অযথার্থ ধন। যে ধন কীটে নষ্ট করে অর্থাৎ বহু মূল্য বস্ত্রাদি, ও মর্চ্চায় ক্ষয় করে অর্থাৎ পিত্তল লৌহ প্রভৃতি, এবং চোরে সিঁধ দিয়া অপহরণ করে, এমন যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মণি প্রবাল প্রভৃতি, এই অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্র লাভ কর। পূর্ব্বোক্ত ধন ব্যয়দ্বারা প্রভু মিত্র লাভ করিতে কহেন, কারণ প্রভু চাহেন যে তাঁহার দৃষ্টান্ত মতে তাঁহার দাস দাসীরা নিত্য গমন করে। যদিও প্রভুর একটি ক্ষুদ্র ধনের থলি ছিল তথাচ তাহাহইতে প্রভু ধন লইয়া দরিদ্রের দরিদ্রতা ভঞ্জনের নিমিত্তে সানুকূল হইয়া ঐ ক্ষুদ্র সম্বলহইতে অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। ঐ রূপে আমাদিগেরও ধন প্রদানদ্বারা মিত্র লাভ করা প্রয়োজনীয়, কেননা ৪১ গী ১, ২, ৩ পদে লিখিত আছে, "যে জন দীনহীনের সহিত সদ্ব্যবহার করে সে ধন্য; বিপদ কালে পরমেশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর তাহাকে বাঁচাইয়া রক্ষা করিবেন, ও দেশে তাহাকে সুখী করিবেন, এবং শত্রুগণের ইচ্ছাতে তাহাকে সমর্পণ করিবেন না। পরমেশ্বর ব্যাধি শয্যার উপরে তাহাকে সবল করিবেন, ও রোগেতে তাহার তাবৎ শয্যা প্রস্তুত করিবেন।"

২। মিত্র লাভ বিষয়। প্রভু কহেন, দরিদ্রের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হয়। প্রভুর পর্ব্বতীয় উপদেশ পাঠ করিলে বোধ হয় দরিদ্র শব্দে "দীনাত্মা" অর্থাৎ অন্তঃকরণে যাহারা দরিদ্র এমত লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচারের নিমিত্তে যে অর্থ দান করা, তাহাদ্বারা মিত্র লাভ হয়। অন্যরূপ খ্রীষ্টীয় লোকেরা দায়গ্রস্থ বা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাদিগকে অর্থ দান করায় মিত্র লাভ হয়; যেমন প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১১ অধ্যায় ২৭। ২৮। ২৯। ৩০ পদ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবা যে আন্তিখিয়ার ধনি খ্রীষ্টীয়ানেরা আপনাদের সম্পত্ত্যনুসারে দুর্ভিক্ষের সময়ে যিরূশালমস্থ পুণ্যবানদের দীনতা খণ্ডনার্থে বার্ণব্বা ও শৌলের হস্তে যিরূশালমে ধন প্রেরণ করিল।

৩। শক্তিহীন। ইংরেজি পুস্তকে লিখিত আছে, ফেইল, তাহার অর্থ দেউলিয়া কিম্বা ক্ষয় পাওয়া। এক্ষণে পারমার্থিক বিষয়ে শক্তিহীন দেউলিয়া কিম্বা ক্ষয় পাওয়া একই অর্থ, অর্থাৎ মৃত্যু।

৪। নিত্যস্থায়ি আবাস। পৃথিবীস্থ কিম্বা স্বর্গস্থ যে সকল পুণ্যবান লোক আছে, তাহারা প্রভুর একই পরিবার। অতএব যেমন এই পৃথিবীতে পরস্পর মিত্র হওন প্রযুক্ত এক জন অন্যের দুঃসময়ে আপনার গৃহে তাহাকে গ্রাহ্য করে, সেই রূপ স্বর্গস্থ পুণ্যবানেরা পৃথিবীস্থ পুণ্যবানদের মৃত্যু

হইলে আপনাদের বাসস্থানে গ্রাহ্য করে। যেমন ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রভুর উক্ত উপদেশ পাঠ করিয়া দেখিতে পাই যে দুঃখি কুষ্ঠি লাজারঃ ইব্রাহীমের বক্ষঃস্থলে গ্রাহ্য হইয়াছিল। এক্ষণে আমাদের শিক্ষা এই যে অযথার্থ ধনদ্বারা মঙ্গলসমাচারের নিমিত্তে এবং দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানদের দুঃখ ভঞ্জনের জন্যে শক্তি অনুসারে নিত্য অর্থ ব্যয় করি ; তাহাতে মৃত্যু হইলে তাহারা আপনাদের নিকটে আমাদিগকে গ্রাহ্য করিতে সুখ ও আনন্দ পাইবে। আর ইহকালে অযথার্থ ধনের সেবক না হইয়া বরং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ও তাঁহার সেবকদের সেবা করিয়া দিনে ২ উত্তম ধন সঞ্চয় করিয়া অনন্ত জীবন প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকি। যথা ১ তীমথি ৬ অধ্যায় ১৭-১৯ পদ। যাহারা ইহলোকে ধনী, তাহাদিগকে গর্ব্বিত না হইতে, ও চঞ্চল ধনেতে বিশ্বাস না করিতে, কিন্তু যে অমর ঈশ্বর আমাদের ভোগার্থে বাহুল্য রূপে সকলই যোগাইয়া দেন, তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে, এবং পরের হিত করিতে ও সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনী হইতে, এবং মুক্তহস্ত ও দানশীল হইতে, এবং সত্য জীবন পাইবার নিমিত্তে পরকালের জন্যে উত্তম নিধি সঞ্চয় করিতে আজ্ঞা দেও।

রা, না,
সাং জ্ঞান নগর।

দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীযুত উপদেশক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনকার একাশীতি সংখ্যক উপদেশকপত্রিকার ২১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরস্বরূপ লূক লিখিত সুসমাচারের ১৬; ৯ পদের ভাবার্থ নিম্ন লিখিত কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ পূর্ব্বক প্রার্থনীয়; মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপদেশক পত্রিকা প্রান্তে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

"তোমরাও।" এই শব্দের দ্বারা বোধ হয় যে আমাদিগের প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উপদেশ দেওন কালে তথায় উপস্থিত তাঁহার শিষ্যগণ ও শ্রোতৃবর্গের উপলক্ষে জগতিস্থ তাবৎ প্রাণিগণকে কহিতেছেন, যেমন অপব্যয়ি গৃহাধ্যক্ষ আপন ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্তে উপায় স্থির করিল, তদনুরূপ তোমরাও পরকালের বিষয়ে সতর্ক হও।

"অযথার্থ ধনদ্বারা।" অযথার্থ ধন কি? তাহা বিবেচনা করা উচিত। ঐ অপব্যয়ি গৃহাধ্যক্ষের ন্যায় চাতুরী বা প্রবঞ্চনাদি অসদ্ব্যবহারে উপার্জ্জিত ধনকে কি আমাদিগের প্রভু অযথার্থ ধন খ্যাত করিয়াছেন? না,

তাহা নহে। তবে কোন্ ধন অযথার্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে? না, যাহা অচিরে ত্যজ্য (লূক ১২, ১৬-২১ পদ) ও ধ্বংসনীয় (মথি ৬, ১৯) অথচ শারীরিক সুখাভিলাষে দিন কাটাইয়া শেষে অনন্ত নরকে নিক্ষেপকারী, (লূক ১৬; ১৯-৩১ পদ) যে শত্রুবৎ পার্থিব সম্পদ, তাহাকেই আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা অযথার্থ ধন খ্যাত করিয়াছেন।

"মিত্র লাভ কর।" এ শব্দের প্রতুলার্থে ইহা কর্ত্তব্য যে আমরা আপন সাংসারিক দ্রব্যাদিদ্বারা কেবল আত্মসুখাভিলাষী না হইয়া সাধ্যমতে আমাদিগের সহবর্ত্তী অথচ প্রতিবাসী (লূক ১০; ৩০-৩৭ পদ) কি না জগতিস্থ মনুষ্যদিগের কায়িক ও পারমার্থিক হিতার্থে সদ্ব্যয় করি, অর্থাৎ দরিদ্রের প্রতিপালন ও পাপস্বরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ সূর্য্যের দীপ্তি যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে, এমত কর্ম্মে অর্থ ব্যয় করি।

"তাহাতে তোমরা দীনহীন হইলে।" যেমন সাংসারিক বিষয় ভ্রষ্ট হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাদৃশ মৃত্যুদ্বারা ইহলোকহইতে পদভ্রষ্ট হইয়া লোকান্তর গমনরূপ মহাদীনতা ভোগ করিতে হইবে। আর যেমন ঐ গৃহাধ্যক্ষের প্রভু তাহার নিকাশ লইতে চাহিল, তাদৃশ প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন ২ ক্রিয়ার নিকাশ দিতে হইবে। প্রভু আমাদিগের পরকাল গমনের ও বিচারিত হওনের বিষয়ে সঙ্কেতে ইহা বলিলেন।

"তাহারা তোমাদিগকে নিত্যস্থায়ি আশ্রয়ে গ্রহণ করিবে।" অর্থাৎ মিত্র লাভ নিমিত্তক যে দয়াদি কর্ম্ম, তাহা প্রতিপালনে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ (১ পি ৫; ৪.) আশীষ প্রদান করিবেন, তাহাতে অটল ও অমিশ্রিত অনন্ত সুখস্থান যে স্বর্গ তাহাতে গৃহীত হইবা। ইতি।

দিনাজপুর সন ১৮৫৩ তাং ১০ সেপ্টেম্বর। কস্যচিৎ পাঠকস্য।

তৃতীয় পত্র।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়। আপনকার উপদেশক পত্রিকাতে 'সত্যতার প্রেমকারি জনস্য' এই স্বাক্ষরকারী আপনাকে লূক ১৬ অধ্যায় ৯ পদের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর বোধে আমি নিম্নে কিঞ্চিৎ লিখিলাম; তাহা আপনকার পত্রিকাতে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

"তোমরা অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ কর, তাহাতে তোমরা দীনহীন হইলে তাহারা তোমাদিগকে নিত্যস্থায়ি আশ্রয়ে গ্রহণ করিবে।"

এই পদের অর্থ এমন নয়, যে তোমরা কোন মনুষ্যকে ঠকাইয়া কিম্বা প্রবঞ্চনা কিম্বা অন্যায় করিয়া যে ধন সঞ্চয় করিয়াছ, তাহাদ্বারা মিত্র লাভ

কর, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ, যাহা আমি সত্যতার প্রেমকারি মহাশয়কে জ্ঞাত করণ হেতু উক্ত পদকে চারি ভাগে বিভাগ করিলাম।

১। প্রথম, অযথার্থ ধন। অযথার্থ এই কথা গুণবাচক এবং ইহা ধনের গুণ দেখাইতেছে। কেমন ধন? না, যে ধন অযথার্থ, অর্থাৎ যে ধন মনুষ্যকে ঠকায়, বা যে ধন নরকপথে লইয়া যায়, বা যে ধন মৃত্যু উৎপন্ন করে। ইহার প্রমাণ আমরা যদি চাহি, তবে ধর্ম্মপুস্তক অন্বেষণ করিলে অনেক প্রমাণ পাইতে পারি। কিন্তু কেবল তিনটি প্রমাণ দিব; তাহা দানিএল ৪ অধ্যায় ২৮-৩৩ পদ পর্য্যন্ত নেত্রপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে কেবল ধন নিবূখদনিৎসর রাজাকে এমন ঠকাইয়াছিল যে তাহাকে বলদের সহিত মাঠেতে চরিতে হইল, ও তৃণ ভক্ষণ করিতে হইল। আর যদি লূক ১৫ অধ্যায় ১১-২৪ পদ পর্য্যন্ত দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে কেবল ধন কনিষ্ট পুত্রকে নরকের পথে লইয়া গেল। অধিকন্তু যদি প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার ৫ অধ্যায় ১-১১ পদে দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে কেবল ধন অনানিয় ও সফীরার মৃত্যুহেতু হইল। অতএব এমন যে অযথার্থ ধন, সেই ধনদ্বারা প্রভু মিত্র লাভ করিতে বলিয়াছেন।

২। দ্বিতীয়, মিত্র লাভ কর। অর্থ এই যে অন্ধ ও খঞ্জ ও নুলা এবং উপায়হীনদিগকে অযথার্থ ধনদ্বারা উপকার কর, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহাদিগের সাহায্য কর; যেহেতুক খ্রীষ্টাশ্রিত দরিদ্রদের প্রতি যাহা করা যায়, তাহা খ্রীষ্টের প্রতি করা হয়, এবং তিনি তাহা আপনার বলিয়া স্বীকার করেন। যথা মথি ২৫ অ ৪০ পদ। অতএব যাহারা খ্রীষ্টের মিত্র হয়, তাহারা ঈশ্বরের ও দূতগণের এবং ধার্ম্মিকদিগেরও মিত্র হয়, ইহার সন্দেহ নাই। প্রভু এই মিত্রলাভের কথা কহিয়াছেন।

৩। তৃতীয়, দীনহীন হইলে। যখন তোমাকে মৃত্যু গ্রাস করিবে, ও তুমি দীনহীন হইবা, তোমার ধন ও ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তোমার কোন উপকারে আসিবে না, তুমি যেমন উলঙ্গ আসিয়াছ, তেমনি উলঙ্গ চলিয়া যাইবা; যখন তুমি সর্ব্ব বিষয়ে দীনহীন হইবা, অট্টালিকা ধন কড়ি দারা পুত্র বাগান বাড়ি লক্ষ টাকার শরীর অবধি সকলি পড়িয়া থাকিবে, এমন সময়ে সেই মিত্রগণ তোমাদিগকে নিত্যস্থায়ি আশ্রয়ে গ্রহণ করিবে।

৪। চতুর্থ, ধার্ম্মিক লোক যখন প্রাণ ত্যাগ করে, তখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকট যায়। ধর্ম্ম দূতেরা ও ধার্ম্মিকেরা তাহার বন্ধু হইয়া নিত্যস্থায়ি আশ্রয় যে স্বর্গ সে স্থানে তাহাকে স্থিতি করান; যেমন কোন রাজাকে অভিষেক করিবার নিমিত্তে ভদ্র লোকেরা সমারোহ করিয়া আনন্দ করে, তদ্রূপ দূতগণ ও ধার্ম্মিকেরা সমারোহ করিয়া তাহাকে স্বর্গে গ্রাহ্য করে। প্রকাশিত ৭ অধ্যায় ৯ পদাবধি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। এখন আইস আমরা উক্ত পদানুসারে অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ করিতে যত্নবান হই।

সিওনের যাত্রি জনস্য।

সম্পাদকের কথা। এই তিন পত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা অতি উত্তম, এবং তদ্ব্যতিরেকে আর বিস্তর লিখিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি দুই কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে কিছু ক্ষতি জন্মিবে না।

"অযথার্থ ধন," এই শব্দ সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক ধনকে বুঝায়, তাহার কারণ এই যে ধনের উপার্জ্জন ও সঞ্চয় ও বৃদ্ধি ও ব্যয়, এই সকল কর্ম্মে সর্ব্বসাধারণ লোকেরা লোভ প্রবঞ্চনা সুখাভিলাস ইত্যাদি অশেষ প্রকার পাপ করিয়া থাকে; এবং যাহারা অন্য কোন বিশেষ পাপে দোষী না হয়, তাহারাও যে আপন২ ধন ধাররূপে ঈশ্বরহইতে পাইয়াছে, ইহা মনে না করিয়া আপনাদিগকে ধনাধিকারী জ্ঞান করাতে এক প্রকার চোর হইয়া উঠে, কেননা ঈশ্বরের যাহা ধারে তাহা আপন২ অধিকার জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করে। এই সকল বিবেচনা করিলে সাংসারিক ধন যে "অযথার্থ ধন" বটে, ইহা স্পষ্ট হইবে।

সেই সাংসারিক ধনকে যাহারা পরের পারমার্থিক হিতার্থে ব্যয় করে, তাহারা যখন দুঃখেতে কিম্বা পরীক্ষাতে পড়ে, তখন তাহাদের কর্ত্তৃক উপকৃত লোকেরা তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিবে। এবং পরলোকে গেলে স্বর্গনিবাসিদের মধ্যে কোন২ লোক এমত দয়ালু ব্যক্তিকে বলিবে, তুমিও এই স্বর্গস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতে আমার পরম আহ্লাদ জন্মে, কেননা তোমারই দয়া প্রযুক্ত আমি জীবদ্দশাতে সুসমাচার শুনিতে পাইয়াছিলাম, অতএব আমার পরিত্রাণের হেতুস্বরূপ তুমি। এক বার আসিয়া দেখ, আমাকে সুসমাচার জ্ঞাত করাতে এই স্বর্গস্থানে আমি কেমন সুখের ভাগী হইয়াছি। পিতার গৃহে অনেক বাসা আছে। তোমার জন্যে নিরূপিত তোমার নিজ বাসা যাবৎ নিশ্চিত না হয়, তাবৎ আমার বাসায় আসিয়া আমার সঙ্গে থাক। কেননা তুমি জীবদ্দশাতে আমার পারমার্থিক হিতার্থে ধন ব্যয় না করিলে আমি স্বর্গের পথ কখন জানিতে পাইতাম না। এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টেও বলিবেন, আমার ভ্রাতৃগণের প্রতি তুমি যে সকল দয়া প্রকাশ করিয়া, তাহা আমারই প্রতি প্রকাশ করিয়াছ, অতএব এখন আমার সুখের ভাগী হও।

---

* এই প্রকার অন্য কোন প্রশ্ন যদি কোন পাঠক উত্থাপন করে, তবে অনেকের সুখ ও জ্ঞানলাভ জন্মিবে।

আমি কি সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটি ?

মনুষ্য পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
যোহন ৩ অধ্যায় ৫ পদ।

হে প্রিয় ভাই, পুনর্জাত হইলে কি মত হয়, তাহা যদি প্রকৃত-রূপে জ্ঞাত না হও, তবে ঈশ্বরের সহায়তাদ্বারা তোমাকে প্রথমতঃ জ্ঞাত করিব। আর পুনর্জাত না হইলেও আমার পরিত্রাণ হইতে পারে, এমত জ্ঞান পাছে কর, এই নিমিত্তে পুনর্জন্মের আবশ্যকতা পরে দেখাইব। আর পুনর্জাত না হইলে, আমি পুনর্জাত আছি, এমত প্রাণনাশক ভ্রমে পাছে পড়, এই কারণ অপুনর্জাত ব্যক্তির লক্ষণ তৎপরে দেখাইব। এবং আপদগ্রস্ত হইলেও পাছে তাহা না দেখিয়া নির্ভয় হও, তন্নিমিত্তে অপুনর্জাত লোকের দুরবস্থা জানাইব। আর পুনর্জন্মের চেষ্টা জন্মাইবার কারণ তাহার ফল তৎপরে দেখাইব। অধিকন্তু পুনর্জন্ম যে আবশ্যক বিষয় ইহা যদি জান, ও তাহা পাইবার নিমিত্তে যদি চেষ্টান্বিত হও, তবে কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহা শেষে দেখাইব।

প্রথমতঃ, পুনর্জন্ম না হইলে কিমত হয়, ও পুনর্জন্ম হইলে বা কিমত হয়, তাহা সম্প্রতি দেখাইতেছি। আপনাকে খ্রীষ্টীয়ান জানাইলেই পুনর্জন্ম হয় তাহা নয়; কারণ পৌল বলেন, তাহা বাক্য মাত্রেতে হয় না, কিন্তু পরাক্রমেতে হয়। ১ করি ৪ অধ্যায় ২০ পদ। যাহারা নাম মাত্র খ্রীষ্টীয়ান ছিল, কিন্তু বাস্তবিক নয়, এমত লোক সার্দ্দী ও লায়দিকেয়া নগরস্থ মণ্ডলীতে ছিল, এই জন্যে আমাদের প্রভু তাহাদিগকে দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র জানাইলেন।

অবগাহিত হইলে যে পুনর্জাত হয় এমত নয়। অবগাহন কি? না অন্তরস্থ ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ মাত্র, কিন্তু নিজে আন্তরিক ধর্ম্ম নয়। হনানিয় ও সফীরা এ উভয়ে অবগাহিত হইলেও পাপ করণ সময়েতেই অকস্মাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। আর মায়াবি শিমোন নামে এক জন, সেও অবগাহিত হইলে পর পিত্তের তিক্ততাতে ও পাপের বন্ধনে ছিল। যে২ দেশে অধিক লোক খ্রীষ্টীয়ান নামে খ্যাত হয়, সেই২ দেশে অনেকে খ্রীষ্টের নাম মাত্র লয়, কিন্তু খ্রীষ্টের স্বভাব সকলের হয় না।

ধর্ম্মশিক্ষাতে সুশিক্ষিত হইলেই যে পুনর্জন্ম হয় তাহা নয়। ধর্ম্ম-

শিক্ষাতে মনুষ্য সদাচারী হইতে পারে, কিন্তু মনে পরিবর্ত্তিত সর্ব্বদা হয় না। যিহোয়াদা যাজক যাবৎ বাঁচিল, তাবৎ তাহার শিষ্য যোয়াশ রাজা আপনাকে ধার্ম্মিকের মত দেখাইল, কিন্তু তাহার শিক্ষক মরিলে পর সে কি প্রকার লোক, দেবপূজাদ্বারা শীঘ্র তাহা দেখাইল।

সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মক্রিয়া করিলে ও ভজনালয়ে যাইয়া নিত্য প্রার্থনাদি করিলেই পুনর্জাত অবশ্য হয় এমত নয়। আপনার মনের অপরিবর্ত্তন কালের কথা বলিয়া পৌল ইহা বলিতে পারিলেন, যথা, আমি অদ্য পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার সরল মন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সাক্ষাতে আচার করিয়া ও ব্যবস্থিত ধর্ম্মাচরণে নির্দ্দোষ হইয়া আসিতেছি। ফিরূশিগণ প্রায় বাহ্য ধর্ম্মাচরণে এমন নিপুণ ছিল যে লোকেরা তাহাদিগকে অতিশয় ধার্ম্মিক জানিয়া এই কথা বলিত, যদি দুই জন কেবল স্বর্গেতে যায়, তবে তন্মধ্যে এক জন অবশ্য ফিরূশী হইবেন। তথাচ আমাদের প্রভু তাহাদের প্রশংসা না করিয়া তোমাদিগকে ধিক্, এমত বার ম্বার বলিতেন।

পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিতা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে যে পুনর্জন্ম হয় তাহাও নয়। যেমন ছাঁচে সীসা ঢালা যায়, তেমন আকার ধরে, তথাচ অধম ধাতু হইয়া থাকে; সেই মত মনুষ্য নানা প্রকার ধার্ম্মিক আকার ধরিলেও অন্তরে অপরিবর্ত্তিত থাকিতে পারে। হেরোদ রাজা যোহন অবগাহকের বাক্য আনন্দ পূর্ব্বক শ্রবণ করিত, ও তাহাকে সম্মান করিত, ও তাহার বাক্যানুযায়ি অনেক কর্ম্ম করিত, কিন্তু অন্তঃকরণে পুনর্জাত হইল না। আর পাপজন্য মনোদুঃখ ও ভয় অধিক হইলে পুনর্জাত হয় এমত নয়। ফিরৌন ও আহাব ও ফীলিক্স ও ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, এই সকলে পাপের ভয়ে ভীত ছিল। ঐ রূপ পাপের যন্ত্রণাতে কিছু ফল না হইয়া তাহা কেবল নরকের পূর্ব্ব আস্বাদন মাত্র হয়।

অবশেষে মনের আকর্ষক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ সময়ে ও ঈশ্বরের কোন বিশেষ অনুগ্রহের ক্রিয়ার সময়ে ভক্তি প্রেমাদি উৎপন্ন হইলেও সর্ব্বদা মন পরিবর্ত্তিত হয় না। ধর্ম্মের নিমিত্তে কখন২ অধার্ম্মিক লোকের অধিক ইচ্ছা জন্মে, ও তাহাতে সে এক

প্রকার সন্তুস্ট হইয়া থাকে; যেমন সেই লোকদের হইয়াছিল, যাহাদের বিষয়ে ঈশ্বর ইহা বলিলেন, যথা, তাহারা প্রত্যূষে আমাকে অন্বেষণ করে, ও আমার পথ জানিতে সন্তুষ্ট হয়, ও ঈশ্বরের নিকট আসিতে ইচ্ছা করে। যিশ ৫৮ অধ্যায় ২ পদ। যাহারা আনন্দ পূর্ব্বক বাক্য শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিল, তাহারা দুঃখ ও তাড়নার সময়ে বাধিত হইল।

হে প্রিয় ভাই, গুরুতর বিষয়ে যদি ভ্রান্ত হইতে না চাও, তবে পরিত্রাণের নিমিত্তে কাহার উপরে নির্ভর দিতেছ তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তুমি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ ও জলে অবগাহিত হইয়াছ ও খ্রীষ্টের ধর্ম্মেতে সুশিক্ষিত হইয়াছ ও যত্ন পূর্ব্বক সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছ ও কাহারো প্রতি অন্যায় কর না ও কাহারো কিছু না লইয়া থাক ও আর ২ ধর্ম্মক্রিয়া করিয়া থাক ও পাপের জন্যে কখন ২ মনোদুঃখিত হইয়া থাক, এই সকলেতে কি নির্ভর দিতেছ ? ধর্ম্মপুস্তকহইতে তোমাকে নিশ্চয় জানাইতেছি, এই সকল কথা ঈশ্বরের বিচারে গ্রাহ্য হইবে না। এ সকল ভাল বটে, তথাচ তোমার পুনর্জন্ম নিশ্চয় করিয়া জানায় না, অতএব তোমার পরিত্রাণের নিমিত্তক যথেস্ট হইবে না।

যাহারা ঐ ২ মত বলিতে পারে, তাহারা যদি পুনর্জাত না হয়, তবে যাহারা নির্ভয় হইয়া মনুষ্যগোচরে উৎকট পাপ করে, তাহাদের কি হইবে ? এমন লোকের মধ্যে যদি তুমি গণ্য হও, তবে তুমি ঈশ্বরের রাজ্যহইতে অত্যন্ত দূর। ভাল যাহারা, তাহারা যদি মনে অপরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তবে মহাপাপী কোথায় দাঁড়াইবে ? জ্ঞানবতী কন্যাদের সহিত যাহারা যায়, তাহাদের প্রতি যদি দ্বার না খোলা যায়, তবে অজ্ঞানদের অর্থাৎ পাপিগণের সঙ্গিগণ কি ততোধিক বিনাশ পাইবে না ? ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি কার্য্যেতে অন্যায় না করিলেও যদি তুমি ঈশ্বরের কাছে পুণ্যবানরূপে গণিত না হও, তবে মহাপাপির কি হইবে ? ওহে ভাই, শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাও; তাহা নহিলে পাপেতে অবশ্য বিনস্ট হইবা। পাপক্ষমা পাইবার ও ধর্ম্মের প্রতি মন ফিরাইবার নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তার অন্বেষণ কর; এবং যাবৎ তিনি তোমার মন সম্পূর্ণরূপে মতান্তর অর্থাৎ পুনর্জাত না করেন, তাবৎ তাঁহার চরণ ধরিয়া থাক; কারণ তুমি

অন্য মনুষ্য অর্থাৎ খ্রীষ্টেতে নূতনীকৃত না হইলে সদাকালের নিমিত্তে বিনষ্ট মনুষ্য হইবা।

পুনর্জন্ম হইলে কি মত হয়, তাহা এখন দেখাইতেছি। তাহা কায়মনোবাক্যেতেই হয়, পুরাতন স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন স্বভার গ্রহণ করা যায়।

পুনর্জন্ম হইলে মনে ধর্ম্ম আলো হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অন্ধকারস্বরূপ, সে পরে প্রভুতে আলোস্বরূপ হয়।

প্রথম; সে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানেতে জ্ঞানবান হয়, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা ও পাপের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ঘৃণা ও পাপের দণ্ড দেওনে তাঁহার অনন্ত ন্যায়বিচার ও তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও পরাক্রম ও দয়া ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রভৃতি যে সকল গৌরবময় গুণ তাঁহার বাক্যেতে প্রকাশিত আছে, তাহা মনে সুন্দররূপে বোধ হয। পুনর্জাত ব্যক্তি পূর্ব্বে অর্থাৎ অপুনর্জাত কালে যাহা শুনিল, তাহা এখন প্রকৃষ্ট রূপে দেখিতে পায়।

অপর পাপ বিষয়ক জ্ঞানেতে জ্ঞান জন্মে। এখন সে পাপকে এক প্রকার তাহার প্রকৃত বর্ণেতে দেখিতে পায, কি না তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ বিষয় জানে; পূর্ব্বের মত এখনও তাহার মধ্যে অল্প দোষ দেখে, এমন নয়। আঃ তাহার পূর্ব্বের যে প্রিয় অভিলাষ তাহা এখন কেমন বিকৃত কদর্য্য বিষয় বোধ হয়। তাহা যদি দক্ষিণ চক্ষু হয়, তবে তাহা উপড়াইতে স্বীকার করে; কিম্বা যদি দক্ষিণ হস্ত হয়, তাহা কাটাইতে স্বীকৃত হয়। পাপ কেমন যুক্তিবিরুদ্ধ ও ন্যায়বিরুদ্ধ ও ঘৃণিত বিষয়, ও ঈশ্বরের নিকটে কেমন ঘৃণিত ও ক্রোধজনক, ও আপনার প্রতি কেমন হিংসুক ও নাশক, তাহা দেখিতে পায়। তাহাতে ভয়ান্বিত হইয়া পলায়ন করে, ও আপনি যে এত ক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, এবং আপনার বক্ষঃস্থলে এমন বিশাল সর্পকে যে স্থান দিয়াছে, তন্নিমিত্তে আপনাকে অতিশয় অজ্ঞান জানে।

আর পুনর্জাত হইলে আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়। অপব্যয়ি পুত্র চেতনা পায়, ও আপনার অন্তঃকরণকে অতিশয় পাপময় দেখিয়া তাহার মহাপীড়া বুঝে। আপনার স্বভাব কেমন বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে পবিত্রময় ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার পবিত্র ব্যবস্থার প্রতি কত শত্রুতা পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া আপ-

নাকে ঘৃণা করে। পূর্ব্বে সে আপনার মধ্যে পাপ প্রায় দেখিত না, ও ঈশ্বরের কাছে প্রায় স্বীকার করিত না; কিন্তু এখন আপনাকে সর্ব্বত্রে পাপময় দেখে, ও আপনার অন্তঃকরণ যে সর্ব্বাপেক্ষা কপটময় ও অত্যন্ত দুষ্ট ও অপবিত্র ইহা বোধ করে; ও উচ্চৈঃস্বর করিয়া ডাকে, হে পরমেশ্বর, আমাকে সম্পূর্ণরূপে পাপহইতে ধোত কর, ও আমার মধ্যে পবিত্র অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর। যত ধর্ম্মক্রিয়া পূর্ব্বে করিয়াছে তাহা পাপময় জানে, ও আপনার অন্তঃকরণে ঈশ্বরনিন্দা, চৌর্য্য, বধ, পরদার দেখিতে পায়। যদ্যপি ঐ সকল বিষয় পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, ও তাহাতে কোন আপদ দেখে নাই, কিন্তু পুনর্জাত ব্যতীত এখন আপনাকে সদাকাল বিনাশের উপযুক্ত পাত্র জানে।

আরো, পুনর্জাত হইলে খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান হয়। তাঁহাকে যে ইচ্ছা করে, এমত পূর্ব্বে খ্রীস্টের মধ্যে কোন রূপ কিম্বা সৌন্দর্য্য দেখিত না; কিন্তু এখন তাঁহাতে অতিশয় গুণ ও গৌরব ও উত্তমতা দেখিতে পায়। তাঁহাতে তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর তেজ ঢাকা যায়। যেমন সূর্য্য উদয়ে তারাসমূহ আপনাদের মুখ লুকায়, অর্থাৎ তাহাদের গৌরব আচ্ছন্ন হয়। আপনার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় যোগাইতে ও আপনার অশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহার মধ্যে অনন্ত পরিপূর্ণতা দেখে, ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে ও তাঁহাকে সদাকালের নিমিত্তে আপনার পরমাধিকার করিতে নিশ্চয় করে। এখন হে প্রিয় ভাই, আপনার অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমার এই ২ মত জ্ঞান হইয়াছে কি না? যে বিষয়ের কথা এখনি কহিলাম, তদ্বিষয় তুমি কি ভাল মত্তে জ্ঞাত আছ ?

দ্বিতীয়; পুনর্জাত হইলে আপনার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হয়। এখন ধর্ম্ম করিতে ক্ষমতা হয়। পাপের প্রতি অনিচ্ছা ও ধর্ম্মের প্রতি ইচ্ছা হয়। এখন ঈশ্বরের গৌরবার্থে সকল ক্রিয়া করে; যীশুকে আপনার প্রভু করিয়া মনোনীত করে, কিন্তু যে শরণাপন্ন লোক ভয়প্রযুক্ত নরক গমনাপেক্ষা বরং খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করিতে সম্মত হয়, পুনর্জাত লোক তাহার সদৃশ নহে; সে পাপকে ঘৃণা করে, এবং তাহাহইতে উদ্ধৃত হইতে চাহে, ও ধর্ম্মের পথকে আপনার পথ করে; এবং সে ঈশ্বরের প্রমাণবাক্য গ্রহণ করে,অনিচ্ছাতে তাহাতে বদ্ধ হইবার নিমিত্তে নয়, বরঞ্চ নিত্যাধিকার রূপে তাহা তাহা প্রিয়

জ্ঞান করে। সে খ্রীষ্টের যোঁযালি বহে কেবল তাহা নয়, কিন্তু তাহা বহিতে সন্তুষ্ট হয়; এবং ঈশ্বরের ভজনাতে যেমন আনন্দিত হয় তেমন আনন্দিত আর কিছুতে হয় না। এখন হে প্রিয় বন্ধু, এই মত পুনর্জাত হইয়াছ কি না তাহা দেখ। যদি হও, তবে তোমার মহাভাগ্য; কিন্তু সাবধান, আপনার প্রতি পক্ষপাত করিও না।

তৃতীয়তঃ; পুনর্জাত হইলে মন পারমার্থিক বিষয়েতে আসক্ত হয়। অন্তঃকরণে পরিবর্ত্তিত ব্যক্তির মন ধনার্থে আকাঙ্ক্ষিত না হইয়া ধর্ম্মার্থে আকাঙ্ক্ষিত হয়, সে তাহার নিমিত্তে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণান্বিত হয়। বড় লোক হওনাপেক্ষা ধার্ম্মিক হইতে চায়। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান ও খ্যাত্যাপন্ন ও ভাগ্যবান হওন অপেক্ষা বরঞ্চ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হইতে বাসনা করে। যখন মন ঈশ্বরের প্রতি ফিরে নাই, তখন এ কথা বলিত, আঃ যদি আমার বড় নাম হইত, ও বড় ধন হইত, ও বড় সুখ হইত, ও যদি আমার ঋণ শোধ হইত, এবং আমার ও আমার লোকের সম্পূর্ণরূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত, তবে আমার কত সুখ হইত। কিন্তু এখন সেই মত না বলিয়া বরঞ্চ ইহা কহে, হায দরিদ্র ও অপমানিত হইলেও যদ্যপি আমি সত্য খ্রীষ্টীয়ান হই, তবে আমি আপনকে অতিশয় ভাগ্যবান জানিব। এই ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িতেছ যে তুমি, তোমার অন্তঃকরণের কথা কি এই বটে? যে লোক ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরায়, সে ঈশ্বরের প্রমাণবাক্যেতে প্রচুর ধনাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হয়। যাহাতে মন যৎকিঞ্চিৎ ছিল না এমন যে ঈশ্বরের শাস্ত্র, তাহাতে এখন পরম সন্তুষ্ট হয়। এখন খ্রীষ্টের চিন্তা ও তাঁহার লোকের সহিত বাস করণাপেক্ষা আর কোন আনন্দ নাই।

মৃত্যুর সমাচার।

আগষ্ট মাসের ২৩ তারিখে শ্রীযুক্ত পাদ্রি মণ্ডি সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি ১৮২০ শালে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে ঢাকাতে শ্রীযুক্ত পাদ্রি রাবিন্সন সাহেব প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি ১৮০৬ শালে এই দেশে আসিয়াছিলেন। মরণকালে তাহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঐ মাসের ১৫ তারিখে শ্রীযুক্ত পাদ্রি ওএঙ্গর সাহেবের ভার্য্যা পরলোক গমন করেন। আর ঐ মাসের ১৮ তারিখেশ্রীযুক্ত গোবিন্দ গিরি প্রাণত্যাগ করেন।

উপদেশক।

নবেম্বর ১৮৫৩ (৮৩) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

৫ অধ্যায়।

২১। "তাহাতে অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা মনে ২ এমত বিতর্ক করিতে লাগিল, এই যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে এ কে? কেবল ঈশ্বর বিনা আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে?" তাহারা পাপক্ষমার বিষয়ে চিন্তা করিল না, কেননা তাহারা সুক্রিয়াদ্বারা আপনারাই আপনাদের ত্রাণ ছিল। তাহারা বলিত, ঈশ্বর কাহার পাপ ক্ষমা করিয়াছেন, তাহা বিচারদিনে প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেহ পাপক্ষমা করিতে পারেন না, তাহা সত্য বটে। ঐ ফিরূশিরা যীশুর কথা শুনিয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত ভ্রাতার জন্যে আনন্দ করিবে, এবং যীশু অভিষিক্ত ত্রাতা, ইহা স্বীকার করিবে, লোকেরা ইহা অপেক্ষা করিতে পারিত। যদ্যপি যীশুতে তাহাদের নিকটে ঈশ্বরের প্রতি-মূর্ত্তি প্রকাশিত ছিল, তথাপি তাহারা অন্ধ হওয়াতে যীশু যে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র ইহা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। যীশুকে ঘৃণা করাতে তাহারা তাঁহাকে নিন্দা করিল। কোন ধনবান্ ব্যক্তি যদি গ্রামস্থ সকলের ঋণ পরিশোধ করে, তবে সকলে কেমন আনন্দ করে। কিন্তু যীশু পাপক্ষমা করিতেছেন, ইহা আমরা প্রচার করিলে সকল কুজগৎ এই সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে উঠে, কেনন্ম সে পাপকে ভাল বাসে, এবং যীশুতে বিশ্বাস করে না।

২২-২৩। "কিন্তু যীশু তাহাদের এই প্রকার বিবেচনা জানাতে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে ২ কেন বিতর্ক করিতেছ? তোমার পাপক্ষমা হইল, কিম্বা তুমি উঠিয়া বেড়াও, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ কথা কহা সহজ?" স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর নিন্দাকারি ফিরূশিদের বিতর্ক আপন পুত্রের প্রতি প্রকাশ করিলেন। অন্তর্য্যামি যীশু তাহাদের বিবেচনা প্রকাশ করাতে তাহাদিগকে পুনরায় প্রমাণ দিলেন যে আমি খ্রীষ্ট। ফিরূশিরা ও অধ্যাপকেরা মনে করিল, "তোমার পাপক্ষমা হইল," এই কথা কহা অতি সহজ, কেননা পাপক্ষমা চক্ষুতে দেখা যায় না; কিন্তু "উঠিয়া চল," এই কথা কহা কঠিন, কেননা মনুষ্যের গতায়াত চাক্ষুষ দেখা যায়। মনুষ্যদের

পাপক্ষমা করা এবং পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করা, এই উভয় কর্ম্ম কঠিন বটে। কোন মনুষ্য তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আপন বাক্যদ্বারা তাহা সহজে সিদ্ধ করিতে পারেন।

২৪। "কিন্তু পৃথিবীতে পাপ মার্জ্জনা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, (এই নিমিত্তে তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন,) উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া গৃহে গমন কর, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি।" অবিশ্বাসিদের নিন্দাকথা আটকাইবার জন্যে যীশু এমন স্পষ্ট সাক্ষ্য দিলেন না, যে আমি ঈশ্বর। তিনি অনেক২ বার আপনাকে মনুষ্যপুত্র করিয়া বলেন। (দা ৭, ১৩। প্র ১, ১৩, ১৪। প্রে ৭, ৫৫) মনুষ্যপুত্র হওন প্রযুক্ত আমাদের পাপক্ষমা করিতে প্রভু খ্রীষ্টের ক্ষমতা আছে। যদি ঈশ্বর মনুষ্যের বেশ ধারণ না করিতেন, তবে পাপিকে চূর্ণ করিতে তাঁহার ক্ষমতা হইত বটে, কিন্তু তিনি তাহার পাপক্ষমা করিতে পারিতেন না, কেননা তিনি পবিত্র ব্যবস্থার পবিত্র স্থাপক। যে পৃথিবীতে পাপিগণ পাপ করে, সেই পৃথিবীতে পাপিদের পাপক্ষমা আবশ্যক আছে। পরকালে আর পাপমোচন নাই। তুমি ইহকালে পাপক্ষমা না পাইলে পরকালে পাপের দণ্ড ভুগিবা। পৃথিবীতে পাপক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে ইহা যেন অবিশ্বাসি ফিরূশিরা জানিতে পারে এই হেতু তিনি পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, উঠ, গমন কর। যাহা ফিরূশিরা কঠিন কর্ম্ম জ্ঞান করিল, তাহাও যীশু তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওনার্থে তাহাদের সাক্ষাতে সিদ্ধ করিলেন। ঐ পক্ষাঘাতী যীশুর সান্ত্বনাদায়ক কথাতে বিশ্বাস করিয়া কোন সন্দেহ করিল না। কাহার ক্ষমতাতে তুমি ইহা বলিতেছ? এমন জিজ্ঞাসাও সে করিল না। আমি যেন বিশ্বাস করিতে পারি, এই জন্যে আমাকে সুস্থ কর, এমন কথাও সে বলিল না। এই হেতুক যীশু তাহার পাপক্ষমা করিলে পর তাহার পাপের দণ্ড দূর করিলেন। আমাদের পাপক্ষমা করিতে যীশুর ক্ষমতা আছে, তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রেরিতেরা এবং সমস্ত মণ্ডলী ও ত্রাণপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়। দিনে২ যীশু তোমার পাপক্ষমা করিতেছেন, এই জন্যে স্থির হইয়া তাবৎ বিষয়ে তাঁহার উপরে ভরসা রাখ। এমন কখনো মনে করিও না যে তোমার পাপক্ষমা করা অপেক্ষা রক্ষা করা প্রভুর কঠিন কর্ম্ম। (রো ৫, ১০।)

২৫। "তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ সকলের সাক্ষাতে উঠিয়া আপন শয্যা তুলিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ নিজ গৃহে চলিয়া গেল।" সে কেবল কফরনাহূমের পথে চলিতে লাগিল তাহা নয়। সে যীশুর পশ্চাদ্গামী হইয়া ত্রাণরূপ পথেও চলিতে ক্ষমতা পাইয়াছিল। শান্তি ও সান্ত্বনা পাইয়া সে কৃতজ্ঞ হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল।

২৬। "তাহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিল, এবং

ভয়যুক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, অদ্য আমরা অসম্ভব ব্যাপার দেখিলাম।” মঃ, ঈশ্বর মনুষ্যেতে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন, এই জন্যে লোকেরা তাঁহার ধন্যবাদ করিল। যদ্যপি যীশু পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করাতে প্রমাণ দিয়াছিলেন, আমি অভিষিক্ত ত্রাতা, তথাপি ফিরূশিরা ও অধ্যাপকেরা এই আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখিয়াও ঈশ্বরের ধন্যবাদ না করিয়া অবিশ্বাসী ও কঠিনান্তঃকরণ প্রযুক্ত যীশুর নিকটহইতে চলিয়া গেল।

---

২৭ ৩১। মথির প্রতি আহ্বান।

(ম ৯,৯-১৭। মা ২, ১৩-২২)

২৭। “তদনন্তর যীশু বাহিরে গিয়া (সমুদ্রতীরে গমন করিলেন, এবং লোকসমূহ তাঁহার নিকটে আইলে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। পরে যাইতে২) করগ্রহণ স্থানে উপবিষ্ট (আল্‌ফেয়ের পুত্র) লেবি নামে করগ্রাহিকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।” লেবি নামে করগ্রাহী অনেক পাপ করিয়াছিল। এই জন্যে সে পুরাতন স্বভাব ত্যাগ করিয়া পুরাতন নামও ছাড়িয়া দিয়া মথি এই নাম ধরিল। (মথের অর্থাৎ ঈশ্বরের দান।) বোধ হয় তাহার করসঞ্চয় স্থান গিনেষরৎ হ্রদের নিকট। এই স্থানে যীশুর বাক্য অনেক বার শুনিয়া সে তাঁহা কর্তৃক আহূত হইয়াছিল। যোহনের ও পিতরের ন্যায় যীশুর সহিত আলাপ করিলেও সে প্রথমে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল না। যেমন আহূত পিতর পুনরায় মৎস্য ধরিয়াছিল, তেমনি আহূত মথি করসঞ্চয় স্থানে ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পিতা আপন পুত্রের সমীপে তাহার অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে যাহা মথির লাভ ছিল, তাহা সে খ্রীষ্টের নিমিত্তে ক্ষতি জ্ঞান করিল।

২৮। “তাহাতে সে সকলি পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিল।” এক ধনী সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করিল, এ কেমন প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়া। তাঁহার কথা ক্ষমতা বিশিষ্ট।

২৯। “পরে লেবি আপন গৃহে তাঁহার নিমিত্তে বড় ভোজ প্রস্তুত করিলে তাঁহাদের সঙ্গে (অর্থাৎ তাঁহার এবং শিষ্যগণের সহিত) অনেক২ করগ্রাহী এবং অন্যান্য (পাপি) লোকেরা ভোজনে বসিল।” মথি আহ্লাদ পূর্ব্বক যীশুকে আতিথ্য করিয়া তাঁহার ও শিষ্যদের জন্যে এক বড় ভোজ প্রস্তুত করিল। অনেকে যীশুর পশ্চাৎ আসিয়াছিল। মথির মনঃপরিবর্ত্তন অনেক করগ্রাহিদিগকে জাগাইয়াছিল। মেষপালের মধ্যে কোন মেষ যদি অন্য পথে গমন করে, তবে সমুদয় পালও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। বনস্থিত বৃহৎ বৃক্ষ প্রবল বায়ু বশতঃ যদি ভূমিতে পতিত হয়, তবে তন্নিকটস্থ

বৃক্ষও ভূমিসাৎ হয়। যীশু পাপিদের মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরের মহাভোজের নিমিত্তে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

পালেস্তীনা দেশের করসঞ্চয় স্থান রোমীয় কুলীন লোকদের হস্তে ছিল। কর আদায় করণার্থে এই রোমীয় লোকেরা যিহূদীয় লোকদিগকে করগ্রাহির পদে নিযুক্ত করিত। এমন যিহূদীয় করগ্রাহী দেবপূজকদের সহিত মিলন করাতে ও অনেক ২ অন্যায় কর্ম্ম করাতে তাবৎ যিহূদীয় লোকদের নিকটে ঘৃণিত ছিল। যিহূদীয়েরা তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিত না। যে করগ্রাহী সে লুটকারী ও মহাপাপী, ইহা যিহূদীয়দের চলিত কথা ছিল।

৩০। তাহাতে অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা তাঁহার শিষ্যদের সহিত বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, করগ্রাহি ও পাপি লোকদিগের সঙ্গে তোমরা কেন ভোজন পান করিতেছ? তোমাদের গুরু কি নিমিত্তে তাহাদের সহিত ভোজন করেন? শিষ্যদের অন্তঃকরণে যীশুর বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইবার নিমিত্তে ফিরূশিরা এমন জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তাহারা উত্তম রূপে জানিল যে যীশু মহাপাপি লোকদের সহিত ভোজন করিলেও অপরাধিদের পথে দণ্ডায়মান হন না, এবং নিন্দকদের সহিত একাসনে বৈসেন না (গী ১, ১)

৩১। শিষ্যদের রক্ষা করিয়া যীশু কাল্পনিক ফিরূশিদিগকে লজ্জা দেওনার্থে তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, "সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদের প্রয়োজন আছে।" পাপরূপ রোগের কবিরাজ যীশু আছেন। (যা ১৫, ২৬) ফিরূশি লোকেরা ইস্রায়েলের গুরু হইয়াও ভাল কবিরাজ ছিল না। যাহার ছোঁয়াটিয়া রোগ আছে, তাহার নিকটহইতে কবিরাজ পলায়ন করে না। কিন্তু ফিরূশিরা "দুর্ব্বলকে বলবান্ ও অসুস্থকে সুস্থ করিল না, ও ভগ্নকে বদ্ধ করিল না, ও হারাণকে অন্বেষণ করিল না।" (যিহি ৩৪, ৪) আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করাতে তাহারা করগ্রাহিদের সহিত কোন আলাপ করিল না। যীশু এই ফিরূশিদিগকে সুস্থ করিয়া বলেন, কারণ তাহারা যে দীনহীন ও দরিদ্র ও অন্ধ ও উলঙ্গ, ইহা না জানিয়া আপনাদিগকে সুস্থ জ্ঞান করিত। এই নিমিত্তে যীশু তাহাদের ত্রাণ করণার্থে আসিয়াও তাহাদের চিকিৎসক হইতে পারিলেন না।

মথিঃ, অতএব তোমরা যাইয়া এই কথার অর্থ শিক্ষা কর, 'আমি বলিদান অপেক্ষা দয়া চাই।' (হো ৬, ৬) সুতরাং দয়াহীন ফিরূশিদের বলিদান ও সেবা ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইল না। তাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিত, কিন্তু তাঁহার নিকটহইতে অনুগ্রহ না চাহিয়া দয়ারহিত থাকিল। দয়ারূপ বলিদান প্রকৃত বলিদান।

৩২। "আমি ধার্ম্মিক লোকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।" দৃষ্টান্তকথা এবং ধর্ম্মপুস্তকের এক বাক্য বলিলে পর যীশু শেষে আপনার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিলেন। করগ্রাহিরা স্বীকার করিল, আমরা মহাপাপী, এই নি-

মিত্রে যীশু তাহাদিগকে অনুতাপরূপ ঔষধ দিলেন। কিন্তু ফিরূশিরা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া আপনাদের রোগ অস্বীকার করিল, এই জন্যে তাহাদের সুস্থ হওনের কোন ভরসা নাই।

৩৩। "পরে যোহনের শিষ্যগণেতে ও ফিরূশি লোকদিগেতে বাদানুবাদ হইলে কেহ২ যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, যোহনের এবং ফিরূশিদের শিষ্যগণ বার২ উপবাস ও প্রার্থনা করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি?" যোহন বাপ্তাইজকের তাবৎ শিষ্য যীশুর পশ্চাদ্‌গামী হইল না। যদ্যপি তিনি তাহাদিগকে যীশুর নিকটে পাঠাইলেন, তথাপি যোহন তাহাদের নিকটে নীত হইলে পর অনেকে ফিরূশিদের সহিত মিলন করিল। ফিরূশিদের ন্যায় তাহারা সৎক্রিয়াদ্বারা ত্রাণ পাইতে চাহিল।

৩৪-৩৫। "তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত সখিগণের সঙ্গে বর থাকে, তাবৎ তোমরা কি তাহাদিগকে উপবাস করাইতে পার? কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে, এমন সময় আসিবে, তৎকালে তাহারা উপবাস করিবে।" যিহূদীয়দের এই কথা ছিল, যে ত্রাণকর্ত্তার সময়ে উপবাস আর হইবে না, কেবল আনন্দের দিন হইবে। (সিখ ৮, ১৯) ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে উপবাস করা ভাল কর্ম্ম বটে। পাপের বিষয়ে খেদ পূর্ব্বক উপবাস করা উত্তম। কিন্তু যোহনের শিষ্যগণ ফিরূশিগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া উপবাসরূপ যোঁয়ালি যীশুর শিষ্যদের স্কন্ধেও রাখিতে চাহিল। যীশু যোহনের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইলেন। (যো ৩, ২৯) যেমন যোহন আপনি বরের মিত্র হইয়া তাঁহার রবে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিল, তেমনি যীশুর শিষ্যগণ বরের সখিগণ হইয়া কেবল আহ্লাদ করিতে পারিল। মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইয়াছিল। যিহোবা যীশু যিনি আপনাকে কবিরাজ করিয়া বলিলেন, তিনি বরের সহিত আপনার তুলনা করেন। (হো ২, ১৯, ২০। গী ৪৫। পরম গীত) ক্রন্দনের এক কাল ও হাস্য করণের এক কাল আছে। (উ ৩, ৪) যীশু শিষ্যদের নিকটহইতে নীত হইলে পর শিষ্যেরা উপবাস করিল। দুঃখভোগ ও মৃত্যুর দিন তাহাদের জন্যে উপস্থিত হইল। যীশুর স্বর্গারোহণ দিনাবধি তাঁহার পুনরাগমন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মণ্ডলী উপবাস করে। কিন্তু যখন তিনি পুনরাগমন করিবেন, তখন কেবল আহ্লাদ হইবে; দুঃখ ও ক্লেশ এবং উপবাস আর কখনো হইবে না। যদি তুমি যীশুকে প্রাপ্ত হইয়াছ; তবে আনন্দ কর; কিন্তু ক্লেশের দিনও নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা জ্ঞাত হও। ঈশ্বর যখন দুঃখ দেন, তখন দুঃখিত হও। কিন্তু স্বেচ্ছানুসারে দুঃখিত হইও না, পাছে যীশুকে পুনরায় হারাও। যীশু তোমার নিকটহইতে নীত হইলে তুমি উপবাস ও প্রার্থনা না করিলে তোমার দশা কেমন ভয়ঙ্কর। কান্দিতে২ তোমার বরকে ত্বরায় অন্বেষণ কর।

৩৬। যোহনের শিষ্যেরা ও ফিরূশিরা কি অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা জানিয়া যীশু তাহাদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন। "পুরাতন বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না, যেহেতুক তাহা করিলে নূতন বস্ত্রও নষ্ট হয়, এবং পুরাতন বস্ত্রেও নূতন বস্ত্রের তালী মিলে না।" মনুষ্যেরা সুক্রিয়াদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হয়, এই যে ফিরূশি লোকদের উপদেশ সে পুরাতন বস্ত্রস্বরূপ। মনুষ্যেরা বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হয়, এই যে যীশুর উপদেশ সে নূতন বস্ত্রস্বরূপ। যে জন আপন ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয়ে অহঙ্কারী হয়, সে যীশুর এক বা দুই কথা ও কর্ম্ম গ্রাহ্য করিলেও কোন আশীর্ব্বাদ পায় না। তোমার ক্রিয়া ও যীশুর অনুগ্রহ কখনো মিলন করিতে পার না। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যীশু কর্তৃক দত্ত বিবাহবস্ত্র ধারণ কর। যীশু খ্রীষ্টের রক্ত ও পুণ্য তোমার সুন্দর পরিধান। পুরাতন বস্ত্রে তালী দেওয়া নিষ্ফল, কেননা সে তালীতে মূলবস্ত্র ছিড়িয়া যায়, তাহাতে সে ছিদ্র আরও মন্দ হয়, এবং তোমার উলঙ্গতা প্রকাশ পায়।

৩৭.৩৮। "আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না, যেহেতুক তাহা করিলে নূতন দ্রাক্ষারসের তেজে পুরাতন কুপা ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারসও পড়িয়া যায়, এবং কুপা সকলও নষ্ট হয়। অতএব নূতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।" পুরাতন কুপা ফিরূশি লোকদের অন্তঃকরণ। যে করগ্রাহিরা ও পাপি সকল যীশুর শিষ্য হইয়াছিল, তাহাদের অন্তঃকরণ নূতন কুপার তুল্য। যীশুর মিষ্ট সুসমাচার নূতন দ্রাক্ষারসস্বরূপ। যে জন এই দ্রাক্ষারস পান করিয়া যীশুর শিষ্য হয়, সে ফিরূশী থাকিতে পারে না। তেজোবিশিষ্ট নূতন দ্রাক্ষারসের জন্যে নূতন কুপা আবশ্যক। নূতন দ্রাক্ষারস পুরাতন কুপাতে রাখিলে উভয়েই বিনষ্ট হয়। যেমন দ্রাক্ষারস মনুষ্যের মনের আনন্দকারী হয়, তেমনি যীশুর সুসমাচার আরও আনন্দকারী। কিন্তু যোহনের শিষ্যেরা ও ফিরূশিরা আনন্দ করিতে চাহিল না। যে জন নূতন অন্তঃকরণ বিশিষ্ট না হইয়া সুসমাচার কিঞ্চিৎমাত্র গ্রাহ্য করে, সে আপনাকে বিনষ্ট করে, এবং সুসমাচাররূপ দ্রাক্ষারস ফেলিয়া দেয়। এমন ব্যক্তির পূর্ব্বদশাহইতে শেষদশা আরও মন্দ হয়।

আমাদের মধ্যে এত নামধারি খ্রীষ্টীয়ান লোক কেন? সেই লোকেরা পুরাতন বস্ত্রেতে নূতন বস্ত্রের তালী দিয়াছে, এবং পুরাতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখিয়াছে। যেমন রাহেল আপন পিতার ঠাকুরগণকে সঙ্গে লইয়াছিল, তেমনি অনেকে নিজ সুক্রিয়ারূপ ঠাকুরদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। যদি সাংসারিক লোক মন না ফিরাইয়া সুসমাচার এক প্রকার গ্রাহ্য করে, তবে তাহারা আরও দুষ্ট হয়, কেননা তাহারা কণ্টকের মধ্যে বীজ বপন করে।

৩৯। দয়ালু যীশু যোহনের চমৎকৃত শিষ্যদের প্রতি এই কথাও বলিলেন, "অপর পুরাতন দ্রাক্ষারস পান করিয়া কেহ শীঘ্র নূতনের বাঞ্ছা করে না, কেননা সে বলে, নূতন অপেক্ষা পুরাতন ভাল।" যোহনের শিষ্যেরা সুসমাচার অপেক্ষা ব্যবস্থার ক্রিয়া মিষ্ট জ্ঞান করিত, এই জন্যে তাহারা যোহনহইতে যীশুর নিকটে যাইতে শীঘ্র নিশ্চয় করিতে পারিল না। পুরাতন দ্রাক্ষারস অত্যুত্তম না হইলেও অত্যুত্তম নূতন দ্রাক্ষারস অপেক্ষা লোকদের মিষ্ট লাগে। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা যে ২ আজ্ঞা দেয়, সেই আজ্ঞা অতি ভারী। কিন্তু নূতন নিয়মের এই আজ্ঞা আরো ভারী যে পুরাতন আদমকে ও তাহার ক্রিয়া সকল যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ কর। সৎক্রিয়া ও উপবাস ও প্রার্থনা এই সকল পুরাতন আদম কিঞ্চিৎ ভোগ করিতে পারে; কিন্তু কেবল যীশুর অনুগ্রহদ্বারা আমরা বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাই, এই কথা তাহার ঘৃণাস্পদ। যত খ্রীষ্টীয়ান লোক গালাতীয় মণ্ডলীস্থ লোকদের ন্যায় ব্যবস্থার ক্রিয়া সাধন করিতে পুনরায় চেষ্টা করে, তাহাদের কথা এই যে নূতন দ্রাক্ষারসাপেক্ষা পুরাতন ভাল। অর্থ ও মূল্য ব্যতিরেকে দ্রাক্ষারস ক্রয় কর, যিহোবার এই বাণী তুমি কি শুনিয়াছ? (যিশ ৫৫, ১) যদি তুমি নম্র অন্তঃকরণরূপ নূতন কুপাতে সুসমাচার রূপ দ্রাক্ষারস গ্রহণ করিয়াছ, তথাপি লোকদের পানার্থে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবেষণ করিও না। এবং তাহা যদি লোকদের মিষ্ট না লাগে, তবে বিলাপ করিও না। আনন্দ কর, উপবাসরূপ যোঁয়ালি তোমার উপরে কেহ রাখিতে পারে না। কিন্তু আমার সঙ্গে আমার ন্যায় আনন্দ কর, এমত সাক্ষ্য অতি শীঘ্র দিও না। তোমার অন্তঃকরণ যখন সুসমাচারদ্বারা পাপহইতে পরিষ্কৃত হইবে, তখন তাহাহইতে অমৃত জলের নদী নির্গত হইবে। এমন সময়ে উঠিয়া যীশুর নামেতে সাক্ষ্য দিয়া সুসমাচাররূপ দ্রাক্ষারস পানার্থে লোকদিগকে পরিবেষণ কর।

---

৬ অধ্যায়।

১-৫। বিশ্রামবারের বিষয়ে ফিরূশিদিগকে নিরুত্তর করণ।

(ম ১২, ১-৮। মা ২, ২৩-২৮)

১। "অপর পর্ব্বের দ্বিতীয় দিনের পর প্রথম বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করেন, এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা শস্যের শীষ ছিঁড়িয়া২ হস্তে পিষিয়া খাইতে লাগিল।" যীশুর শিষ্যেরা ক্ষুধিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আশ্চর্য্যরূপে রুটী দিলেন না। (নিস্তার পর্ব্বের সময়ে পিলেষ্টিয়া দেশে ফসলের আরম্ভ হয়)।

২। "তাহাতে কএক জন ফিরূশি তাহাদিগকে বলিল, বিশ্রামবারে যাহা

কর্ত্তব্য নয় তাহা কেন করিতেছ?" মথি ও মার্কের কথানুসারে তাহারা যীশুকে বলিল, দেখ, বিশ্রামবারে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহাই তোমার শিষ্যগণ করিতেছে। তুমি এমন পবিত্র লোক, তুমি কি বিশ্রামদিনকে অমান্য করিতে তোমার শিষ্যদিগকে বারণ কর না? বিশ্রামদিন হইলেও ঐ ফিরূশিদের অন্তরে বিশ্রাম ছিল না, কারণ তাহারা পথে গমন সময়ে অন্তঃকরণে মন্দ বিতর্ক করিল। বোধ হয় তাহারা যীশুর পশ্চাৎ চলিয়া গণিল, যীশু বিশ্রামবারের পথ অপেক্ষা অধিক গমন করেন কি না। প্রান্তরের মধ্যে ইস্রায়েলীয় লোকদের যে পথ প্রত্যেক জনের তাম্বুহইতে পবিত্র তাম্বু পর্য্যন্ত ছিল, সে পথ অনুসারে যিহূদীয় রাব্বিগণ এই বিধি করিয়াছিল, যে বিশ্রামদিনে কোন যিহূদীয় অর্দ্ধ ক্রোশ অপেক্ষা অধিক গমন করিবে না। (প্রে ১,১২) ব্যবস্থাতে এই লেখা আছে, "তোমরা প্রতিবাসির শস্যক্ষেত্রে গেলে আপন হস্তে শীষ ছিঁড়িতে পারিবা, কিন্তু কাস্ত্যাদ্বারা তাহা ছেদন করিবা না।" (দ্বি ২২, ২৫) তথাপি ফিরূশিদের এই বিধি ছিল, যে জন হস্তে শীষ ছিঁড়ে সে ফসল কাটিবে, অতএব তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে হয়। ব্যবস্থার সার কি, তাহা না বুঝিয়া ঐ অহঙ্কারি ফিরূশিরা যীশুকে এই উপদেশ দিতে চাহিল যে বিশ্রামদিনকে পবিত্ররূপে মানিয়া চতুর্থ আজ্ঞা পালন কর।

৩-৪। "যীশু উত্তর করিলেন, দায়ূদ ও তাহার সঙ্গিরা ক্ষুধার্ত্ত হইলে সে কি করিয়াছিল, তাহা কি তোমরা (ইস্রায়েলের গুরু হইয়াও) কখনও পাঠ কর নাই? সে ঈশ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনীয় রুটী কেবল যাজকবর্গ বিনা আর কাহারও ভোজন করিতে নাই, তাহা লইয়া আপনি খাইয়াছিল এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিল"। (১ শি ২১,১-৬) দায়ূদ শৌল রাজাহইতে পলায়ন করিয়া নোবে নামক স্থানে পবিত্র তাম্বুতে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ও তাহার সঙ্গিরা ক্ষুধিত হইলে সে অহীমেলক মহাযাজকহইতে রুটী চাহিল। সামান্য রুটীর অভাব প্রযুক্ত অবিয়াথরের পিতা অহীমেলক পবিত্র দর্শনীয় রুটী দায়ূদকে দিল। যদ্যপি ব্যবস্থানুসারে কেবল যাজকেরা ঐ রুটী ভোজন করিতে পারিল, (লে ২৪, ৯) তথাপি কেহ দায়ূদের ও মহাযাজকের নিন্দা করে নাই। যদি দায়ূদ ও অহীমেলক পাপ করিত, তবে ঈশ্বর তাহাদিগকে পাপের প্রতিফল অবশ্যই দিতেন। যীশু রাজা ও মহাযাজক বটেন, এবং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহা কর্ত্তৃক পবিত্রীকৃত হওয়াতে তাঁহার যাজক ছিল। যীশুর জন্যে তাহারা সকল পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা ক্ষুধা প্রযুক্ত কএক শীষ ছিঁড়িয়া কি পাপ করিল? তাহা নয়। প্রেমজনক যে বিশ্বাস সেই সার, ইহা ফিরূশিরা জাত নহে। বিশ্রামবারের বিষয়ে তাহারা সাত বার প্রভুর সহিত বাদানুবাদ করিল। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্রামদিন মনুষ্যদের দাস, কিন্তু ফিরূশিরা বিশ্রামদিনের দাস হইয়া ঈশ্বরের হিতদায়ক দান যাতনাদায়ি ভারস্বরূপ করিয়াছিল।

যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যাশা থাকা প্রযুক্ত সাধারণ যিহূদীয়েরা, বিশেষতঃ অহঙ্কারি ও দাম্ভিক ফিরূশিরা, ঐ দীন ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে, অর্থাৎ অল্প দিন পরে যোহন যাঁহাকে জগতের পাপমোচনকারি ঈশ্বরের মেষশাবক বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তাহাকে অভিষিক্ত ত্রাতারূপে স্বীকার করিতে পারিল না। যিহূদি লোকদের মন গাঢ় কুজ্ঝটিকাদ্বারা আচ্ছন্ন থাকাতে, প্রভু যীশু তাহাদের সাংসারিক বিবেচনাতীত অকথ্য গৌরবযুক্ত যে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে আইলেন, ইহা অবধারণ করিতে পারিল না, ফলতঃ তিনি মনুষ্যদিগকে বিষম দুর্দশাহইতে মুক্ত করিতে, এবং অজ্ঞানতা ও অধার্ম্মিকতারূপ পর্ব্বতে ও অরণ্যে দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকারি মেষদিগকে ঈশ্বরের আলয়ে লইয়া যাইতে, এবং অমরতা পরিপূর্ণ প্রত্যাশা আনিতে, ও জগতে যে পর্য্যন্ত অবিদিত শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ হেতু দেখাইয়া মনুষ্যগণকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও অনুরক্ত করিতে আসিয়াছিলেন, ইহা যিহূদীয়েরা বুঝিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ হইয়াছিল। যেহেতুক তাহারা অভিষিক্ত ত্রাতাকে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের দৃশ্যমান গৌরবে ভূষিত মহারাজ ও বীর পুরুষরূপে দেখিতে অধিক লালসা করিয়াছিল। দেখ, যদিও তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে তাঁহার ন্যায় কেহ কখন উপদেশ দেয় নাই, ও তাঁহার ন্যায় কেহ কখন অদ্ভুত কার্য্য করে নাই; আর যদ্যপি তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবন ও সর্ব্ব প্রকার ব্যাধির শান্তি ও অন্ধকে দর্শন ও বধিরকে শ্রবণ শক্তি দান করিলেন, এবং দশ জনের উপযুক্ত খাদ্য রুটীদ্বারা সপ্ত সহস্র লোককে ভোজন করাইলেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। এতদ্ভিন্ন আমি ঈশ্বরহইতে আগত ব্যক্তি, তাঁহার এই কথা তাহাদের জাত্যভিমান বর্দ্ধক বদ্ধমূল বোধের বিপরীত; এবং মূসার ব্যবস্থানুসারে ক্রিয়া কাণ্ড করণের শেষকাল উপস্থিত হইল, তাঁহার এই বাক্য তাহাদের মনে ঘৃণার্হ; এবং তাহাদের তাৎকালিক মন্দাচরণ বিষয়ে তাঁহার ভর্ৎসনা সম্বলিত উপদেশ তাহাদের পক্ষে অতি অসহ্য হওয়াতে তিনি তাহাদের কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলেন, ইহা কেবল নয়;

পরন্তু তাহাদের শিক্ষকগণ ও অধ্যক্ষবর্গ তাঁহাকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইল। অবশেষে তাহারা তাঁহার উপদেশাদি কার্য্যারম্ভের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৩ সালের নিস্তারপর্ব্ব সময়ে তাঁহাকে কোড়া প্রহার ও মস্তকে কণ্টকমুকুট পরিধান করাইয়া রোমীয়দের রীত্যনুসারে ক্রুশে প্রেক দিয়া বদ্ধ করিয়া বধ করিল। এই রক্তপাতের কার্য্যেতে যিহূদিদের পাপ সম্পূর্ণ হইল। তৎকালে মন্দিরের বিচ্ছেদবস্ত্র চিরিয়া দ্বিখণ্ড হওয়াতে মূসার ব্যবস্থার শেষ হওনের লক্ষণ, এবং যে অভিপ্রায়ে ইব্রাহীমের সন্তানদিগকে এক জাতি করিয়া রাখা গিয়াছিল, তাহাও পূর্ণ হইল। আর যখন মৃতকল্প ত্রাণকর্ত্তা কহিলেন, যে এক্ষণে সকল সিদ্ধ হইল, তখন দেশব্যাপক অন্ধকারে ইস্রায়েলের দীপ্তি নির্ব্বাণ হইল। কিন্তু কবর তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিলেন, এবং শিষ্যগণকে দর্শন দিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন ও ভোজন পান করত পৃথিবীতে চত্বারিংশৎ দিন থাকিয়া নিজ বাসস্থান স্বর্গে অনেকের দৃশ্যমান হইয়া আরোহণ করিলেন। এতদ্ঘটনার অল্প দিন পরে পেণ্টিকস্ত অর্থাৎ পঞ্চাশত্তমী নামক পর্ব্ব দিবসে তিনি নিজ মনোনীত শিষ্যগণের প্রতি পবিত্র আত্মার প্রভা প্রেরণ করিলেন। সমুদায় জগতে তাঁহার উপদেশ জ্ঞাত করণ বিষয়ে তাহাদিগকে যোগ্য করণার্থে তাহা অতি প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিতে পীলাতের ক্ষমতা ছিল, এই হেতু খ্রীষ্টের বধ বিষয়ে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। যীশুকে দোষী করণাভিপ্রায়ে যিহূদীয়েরা তাঁহার প্রতি রাজবিদ্রোহের অভিযোগ করিল। তাহাদের যদি ক্ষমতা থাকিত, তবে তাহারা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিত। সে যাহা হউক, তাঁহার প্রতি আরোপিত দোষের কোন প্রমাণ ছিল না, ইহা পীলাত বিলক্ষণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দোষী করণার্থে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। অন্য পক্ষে তিনি সেই সময়ে যিহূদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে অতি ব্যগ্র ছিলেন, এবং এই ব্যাপারের বিবরণ শুনিয়া পাছে উগ্র সন্দিগ্ধমনা তিবিরিয় তাঁহার প্রতি বিগুণ হন, এই ভয় তাঁহার জন্মিয়াছিল, এই হেতু তিনি তাহাদের ইচ্ছামত করিতে

সম্মত হইলেন। কিন্তু এই রূপ আচরণ করণে তিনি নির্দ্দোষ ব্যক্তির রক্তপাতের অভিশাপহইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের মস্তকে তাহা অর্পণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন। কেননা তাহারা আনন্দিত মনে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিল, উহার রক্তপাতের দোষ আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের প্রতি বর্ত্তুক। হাঁ, তাহাদের সেই বাক্য অতি ভয়ঙ্কররূপে সফল হইয়াছিল। আপন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে খ্রীষ্ট স্বয়ং এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, এই বর্ত্তমান বংশ গত না হইতে২ তাহাদের ঘোর দুর্দশা ও অনেকের বিনাশ এবং নগর ও মন্দিরের ধ্বংস হইবে।

যে বৎসরে খ্রীষ্ট ক্রুশে হত হইলেন, সেই বৎসরে প্রদেশাধিকারি ফিলিপের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার একটিও পুত্র না থাকাতে তাঁহার রাজ্য সুরিয়া দেশস্থ রোমীয় অধিকারে ভুক্ত হয়। অন্য প্রদেশাধিকারী যে হেরোদ আণ্টিপা, তিনি যোহন অবগাহককে কারাবদ্ধ করাইয়াছিলেন, যেহেতুক রাজা যে দোষে দোষী ছিলেন, অবগাহক তাঁহার সেই অসঙ্গত দোষের নিমিত্তে তাঁহাকে প্রকাশরূপে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ আণ্টিপা স্বীয় বিবাহিত ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আপন ভ্রাতা ফিলিপের বিদ্যমানে তাঁহার স্ত্রী হেরোদিয়াকে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। যোহনকে বধ করিতে হেরোদ আণ্টিপার ইচ্ছা বা মনস্থ না থাকিলেও তিনি হেরোদিয়ার কন্যার নৃত্য সময়ে যে অসঙ্গত দিব্য করিয়াছিলেন তৎপালনার্থে তাঁহাকে বধ করিতে বাধ্য হইলেন। যে সময়ে খ্রীষ্ট পীলাতের সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে হেরোদ আণ্টিপা কোন কার্য্য বশতঃ যিরূশালম নগরে উপস্থিত ছিলেন। দোষি ব্যক্তি গালীল প্রদেশীয় লোক, শাসনকর্ত্তা ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে ঐ প্রদেশাধিকারির সমীপে প্রেরণ করিলেন। হেরোদ আণ্টিপা খ্রীষ্টের নানা উপদেশ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়ার অনেক কথা পূর্ব্বে শ্রুত থাকাতে তাঁহাকে দেখিতে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহার জিজ্ঞাসানুসারে উত্তরাদি দিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ না করাতে রাজা তাঁহাকে অপমানপূর্ব্বক পুনরায় পীলাতের নিকটে পাঠাইলেন। খ্রীষ্টকে পরস্পরের নিকটে প্রেরণ করণরূপ শিষ্টাচারদ্বারা রাজা ও শাসনকর্ত্তার মধ্যে পুরাতন বিবাদের ভঞ্জন হইয়া গেল।

অনন্তর পীলাত আর কএক বৎসর পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করত প্রজা-পীড়ন ও ধনাপহরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একটি কথা এস্থলে লিখি। তিনি যিরূশালম নগরে এক পয়নালা প্রস্তুত করণের মানস প্রকাশ করিয়া তদ্‌ব্যয়ার্থ মন্দিরের ধনাগার শোষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি শোমিরোণীয়দের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করত বহুসংখ্যক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে খড়্গাঘাতে বধ করাতে তত্রত্য লোকেরা সুরিয়া দেশের শাসন-কর্ত্তা বিতেল্লিয়ের নিকটে তাঁহার নামে অভিযোগ করিল। তাহাতে সুরিয়াধ্যক্ষ পীলাতকে আপন কুব্যবহারের উত্তর দিতে রোম নগরে মহারাজের সমীপে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার তথায় উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে তিবিরিয় মহারাজের পরলোক-প্রাপ্তি হয়, তাহাতে তাঁহার উত্তরাধিকারী কালিগুলা পীলাতকে দোষী করিয়া গল দেশের বিয়েন্না নগরে দূর করিয়া দিলেন। তিনি তথায় বড় দুঃখ পাইয়া শেষে স্বহস্তের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

বিতেল্লিয় যদ্যপি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক বার যিহূদা প্রদেশে গিয়াছিলেন, তথাপি পীলাতকে রোম নগরে প্রেরণ করণান্তর যিহূদীয়দের ক্রোধ শান্ত করণার্থে পুনরায় যিরূশালমে স্বয়ং যাত্রা করিলেন। তিনি হেরোদকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া সৌজন্য ও সুবিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্ব কার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি মহা-যাজককে পদচ্যুত করিয়া নূতন মহারাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে লোকদিগকে শপথ করাইয়া অল্পকালের নিমিত্তে মার্সেল্লকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যে কালিগুলা মার্সেল্লকে পদচ্যুত করিয়া মারল্লকে তৎপদাভিষিক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন।

মহাহেরোদ রাজা আস্‌মনীয় বংশোদ্ভবা মরিয়ম্নীর গর্ব্ভজাত আপনার যে পুত্রদ্বয়কে আপনি বধ করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এক্ষণে পাঠকবর্গকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইতে হয়। তাঁহাদের একের নাম আরিষ্টবূল; তাঁহার হেরোদ আগ্রিপ্পা নামে এক পুত্র থাকেন। সেই কুমার রোম নগরে প্রেরিত হইলে তথায় রাজ-পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হন। তিবিরিয়ের জীবৎকালে তিনি কালিগুলার অনুগত হইয়া তাঁহার ঘনিষ্ট বন্ধ ও সখা হইয়া-

ছিলেন। আমার সখা অল্প কালের মধ্যে মহারাজ হইবেন, আগ্রিপ্পার এই মনোভিলাষের কথা অসাবধানতা প্রযুক্ত তিবিরিয়ের কর্ণগোচর হইবাতে মহারাজ তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাকূপে নিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কালিগুলা যখন সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তিনি প্রথমতঃ আগ্রিপ্পাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার বন্ধুতাপ্রযুক্ত তিনি যে পরিমাণের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই পরিমাণের এক স্বর্ণ শৃঙ্খল অর্থাৎ হার তাঁহাকে দান করিলেন। ইহা কেবল নয়, তিনি তাঁহাকে তাঁহার মৃত পিতৃব্যের অধিকার দান ও অবিলীনীর রাজা করিলেন। ভ্রাতৃপুত্রের এই অনপেক্ষিত উন্নতির কথা শুনিয়া হেরোদ আণ্টিপা অতিশয় বিরস ও রাজপদপ্রাপণে অত্যন্ত লোলুপ হইয়া তৎপ্রাপণের চেষ্টা করণার্থে রোম নগরে গেলেন। পরন্তু তিনি প্রাপ্তির চেষ্টায় সর্ব্বস্ব হারাইলেন। কেননা মহারাজ তাঁহাকে দোষী করিয়া পীলাতের সঙ্গিরূপে গল দেশের বিয়েন্না নগরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অধিকার সুভাগ্যবান আগ্রিপ্পাকে দত্ত হইল। এবং কএক বৎসর পরে যিহূদা ও শোমিরোণ প্রদেশ তাঁহার রাজ্যান্তর্গত হইল। এই রূপে মহাহেরোদ রাজার রাজ্যচয় পুনরায় তাঁহার পৌত্রের অধিকৃত হইল।

আগ্রিপ্পার রাজ্য শাসনের রীতিতে যিহূদি লোকদের প্রীতি জন্মিল। কেননা তিনি তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যগ্রচিত্ত ছিলেন, এবং রোম রাজধানীতে তাঁহার সম্ভ্রম থাকাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল করিতে সমর্থও ছিলেন। তৎকালে কালিগুলা রাজ্যোন্মত্ত হইয়া দেবতারূপে পূজিত হইতে অত্যন্ত লালসা করিলে যিহূদীয়েরা আপনাদের মন্দিরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আনয়নের নিবারণার্থে অতিশয় চেষ্টা পাইয়াছিল। তাহাতে মহারাজ তাহাদের প্রতি মহা কোপান্বিত হন, কিন্তু অবশেষে আগ্রিপ্পার নিবেদনে যিহূদীয় দূতের আপত্তি বাক্য সফল হওয়াতে মন্দিরে উক্ত ঘৃণার্হ প্রতিমা প্রেরণ নিবারিত হইল। তাহার কিছু দিন পরে কালিগুলা লোকান্তরগত হইলেন।

ক্লৌদিয়কে তাঁহার উত্তরাধিকারী করণার্থে আগ্রিপ্পা যে সাহায্য করিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত ঐ মহারাজ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যিহূদা প্রদেশকেও তাঁহার রাজ্যান্তর্গত করিয়া

দিলেন। স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে আগ্রিপ্পার স্বাভাবিক ক্রূরতাপ্রযুক্ত যত না হউক, তত যিহূদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনায় তিনি খ্রীষ্টীয় লোকদিগকে তাড়না করিয়াছিলেন। তিনি যোহনের ভ্রাতা যাকূবকে বধ করিলেন, এবং পিতর এক দূতের প্রত্যাদেশদ্বারা তাঁহার হস্তহইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আগ্রিপ্পা আপনার বর্দ্ধমান ক্ষমতা ও মহত্ত্ব দেখিয়া অহঙ্কারে অতিশয় স্ফীত হইয়া যখন কোন উৎসব সময়ে নাট্যশালার মধ্যে দেব বুদ্ধিতে লোকদের প্রণাম গ্রহণ করেন, তৎক্ষণাৎ এক দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ও ঘৃণার্হ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরে প্রাণ ত্যাগ কারলেন, তাহাতে তিনি যে মর্ত্ত্য মনুষ্যমাত্র, ইহা তিনি ও তৎপূজক লোকেরা বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন।

তাঁহার পুত্র আগ্রিপ্পা তৎকালে কেবল সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক হওন প্রযুক্ত পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হওনের অযোগ্য বোধ হন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তাঁহার এক পিতৃব্য অর্থাৎ কাল্‌সিস্ দেশের রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহারাজ তাঁহার রাজ্য ও যিরূশালমস্থ মন্দিরের শাসনকর্ত্তৃত্ব এবং মহাযাজককে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করণের ক্ষমতা তাঁহাকে সমর্পণকরিলেন। তৎপরে কাল্‌সিস্ রাজ্যের পরিবর্ত্তে অধিক লাভজনক অন্য রাজ্য দিলেন, তদন্তর্গত বাটানিয়া ও গৌলোনিতিয়া ও ত্রাখোনিতিয়া ও অবিলীনী প্রদেশ ছিল। কিন্তু হেরোদ আগ্রিপ্পার মৃত্যু অবধি 'যিহূদাদেশ পুনরায় রোমীয় প্রদেশরূপে গণিত হইয়া উঠিল, এবং সেই অবস্থায় বহুকাল থাকে।

আমি কি সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটি ?

পুনর্জাত ব্যক্তির চিন্তাও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়েতে হয়। পূর্ব্বে, অর্থাৎ অপরিজাত কালে সংসার বিষয়ক চিন্তা ছিল, ধর্ম্মের নিমিত্তে কোন চিন্তা ছিল না; কিন্তু এখন পরিত্রাণের নিমিত্তে কি করিব ? এই কথা বলিয়া সর্ব্বদা চেঁচাইয়া উঠে। তাহার ভয় ঐহিক বিষয়ে না হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে আছে। পূর্ব্বে সাংসারিক ধন ও সাংসারিক মান হারাণ অপেক্ষা কোন ভয় ছিল না; কিন্তু এখন পাপ করিয়া ঈশ্বরের অপমান করণ বিষয়ে অতিশয় ভীত হয়, পাছে

পাপেতে পড়ে। এ জন্যে সে সাবধান হইয়া চলে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হারাইলে আমার কি হইবে? এই মত ভাবে। খ্রীষ্টহইতে বিভিন্ন হওনাপেক্ষা বরঞ্চ মরণ ইচ্ছা করে। হে প্রিয় বন্ধু, তোমার মন কি এই মত বটে?

ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইলে পরে সে শরীরকেও পবিত্র রাখে। শরীরের যে ২ অঙ্গ পাপের অস্ত্রস্বরূপ ছিল, তাহা ধর্ম্মের অস্ত্র-স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অশুচি ক্রিয়া ইত্যাদি করাতে আপনার শরীরের অপমান করিত, সে তাহা পবিত্রতা ও সম্মান ইত্যাদি-দ্বারা রক্ষা করে। পুনর্জাত হইলে মনুষ্যের সমুদায় আচার ভাল হয়। সে নূতন অর্থাৎ স্বর্গপথ ধরে। যখন ঈশ্বর তাহাকে নূতন মন দেন, ও তাহাতে আপন ব্যবস্থা লিখেন, তখন সে অবিলম্বে তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা পালন করে। তাহার মধ্যে পাপ যদ্যপি থাকে, তথাপি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করে না। ঈশ্বরের তাবৎ আজ্ঞার প্রতি ভক্তি প্রেম আছে। আর যাহাকে ক্ষুদ্র পাপ কেহ ২ বলে, তাহাও ত্যাগ করে; ও যাহাকে লঘু সর্ম্মক্রিয়া বলে, তাহাও করে। অতএব, হে প্রিয় বন্ধু, আপনার অন্তঃকরণ ও আচার বিচার করিয়া দেখ। আমি তোমারি পুনর্জন্ম বর্ণন করিয়াছি কি না? পরিজাত্তু না হইলে কোন মতে স্বর্গে গমন করিতে পাইবা না, এ অতি নিশ্চয়। তথাচ অপরিজাত অবস্থাতে থাকিবার বিষয় কি জানি অবহেলা করিতেছ। অতএব পুনর্জাত না হইলে নয়, ইহা তোমাকে এখন দেখাইতেছি।

পুনর্জাত না হইলে তোমার সৃষ্টি নিরর্থক; কারণ যদর্থে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিলেন, তাহা হইল না। তিনি তোমার শরীর ও আত্মা উভয় কেবল আপনার সেবার নিমিত্তে করিয়াছেন, কিন্তু পুনর্জন্ম ব্যতিরেকে তোমার বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক, বরঞ্চ তাহা মন্দের নিমিত্তে হয়। পাপে পতিত হইয়া তুমি এমন বিকৃত হইয়াছ, যে মৃত্যুযোগ্য ক্রিয়াহইতে পবিত্রীকৃত না হইলে জীবৎ ঈশ্বরের সেবা করিতে পার না। পাপ পরিষ্কৃত না হইলে ঈশ্বরের কর্ম্ম করা মনুষ্যের অসাধ্য; কেননা তাহার উপযুক্ত বুদ্ধি নাই, বল নাই, মন নাই। অপরিবর্ত্তিত অন্তঃকরণ কুৎসিত অপবিত্র পক্ষিগণের পিঞ্জরস্বরূপ, কিম্বা মনুষ্যের পচা শরীরেতে পরিপূর্ণ কবরস্বরূপ। তোমার শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধর্ম্মের অস্ত্রস্বরূপ হইয়া

শয়তানের দাসগণ হয়। তুমি ঈশ্বরকে অপমান করিতেছ, ও তাঁহার সহিত নিত্য যুদ্ধ করিতেছ। হায় ২ ঈশ্বরের সৃষ্টি কেমন বিগড়িয়া গিয়াছে।

আর পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরারাধনাদি তোমার তাবৎ ধর্ম্মক্রিয়া নিতান্ত নিরর্থক; কারণ ধর্ম্মের যে দুই প্রধান কর্ম্ম, অর্থাৎ ঈশ্বরের তুষ্টি করা, ও আপনার পরিত্রাণ চেষ্টা করা, তাহা হয় না। পাপ না ছাড়িলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের প্রত্যাশা নিরর্থক। এই উভয় বিষয়ের প্রত্যাশা করণাপেক্ষা বরঞ্চ সকল অস্থি স্থানচ্যুত হইলে আপনার শরীরে সুখভোগ পাইতে পারা যায়। যদি বল, আমি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করি, ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, অতএব আমার পরিত্রাণের সন্দেহ কি? কিন্তু পুনর্জাত না হইলে স্বর্গের যে ভরসা করা, তাহাকে খ্রীষ্ট মিথ্যা ভরসা বলেন, যোহন ৩ অধ্যায় ৩ পদ। আমি ঈশ্বরের বাক্যানুসারে প্রত্যাশা করি, ইহা দায়ূদ বলিতেন; কিন্তু তুমি ঈশ্বরের বাক্যবিরুদ্ধ ভরসা কর। পাপ পরিত্যাগ না করিলে কেহ যে পরিত্রাণ পাইতে পারে, এমন যদি কোন স্থানে লিখিত আছে, তবে তাহা বল। নতুবা এমত পরিত্রাণের ভরসা ঈশ্বরের নিকটে অতিশয় ঘৃণিত জানিবা।

যদি বল, আমাকে নিরাশ হইতে হইবে, উত্তর, হাঁ, পুনর্জাত না হইলে যে পরিত্রাণ পাইবা, এতদ্বিষয়ে অবশ্য নিরাশ হইতে হইবে। পবিত্রতা বিনা যে সুখ হইতে পারে, এমত প্রত্যাশা করিতে হয় না। কিন্তু যদি পরামনন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাও, তবে দয়া পাইবার বিষয়ে নিরাশ হইতে হইবে না। আর পরামনন পাইবার বিষয়ে প্রত্যাশাহীন হইও না, বরং তন্নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরের প্রতি মন না ফিরাইলে মনুষ্যের ত্রাণের নিমিত্তে খ্রীষ্ট যত শ্রম করিয়াছেন, তাহা তোমার প্রতি নিরর্থক হইবে, অর্থাৎ তাহাতে তোমার পরিত্রাণ হইবে না। যোহন ১৩ অধ্যায় ৮ পদ। তীত ২ অধ্যায় ১৪ পদ। মনুষ্যদের পরিত্রাণ বিষয়ে ঈশ্বরের নিরূপণ এই যে মনুষ্য পবিত্র হইয়া পরিত্রাণ পায়। কিন্তু তুমি তাহার উল্টা করিতে চাও। খ্রীষ্ট আপনার পিতার অভিমত বিনা কোন মনুষ্যকে উদ্ধার করিবেন না। আর মনুষ্য যে পবিত্র হয়, ইহা ঈশ্বরের অভিমত। ১ থিষলনী ৪ অধ্যায় ৩ পদ।

পাপহইতে পরিষ্কৃত হওন বিনা যে মনুষ্যের পরিত্রাণ হওয়া, তাহা পরমেশ্বরের তাবৎ ধর্ম্মগুণের বিরুদ্ধ। প্রথম, তাঁহার ন্যায় গুণের, ফলতঃ সকল লোককে তাহাদের ক্রিয়ানুযায়ি ফলাফল ভোগ করাওণেতে ঈশ্বরের ন্যায় নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যদি মনুষ্য শরীরের উদ্দেশে বুনিলে অনন্ত পরমায়ুরূপ শস্য কাটে, তবে ঈশ্বরের বিচারের গৌরব কোথায় থাকে? তাহা হইলে ধার্ম্মিকের পুরস্কার অধার্ম্মিককে দেওয়া যায়। দ্বিতীয়, তাঁহার পবিত্রতাগুণের বিরুদ্ধ হয়। যদি ঈশ্বর পাপি লোককে তাহাদের পাপে থাকন সময়ে উদ্ধার করেন, তবে তাঁহার পবিত্রতার তেজ মলিন হয়। এমত লোক যে ঈশ্বরের কাছে বাস করে, তাহাতে ঈশ্বরের অশেষ নির্ম্মলতার হানি হইত। যদি দায়ূদ দুষ্ট লোককে আপনার ঘরে রহিতে দিলেন না, তবে ঈশ্বর এমত লোককে তাহার দুষ্টতা ত্যাগ বিনা আপন গৃহেতে কি প্রকারে রহিতে দিবেন? দুষ্ট লোককে পরিত্রাণ করাতে ঈশ্বরের সত্যগুণের হানি হয়, যেহেতুক ঈশ্বর স্বর্গে থাকিয়া বলিয়াছেন, কেহ কি বলে, আমি আপন মনের অভিলাষানুসারে চলিয়া তৃষ্ণাপ্রযুক্ত মত্ত হইলেও আমার মঙ্গল হইবে? মনে২ আপনাকে এই আশীর্ব্বাদ কেহ যেন না করে। এই বিষয়ে সাবধান হও। পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন না, কিন্তু সেই মনুষ্যের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ও এই পুস্তকের লিখিত তাবৎ শাপ তাহাতে আশ্রয় করিবে, এবং পরমেশ্বর আকাশের অধোহইতে তাহার নাম লোপ করিবেন। ঈশ্বর আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার পবিত্র পর্ব্বতে বাস করে, তাহার হস্ত ও অন্তঃকরণ পবিত্র চাই। ঈশ্বর দুরাচারকে দুরাচার থাকিতে পরিত্রাণ করিলে তাঁহার বাক্য কি প্রকার রক্ষা হয়? পুনর্জাত না হইলে যদি মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, তবে ঈশ্বরের জ্ঞানের হানি হয়, কারণ যাহারা ঈশ্বরের দয়া বুঝিতে পারে না, তাহা তাহাদিগকে সমূহরূপে প্রদান করা যায়। অপবিত্র যে পাপি লোক, সে ঈশ্বরের মহা পরিত্রাণ অতি লঘু বিষয় জানে; অতএব যাহারা ঈশ্বরের পারমার্থিক আশিষ হেয়জ্ঞান করে, ও তন্নিমিত্তে ধন্যবাদ করিতে চায় না, এমত লোককে তাহা প্রদান করণে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ হয় না। অতএব যদি খ্রীষ্ট অপরিবর্ত্তিত লোককে স্বর্গে লন, তাহাতে সে সুখ ভোগ করিতে পারে না। যাহাতে পাপি

লোক সন্তুষ্ট হয়, এমত ক্রীড়া যদি স্বর্গে হইত; যদি সেই স্থানের আনন্দ ধনের ও সুখের ও সম্মানের ফল হইত; যদি তাহার কর্ম্ম ইহকালের তামাসার মত হইত, তবে পাপি লোকের এক প্রকার সুখ হইত, কিন্তু তাহা সত্য হইত না। স্বর্গের মধ্যে এই সকলের যৎকিঞ্চিৎ নাই। সেই স্থানের সুখ ঈশ্বরের যে গৌরব জগতের সৃষ্টি ও পালন ও বিশেষতঃ পরিত্রাণ ক্রিয়াতে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্দর্শনেতে এবং ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও সেবাতে হয়। ঐ প্রকার আমোদেতে ধার্ম্মিক লোকেরা আমোদিত হয়; কিন্তু যাহারা ঐ মত সুখভোগেতে সন্তুস্ট হয় না, তাহারা যথার্থ রূপে স্বর্গ ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু এ সকলেতে অধার্ম্মিকের মন হয় না। পবিত্র ঈশ্বর তাহাদের সন্তোষের বিষয় না হইয়া বরঞ্চ তাহাদের প্রতি ভয়ানক ও ঘৃণিত বিষয় হন; ও তাঁহার সেবাতে তাহারা যেমন পৃথিবীতে শ্রান্ত হইয়া দুঃখিত হয়, তেমন স্বর্গেও হইত। হে পাপি মনুষ্য, আপন শরীর ও আত্মাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে সজীব ও পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে উৎসর্গ না করিয়া যদি নানা প্রকার অজ্ঞান ও হিংসুক অভিলাষের সেবা কর, এখন যদি সংসারের নিরর্থক সুখ অন্বেষণ কর, ঈশ্বরের লোকের সহিত বাস করিতে যদি ঘৃণা করিয়া থাক, ও সত্য খ্রীষ্টীয়ানের পবিত্র শান্তিজনক স্বর্গীয় স্বভাব না হইয়া যদি শারীরিক অভিলাষ তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করে, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে মহাপবিত্র সুখ থাকে, সেই সুখনগরে তুমি পুনর্জাত না হইলে কোন মতে প্রবেশ করিতে পারিবা না। ঈশ্বরের ভজনা করা তোমার দুঃসাধ্য। বাস্তবিক খ্রীষ্টীয়ানের যে আনন্দ, তাহা তুমি কোন মতে বুঝিতে পার না। দেখ অন্ধ লোক দর্শনের সুখ বুঝিতে পারে না, অথবা বধির বাদ্যের আনন্দ পাইতে পারে না। আর অধার্ম্মিক লোককে স্বর্গে লওনে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিতা ও নিত্য সমান ভাবে থাকার যে গৌরবযুক্ত গুণ, তাহা তেজোহীন হয়। যাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণ, তিনি বিনা আর কেহ সে স্থানে প্রবেশ করিবে না, ইহা স্বর্গের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়াছেন। যদি খ্রীস্ট অপরিজাত ব্যক্তিকে স্বর্গে লন, তবে তাহাকে পিতা ঈশ্বরের অজ্ঞাতসারে লইতে হয়; তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা গুণ কোথায় থাকে? অথবা তাঁহার অনিচ্ছাতে লইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিত্বগুণ

কোথায় থাকে? নতুবা তাঁহার ইচ্ছা মতান্তর হইলে তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয়ত্বগুণ কোথায় থাকে? অতএব পৃথিবীতে থাকিয়া পুনর্জ্জাত না হইলে তোমার স্বর্গগমনের যে প্রত্যাশা, তাহা কি পর্য্যন্ত নিরর্থক ও অজ্ঞান ও দুষ্ট তাহা বলা যায় না।

সুসমাচারপ্রচারকদের প্রতি পত্র।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা ঈশ্বরের দূতস্বরূপ আছ, এই নিমিত্তে আপন২ পদে উপযুক্ত রূপে ব্যবহার কর। তাহা হইলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের কার্য্যেতে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং শেষ অনন্ত বৈভবে তোমাদের অধিকার হইবে।

১। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা তাবৎ লোকদের মঙ্গলার্থে সুসমাচার প্রচার করিয়া থাক, অতএব তোমাদের আপন২ আচরণ ব্যবহারের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া, যাহাতে কোন ক্রমে ঈশ্বরের অগৌরব না হয়, এমত চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। যেহেতুক দেবপূজক লোক সকল তোমাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগকে যেমত শিক্ষা দিয়া থাক, তদনুসারে আচরণ ব্যবহারের দ্বারা নিদর্শনও দেখাও; নতুবা যে সকল শিক্ষা দিয়া থাক, তাহা তাহারা গ্রাহ্য করিবে না, এবং তাহারা কহিবেক, যে ইহারা বক্তামাত্র, কার্য্যেতে কিছুই না। অতএব কি জানি তোমাদের ত্রুটির দ্বারা তাহাদের মন কঠিন হয়, কিম্বা ভ্রান্ত হয়। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, যাহাতে তোমরা নিদর্শনস্বরূপ হইতে পার তাহাই কর। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কু আচরণ দৃশ্য হয়, তবে বরং তোমাদের দ্বারা খ্রীষ্টের গৌরব না হইয়া অগৌরব হইবে। অতএব এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ আচরণ ব্যবহারের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও। এবং আপন২ পরিবারের আচরণের প্রতি সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। আর তোমাদের আচরণ ব্যবহার যদি উত্তম হয়, তবে তোমাদের দ্বারা ঈশ্বরের অধিক গৌরব হইবে, এবং পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া শ্রমের ফল অবশ্য দিবেন। কলসীয় ৪; ৫ পদ। ফিলি ২; ১৪, ১৫ পদ।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, যদি তোমাদের আচরণ ব্যবহার উত্তম হয়, তবে যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টাশ্রিত হইয়াছে,

তাহারাও তোমাদের শিক্ষা উপদেশ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে, এবং তোমাদের আচরণ দেখিয়া তাহারাও তদনুসারে আচরণ করিতে শিখিবে। কিন্তু যদি তোমাদের আচরণ ব্যবহার মন্দ হয়, তবে তাহাদেরও বাধাস্বরূপ হইবা, যেহেতুক কেহ তোমাদের শিক্ষা গ্রাহ্য করিবে না, ও কেহ তোমাদিগকে প্রেম করিবে না, কেবল কাল্পনিক বোধ করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, দেখ, পূর্ব্বকালে খ্রীষ্ট এবং শিষ্যগণ যেমত শিক্ষা দিতেন, তদ্রূপ আচরণের দ্বারা প্রামাণ্য করিতেন। অতএব সেই কালে তাঁহাদের শত্রুগণ তাঁহাদের দোষ অনুসন্ধান করিলেও পাইল না; তদ্রূপ ইহকালেও লোক সকল তোমাদের দোষ অনুসন্ধান করিয়া থাকে, ইহা জানিয়া উত্তম আচরণ ব্যবহার কর। ২ তীমথি ২ ; ১৫। ১ তীম ৪ ; ১২।

২। বহু শ্রম করা প্রচারকগণের কর্ত্তব্য। উপ ১১ ; ৬। ২ তীমথি ৪ ; ২। হে ভ্রাতৃগণ, আলস্য অবহেলা ত্যাগ করিয়া আপন প্রভুর কার্য্যেতে বহুশ্রম করা অতি আবশ্যক। যদি কেহ প্রচারকপদে নিযুক্ত থাকিয়া আলস্য প্রযুক্ত শ্রম করিতে ইচ্ছুক না হয়, কিম্বা শ্রম না করে, তবে তাহাকে কি কহিতে পারি? এই বলিতে পারি যে সে অবিশ্বস্ত দাস, অবিশ্বস্ততা প্রযুক্ত আপন প্রভুর কার্য্যেতে আলস্য অবহেলা করিতেছে। হে ভ্রাতৃগণ, সেই অবিশ্বস্ত দাস কখন প্রভুর প্রিয় পাত্র হইবেক না, এবং প্রভু তাহাকে অযোগ্য জানিয়া যে তালন্ত দিয়াছেন, তাহাও তাহার নিকটহইতে লইবেন। এবং সেই ব্যক্তি পরের আত্মাকে প্রেম না করাতে প্রভুও তাহাকে প্রেম করিবেন না। হে ভ্রাতৃগণ, যদি প্রভু কৃপা করিয়া তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, ও পরের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন, তবে যথাসাধ্য শ্রম করিয়া মনুষ্যদের মঙ্গল চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য; তাহা হইলে বিশ্বস্ত রূপে গণ্য হইবা, ও প্রভুর প্রিয় পাত্র হইবা। হে ভ্রাতৃগণ, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেমন তোমাদের আত্মাকে প্রেম করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ তোমরাও পরের আত্মাকে প্রেম করিয়া, যাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয়, এমত চেষ্টা কর, এবং আলস্য অবহেলা ত্যাগ করিয়া বহু শ্রম কর। তাহা হইলে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া শ্রমের ফল অবশ্য দিবেন, এবং শেষদিবসে তোমরা খ্রীষ্টের দ্বারা গৌরবান্বিত হইবা।

৩। প্রচারকগণের বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ১ তীমথি ২ ; ৬, ৭।

অবিশ্বাসী না হইয়া বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে উপযুক্ত ফল পাইবা। হে ভ্রাতৃগণ, যেমত তোমরা বিশ্বাস করিয়াছ যে খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তা, এবং খ্রীষ্টই আমাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি, এমত বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অনুগ্রহেতে তোমরা পরিত্রাণের পাত্র হইয়াছ। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তদ্রূপ বিশ্বাস প্রচারের সময়ে করা আবশ্যক। সে কি প্রকার বিশ্বাস? তাহা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে লিখি। প্রচারক যখন প্রচার করেন, তখন এমত বিশ্বাস করিবেন যে প্রভু অনুগ্রহ করিয়া এই শ্রোতাদের মন ফিরাইবেন। যদি এই মত বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে না হয়, তবে তোমরা কি প্রকারে উপযুক্ত রূপে বীজ বপন করিতে পারিবা? এবং কি প্রকারেই বা সেই শ্রোতাদের মঙ্গল চেষ্টা করিতে পার? যেহেতুক যদি বোধ কর, যে আমি নিরর্থক শিক্ষা দিতেছি, শ্রোতাদের কেহ বুঝি বিশ্বাস করিবে না, কিম্বা পরিত্রাণ পাইবে না, হে ভ্রাতৃগণ, এমত অবিশ্বাস হইলে কখন উপযুক্ত রূপে শ্রম ও তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিতে পারিবা না; এবং তাহাদিগকে প্রেমেতে শিক্ষাও দিতে পারিবা না, এবং একান্ত চিত্তে পরমেশ্বরের নিকট তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্তে প্রার্থনাও করিতে পারিবা না; কারণ তাহাদের মঙ্গল হইবে, এমত বিশ্বাস তোমার মধ্যে নাই। হে ভ্রাতৃগণ, দেখ, যখন কোন কৃষাণ বীজ বপন করে, তখন কি সে বিশ্বাস করে না যে ফল পাইব? অবশ্য বিশ্বাস করে, যে সময়ানুক্রমে ফল পাইব। যদ্যপি সে বিশ্বাস না করিত, তবে কখন ঘরহইতে বীজ লইয়া বাহিরে ফেলিত না। হে ভ্রাতৃগণ, তদ্রূপ তোমরাও খ্রীষ্টের বাক্যরূপ বীজ বপন কালে এমত বিশ্বাস কর যে অবশ্য ফল পাইব। এমত বিশ্বাস করিলে উপযুক্ত রূপে বীজ বপন করিতে পারিবা, এবং বপন করিয়াও নিরাশ হইবা না। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সকল স্মরণ করিয়া ফলপ্রাপ্তির অপেক্ষাতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, যে তিনি ধর্ম্মাত্মার দ্বারা তোমাদের হস্তস্থিত বীজহইতে ফল উৎপন্ন করেন।

৪। অনবরত প্রার্থনা করা অতি আবশ্যক। যোহন ১৪;১৩,১৪। ২ থিস ১; ১১। হে ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মেতে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করেন না। অতএব তোমরা নিজ শ্রমেতে যেন

অধিক ফল প্রাপ্ত হও, তন্নিমিত্তে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, কেবল শ্রম করিলে যে অধিক প্রাপ্ত হইবা তাহা নহে; কিন্তু যেমন শ্রম কর, তেমনি নিরন্তর প্রার্থনা কর, যেন শ্রমের ফলদাতা পরমেশ্বর বাহুল্য রূপে ফল দেন। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে প্রার্থনা করি। এবং যখন প্রচার কর, কিম্বা কোন লোককে শিক্ষা দেও, কিম্বা যে কোন প্রকারে হউক, যখন লোকদের পারমার্থিক বিষয়ে মঙ্গল চেষ্টা কর, তখন প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর, যে সকল হিতোপদেশ দেওয়া যায়, তাহাতে যেন ফল হয়। এবং গুপ্ত প্রার্থনা কালেও জগতিস্থদিগকে স্মরণ কর। হে প্রিয়গণ, ফলদাতা কেবল পরমেশ্বর, ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা কর। যে কেহ প্রার্থনা ব্যতিরেকে খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করে; সে কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালে। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপন২ পাপের ক্ষমার জন্যে যেমন একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিয়া প্রভুর অনুগ্রহেতে পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছ, তদ্রূপ জগতিস্থ লোকদের পরিত্রাণের নিমিত্তে একান্ত চিত্তে নিরন্তর প্রার্থনা কর; এবং বিশেষ রূপে ধর্ম্ম আত্মার নিমিত্তে প্রার্থনা কর, যেন তিনি ধর্ম্ম আত্মার দ্বারা লোকদের মন ফিরান। অতএব সর্ব্বদা প্রার্থনা কর, অবশ্য ফল পাইবা। এই ক্ষণে আমাদেরও প্রার্থনা এই, যে পরমেশ্বর তোমাদের কার্য্যেতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বহুফল প্রদান করেন। ইতি।

যশোহর ১৮৫৩ সাল। তোমাদের সহযাত্রি শ্রীমন্ত।

লেখালেখি।

আপনকার উপদেশক পত্রিকায় কোন পরোপকারক সাধু লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা লিখিতেছেন, তাহাতে বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয় পরিবারের পরম লাভ। সন ১৮৫৩ অক্টোবর মাসের ২২৪ পৃষ্ঠায় লূক ৫। ১৮,১৯ পদের টীকা পাঠ করত ইষ্টক খুলিয়া প্রভু যে স্থানে ছিলেন, তদুপরি রজ্জুদ্বারা পক্ষাঘাতিকে নীচে নামাইল, আমি ধর্ম্মপুস্তক আলোচনাদ্বারা ইষ্টক ও রজ্জু না পাইয়া চাঁদোয়া উঠাইয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে গৃহে প্রবেশ করাইয়াছিল, ইহা আমার বোধ হয়।

১ প্রথম। তাম্বুর বিষয় যিহূদিদিগের ধারা।

লেমকের পুত্র যোয়েল তিনি প্রথমে তাম্বু নির্ম্মাণ করেন। প্রং আদি ৪।২০।

উহারা সর্ব্বদা তাম্বু বৃক্ষের ছায়ায় রাখিত, যখন ইব্রাহীমের তাম্বু মম্রী প্রান্তরে ছিল। আদি ১৮। ১ অবধি ৪ পদ পর্য্যন্ত।

পরিবারের কর্ত্তা অতি গ্রীষ্মকালে তাম্বুর দরজাতে বসিত। আদি ১৮ অ ১ পদ।

ইস্রায়েল লোকেরা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরেতে, যে বাকল তাম্বুতে বাস করিত তাহার মধ্যে এক প্রকার যাহাকে আমরা রুম বলি তাম্বু ছিল, যাহা বৃক্ষের ডালেতে বানান যাইত। এবং যাহা পূর্ব্বে তাম্বুবাস পর্ব্ব মানা উচিত যাহা ইস্রায়েল লোকেরা স্মরণ করিত ঐ তাম্বু দৃশ্যে। লেবী ২৩। ৪২ পদ।

২ দ্বিতীয়। গৃহের বিষয়।

মিস্রীয়েরা ইষ্টক নির্ম্মাণ কর্দ্দম সুন্দররূপে চটকাইত, তাহার পর খড় মিশ্রিত করিত, এবং সেই সকল রৌদ্রেতে শুষ্ক করত প্রস্তুত করিত। ইস্রায়েল গোষ্ঠী যখন বন্দি ছিল, তখন এই প্রকারে ইট প্রস্তুত করিত। এবং ফিরৌণ রাজা নিজ সৈন্যদিগকে খড় দিতে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাতে ইস্রায়েলী লোকেরা কলহ ও ক্রন্দন করিত, কেননা ঐ নাড়া আবশ্যক ছিল। যাত্রা ৫।৭ পদ।

এই রূপে উহারা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ প্রস্তুত করিত। আর ঐ লোকেরা কখন২ দুই তিন পরিবার এক ঘরে বাস করিত। আর উহাদের পথ সকল এমত ক্ষুদ্র ছিল, যে দুই খানা গাড়ি একবারে যাইতে পারিত না, ও দালানের একটি খিড়কি ও এক দরজা ব্যতিরেকে দিবসে খোলা থাকিত না। এবং যখন কোন আশ্চর্য্য ঘটনা অথবা বিপদ কিম্বা রঙ্গ তামাসা হইত, তখন তাহারা গৃহের ছাতে উঠিয়া দেখিত। প্রং যিশায়িয় ২২। ১।

আর কোন বিদেশী আত্মীয় কুটুম্ব অভ্যাগত আইলে প্রথমে তাহাকে দালানের বাহির দিয়া যাইতে হয়, গৃহে এবং সেই দালানের দুই পাশেতে আসন সারি২ থাকিত। গৃহাধ্যক্ষ ঐ স্থানে অগ্রে প্রেম চুম্বন আলিঙ্গন নমস্কার করত মিষ্টালাপ করিত। তৎপরে যাইবার উপযুক্ত লোক হইলে যাইত।

যখন অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিত, তখন তাহারা সভাতে বসিত। সেই সভার ছাত চাঁদয়া যাহা চাটাই ও গালিচা এবং বস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত

হইত। তাহাদ্বারা আহূত জনতার লোকেরা রৌদ্র ও বৃষ্টিহইতে রক্ষা পাইত। প্রং পক্ষাঘাতিকে ছাত খোলা। লূক ৫। ১৯ পদ।

আর পূর্ব্বদেশের ছাত সর্ব্বদা সোজা ও কাদাদ্বারা প্রস্তুত হইত, আর ঐ ছাতের উপর স্ত্রীলোকেরা পাট ও শন শুকাইত প্রং যিহোশূয় ২। ৬ পদ। এবং ঐ ছাতের উপর উহারা পরস্পর কথোপকথন করিত। প্রং লূক ১২। ৩ পদ।

এবং ঐ ছাতে কখন২ প্রার্থনার রীতি ছিল। প্রং প্রেরিত ১০। ৯ পদ। ঐ ছাতের উপরে তাম্বুবাস নামক পর্ব্বের নিমিত্তে বৃক্ষের শাখায় তাম্বু বানাইত। প্রং নিহিমিয় ৮। ১৬।

ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় উহাদের গৃহ অতি নিকট২ থাকায় এছাতের লোক ওছাতে গতায়াত করিত, অতএব জনতা প্রযুক্ত পথাভাবে ছাতে উঠিয়া গিয়া চাঁদয়ার পরদা উঠাইয়া দয়াময় যীশুর সম্মুখে পক্ষাঘাতিকে নামাইল ইতি। বেণ্টাল নগরীয়। ফি, যা, চ, ঘোষাল।

যে বাটীতে প্রভু বসিয়াছিলেন, সে এক তালার বাটী, এবং ছাতে উঠিবার নিমিত্তে বাহিরে সোপান ছিল। সেই বাটী ইষ্টকময় কি প্রস্তরময়, ইহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। যিহূদা দেশে প্রস্তরের বাহুল্য প্রযুক্ত অতি অল্প গৃহ ইষ্টকে নির্ম্মিত হইত। কিন্তু সেই ছাত যে ইষ্টকময় ছিল, ইহার সন্দেহ নাই, কেননা মূলভাষাতে মার্কের সুসমাচারে এই কথা পাওয়া যায়, যে ঐ লোকেরা ছাত খুলিয়া অর্থাৎ "খননদ্বারা ছিদ্র করিয়া" সেই পক্ষাঘাতিকে নামাইল। এবং লূকের সুসমাচারেও স্পষ্টরূপে লেখা আছে. যে তাহারা ছাতে উঠিয়া ইষ্টক খুলিয়া তাহাকে নামাইল। (মার্ক ২; ৪। লূক ৫; ১৯) এ দেশে কাষ্ঠের ও বৃষ্টির আধিক্যপ্রযুক্ত যে প্রকার মোটা ছাতের নীচে ভারি আড়কাট দেওয়া যায়, যিহূদা দেশের ছাত সকল সেই প্রকার নয়। তথাকার ছাত বড় মোটা নয়, এবং আড়কাটও বড় ভারি নাই। এবং বরগার পরিবর্ত্তে কেবল বেত্র কিম্বা নল ব্যবহার করে। (সম্পাদক)

উপদেশক।

ডিসেম্বর ১৮৫৩ (৮৪) মূল্য ২ আনা।

লূকলিখিত সুসমাচারের টীকা।

৬ অধ্যায়।

৪। দর্শনীয় রুটীর বিধি (যা ২৫, ২৩-৩০) পাঠ কর। ইস্রায়েল লোকেরা আপন রাজা যিহোবার নিকটে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে পবিত্র আবাসে এক মেজের উপরে রুটী ও দ্রাক্ষারস উৎসর্গ করিত। যিহোবা দিবসিক ভক্ষণীয় দেওয়াতে বলিলেন, আমাকেও দিবসিক ভক্ষণীয় দেও। আমাদিগকে দিবসিক আহার দেও, এমন প্রার্থনা যদি করি, তবে তাহা পাইয়া কৃতজ্ঞতাতে ও প্রেমেতে প্রভুর মহিমা প্রকাশ করিতে হয়। কেবল যাজকেরা দর্শনীয় রুটী খাইত। তদ্রূপ যে সকল খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মার অভিষেকদ্বারা যাজকরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন, কেবল তাহারা জীবনরূপ আহার গ্রহণ করে। যাহা ঈশ্বরের নিকটে উৎসর্গ করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা ক্লেশের সময়ে ভ্রাতার রক্ষা করিতে পারি। কোন ধার্ম্মিক অধ্যক্ষ আপন গীর্জাঘরের স্বর্ণ ও রূপাপাত্র সকল বিক্রয় করিয়া তন্মূল্য প্রাপ্ত হইয়া বন্দি ভ্রাতৃগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন। শিমূয়েল পুস্তকের কথা উল্লেখ করাতে যীশু এই প্রমাণ দেন যে সেই পুস্তকের বাক্য ঈশ্বরের বাক্য।

মঃ, "যীশু আরও বলিলেন, যাজকেরা বিশ্রামবারে মন্দিরের মধ্যে বিশ্রামবারের নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও নির্দোষ হয়, শাস্ত্রের মধ্যে কি ইহাও তোমরা পাঠ কর নাই?" যিহূদীয় রাব্বিগণের এই কথা ছিল, "ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে সাব্বাথ্ বা বিশ্রামদিন নাই, কেননা বলিদানে তাহার যাপন হয়।" বিশ্রামদিনে যে কেহ কর্ম্ম করিবে, সে অবশ্য হত হইবে, ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা। (যা ৩১, ১৫) কিন্তু ব্যবস্থানুসারে যাজকেরা বিশ্রামদিনে বলিদানার্থে পশুদিগকে বধ করিত, এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে দর্শনীয় রুটী স্থাপন করিত।

"আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানে মন্দির হইতেও গুরুতর এক জন আছেন।" মন্দিরের কর্ম্ম করিয়াও যাজকেরা নির্দোষ ছিল। তাহা-

দের নিন্দা ফিরূশিগণ করিল না। যীশু মন্দিরের প্রভু, (মাল ৩, ১) এবং বিশ্রামবারের কর্ত্তা আছেন। সুতরাং শিষ্যেরা অবশ্য নির্দ্দোষ।

"কিন্তু 'আমি বলিদান অপেক্ষা দয়া চাই,' তোমরা যদি এই বচনের অর্থ জানিতা, তবে নির্দ্দোষদিগকে দোষী করিতা না।" (হো ৬,৬) এমত রূপে ইস্রায়েল লোকদের পুরাবৃত্ত এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাক্য ফিরূশিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। যীশুর অন্তঃকরণে বিশ্রাম ও শান্তি ছিল। বিশ্রামদিনে তিনি ফিরূশিদের সহিত কোন বাদানুবাদ না করিয়া বিজ্ঞতাতে তাহাদিগকে বহুমূল্য উত্তর দিলেন। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার সার যে প্রেম, ইহা যেন ইস্রায়েল লোকেরা বুঝে, এবং তাহা পালন করে, এই জন্যে ধর্ম্মব্যবস্থার অন্য সকল আজ্ঞা ও বিধি তাহাদের প্রতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক দেওয়া গিয়াছিল। (১ শি ১৫, ২২। গী ৫০, ৮-১৪। ৫১. ১৮-১৯) কিন্তু ঈশ্বরের এমন কথা না বুঝিয়া ফিরূশিরা ক্ষুধিত শিষ্যদিগকে নির্দ্দয়রূপে দোষী করিল।

মাঃ, "যীশু আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তেই নিরূপিত আছে, কিন্তু মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্তে নয়।"

৫। "পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।" যিহোবা বিশ্রামদিনকে নিরূপণ এবং ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন। যিহোবা যীশু ব্যবস্থার অধীন হওয়াতে তাহা লোপ না করিয়া সফল করিয়াছেন। এদন উদ্যানে আদমের কেবল বিশ্রামদিন ছিল। যিহোবা সপ্তম দিনকে পবিত্র করিলেন। সীনয় পর্ব্বতে তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি সাব্বাথ্ দিন পবিত্ররূপে মানিতে স্মরণ কর। পুরাতন নিয়মের লোক ছয় দিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সপ্তম দিনে অর্থাৎ শনিবারে ঈশ্বরের কাছে বিশ্রাম পাইতে চাহিল; কিন্তু আমরা সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবারে ঈশ্বরেতে বিশ্রাম করিলে পর কৃতজ্ঞ হইয়া ছয় দিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করি। ষষ্ঠ দিনে পরিত্রাণের কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া যীশু সপ্তম দিনে কবরে বিশ্রাম করিলেন। সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশু কবরহইতে উঠিলেন, এবং শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মাকে ঢালিয়া দিলেন, এই জন্যে সপ্তম দিনের পরিবর্ত্তে সপ্তাহের প্রথম দিন বিশ্রামদিন হইয়াছে। যাহারা যীশুর প্রকৃত শিষ্য, তাহারা ব্যবস্থার অধীন না হইয়া বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা হয়। যীশু বিশ্রামদিনে এক রোগিকে সুস্থ করিয়া বলিলেন, "আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং আমিও তদ্রূপ করি।" (যো ৫,১৭) ধার্ম্মিক লোক যীশুর ন্যায় চতুর্থ আজ্ঞা সত্যতাতে ও আত্মাতে পালন করে। (রো ১৪, ৫। কল ২, ১৬-১৭) প্রভুর দিনে কেবল আমাদের হস্ত বিশ্রাম করিবে তাহা নয়। আমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের বাক্যেতে বিশ্রাম পাইয়া সাব্বাথ্ দিন পবিত্র করে। কিন্তু যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা হয়, তবে বিশ্রামদিনেও আমরা প্রেমেতে ভ্রাতার উপকারার্থে হস্ত বিস্তার করিতে

পারি। বিশ্রামদিন পবিত্র করাতে তুমি তোমার তাবৎ দিন পবিত্র করিবা। তাহাতে তোমার এই সান্ত্বনা হইবে, যে "ঈশ্বরের লোকদের বিশ্রামার্থে বিশ্রাম থাকে।" (ইব্রু ৪, ৯) স্বর্গেতে অনন্ত বিশ্রাম হইবে।

৬-১১ শুষ্কহস্ত লোককে সুস্থ করণ।

(ম ১২, ৯-২১। মা ৩, ১-১২)

৬। "অনন্তর আর এক বিশ্রামবারে যীশু ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতেছিলেন।" তিনি বিশ্রামদিন পবিত্ররূপে মানিতেন। "সেই সময়ে যাহার দক্ষিণ হস্ত শুষ্ক, এমত এক মনুষ্য স্থানে ছিল।" (১ রা ১৩, ৪, ৬) যে দিন অবধি হবা সদসৎজ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফলের প্রতি হস্ত বিস্তার করিল, সেই দিনাবধি মনুষ্যদের দক্ষিণ ও বাম হাত শুষ্ক হইয়াছে, এই জন্যে তাহারা প্রার্থনা করিতে পারে না।

৭। "তাহাতে তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না, অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিবর্গ তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কারণ তাহারা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিবার উপায় চেষ্টা করিতেছিল।" বিশ্রামবারে কি সুস্থ করা কর্ত্তব্য? তাহাদের এমন জিজ্ঞাসা। "তুমি ঈশ্বরের মন্দিরে গমন সময়ে সাবধানে চরণ নিক্ষেপ কর, এবং অজ্ঞানদের ন্যায় বলিদান না করিয়া উপদেশ শ্রবণে প্রস্তুত হও, কেননা তাহারা যে মন্দ কর্ম্ম করে, ইহা বিবেচনা করে না," সুলেমানের এই কথা ঐ ফিরূশিরা স্মরণ করিল না।

৮। "কিন্তু তিনি তাহাদের চিন্তা জানাতে ঐ শুষ্কহস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াও; তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।" ফিরূশিরা তাহার দুঃখ দেখিয়াও সদয় হইল না। তাহাদের অন্তঃকরণ প্রস্তরময় ছিল।

৯। "পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; বিশ্রামবারে কি করা কর্ত্তব্য? হিতকর্ম্ম কিম্বা অনিষ্ট কর্ম্ম? এবং প্রাণের রক্ষা কিম্বা প্রাণের নাশ?" মঃ, "বিশ্রামবারে কাহারও এক মেষ যদি গর্ত্তে পড়ে, তবে তাহাকে ধরিয়া না তোলে, এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে? মেষহইতে মনুষ্য কি শ্রেষ্ঠ নহে? অতএব বিশ্রামবারে ভাল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।" যীশু নম্রভাবে ফিরূশিদের প্রতি বিচার সমর্পণ করিলেন। লোকেরা যাহা প্রেমেতে না করে, তাহা লোভেতে করে। স্বার্থি ফিরূশিরা গর্ত্তে পতিত আপনার মেষকে বিশ্রামবারেও রক্ষা করিত, কিন্তু যে দয়ালু যীশু পাপরূপ গর্ত্তে পতিত এক হারাণ মেষকে উদ্ধার করিলেন, তদ্বিষয়ে তাহাদের কোন আনন্দ নাই। ভ্রাতা অপেক্ষা তাহারা আপন ২ মেষকে আরও ভাল বাসিত। মাঃ "ফিরূশিরা নীরব থাকিল।" বিশ্রামবারে ভাল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাদের মতে বিশ্রামদিনকে পালন করা অকর্ত্তব্য, ইহা তাহারা যীশুর কথাদ্বারা বুঝিল।

১০। "পরে যীশু তাহাদের অন্তঃকরণের কঠিনতা প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধেতে চারি দিকে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ মনুষ্যকে কহিলেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর।" প্রেম প্রযুক্ত ঈশ্বর পাপের নিমিত্তে ক্রোধী, এবং প্রেম প্রযুক্ত পাপির নিমিত্তে দুঃখিত হন। আমি যে এই মনুষ্যকে সুস্থ করি, ইহার বিরুদ্ধে তোমরা কি বলিতেছ? যীশুর দৃষ্টিপাতের এই ভাব ছিল।

"তাহাতে সে তাহা করিলে তাহার সেই হস্ত অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল।" যীশু তাহার গাত্রে হস্তার্পণ না করিয়া বাক্যদ্বারা তাহাকে সুস্থ করিলেন। ফিরূশিদের ঈর্ষ্যা ও দুষ্টতার জন্যে যীশুর প্রেম তাহার প্রতি বর্দ্ধিল। তাবৎ মন্দহইতে ধার্ম্মিকদের জন্যে উত্তম নির্গত হয়, কিন্তু তাবৎ উত্তমহইতে ঈশ্বরের শত্রুদের জন্যে মন্দ নির্গত হয়। যে অগ্নিতে স্বর্ণ তেজোময় হয়, সে অগ্নিতে তৃণহইতে অপরিষ্কার ধূম উঠে। যীশুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঐ ব্যক্তি হস্ত বিস্তার করিয়া সুস্থ হইয়াছিল।

১১। কিন্তু ফিরূশিরা বহির্গত হইল, এবং "ক্রোধান্বিত হওয়াতে যীশুকে কি করিবে, পরস্পর ইহার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।" মাঃ, 'যাহাতে তাঁহাকে বধ করিতে পারে, হেরোদীয়দের সহিত তাহারা এমন কুমন্ত্রণা করিল।' বিশ্রামদিনে কেমন কুমন্ত্রণা! ফিরূশিরা মশাকে ছাঁকিয়া ফেলে, এবং উষ্ট্রকে গ্রাস করে। প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়াও তাহারা বিশ্বাস করিল না। প্রভুদ্বারা আপন পাপের বিষয়ে প্রবোধ পাইয়াও তাহারা অনুতাপ না করিয়া আপন ২ অন্তঃকরণ আরও কঠিন করিল। যীশুর শত্রু ফিরূশিরা তাঁহার বিরুদ্ধে আপন শত্রুদের সহিত মিলন করিল।

মঃ ও মাঃ, "যীশু তাহা জানিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া শিষ্যদের সহিত গালীল সাগরের নিকটে গমন করিলেন। তাহাতে গালীল ও যিহূদা এবং যিরূশালম ও ইদোম ও যর্দ্দন নদীর ওপারস্থ দেশ, এই সকল স্থানহইতে লোক সমূহ তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিল। তদ্ভিন্ন সোর ও সীদোনের নিকটবর্ত্তি সমূহ লোক তাঁহার মহাকর্ম্মের সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার নিকটে আইল।" ব্যাধিগ্রস্থ ও ভূতগ্রস্ত লোকদিগকে সুস্থ করিয়া তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা আমার পরিচয় দিও না। তাহাতে যিশায়িয়ের কথা (৪২, ১) সফল হইল।

১২-১৬। দ্বাদশ শিষ্যদিগকে মনোনীত করণ।

(মা ৩, ১৩-১৯। ম ১০, ২ ৪)

১২। "তৎকালে যীশু প্রার্থনা করণার্থে পর্ব্বতে গমন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে ২ সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।" তিনি আপন শিষ্যদিগকে মনোনীত করিয়া আপন মণ্ডলী সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যদিগকে মনোনীত করণার্থে যীশু আপন স্বর্গস্থ পিতার

নিকটে সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিলেন। এই জন্যে তিনি পিতার প্রতি বলিতে পারিলেন, "তাহারা তোমারই ছিল, ও তুমি তাহাদিগকে আমাকে দিয়াছ।" (যো ১৭, ৬, ১২)

১৩-১৬। "পরে প্রভাত হইলে আপনার শিষ্যগণকে ডাকিলেন, এবং তাহাদের মধ্যহইতে নিম্নলিখিত বারো জনকে মনোনীত করিয়া 'প্রেরিত' এই নাম দিলেন, ফলতঃ,

১। "শিমোন, যাহাকে তিনি পিতর বলিয়া উপনাম দিলেন।" তিনি বৈৎসৈদা গ্রামস্থ মৎস্যধারি যূনসের পুত্র। খ্রীষ্ট কর্তৃক দত্ত তাহার উপনাম কৈফা বা পিতর, অর্থাৎ প্রস্তর।

২। পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয়। এই দুই ভ্রাতা মৎস্যধারী।

৩। যাকুব। গালীলীয় মৎস্যধারি সিবদিয় তাহার পিতা, এবং সালোমী তাহার মাতা। হেরোদ আগ্রিপপা তাহাকে খড়্‌গাঘাতে বধ করিল। (প্রে ১২, ১)

৪। যাকুবের ভ্রাতা যোহন। এই দুই ভ্রাতাও মৎস্যধারী। যীশু যাকুব ও যোহনকে বিনেরেগশ (বোয়ানের্গশ গালীলীয় উচ্চারণ) অর্থাৎ মেঘনাদের পুত্র, এই উপনাম দিলেন। পূর্ব্বে তাহারা সাংসারিক উদ্‌-যোগে পরিপূর্ণ ছিল। খ্রীষ্টের প্রেমেতে আকর্ষিত হইয়া তাহারা ক্ষমতাবিশিষ্ট সাক্ষ্য দিল। (মা ৩, ১৯)

৫। ফিলিপ। বৈৎসৈদা তাহার বাসস্থান। (যো ১, ৪৪)

৬। বর্থলময় (থলময়ের পুত্র)। এমন বোধ হয় যে গালীলীয় কান্না নগর নিবাসি নিথনেল এই বর্থলময়। (যো ১, ৪৬। ১২, ২)

৭। মথি (মাথেয়)। তাহার অন্য নাম লেবি। সে পূর্ব্বে করগ্রাহী ছিল।

৮। থোমা। কিম্বা দিদুমঃ অর্থাৎ জমজ। (যো ২১, ১)

৯। আলফেয়ের পুত্র যাকুব। কএক জন তাহাকে প্রভুর ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া আলফেয় (কিম্বা ক্লিয়পা) নামক শিষ্যের স্ত্রী মরিয়ম (অর্থাৎ প্রভুর মাতার ভগিনী) তাহার মাতা ছিল, ইহা বলে। (গাল ১, ১৯। মা ১৫, ৪০) কিন্তু যো ৭, ৫, এবং প্রে ১, ১৪ বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এমন হইতে পারে না।

১০। উদ্যোগী নামা শিমোন। ম, মা, তাহাকে কানানীয় শিমোন বলে। বোধ হয়, কানা গ্রামে তাহার বাসস্থান, এবং সে উদ্‌যোগি ফিরু-শিদের দলভুক্ত ছিল।

১১। যাকুবের পুত্র যিহূদা। (যো ১৪, ২২) মঃ, "লিব্বেয়, যাহাকে থদ্দেয় বলে।" বোধ হয়, কার্মিল পর্ব্বতের নিকটস্থ লিব্বা নামক নগরে তাহার বাসস্থান।

১২। ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা। সে করিয়োৎ বা কিরিয়োৎ (যি ১৫, ২৫) নামক গ্রামের লোক।

ইস্রায়েল লোকদের বারো জাতি ছিল, এই জন্যে যীশু বারো শিষ্যকে মনোনীত করিলেন। তিনি এই বারো শিষ্যদ্বারা ইস্রায়েলের তাবজ্জাতিকে আপন মণ্ডলীর মধ্যে আনয়ন করিতে বাঞ্ছা করিলেন। খ্রীষ্টের যে মণ্ডলী ঈশ্বরের নূতন ইস্রায়েলস্বরূপ, তাহার অধ্যক্ষ যীশু এই শিষ্যদিগকে সংস্থাপন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে আপনার প্রেরিত করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদিগকে মানে, সে আমাকে মানে; এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে আমাকে অবজ্ঞা করে।" (লূ ১০, ১৬) যীশু ইতর ও দুর্ব্বল লোক-দিগকে মনোনীত করিলেন। (১ ক ১, ২৬ ২৯) শিষ্যেরা মৎস্যধারী এবং করগ্রাহী ইত্যাদি লোক ছিল। যদ্যপি তাহারা পণ্ডিত ছিল না, তথাপি তাহা-দের দ্বারা ঈশ্বর বিদ্বান্ ও বলবান্দিগকে লজ্জা দিলেন। ঐ শিষ্যেরা তিন বৎসর পর্য্যন্ত যীশুর সহিত সহবাস করাতে এবং পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত হও-য়াতে ঈশ্বর কর্তৃক সুশিক্ষিত হইল। তাহাদিগকে মনোনীত করিতে কেবল অন্তর্যামি যীশুর ক্ষমতা ছিল। যেমন সূর্য্যের তেজোময় কিরণ মেঘধনুর সাত বর্ণেতে বিভক্ত হয়, তেমনি যীশু খ্রীষ্টের জ্যোতি শিষ্যদের অন্তঃ-করণে নানা তেজে প্রকাশিত হইল। যিহূদার পরিবর্ত্তে যীশু পৌলকে মনোনীত করিলেন। নূতন যিরূশালমের প্রাচীরের দ্বাদশ ভিত্তিমূলে মেষ-শাবকের দ্বাদশ প্রেরিতের নাম লিখিত হইবে। (প্র ২১, ১৪)

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যীশু ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাকেও শিষ্য করিয়া মনোনীত করিলেন। তাহার নিমিত্তেও যীশু সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিলেন। যদি যিহূদা যীশুতে বিশ্বাস করিত, তবে সে যীশুর প্রেরিত ও সাক্ষী হইয়া অদ্য তাঁহার নিকটে সিংহাসনে বসিত। কিন্তু যিহূদা ত্রাণ পাইতে সম্মত হইল না। তাহার পাপ লোভ। তাহার ঈশ্বর অযথার্থ ধন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যীশু লোভি যিহূদার হস্তে টাকার থলী সমর্পণ করিলেন। লোভ যিহূদার দোষ। লোভেতে সে আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিল, এই জন্যে ঈশ্বর তাহার অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন। যীশুকে পরহস্তগত করিতে ঈশ্বর কি যিহূদাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন? তাহা নয়। দুষ্ট লোকদিগকেও ঈশ্বর গমন করান। যিহূদা লোভ পরিত্যাগ না করিয়া আপন প্রভুর অনির্ব্বচনীয় দয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিল, এই জন্যে শেষে যিহূদা ঈশ্বরকর্তৃক নিবারিত না হইয়া আপন প্রভুকে বিক্রয় করিল। তোমার অন্তরে যে পাপ আছে তাহার নিমিত্তে তুমি দোষী। কিন্তু কিরূপে তোমার অন্ত-রস্থ পাপ প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ কোন্ ২ পাপে শেষে মগ্ন হইবা, তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর স্থির করিতেছেন। কিন্তু পবিত্র ঈশ্বর নির্দোষ, পাপি মনুষ্য দোষী। ঈশ্বর পাপিকে পাপরূপ দণ্ড দেন। পাপিকে উদ্ধার করণার্থে, কিম্বা যদি সে উদ্ধার না চাহে, তবে তাহাকে বিনষ্ট করণার্থে এবং তাহার পতনদ্বারা অন্য লোকদিগকে উদ্ধার করণার্থে, ঈশ্বর পাপিকে পাপরূপ পথে গমন করান। যূষফ মিসরদেশে আপন ভ্রাতৃগণকে বলিল, "তোমরা

আমাকে পাঠাইয়াছ তাহা নয়, ঈশ্বর আমাকে পাঠাইয়াছেন।” (আ ৪৫। ৮। ৫০, ১৯, ২০) ঈশ্বর কহিলেন, আমি ফিরৌণ রাজার অন্তঃকরণ কঠিন করিব। (যা ৪, ২১। ৭, ৩, ৯, ১২। ১০, ১, ২০,২৭। ১১,১০। রো ৯,১৭-১৯) দায়ূদ বলিল, যথা, “শিমিয়ি শাপ দিউক; কেননা দায়ূদকে শাপ দেও, ইহা পরমেশ্বর তাহাকে কহিয়াছেন। তাহাতে তুমি কি করিতেছ? এ কথা তাঁহাকে কে বলিবে?” (২ শি ১৬, ১০) ইস্রায়েল বংশ ও যিহূদা বংশকে গণনা কর, এই আজ্ঞা ঈশ্বর দায়ূদকে দিলেন। (২ শি ২৪, ১) তথাপি যূষফের ভ্রাতৃগণ ও ফিরৌণ রাজা ও শিমিয়ি ও দায়ূদ দোষী ছিল। ঈশ্বর আপন যাথার্থ্য ও দয়া ও মহিমা প্রকাশ করণার্থে লোকদের অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া তাহাদের পাপ প্রকাশ করেন। সকল পাপহইতেও উত্তম নির্গত হয়। যে জন নম্রতা ও পবিত্রতাদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে না, সে আপন বিনাশদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে। পৌল প্রেরিত বলে, “ঈশ্বর দেবপূজকদিগকে কুক্রিয়াতে সমর্পণ করিয়াছেন।” (রো ১, ১৮-৩২) কিন্তু যীশুদ্বারা তিনি তাহাদের মুক্তিদাতা হইতে বাঞ্ছা করেন।

যে সকল শিষ্যদিগকে পিতা যীশুকে দিলেন, সে সকলকে তিনি রক্ষা করিলেন। কেবল বিনাশের পাত্র যিহূদা হারাণ গেল। এদন উদ্যানে সর্প ছিল। নোহের নৌকাতে হাম ছিল। শিষ্যদের মধ্যে যিহূদা ছিল। তুমি যিহূদার তুল্য হইও না। যদি যীশুদ্বারা প্রচারকের পদে তুমি নিযুক্ত আছ, তবে সাবধান হও, পাছে শয়তানদ্বারা পাতিত লোভরূপ জালে পতিত হও। ধনলোভ তাবৎ মন্দের মূল। (১ তী ৬, ১০)

১৭-৪৯। পর্ব্বতোপরি যীশুর ধর্ম্মোপদেশ।

(ম ৫, ৬, ৭)

১৭-১৯। “পরে যীশু শিষ্যদের সহিত (কফরণাহূম নগরের নিকটস্থ) পর্ব্বতহইতে নামিয়া নিম্ন ভূমিতে (অর্থাৎ পর্ব্বতের এক নিম্ন স্থানে) গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে তাঁহার শিষ্যসমূহ এবং যিহূদা দেশ ও যিরূশালম এবং সমুদ্রের নিকটস্থ সোর ও সীদোন দেশহইতে মহালোকারণ্য আসিয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণার্থে এবং রোগহইতে মুক্ত হওনের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। এবং অশুচি ভূতগ্রস্তেরাও আসিয়া সুস্থ হইল, এবং তাবৎ লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যত্ন করিল, কেননা তাঁহাহইতে ক্ষমতা নিগত হইতেছিল, এবং তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন।”

আগস্তীনঃ ও তাহার সহিত অনেকে বলে, যীশু প্রথমতঃ পর্ব্বতোপরি শিষ্যদিগকে এই উপদেশকথা বলিলে মথি আপন সুসমাচারের ৫, ৬, ৭ অধ্যায়ে তাহা লিখিয়াছেন; পরে তিনি পর্ব্বতহইতে নামিয়া লোকদিগকেও এই উপদেশ কথা বলিলে তাহা লূকের সুসমাচারের ৬, ২০ ৪৯ লিখিত

হইয়াছে। কিন্তু মথি ও লূকের কথা মিলাইয়া দেখিলে আমরা প্রমাণ পাই যে তাহাদের কথা যীশুর একই উপদেশ। মথি সাক্ষী হওয়াতে বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন, লূক সংক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন। যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পূর্ব্বে দেবপূজক ছিল, তাহাদের জন্যে সুসমাচার রচনা করিয়া লূক নানা কথা লিখিতে পারিলেন না। ম ৫, ১৭-৪৩। ৬, ১-১৮। এমন কথা ঐ লোকদের অনায়াসে বোধগম্য হইত না। নানা লোকদের এমন অনুমান ছিল, যেরূপ মথি লিখিয়াছে, সেরূপ যীশু প্রচার করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার নানা সময়ের উপদেশ কথা সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন। তাহা নয়। মথি মিথ্যাবাদী নহেন। তিনি পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া লিখিয়াছেন, "যীশু শিষ্যদিগকে এই উপদেশ কথা কহিতে লাগিলেন।" পবিত্র আত্মার সাহায্যে তিনি যীশুর বাক্য স্মরণ করিয়া যেরূপে যীশু পর্ব্বতের উপরে এক সময়ে প্রচার করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করিয়া স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। লূক সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এই পুস্তকে কেবল তাহার বিবেচনা করি।

যীশু এই ধর্ম্মোপদেশদ্বারা এক নূতন ব্যবস্থা দেন নাই। যে ব্যবস্থা যিহোবা সীনয় পর্ব্বতের উপরে দিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থা যিহোবা যীশু এই সময়ে বুঝাইয়া দিলেন এবং সফল করিলেন। ব্যবস্থার সার প্রেম, ইহার প্রমাণ দিয়া যীশু এই আজ্ঞা পুনঃস্থাপন করিলেন, যে ঈশ্বরকে ও ভ্রাতাকে প্রেম কর। মূসাদ্বারা ব্যবস্থা দত্ত হইল, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যতা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা উপস্থিত হইল।

২০। "পরে তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে দীনহীনেরা, তোমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদের অধিকার।" (ম ৫, ৩, "আত্মাতে দরিদ্রেরা ধন্য।") এই ধন্য দরিদ্রেরা কে? যীশুর শিষ্যেরা, যাহারা প্রভুর ন্যায় বলিতে পারিল, আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। ধনবান্ লোকদের ন্যায় দরিদ্র লোকদের পরীক্ষা নাই। ক্লেশভোগের সময়ে লোকেরা উপর পানে তাকাইয়া স্বর্গীয় ধন প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সকল দরিদ্র লোক ধন্য নয়। ঈশ্বরের রাজ্যে ভিক্ষুকদের অধিকার নাই। যীশু দরিদ্রদের অন্তঃকরণ জানেন। বিষয়চিন্তাতে মগ্ন হইলে তাহারা ধনবানের তুল্য হয়। যদ্যপি তাহাদের ধন নাই, তথাপি তাহাদের লোভি অন্তঃকরণ ধনে আসক্ত। অতএব যাহারা আত্মাতে দরিদ্র, কেবল এমত দরিদ্র লোকেরা ধন্য। (যিশ ২৯, ১৯। ৪১, ১৭। ৬১, ১। ৬৬, ২) আর ধনবান্ যে লোকেরা আত্মাতে দরিদ্র তাহারাও ধন্য। যে ধনি লোকেরা দরিদ্রের ন্যায় আপনাদিগকে দীনহীন পাপী জ্ঞান করে, তাহারা সূচির ছিদ্রতুল্য সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করে। আমরা যদি নীচস্থ বস্তুদ্বারা পরিতৃপ্ত না হইয়া আমাদের কোন পুণ্য নাই, তাহা স্বীকার করিয়া দিনে২ নম্রভাবে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, হে প্রভো,

আমার পাপ ক্ষমা কর, এবং পবিত্র আত্মা আমাকে দেও, তবে আমাদের ধন থাকিলে বা না থাকিলে আমরা ধন্য দরিদ্র লোক হই; এবং যীশু আমাদিগকে বলেন, "তোমার দীনতা আমি জানি, তথাচ তোমার ধন আছে।" (প্র ২, ৯ যীশু এবং তাঁহার রাজ্য কি তোমার ধন? যূলিযান নামে রোমীয় মহারাজ (৩৬১ বৎসর খ্রী, পর) খ্রীষ্টধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বলিল, "খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যেন ধন্য দরিদ্র লোক হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পায়, এই নিমিত্তে আমি তাহাদের সকল সম্পত্তি লইব।" কুজগৎ বলে, ধনি লোকেরা ধন্য। রোমান্ কাথলিক্ মণ্ডলী বলে, আত্মাতে দরিদ্রেরা এমন লোক যে স্বেচ্ছানুসারে আপন ২ ধন পরিত্যাগ করে। কিন্তু দরিদ্রেরা পাপপ্রযুক্ত ক্ষুণ্ণমনা না হইলে কখনো ধন্য হয় না।

যিহূদি লোকদের পুরাবৃত্ত।

অনন্তর কস্পিয় ফাদিয়, ও তবিরিয় সিকন্দর ও বেন্তিদিয় কূমান, এই কএক ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বকালে যিহূদি দেশে আট বৎসর পর্য্যন্ত যে নানাপ্রকার গণ্ডগোল ও প্রজাদিগের উন্মত্ততা ও পরস্পর প্রতারণা ও দুষ্কর্ম্মের বাহুল্য হয়, তাহাই যিরূশালম নগরের ধ্বংস ও যিহূদি লোকদের সর্ব্বনাশরূপ দুর্গতি হওনের আরম্ভস্বরূপ, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন।

ঐ সমস্ত দুর্ঘটনার পর ক্লোদিয় মহারাজ যিহূদা দেশের কর্ত্তৃত্বের ভার তাঁহার মুক্ত দাস ফীলিক্সের প্রতি অর্পণ করেন। পাল্লাস নামে যে মুক্ত দাস ঐ মহারাজের অতি প্রিয় পাত্র ছিল, ফীলিক্স তাহারই ভ্রাতা। ক্রীত দাসের কর্ত্তৃত্বে সতত দৌরাত্ম্য প্রকাশ পায়, এই যে চলিত কথা, ইহা ফীলিক্সের কার্য্যেতে সফল হইল। তিনি সর্ব্বসাধারণের বিচার অবহেলা করিয়া অতি কঠোররূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কর্ত্তৃত্বের আরম্ভে তিনি যিহূদি দেশকে অসংখ্যক দস্যু ও গুপ্তঘাতক দলহইতে মুক্ত করিলেন। এখনকার তুরকীয় পাসাদের যেরূপ চরিত্র, তদ্রূপ ফীলিক্সের চরিত্র ছিল। ফলতঃ কর্ত্তৃত্বের নিরূপিত সময়ের মধ্যে বিপুলার্থ সঞ্চয় করণার্থে তিনি অতিশয় ব্যগ্রমনা ছিলেন। তাঁহার এই অভীষ্ট সিদ্ধ করণাভিপ্রায়ে তিনি অতি নীচ ও নিষ্ঠুর ও অযথার্থ ও প্রজানিষ্টকর ব্যাপার পর্য্যন্তও করিলেন। তাঁহার এই রূপ কুব্যবহারে রোমীয় শাসনরূপ যোঁয়ালি নি-

হূদি লোকদের পক্ষে অধিকতর অসহ্য হইবাতে তাহারা উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিতে উপক্রম করিল।

যিহূদীয়দের এরূপ মনের ভাব পূর্ব্বাবধি ছিল বটে, কেননা বারম্বার ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্তপ্রায় লোক ও ভাক্ত শিক্ষকগণ উত্থাপিত হইয়া প্রকাশ করিত, যে রোমীয়দের দাসত্বহইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিতে আমরা ঈশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি। এতদ্রূপ নিস্তারকর্ত্তার আগমনের প্রত্যাশা সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণ লোকের থাকা প্রযুক্ত বিস্তর লোক অতি মূঢ় ব্যক্তিরও পশ্চাদ্গামী হইত। তাহারা এতদ্রূপ বহুসংখ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, যে তৎকালে প্রায় প্রতিদিন তাহাদের কোন২ লোক হত হইত। হায়২, যে ভ্রান্তবুদ্ধি লোকেরা ঐ প্রতারকদের কথায় বিশ্বাস করিত, তাহারা রোমীয় সৈন্য কর্তৃক কীটের ন্যায় বিনষ্ট হইত। এই প্রদেশাধিকারী সেই ফীলিক্স, যাহার নাম প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ গ্রন্থে (২৪ অধ্য) লিখিত আছে; ইনিই পৌলের প্রমুখাৎ ন্যায়ের ও পরিমিত ভোগের ও শেষ বিচারের কথা শুনিয়া কম্পান্বিত হইয়াছিলেন; এবং এই ব্যক্তি পৌলকে মুক্ত করণার্থে অর্থ প্রাপণের প্রত্যাশা করিয়া তাঁহাকে কারাহইতে মুক্ত করিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, প্রায় সেই সময়ে তাঁহার কর্তৃত্ব যিহূদীয় লোকদের পক্ষে অতি অসহ্য হওয়াতে তাহারা তাঁহার কুব্যবহার জন্য তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে নিরো মহারাজের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাতে সম্রাট্ তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা পাল্লাসের অনুরোধে তিনি কঠোর শাস্তিহইতে রক্ষা পাইলেন।

অনন্তর ফীলিক্সের পদে পর্কীয় ফীষ্ট অভিষিক্ত হইলেন। ইতিহাসবেত্তারা ইহাঁর চরিত্র অগ্রগামি শাসনকর্তৃদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফীষ্ট দস্যু ও ঘাতকদিগের বিশেষ প্রতীকারার্থে প্রবৃত্ত হইলেন, কেননা ঐ দুষ্টেরা ক্রমে২ পুনরায় দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া যিরূশালমের মধ্য পর্য্যন্তও অপহরণাদি অপকর্ম্মদ্বারা লোকদিগকে আত্যন্তিক সশঙ্কিত করিত। তৎপরে তিনি মহাযাজক ও হীনপদস্থ যাজকদের মধ্যে উৎপন্ন বিষম বিবাদ ভঞ্জনার্থে প্রবৃত্ত হইলেন, কেননা

যিহূদাদেশে যাজকত্ববিধি সে সময় পর্য্যন্ত অতি প্রবল থাকা প্রযুক্ত ঐ বিবাদ রাজ্যের তাবৎ শুভাশুভের সহিত সংলগ্ন ছিল। যোষীফস নামক ইতিহাসবেত্তা, যিনি যিহূদীয়দের সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত ছিলেন, তিনি লেখেন যে বিদ্রোহি যিহূদীয়দের দলপতিরা অত্যন্ত পাষণ্ড ছিল; এ কথা যে সত্য তাহা তাৎকালিক বিবরণ পাঠ করিলে পাঠক অনায়াসে জানিতে পারেন। মহা-যাজকত্বপদ গ্রহণকারি ব্যক্তিদের পুনঃ২ পরিবর্ত্তন, এবং তাঁহা-দের মঢ়তাপূর্ব্বক আত্যন্তিক বৃত্তিভোগের চেষ্টা, এই দুই বিষয় তাঁহাদের বিবাদের মূলকারণ ছিল। ফলতঃ পদচ্যুত মহাযাজকেরা কালক্রমে বহুসংখ্যক হইয়া দশমাংশহইতে আপন২ পদের অংশ গ্রহণে নির্লজ্জ হওয়াতে হীনপদস্থ যাজকদের প্রতিপাল-নার্থে প্রয়োজনীয় বৃত্তি থাকিল না। এক পক্ষে মহাযাজকেরা আপন২ অংশ গ্রহণে বলবৎরূপে উদ্‌যোগী, এবং অন্য পক্ষে সামান্য যাজকেরা তন্নিবারণার্থে উগ্রতা পূর্ব্বক সচেষ্ট হই-বাতে মহাগণ্ডগোল হইয়া উঠিল। ফলতঃ উভয় পক্ষ দলবদ্ধ হওয়াতে, এবং পরস্পরের অপকারার্থে হত্যাকারি লোকদিগকে নিযুক্ত করাতে দেশের সর্ব্বত্র ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, এবং এই বিবাদ প্রযুক্ত তাহাদের ধর্ম্মধাম বারম্বার উৎসর্গাদি ক্রিয়া-কাণ্ড রহিত ও পরস্পরের রক্তপাতে কলঙ্কিত হইত। ফীষ্ট সুদৃঢ় মনে কিঞ্চিৎ কঠিনাচরণে ঐ অসঙ্গত বিবাদের কিয়দংশ সমাধা করিলেন। যে সমস্ত ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ সময়ে২ উপস্থিত হই-য়া লোকদিগকে উদ্ধারের প্রত্যাশা দর্শাইত, তাহাদের দ্বারা তিনি অতিশয় দুঃখ পাইতেন। তিনি কেবল দুই বৎসর কর্ত্তৃত্ব করিয়া এতদ্রূপ পরিশ্রম করিতে২ পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারি আল্‌বীনঃ কেবল ধনোপার্জ্জনের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি ধনদানে অসমর্থ দুর্ব্বল দুরা-চারিদিগকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু যাহারা উৎকোচরূপে তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিত, এমত প্রবল দুরাত্মাদিগকে তিনি কিছুই শাস্তি দিতেন না। এই রূপ দুষ্কর্ম্মহইতে বিপুলার্থ উপার্জ্জন হওয়াতে তিনি তন্নিবারণের কোন চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার এই রূপ ব্যবহার প্রযুক্ত দুষ্কর্ম্মের বাহুল্য হইতে লাগিল। অতএব তিনি দেশস্থ তাবৎ দস্যুদলের প্রকৃত কর্ত্তারূপে বিখ্যাত হইলেন।

আল্বীন মন্দ লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তৎপদাভিষিক্ত হইয়া আইলেন যে গেসিয় ফ্লোরস তিনি আল্বীন অপেক্ষা অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতাতে আরও মন্দ ছিলেন। ফলতঃ আর ২ শাসনকর্তৃগণ স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর ও লোভী ছিল বটে, কিন্তু এই ফ্লোরসের অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না, এবং নিষ্ঠুরতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; তাঁহার লোভিতা নিতান্ত অনিবার্য্য ছিল। যে সকল দস্যু আপনাদের লুটিত দ্রব্যের অংশ তাঁহাকে দিত, তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেন। এই রূপে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের ও অপহরণের বাস্তবিক উৎসাহ দিতেন। তাঁহার এতদ্রূপ কুশাসনের নিমিত্তে যদি রোম নগরে মহারাজের সমীপে তাহার অভিযোগ করা যাইত, তবে তাঁহার কলঙ্করূপ পতাকা অবশ্য উড্ডীয়মান হইত। ইহা বিলক্ষণ অবগত থাকাতে তিনি প্রজাদিগকে নানা গণ্ডগোল করণে ও প্রকাশরূপে রাজবিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত করিতে একান্ত সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে মহাগণ্ডগোলরূপ প্রবল বায়ু উত্থিত হইলে তদ্দ্বারা আমার বিরুদ্ধে লোকদের অভিযোগের শব্দ শুনা যাইবেক না, অথচ অপহরণাদি তাবৎ কার্য্য সর্ব্বত্র বিলক্ষণরূপে চলিবে। সে যাহা হউক, ফ্লোরসের এতদ্রূপ ক্রূরতার উত্তাপে লোকদের উন্মত্ততারূপ বৃক্ষের ফল অপেক্ষিত সময়ের কএক বৎসর পূর্ব্বে পরিণত হইল।

আমি কি সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটি ?

অধিকন্তু পাপে থাকিলে যদি খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ধার করেন, তবে তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন হয়। যিনি সত্যস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, যথা, "মন না ফিরাইলে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবা না।" মথি ১৮ অধ্য ৩ পদ। আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, "মন না ফিরাইলে তোমরা বিনষ্ট হইবা।" লূক ১৩ অধ্য ৩ পদ। খ্রীষ্ট এক বার বলিলে যথেষ্ট হয়। কিন্তু তিনি পুনঃ ২ বলিয়াছেন, যথা, "আমি তোমাকে যথার্থরূপে কহিতেছি, পুনর্জাত না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; পুনর্জাত হইতেই হইবে, এই যে কথা তোমাকে বলিতেছি, ইহাতে আ-

শ্চর্য্য জ্ঞান করিও না।" যোহন ৩ অধ্য ৩, ৫, ৭। প্রভুর এই সকল বাক্য না মানিয়া তুমি কি আপনার পরিত্রাণের নিরর্থক প্রত্যাশা করিবা? মন না ফিরাইলে যদি উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে ঈশ্বরের দিব্যও লঙ্ঘন হয়। কেননা অজ্ঞান ও অবিশ্বাসী ও অপরাবৃত্তমনা লোকেরা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না, ইহা তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছেন। ৯৫ গীত ১১ পদ। ইব্রি ৩ অধ্য ১৮ পদ। অনুগ্রহরূপ যে নিয়ম তাহা দিব্যদ্বারা স্থিরীকৃত ও রক্তদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। ইব্রি ৬ অধ্য ১৭ পদ। আর মথি ২৬ অধ্য ২৮ পদ। অতএব তুমি জীবনে অথবা মরণে পবিত্রীকৃত না হইয়া উদ্ধারিত হইলে ঐ সকল নিরর্থক হয়।

যখন ঈশ্বর পাপেতে অনুতাপকারির প্রতি দয়া করিবেন, তখন তিনি অবশ্য পাপের প্রতি আপনার ঘৃণা দেখাইবেন। অতএব খ্রীষ্টের নাম যে ব্যক্তি যথার্থরূপে লয়, সে সমুদায় পাপ পরিত্যাগ করিবে; ও খ্রীষ্টের দ্বারা যে পরমায়ুর প্রত্যাশা করে, সে আপনাকে পবিত্র করিবে যেমন তিনি পবিত্র হন। তাহা নহিলে খ্রীষ্ট পাপের পোষক হন। কিন্তু তিনি পাপের ক্ষমা করিলেও যে পাপের পোষক নহেন, ইহা সকলকে জানাইবেন।

ঐ মত পরিত্রাণ হইলে ত্রাণকর্ত্তার সকল পদ নিস্তেজ হয়। মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপের বিমোচন দিতে পিতা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে রাজা ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া উত্থিত করিয়াছেন। অসৎকর্ম্মকারিদিগকে দণ্ড ও সৎকর্ম্মকারিদিগকে পুরস্কার দেওয়া তাঁহার কর্ম্ম। যে লোক পাপ করে, তাহার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নিষ্পন্ন করিতে তিনি ঈশ্বরের সেবকস্বরূপ। অতএব যদি খ্রীষ্ট অধার্ম্মিক লোককে অধর্ম্মে রহিতে অনুগ্রহ করেন, কিম্বা যে ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে দেয় না, তাহাকে তিনি যদি আপনার সহিত কর্ত্তৃত্ব করিতে লন, তবে তাঁহার রাজধর্ম্ম থাকে না। যাহারা রাজার আজ্ঞা অতিক্রম করে, অথচ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না, কোন্ রাজা এমত লোককে আপন দরবারে গ্রহণ করেন? আর পাপি লোককে পাপেতেই ত্রাণ করিলে খ্রীষ্ট উপযুক্ত ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারেন না, যেহেতুক তাঁহার নাম যীশু রাখা গিয়াছে, কারণ তিনি আপনার লোকদিগকে তাহাদের পাপহইতে উদ্ধার করিবেন।

অতএব, হে নিদ্রিত লোক, কি জন্যে ঘুমাইতেছ? পাছে পাপেতে বিনষ্ট হও, এই ভয়ে ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা কর। এবং এখানে বসিয়া থাকিলে আমরা মরিব, এ কথা যেমন ঐ কুষ্ঠি লোকেরা বলিয়াছিল, সেই মত তুমিও কহ, মন না ফিরাইলে তোমার নরক গমন নিশ্চয় হইবে, আপনার পাপাবস্থায় যদি আপনাকে শক্ত কর, তবে তোমার বিনাশ নিতান্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক হইবে। যদি তুমি অজ্ঞান পশু না হইয়া মনুষ্য হও, তবে রহিয়া, আমি কোথায় যাইতেছি? ইহা বিবেচনা কর। তোমাতে যদি মনুষ্যের বুদ্ধি থাকে, তবে জানিয়া শুনিয়া নরক অগ্নিতে দৌড়িয়া যাইতে সাহসবান হইও না। পশুদের প্রতি জোর না করিলে যদি আপদে যায় না, তবে কি মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক নরকের দুরন্ত খাতে যাইবে? তুমি কি জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া মৃত্যু ও নরক ও সর্ব্বশক্তিমানের মহাক্রোধ লঘু বিষয় জ্ঞান করিবা? অনন্ত যন্ত্রণাহইতে পলায়ন করিতে কি তুমি ত্বরা করিবা না? অনন্ত মহিমাযুক্ত যে পরমেশ্বর, তাঁহার সহিত ও তাঁহার বাক্যের সহিত যুদ্ধ করা কি জ্ঞানির কর্ম্ম? মৃত্তিকার খোলা কি সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত বিরোধ করিবে? যে অবধি পরমেশ্বরের ক্রোধরূপ বন্যা তোমার উপর আসিয়া না পড়ে, ও তোমাকে অনন্ত দুঃখরূপ সমুদ্রে ভাসাইয়া না লইয়া যায়, তাবৎ কি পাপের দেশে বসিয়া থাকিবা? ঈশ্বর আপনার দত্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন কি না, তাহা দেখিবার জন্যে তোমার পাপে থাকা কি ভাল হয়? তাঁহার ক্রোধনিষ্পত্তি দিনে তুমি কি করিবা? তৎকালে জ্ঞানশূন্য হইয়া কোথায় পলাইবা? যিশ ১০ অধ্য ৩ পদ। আহা! পাপরূপ মোহেতে তুমি কি পর্য্যন্ত মোহিত হইয়াছ! কেমন শক্ত মায়াতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছ! তোমার অন্তঃকরণ কেমন কঠিন হইয়াছে। কখন ২ জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের দয়া পাপি লোকের অন্তঃকরণকে গলিত করিবে, ও তাঁহার প্রেম পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ তাহাদিগকে অবশ্য পরাস্ত করিবে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্ববৎ থাকে। কখন ২ জ্ঞান করি যে তাহারা ঈশ্বরের মহাভয়েতে ভীত হইবে, কিন্তু তাহাও হয় না। হে পরমেশ্বর, উপরহইতে সহায়তা কর। তোমার দয়াহেতু ও তোমার প্রিয় পুত্রহেতু তাহাদিগকে দয়া করিয়া তাহাদের আত্মাকে অনন্ত জ্বলনহইতে বাঁচাও।

আর পুনর্জ্জাত না হইলে, আমি পুনর্জ্জাত আছি, এমত নাশক ভ্রমে পাছে পড়, এই কারণ অপুনর্জ্জাত ব্যক্তির চিহ্ন এখন দেখাইতেছি। পৌল প্রেরিত ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "ব্যভিচারি কি লম্পট কি দেবপূজকদের মধ্যে গণিত লোভী, ইহারা খ্রীষ্টের অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে কোন অধিকার পাইবে না, ইহা তোমরা জ্ঞাত হও। অতএব সাবধান, অনর্থক বাক্যদ্বারা কেহ তোমাদিগের ভ্রান্তি না জন্মাউক, কেননা তাদৃশ কুকর্ম্ম প্রযুক্ত অনাজ্ঞাবহ লোকেরা ক্রোধপাত্র হয়।" ইফিষ ৫ অধ্য ৫, ৬ পদ। "যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণ্য কর্ম্মকারী ও নরহত্যাকারী ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও দেবপূজক, তাহারা এবং তাবৎ মিথ্যাবাদী অগ্নি ও গন্ধকের প্রজ্বলিত হ্রদে অধিকার পাইবে।" প্রকাশি ২১ অধ্য ৮ পদ। আর, "ঈশ্বরের রাজ্যেতে অন্যায়কারি লোকদের যে অধিকার নাই, ইহা কি তোমরা জান না? এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি দেবপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ ব্যবহারী কি পুংমৈথুনকারী কি চোর কি লোভী কি মত্ত কি নিন্দক কি দুর্ব্বৃত্ত, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।" ১ করি, ৬ অধ্য ৯, ১০ পদ।

যাহাদের এমন স্পষ্ট চিহ্ন নয়, অর্থাৎ যাহারা এমত দুরাচার নয়, এমত আর যত অপুনর্জ্জাত অথচ অপবিত্র লোক আছে, তাহারা বাহ্যে খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারে বটে, কিন্তু আন্তরিক নয়। এই প্রকারে আপনাদিগকে ও অন্যদিগকে ভুলায়, এমত অনেক লোক মৃত্যু ও বিচার দিন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত হইয়া থাকে। হে বন্ধো, আপনার অন্তঃকরণের প্রতি মনোযোগ না করাতে কেবল অন্যহইতে গুপ্ত নয়, কিন্তু আপনাহইতেও গুপ্ত, এমত পাপেতে যে অনেক লোক নষ্ট হয়, ইহা স্মরণ কর। যে ২ গুপ্ত পাপেতে মনুষ্য নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এই ২। প্রথম, অজ্ঞানতা। আমাদের অন্তঃকরণ ভাল আছে, ও আমরা স্বর্গের পথে আছি, ইহা যাবৎ জ্ঞান করে, তাবৎ ঐ পাপ কত মনুষ্যকে অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে হত্যা করে। অজ্ঞানতার নিমিত্তে লোকেরা যে কোন প্রকার ওজর করুক, তাহা যে নাশক বটে, ইহা নিশ্চয় জান। আপনাদিগকে ঈশ্বরের লোক করিয়া বলে, এমত কতক লোক জ্ঞানাভাবে নষ্ট হইতেছে, ইহা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর কহিতেছেন। হোশেয় ৪

অধ্য ৯ পদ। তাহারা জ্ঞানরহিত লোক, এই হেতুক যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, তিনি তাহাদিগকে দয়া করিবেন না। যিশ ২৭ অধ্য ১১ পদ। এই রূপ দশা পাছে তোমার হয়, তজ্জন্যে আর অজ্ঞানতার নিমিত্তে ওজর করিও না। দ্বিতীয়, খ্রীষ্টকে অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে না দেওয়া। কেহ২ অধিক ধর্ম্ম করে, কিন্তু তাহারা তাহাতে তদ্গতচিত্ত হইতে চায় না। কোন২ লোক প্রিয় পাপাভিলায ত্যাগ করিতে চায় না। তৃতীয়, বাহ্যে ধর্ম্ম করা। অনেকে মনের সহিত ধর্ম্ম ক্রিয়া না করিয়া, শারীরিকরূপে করিলে হয়, এমত জ্ঞান করে. তাহাতে তাহারা আপনাদিগকে ভুলাইয়া নষ্ট করে; যেমন ফিরূশিরা করিয়াছিল। এই মত লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করে, ও উপবাস করে, ও প্রার্থনা করে, ও দরিদ্রদিগকে দান করে, ও তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ অবশ্য হইবে, ইহা জ্ঞান করে। লূক ১৮ অধ্য ১১, ১২ পদ। হায়, কেমন দুর্দ্দশা! এমত মনুষ্যের ধর্ম্ম তাহাকে শক্ত করে, ও সফলরূপে তাহার ভ্রান্তি জন্মায়। চতুর্থ, আপনার কৃত পুণ্যেতে বিশ্বাস। যে মনুষ্যেরা আপন কৃত ধর্ম্মেতে বিশ্বাস করে, তাহারা ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টকে সুতরাং অগ্রাহ্য করে। হে আমার প্রিয় বন্ধো, এতদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া তোমার আবশ্যক, কারণ কেবল তোমার পাপ তোমাকে নষ্ট করে তাহা নয়, কিন্তু তোমার ধর্ম্মক্রিয়াতে যদি বিশ্বাস কর, তবে তাহাও তোমাকে নষ্ট করিবে। আপনার কৃত পুণ্যেতে যে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ও পাপের ক্ষমা হয়, এমত বিশ্বাস করাতে খ্রীষ্টকে অপমান করণ পূর্ব্বক আপনাকেই ত্রাণকর্ত্তা করা হয়। পঞ্চম, সংসারের প্রতি প্রেম। তাহাই অপরিবর্ত্তিত লোকের নিশ্চয় চিহ্ন। মার্ক ১০ অধ্য ২২ পদ। যোহন২ অধ্য ১৫ পদ। এই পাপ ধর্ম্মের আচ্ছাদনেতে অধিক লুকাইয়া থাকে। যে ব্যক্তিতে থাকে, সে তাহাতে এত ভ্রান্ত হয় যে অন্য২ লোক তাহার সাংসারিক মন দেখিলেও সে আপনি তাহা দেখে না, কিন্তু তাহার নিমিত্তে অনেক ওজর ও ছল করে ও আপনার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহাতে ভ্রান্ত হইয়া মরে।

ষষ্ঠ. শত্রুর প্রতি দ্বেষভাব রাখা। যাহারা ধার্ম্মিকরূপে গণিত হইতে চায়, এমত অধিক লোক আপন২ অন্তঃকরণে হিংসাভাব রাখে ও মন্দের প্রতিফলরূপে মন্দ করে। যেমত সুসমাচারে করিতে

বলিয়াছেন, ও যেমত দৃষ্টান্ত খ্রীষ্ট আপনি হইয়াছেন, তাহার বিপরীতভাবে আচরণ করিয়া থাকে।

হে বন্ধো, পূর্ব্বোক্ত যে অনেক মত বলিলাম, তাহার এক মত তোমার হয় নাই? পুনঃ ২ অনুসন্ধানদ্বারা আপন অন্তঃকরণের পরীক্ষা করিয়া তাহা দেখ। ইচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞানতাতে থাকাতে অথবা মৌখিকরূপ ধর্ম্ম করাতে, অথবা আপনার পুণ্যে বিশ্বাস করাতে, কিম্বা সাংসারিক অভিলাষে মগ্ন হওয়াতে, কিম্বা বিষতুল্য হিংসেচ্ছা করাতে, এই সকলের একটি তোমার মধ্যে হইলেই তুমি নিশ্চয় অপরিবর্ত্তিত লোক আছ।

পতিত দূতগণের সভায় উপবেশন ও মন্ত্রণারম্ভ।

সম্রাটের আজ্ঞামত, পক্ষযুক্ত দূত যত, মহোৎসবে করে তুরীধ্বনি।
নরকের শ্রেষ্ঠ স্থান, পাণ্ডেমনিয়মনাম, নরকপতির রাজধানী॥
সভা হইবেক তথা, প্রকাশিয়া এই কথা, কহিতেছে যত দৈত্যগণে।
পাইয়া আহ্বান পত্র, দৈত্যগণ যায় তত্র, লয়ে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণে॥
স্থানে স্থানে অগণন, উপযুক্ত সৈন্যগণ, শত শত সহস্র অযুত।
পন্থা নাহি দৃষ্ট হয়, সৈন্যময় সমুদয়, তথায় হইল উপস্থিত॥
বারাণ্ডা দরজা যত, তাহাতে বসিল কত, অপর বিচার স্থানে রয়।
অস্ত্রধারি অগণন, সাহসিক বীরগণ, পূর্ণক্ষেত্র মত দৃষ্ট হয়॥
দেবতাপূজকগণে, অপর সুলতানাসনে, তুল্য কভু নহে তার সনে।
মেঘাচ্ছন্ন মত সৈন্য, ছাইল ভুবন শূন্য, পক্ষ শব্দ হতেছে সঘনে॥
যেন মধুকরগণে, বসন্তের আগমনে, শাবকে করয়ে চাকে পূর্ণ।
যখন অরুণোদয়, বৃষরাশে গিয়া হয়, সকলে পুলকে হয় পূর্ণ॥
মনোলোভা পুষ্প হেরে, তাহে মধুপান করে, অথবা বসয়ে বৃক্ষোপরি।
পর্ণেতে নির্ম্মিত পুরী, কি আশ্চর্য্য কারিগিরি, তার প্রান্তে বসে সারি ২॥
সেই রূপ দৈত্য যত, মক্ষিকা ঝাঁকের মত, সকলে দণ্ডায়মান রয়।
কি আশ্চর্য্য দেখ তার, জ্ঞান হয় চমৎকার, যত ক্ষণ ইঙ্গিত না হয়॥
প্রকাণ্ড আকার যারা, এই ক্ষণে যেন তারা, খর্ব্ব হয় বামন অপেক্ষা।
সঙ্কীর্ণ কুঠরী অতি, তাহে বৈসে দৈত্যজাতি, কার সাধ্য করিবেক সঙ্খ্যা

বামন বংশের মত, হিমালয়াঞ্চলে যত, বাস করে খর্ব্বজাতিগণ।
অথবা যেমন পরী, নিশাতে অরণ্যোপরি, জলাশয়ে করয়ে ভ্রমণ॥
স্বপ্নে কি সহজ জ্ঞানে, নিশাতে কৃষকগণে, তার পানে করয়ে ঈক্ষণ।
যখন গগণে শশী, মস্তক উপরে আসি, অস্তাচলে চলে অনুক্ষণ॥
পুলকে হয়ে পূর্ণিত, কেহ বা করে সঙ্গীত, কেহ বা নাচয়ে নানা রঙ্গে।
সুস্বর শ্রবণ করে, অমনি গাত্র শিহরে, একেবারে আনন্দ আতঙ্গে॥
অত্যদ্ভুত এবম্ভূত, পঞ্চভূত হীনভূত, দীর্ঘকায় খর্ব্ব হলো অতি।
দৈত্যগণ অনায়াসে, নারকী বিচারাবাসে, অগণন আইল সম্প্রতি॥
যাঁয় রাজ্যে দূতবর্গে, বসিত যেমন স্বর্গে, সিরাফীম কিরুবীম মত।
তদ্রূপ দেবতাগণে, রত্নময় সিংহাসনে, সমাজে বসিল শত শত॥
স্তব্ধ হান ক্ষণ মাত্র, পড়িয়া আহ্বান পত্র, তাহাদের যুক্তি আরম্ভিল।
মিল্টন প্রথম খণ্ড, শ্রবণে অদ্ভুত কাণ্ড, পদ্যচ্ছন্দে প্রকাশ হইল॥

লেখালেখি।

শ্রীযুত উপদেশক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে যত ভবিষ্যদ্বাণী আছে সে সকল কালক্রমে পূর্ণ হইতেছে। আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১০ পদের কথা বোধ করি অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্বে যিহূদি বংশহইতে রাজদণ্ড এবং বিচারাধ্যক্ষতা পদ কখন দূর হইবে না। বাবিল দেশে ও অন্য সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা যখন বন্দিতাবস্থাতে নীত হইয়াছিল, সেই সকল কালে উক্ত কথা কি প্রকারে পূর্ণ হইয়াছিল? ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া বাধিত করিবেন ইতি।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।